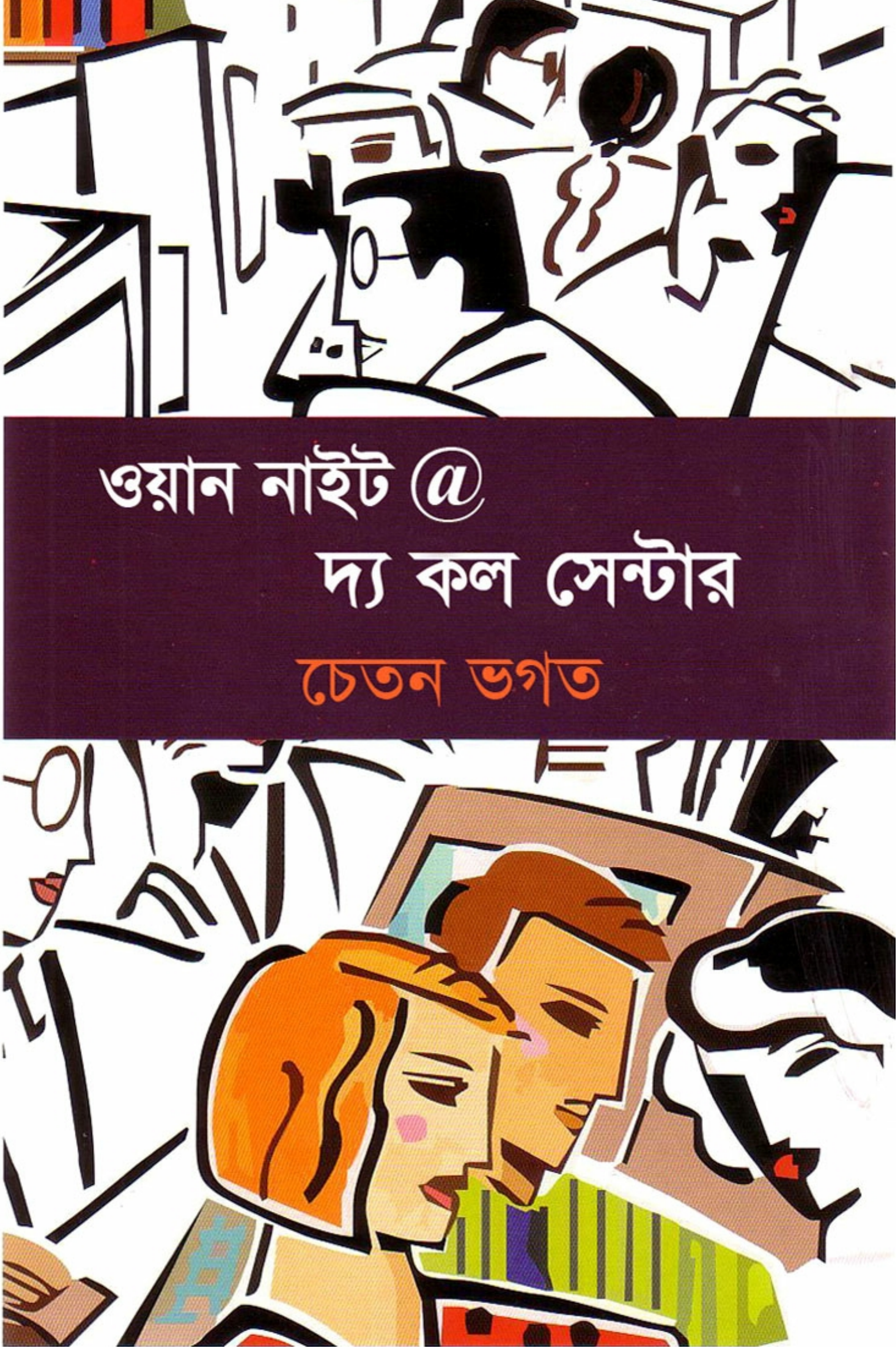

ওয়ান নাইট @ দ্য কল সেন্টার

চেতন ভগত

ওয়ান নাইট @ দ্য কল সেন্টার চেতন ভগত

বাংলাপিডিএফ.নেট

ভূমিকা

কানপুর থেকে দিল্লী আসার ট্রেন সফর দুটি কারণে বোধহয় আমার জীবনের সব থেকে স্মরণীয় সফর হিসেবে আখ্যা পেতে পারে। প্রথম কারণ, এটা আমাকে আমার দ্বিতীয় বই প্রদান করেছে। এবং দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এটা যে, আমাদের জীবনে সব সময় এমনটা ঘটে না যে... আপনি একা ট্রেনের খালি কম্পার্টমেন্টে বসে রয়েছেন আর এক সুন্দরী যুবতী সৈই কম্পার্টমেন্টে প্রবেশ করল।

হ্যাঁ... এমনটা হয়তো আপনারা সিনেমায় দেখে থাকবেন... হয়তো এমনটা কোন বন্ধুর মুখ থেকে শুনে থাকবেন – কিন্তু এমনটা আপনাদের জীবনে কখনো ঘটেনি। আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন আমি নিজের ট্রেনের কম্পার্টপেন্টের বাইরে লাগানো রিজার্ভেশন চার্ট দেখতাম যে, আমার সীটের আশপাশে কোন্-কোন্ মহিলার সীট রয়েছে (বিশেয করে আমি 17 থেকে 25 বছর বয়সের ওপরে লক্ষ্য দিতাম)। কিন্তু আমার জীবনে এমনটা কখনো ঘটেনি। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে, আমাকে বেশী কথা বলতে থাকা মাসীমণি, নাক ডাকতে থাকা পুরুয আর ছিঁচকাঁদুনে বাচচাদের সঙ্গে সফর করতে হয়েছে।

কিন্তু সৈই রাতটা ছিল আলাদা! প্রথমতঃ, আমার কম্পার্টমেন্ট খালি ছিল। রেলওয়ে কোম্পানী কিছুদিন আগেই এই সামার স্পেশাল ট্রেন চালু করেছিল এবং খুব বেশী লোক এই ট্রেনের ব্যাপারে জানত না। দ্বিতীয়তঃ, আমার ঘুম আসছিল না।

আমি আই.আই.টি., কানপুরে এক সাক্ষাৎকারের জন্য গিয়েছিলাম। ওখান থেকে বেরোবার আগে আমি ক্যান্টিনে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে চার কাপ কফি পান করেছিলাম। আমি যদি এটা জানতে পারতাম যে, এর পরে আমাকে দীর্ঘ আটটা ঘটা ট্রেনের এক খালি কম্পার্টমেন্টে না ঘুমিয়ে কাটাতে হবে... তাহলে হয়তো আমি এক

কাপ কফিও পান করতাম না। আমার কাছে পড়ার জন্য কোন বই বা পত্রিকা ছিল না। বাইরে ঘন অন্ধকার ছেয়ে থাকার কারণে আমি জানলা দিয়েও কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমি নিজেকে এক নীরব আর নীরস রাত কাটানোর জন্য প্রস্তুত করে তুলছিলাম।

ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছাড়ার পাঁচ মিনিট পরে সে ভেতরে এসে ঢুকল। সে আমার এনক্লোজারের পর্দা সরিয়ে ভেতরে উঁকি মারল।

"কোচ A4-য়ের সীট নং 63 কি এখানে?" সে প্রশ্ন করল।

আমার কম্পার্টমেন্টে জ্বলতে থাকা হলুদ লাইটটাও একটু মুডী ছিল। আমি যখন তার দিকে মুখ তুলে তাকালাম, সেই লাইটটা কম-বেশী হতে লাগল।

"হ্যাঁ...।" আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলাম। ওর চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়া আমার পক্ষে মুশ্কিল হচ্ছিল।

"এই যে... আমার সীটটা আপনার সীটের একেবারে সামনে।" যুবতী নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিল আর নিজের ভারী সুটকেস ওপরের বার্থে তুলে দিল। এর পরে সে আমার ঠিক সামনের বার্থে বসে পড়ল আর এক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

"আমি ভুল কোচে উঠে পড়েছিলাম। ভাগ্য ভালো যে, এই ট্রেনের প্রতিটা কোচই পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত!" যুবতী নিজের এলোমেলো হয়ে পড়া চুল বিন্যস্ত করতে-করতে বলল। আমি আড়চোখে ওকে দেখার চেষ্টা করছিলাম। যুবতীর বয়স খুব বেশী হলে 24-25 বছর হবে। ওর কোমর পর্যন্ত লম্বা চুল এক অন্য কাহিনী বলছিল। চুলের একটা গোছা বার-বার ওর কপালে এসে পড়ছিল... ফলে আমি ওর মুখটাকে ভালো করে দেখতে পাচ্ছিলাম না... কিন্তু আমি আপনাদের একটা কথা বলতে চাই – যুবতী অত্যন্ত সুন্দরী ছিল। এবং ওর চোখ জোড়া – একবার আপনারা সেই চোখ দুটোর দিকে তাকালে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারবেন না।

যুবতী নিজের হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে ভেতরের জিনিষপত্র ব্যবস্থিত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এই সময়ে আমি জানলা দিয়ে বাইরে তাকাবার চেষ্টা করতে থাকলাম। বাইরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ছেয়ে ছিল।

"ট্রেনটা বড় খালি।" প্রায় দশ মিনিট পরে যুবতী বলল।

"হ্যাঁ!" আমি উত্তর দিলাম – "এটা হচ্ছে নতুন হলিডে স্পেশাল ট্রেন। রেল কোম্পানী সবে কিছুদিন হল এই ট্রেন চালু করেছে... লোকেরা এখনও অনেকেই এই ট্রেনের ব্যাপারে জানতে পারেনি।"

"তাই হবে... নয়তো এই সময়ে ট্রেনে পা রাখার জায়গা থাকে না।"

"এই ট্রেনেও পা রাখার জায়গা থাকবে না... ভয় পাবেন না। কয়েকটা দিন যেতে দিন।" আমি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললাম – "হাই, আমার নাম

চেতন... চেতন ভগত।"

"হাই!" যুবতী আমার মুখের দিকে কয়েকটা সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে উত্তর দিল – "চেতন... আমার কেমন জানি মনে হচ্ছে যে, এই নামটা এর আগে কোথাও শুনেছি।"

ওর কথা শুনে মনে হল যে, ও আমার প্রথম বই-য়ের ব্যাপারে শুনে থাকবে। আমি লোকেদের কাছে তেমন একটা পরিচিত নই... বিশেষ করে এমনটা কখনো হয়নি যে, রাতের ট্রেনে কোন সুন্দরী যুবতী নাম শুনে আমাকে চিনে ফেলবে।

"আপনি হয়তো আমার বই-য়ের ব্যাপারে শুনে থাকবেন – ফাইভ পয়েন্ট সামওয়ান! আমি সেই বই-য়ের লেখক।" আমি বললাম।

"আরে, হ্যাঁ!" যুবতী বলল – "আমি আপনার বই পড়েছি।"

"কেমন লেগেছে আপনার?"

"ঠিকই আছে।"

আমি কিছুটা নিরাশ হলাম। আমি আরও কিছুটা প্রশংসা আশা করছিলাম।

"শুধু ঠিক?" আমি বললাম।

"মানে...!" যুবতী এইটুকু বলে চুপ করে গেল।

"মানে... কি?" আমি দশ সেকেণ্ড অপেক্ষা করার পরে প্রশ্ন করলাম।

"ঠিকই আছে।" যুবতী উত্তর দিল।

আমি চুপ করে রইলাম।

যুবতী আমার মুখে কিঞ্চিত নিরাশার ভাব লক্ষ্য করে বলল – "চেতন! আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে আমার খু-উ-ব ভালো লাগল। আপনি কোথা থেকে আসছেন? আই. আই. টি., কানপুর থেকে?"

"হ্যাঁ!" আমি উত্তর দিলাম। আমার কণ্ঠস্বর কয়েক মুহূর্ত আগের মত ততটা বন্ধুত্বপূর্ণ শোনাল না – "আমি ওখানে এক সাক্ষাৎকারের জন্য গিয়েছিলাম।"

"তাই? কোন্ বিষয়ের ওপরে সাক্ষাৎকার ছিল?"

"আমার বই-য়ের ওপরে। আপনি এখুনি যে বইটাকে 'ঠিকই আছে' বললেন। কিন্তু কিছু লোক সেই বইটার ব্যাপারে জানতে চায়।" আমি যতটা সম্ভব নিজের কণ্ঠস্বরকে মিষ্টি রাখার চেষ্টা করলাম।

"আশ্চর্য!" যুবতী বলল আর চুপ করে গেল।

আমিও চুপ করে ছিলাম। আমি ওর সঙ্গে আর কোন কথা বলতে চাইছিলাম না। আমি সেই আগের খালি কম্পার্টমেন্টটাকে ফিরে পেতে চাইছিলাম।

মাথার ওপরে কম-বেশী হতে থাকা হলুদ আলোটা আমাকে বিরক্ত করে মারছিল। আমি আলোটা নিভিয়ে দিতে চাইছিলাম... কিন্তু আলো নিভিয়ে দেওয়ার

মত রাত তখনও হয়নি।

"এর পরের স্টেশন কোনটা ? এই ট্রেন কি সব স্টেশনেই থামবে ?" পাঁচ মিনিট চুপ করে থাকার পরে যুবতী প্রশ্ন করল।

"আমি জানি না।" আমি বললাম এবং জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখার জন্য ঘুরে বসলাম... যদিও আমি অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না।

"সব কিছু ঠিক আছে তো ?" যুবতী নরম কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ... কেন ?" আমি বললাম। আমার বলা 'কেন' শব্দটা এটা প্রমাণ করছিল যে, সব কিছু ঠিক নেই।

"না... তেমন কিছু নয়। আপনার বই-য়ের সম্বন্ধে আমার মন্তব্যটা আপনার ঠিক পছন্দ হয়নি... তাই না ?"

"না-না... তা নয়!" আমি বললাম।

এবার যুবতী হেসে উঠল। আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। ওর চোখ দুটোর মত ওর হাসিও যে কোন পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পক্ষে যথেষ্ট। আমি জানতাম যে, ও আমার ওপরে হাসছে... কিন্তু আমি এটাও চাইছিলাম যে, ও এমনটাই হেসে চলুক। আমি আবার একবার ওর মুখের ওপরে থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম।

"শুনুন... আমি জানি যে, আপনার বই সাড়া ফেলেছে। আপনি যুবা সম্প্রদায়ের ওপরে বই লিখেছেন। কিন্তু একটা পর্যায়ে পৌঁছে... যাকগে, বাদ দিন।"

"কি ?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"একটা পর্যায়ে পৌঁছে আপনি আর যুবা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন নি।"

আমি চুপ করে গেলাম আর কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে চেয়ে রইলাম। ওর চোখ দুটোয় আমি এক চুম্বকীয় আকর্ষণ অনুভব করছিলাম।

"আমার মনে হয় যে, আমি কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ওপরে একটা বই লিখেছি... তারা কি দেশের যুবা সম্প্রদায় নয় ?" আমি বললাম।

"হ্যাঁ। আপনি আই. আই. টি.-র ওপরে বই লিখেছেন... যেখানে খুব কম সংখ্যায় ছেলে-মেয়েরা পৌঁছতে পারে। আপনি কি মনে করেন যে, তারা দেশের গোটা যুবা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে ?" যুবতী প্রশ্ন করল আর নিজের ব্যাগ থেকে পিপারমেন্টের একটা প্যাকেট বার করে আনল। ও আমাকে পিপারমেন্ট অফার করল... কিন্তু আমি নিলাম না। আমি বই-য়ের ব্যাপারে সোজাসুজি আলোচনা করতে চাইছিলাম।

"তো আপনি কি বলতে চাইছেন ? আমাকে তো কোন একটা জায়গা থেকে শুরু

করতে হবে... তাই আমি আমার কলেজের অভিজ্ঞতা দিয়ে শুরু করেছি। আর আপনিও এটা জানেন যে, বই-য়ের কাহিনী পুরোপুরি আই. আই. টি.-র নয়। এমনটা যে কোন জায়গাতেই ঘটতে পারে। আর আপনি এজন্য আমার বইটাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন।"

"আমি আপনার বইটাকে মোটেই উড়িয়ে দিচ্ছি না। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাইছি যে, আপনার বই গোটা দেশের যুবা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে না।" যুবতী বলল আর পিপারমেন্টের প্যাকেট বন্ধ করে দিল।

"তাই...!" আমি বলতে শুরু করলাম... কিন্তু ট্রেন এক লম্বা ব্রীজের ওপর দিয়ে যেতে থাকায় সেই আওয়াজে আমাকে চুপ করে যেতে হল।

এর পরের তিন মিনিট আমাদের মধ্যে আর কোন কথা হল না... যতক্ষন না ট্রেন ব্রীজ পার করে নিল।

"তাহলে কোন্ জিনিষটা দেশের যুবা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে ?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"আমি ঠিক জানি না। আপনি হচ্ছেন লেখক মানুষ... আপনিই ভালো বলতে পারবেন।" ও নিজের কপালের ওপরে এসে পড়া চুলের গোছা সরাতে-সরাতে বলল।

"এটা ঠিক নয়... এটা একেবারেই ঠিক নয়।" আমার গলাটা বায়না করতে থাকা কোন পাচ বছরের বাচ্চার মত শোনাচ্ছিল। যুবতী আমার করুণ অবস্থা দেখে মুচকি হাসল। এর কয়েক সেকেণ্ড পরে ও আবার প্রশ্ন করল।

"আপনি কি আর কোন বই লিখছেন ?"

"আমি লেখার চেষ্টা করব।" আমি উত্তর দিলাম। আমি নিজেও এই ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছিলাম না যে, এর পরেও ওর সঙ্গে কথা বলা আমার উচিত হবে কি না ?

"সেই বইটা কার ওপরে হবে ? আই. আই. এম.-য়ের ওপরে কি ?" যুবতী প্রশ্ন করল।

"না।"

"কেন নয় ?"

"কারণ সেটা দেশের যুবা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে না।"

আমার উত্তর শুনে যুবতী হেসে উঠল।

"দেখুন... আমি আপনার থেকে ফীডব্যাক নেওয়ার চেষ্টা করছি আর আপনি আমার ওপরে হাসছেন!" আমি বললাম।

"না-না!" যুবতী বলল – "আমি আপনার ওপরে মোটেই হাসছি না। আচ্ছা,

আপনি এত স্পর্শকাতর কেন ?"

"আমি স্পর্শকাতর মোটেও নই... আমি শুধু ফীডব্যাক চাই।" আমি এই বলে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম।

"ঠিক আছে... আমাকে বলতে দিন। এটা ঠিক যে, আপনার লেখা বই ভালোই সাড়া ফেলেছে আর বিক্রীও হচ্ছে এবং এর জন্য আপনাকে আই. আই. টি., কানপুরে যেতে হয়েছে। কিন্তু সেটাই কি সব কিছু ?"

"তাহলে ?"

"আপনি যদি দেশের যুবা সম্প্রদায়কে নিয়ে কোন বই লিখতে চান, তাহলে আপনার কি সেই সব যুবাদের ব্যাপারে কথা বলা উচিত নয়... যারা সত্যি-সত্যি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় ? আমার মনে হয় যে, হ্যাঁ... আই. আই. টি.-র ছাত্র-ছাত্রীরা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়... কিন্তু বাকী যেসব হাজার-হাজার যুবারা রয়েছে, তাদের ব্যাপারে আপনি কি বলবেন ?"

"তারা কারা ?"

"নিজের চারপাশটা একটা ভালো করে লক্ষ্য করুন। আধুনিক ভারতে সব থেকে বড় সংখ্যায় কাদেরকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয় ?"

"আমি জানি না... ছাত্র-ছাত্রীদের ?"

"না... তারা নয়, লেখক মহাশয়। এবার নিজের প্রথম বই-য়ের স্টুডেন্ট ক্যাম্পাস থেকে বাইরে বেরিয়ে আসুন। আপনি কি অদ্ভূত আর আকর্ষণীয় কিছু দেখতে পাচ্ছেন ? আচ্ছা, আপনার দ্বিতীয় উপন্যাসের বিষয়-বস্তু কি ?"

এই প্রথমবার আমি ওর দিকে ভালো করে তাকালাম। সত্যি কথা বলতে কি, ও ছিল আজ পর্যন্ত আমার দেখা সব থেকে সুন্দরী নারী। ওর শরীরের সব কিছুই নিঁখুত ছিল। ওর মুখটা শিশুর মত সরল ছিল। ও কপালে একটা ছোট্ট টিপ পরেছিল, যেটা প্রায় চোখেই পড়ে না... কারণ তার আগেই ওর সুন্দর চোখ জোড়া সামনের ব্যক্তির দৃষ্টি কেড়ে নেয়।

আমি ওর প্রশ্নের ওপরে মনোযোগ নিবদ্ধ করার চেষ্টা করলাম।

"দ্বিতীয় উপন্যাস ? না-না... এখনও পর্যন্ত বিষয়-বস্তু ভেবে উঠতে পারিনি।"

"সত্যি ? আপনার মাথায় কোন আইডিয়া আসেনি ?"

"এসেছে। কিন্তু তেমন কিছুই নয়।"

"অ... দ্ভূ...ত ব্যাপার।" যুবতী টেনে-টেনে বলল – "তাহলে আপনি এখনও নিজের প্রথম বই-য়ের সফলতায় বুঁদ হয়ে রয়েছেন বলুন।"

এর পরে আমরা দুজনেই প্রায় আধ ঘন্টা চুপ করে রইলাম। আমি নিজের ব্যাগটা টেনে নিলাম আর বিনা কারণেই ব্যাগের ভেতরের জিনিষপত্রগুলো নতুন করে

গোছাতে লাগলাম। আমার ঘুম আসছিল না। উল্টো দিক থেকে আরও একটা ট্রেন প্রচণ্ড শব্দ করে আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল আর পেছনে ছেড়ে গেল অসীম নীরবতা।

"আমি হয়তো আপনাকে আপনার পরের বই-য়ের একটা আইডিয়া দিতে পারি।" যুবতী আমার দিকে তাকিয়ে বলল।

"সত্যি ?" আমি জানতাম যে, ও কি বলতে চলেছে। ও যাই বলুক না কেন, আমাকে ওর কথার প্রতি আগ্রহ দেখাতেই হবে।

"কি সেটা ?"

"সেটা হচ্ছে এক কল সেন্টারের গল্প!"

"সত্যি ?" আমি বললাম – "কল সেন্টার মানে বিজনেস প্রোসেস আউটসোর্সিং, না কি বি. পি. ও. ?"

"হ্যাঁ... আপনি কি সেগুলোর সম্বন্ধে কিছু জানেন ?"

আমি কিছুক্ষন চিন্তা করলাম। কল সেন্টারের ব্যাপারে আমার জানা ছিল... বেশীর ভাগটাই আমার এক সম্পর্কে ভাইয়ের থেকে শোনা, যে এক সময়ে কল সেন্টারে কাজ করত।

"হ্যাঁ, আমি একটু-আধটু জানি।" আমি বললাম – "এই সব জায়গায় প্রায় 3, 00, 000 লোক কাজ করে। তারা মার্কিন কোম্পানীগুলোকে সেলস, সার্ভিস এবং রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি ব্যাপারে সহায়তা করে থাকে। সাধারণতঃ কমবয়সী ছেলে-মেয়েরা রাতের শিফটে কাজ করে। বেশ মজার চাকরী।"

"মজার চাকরী ? আপনি কি এটা কখনো ভেবে দেখেছেন যে, তাদের কি-কি সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় ?" যুবতী প্রশ্ন করল... ওর গলাটা আবার একবার কঠোর হয়ে উঠছিল।

"ন... না, সেটা ভেবে দেখিনি।" আমি উত্তর দিলাম।

"কেন ভেবে দেখেননি ? তারা কি যুবা নয় ? আসলে আপনি তাদের ব্যাপারে লিখতে চান না।" যুবতী আমাকে প্রায় তিরস্কার করে বলে উঠল।

"শুনুন-শুনুন! দয়া করে আবার একবার তর্ক শুরু করে দেবেন না।"

"আমি মোটেই তর্ক করছি না। আমি আপনাকে আগেই বলেছি যে, আমার কাছে আপনার জন্য কল সেন্টারের একটা গল্প আছে।"

আমি ঘড়ি দেখলাম। তখন রাত 12:30 বাজে। আমার মনে হল, সময় কাটানোর পক্ষে গল্প শোনাটা মন্দ হবে না।

"তাহলে সেটা শোনা যাক।"

"আমি আপনাকে সেই গল্প বলব... কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে।" যুবতী

বলল।

"শর্ত!" আমি কেমন যেন রহস্যের গন্ধ পেলাম – "কি শর্ত? সেটা কি এই যে, আমি সেই গল্প আর কাউকে বলতে পারব না?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"না... বরং ঠিক তার উল্টোটা। আপনাকে আমাকে কথা দিতে হবে যে, আপনি নিজের দ্বিতীয় বই-তে সেটা লিখবেন।"

"কি?" আমি প্রায় নিজের সীট থেকে পড়ে যাচ্ছিলাম।

আমি এমন একজন মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হলাম, যে নিজে অত্যন্ত আকর্ষণীয়া আর তার এক জোড়া সুন্দর চোখ রয়েছে এবং আমার কেন জানি না এমনটা মনে হল যে, এই মেয়েটা আমাকে সময় কাটানোর মত একটা গল্প শোনাতে পারবে। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, আমি আমার জীবনের দুটো বছর লাগিয়ে দেব সেই গল্পটাকে বই-তে রূপান্তরিত করার কাজে।

"পুরো একটা বই? আপনি কি ঠাঠা করছেন নাকি? আমি এমন প্রতিশ্রুতি দিতে পারব না।" আমি বললাম।

"সেটা আপনার ব্যাপার।" যুবতী এই বলে চুপ করে গেল।

আমি প্রায় দশ সেকেণ্ড অপেক্ষা করলাম। যুবতী কোন কথাই বলল না।

"ঠিক আছে... আপনি আমাকে গল্প শোনাবার পরে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।" আমি বললাম – "যদি গল্পটা আমার ভালো লাগে, আমি হয়তো আপনার শর্তে রাজীও হতে পারি। কিন্তু গল্প শোনার আগে আমি কি ভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি?"

"না, এতে ভেবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কিছু নেই। আমি যদি আপনাকে গল্প শোনাই, তাহলে আপনাকে সেটার ওপরে বই লিখতেই হবে।" যুবতী বলল।

"পুরো একটা বই...?" আমি আবার প্রশ্ন করলাম।

"হ্যাঁ। গল্পটাকে ,আপনি নিজের গল্পের মত করে লিখবেন... ঠিক যেমনটা আপনি আপনার প্রথম বইতে লিখেছেন। আমি আপনাকে গল্পের পাত্র-পাত্রীদের ঠিকানা দেব। আপনি তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন, খোঁজ-খবর নিতে পারেন... কিন্তু গল্পটাকে আপনার দ্বিতীয় বইতে স্থান করে দিতেই হবে।"

"তাহলে আমার মনে হয় যে, আপনি আমাকে গল্পটা না শোনালেই ভালো করবেন।"

"ঠিক আছে।" যুবতী এই বলে চুপ করে গেল। কিছুক্ষন পরে ও নিজের বার্থে চাদর বিছোনোর জন্য উঠে দাঁড়াল আর তারপর বালিশ আর কম্বলও বার্থে রাখল। আমার মনে হল, এবার ও ঘুমোবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

আমি আবার একবার ঘড়ি দেখলাম। রাত 1:00 বাজে। আমার চোখে তখনও

ঘুমের চিহ্নমাত্র ছিল না। আমাদের ট্রেনটা নন্-স্টপ ট্রেন ছিল... পরের দিন সকালে দিল্লী পৌঁছনোর আগে ট্রেন আর কোন স্টেশনে থামবে না। যুবতী কম্পার্টমেন্টের কম-বেশী হতে থাকা হলুদ আলোটা নিভিয়ে দিল। এখন কম্পার্টমেন্টে শুধুমাত্র একটা আবছা নীল আলো ছড়িয়ে পড়ছিল। আমি এটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে, সেই আলোটা ঠিক কোন্ জায়গা থেকে আসছে। আমার কেন যেন মনে হল যে, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আমরা দুজন ছাড়া আর কোন প্রাণী নেই।

যুবতীকে কম্বলের তলায় ঢুকে পড়তে দেখে আমি প্রশ্ন করলাম – "গল্পটা ঠিক কি ছিল ? অন্ততঃ পক্ষে কিছুটা তো শোনান।"

"তাহলে কি আপনি সেটাকে লিখবেন ?"

আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে উত্তর দিলাম – "কথা দিতে পারছি না। আপনি এক কাজ করুন। আমাকে পুরো গল্প না শুনিয়ে শুধু এইটুকু বলুন যে, গল্পটা কিসের ওপরে ?"

যুবতী মাথা নেড়ে উঠে বসল। বার্থের ওপরে বাবু হয়ে বসে সে বলতে শুরু করল।

"ঠিক আছে... শুনুন।" যুবতী বলল – "এটা হচ্ছে এক রাতে কল সেন্টারে উপস্থিত 6-জন লোকের গল্প।"

"শুধু একটা রাত ? এই রাতের মত ?" আমি মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠলাম।

"হ্যাঁ... শুধু একটা রাত। কল সেন্টারে এক রাত।"

"আপনি নিশ্চিত যে, সেই গল্পটা এক পুরো বই হতে পারে ? মানে, আমি বলতে চাইছি যে, সেই রাতটার এমন কি বিশেষত্ব রয়েছে ?"

যুবতী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল আর নিজের মিনারেল ওয়াটারের বোতল থেকে এক চুমুক জল গলায় ঢালল।

"দেখুন, সেই রাতটা আর অন্য সব রাতের মত ছিল না।" ও বলল – "সেই রাতে কল সেন্টারে একটা ফোন এসেছিল।"

"কি ?" আমি হাসি চেপে রাখতে পারলাম না – "একটা কল সেন্টারে সেই রাতে একটা ফোন এসেছিল। এটাই সেই রাতের বিশেষত্ব ?"

যুবতী কিন্তু প্রত্যুত্তরে হাসল না। ও আমার হাসি থামার জন্য অপেক্ষা করে রইল আর তারপর এমন ভাবে নিজের কথা বলে চলল, যেন আমি কিছুই বলিনি – "দেখুন, সেটা কোন সাধারণ ফোন ছিল না। সেই রাতে ঈশ্বরের ফোন এসেছিল।"

যুবতীর কথায় আমি বিস্মিত না হয়ে পারলাম না।

"কি ?"

"আপনি ঠিকই শুনেছেন। সেই রাতে ঈশ্বরের ফোন এসেছিল।" ও বলল।

"আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন?"

"আমি আপনাকে শুধু এইটুকু জানিয়েছি যে, গল্পটা ঠিক কিসের ওপরে। আপনিই জানতে চেয়েছিলেন, মনে পড়ে?" যুবতী বলল।

"তারপর... কি করে... মানে...!"

"আমি আপনাকে আর কিছুই বলব না। গল্পটা কিসের ওপরে, সেটা আপনি জেনে গেছেন। এবার যদি আপনি পুরো গল্প শুনতে চান, তাহলে আপনি আমার শর্তের ব্যাপারে জানেন।"

"শর্তটা বড়ই কঠিন!"

আমি বললাম।

"আমি সেটা জানি। এখন সেটা আপনার ওপরে নির্ভর করছে।" যুবতী বলল আর কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে চোখ বন্ধ করে নিল।

6 জন লোক... এক রাত... কল সেন্টার... ঈশ্বরের ফোন। এই সব কথাগুলো পরের একটা ঘণ্টা আমার মাথায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। রাত 2:00-টোর সময় যুবতী উঠে বসল আর এক চুমুক জল খেল।

"আপনি ঘুমোননি?" ও আধখোলা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

হয়তো ভোল্টেজের সমস্যার কারণে এবার কম্পার্টমেন্টে ছড়িয়ে থাকা সেই আবছা নীল আলোটাও কম-বেশী হতে লাগল।

"না... ঘুম আসছে না।" আমি বললাম।

"ও. কে.... গুড নাইট!" ও এই বলে আবার একবার শুয়ে পড়ল।

"শুনুন।" আমি বললাম – "উঠুন... উঠে বসুন।"

যুবতী চোখ রগড়াতে-রগড়াতে বলল – "কেন? কি হয়েছে?"

"কিছু না। আপনি আমাকে বলুন যে, সেই রাতে ঠিক কি হয়েছিল? আমাকে পুরো গল্পটা বলুন।" আমি বললাম।

"তাহলে আপনি লিখবেন?"

"হ্যাঁ!" আমি কিছু দ্বিধা মেশানো গলায় বললাম।

"ভালো।" যুবতী বলল আর উঠে বসল। ও আবার একবার বাবু হয়ে বসল।

বাকী রাতটা, ও আমাকে সেই গল্পটা বলেছিল, যেটা পরের পাতা থেকে শুরু হচ্ছে। এটা হচ্ছে 6-জন লোকের কাহিনী – তিনটি ছেলে আর তিনটি মেয়ে, যারা কনেকশন্স কল সেন্টারে চাকরী করত। আমি এই কাহিনী শ্যামের মুখ দিয়ে আপনাদের শোনাতে চলেছি। কারণ, শ্যামের সঙ্গে দেখা করার পরে আমি ওকে নিজের অনেকটা কাছাকাছি অনুভব করেছিলাম। বাকীদের পরিচয় আর সেই রাতে ঠিক কি হয়েছিল – সেটা শ্যামই আপনাদের শোনাবে।

#29 থেকে

"তা না হলে ? তা না হলে কি ?" এশা প্রশ্ন করল।

"তা না হলে আমরা মারা যাব।" ক্রুম বলল।

আমরা প্রত্যেকে এক মিনিট চুপ করে রইলাম।

"সবাইকেই একদিন-না-একদিন মরতে হবে।" নীরবতা ভঙ্গ করার জন্য আমি বলে উঠলাম।

"এমনটা বলতে খুবই সহজ লাগে। মৃত্যুর মোকাবিলা না করে জীবন শেষ করে দেওয়া।" ক্রুম বলল।

আমি মাথা নেড়ে ওর কথায় সায় দিলাম। আমার কেমন যেন নার্ভাস লাগছিল এবং আমি এটা দেখে আনন্দিত হয়ে উঠছিলাম যে, ক্রুম সংক্ষেপে নিজের বক্তব্য রাখছিল।

"আমার মূল প্রশ্ন হচ্ছে এটা যে, যদি আমাদের মৃত্যুর পরেও কেউ আমাদের খুঁজে না পায়, তাহলে কি হবে ?" ক্রুম প্রশ্ন করল।

"চিল-শকুনেরা আমাদের ঠিকই খুঁজে নেবে। তারা এই কাজে কখনো ব্যর্থ হয় না... আমি ডিসকভারী চ্যানেলে দেখেছি।" আমি উত্তর দিলাম।

"ঠিক এই জিনিষটাই আমাকে অস্বস্তিতে ফেলে। আমি এটা কখনোই চাইব না যে, মৃত্যুর পরে কোন ছুঁচোল ঠোঁট আমার মাংস ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খাক। তাছাড়া, আমার শরীর থেকে নারকীয় দুর্গন্ধ বেরোতে থাকবে। তার থেকে আমি সম্মানজনক ভাবে আগুনে পোড়াকে পছন্দ করব আর ধোঁওয়া হয়ে আকাশে উঠে যেতে চাইব।"

"তোমরা কি দয়া করে এই উল্টোপাল্টা আলোচনা বন্ধ করবে ? চুপ করো সবাই।" এশা বলল আর দু হাতের মুঠি বন্ধ করে নিল।

ক্রুম এশার দিকে তাকিয়ে হাসল আর তারপর আমার দিকে ফিরে বলল - "আমার মনে হয় না যে, এশার শরীর থেকে খুব একটা গন্ধ বেরোবে। ওর ক্যালভিন ক্লেন পারফ্যুম ওকে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত তরোতাজা করে রাখবে।"

#01

আমি সমুদ্রের জলে উদ্দেশ্যহীন ভাবে দাঁড়িয়েছিলাম। আমি কোন ডোবা-পুকুরেও সাঁতার কাটতে জানি না... ভারত মহাসাগর তো দূরের কথা। আমি যখন জলে নেমেছিলাম, সেই সময় আমার বস্ বক্সী আমার কাছেই একটা নৌকোয় ছিল। ও বার-বার আমার মাথাটাকে জলের তলায় ধাক্কা মেরে ঢোকাবার চেস্টা করছিল। আমি প্রিয়াংকাকে একটা লাইফবোটে চেপে যেতে দেখলাম। বক্সী নিজের দুটো হাত দিয়ে আমার মাথা জলের তলায় ঢোকাবার চেস্টা করলে আমি আর্তনাদ করে উঠলাম। সমুদ্রের নোন্‌তা জল আমার মুখে আর নাকে ঢুকে গেল... ঠিক তখনই আমি দূরে কোথাও ফোনের জোরালো এ্যালার্ম শুনতে পেলাম।

আমার মোবাইল ফোনের জোরালো এ্যালার্ম আমার দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটাল আর আমি *লাস্ট ক্রিসমাস* রিং টোনের আওয়াজে জেগে উঠলাম। এই রিং টোনটা আমাকে আমার নতুন বান্ধবী শেফালী উপহারস্বরূপ দিয়েছিল। আমি আধবোজা চোখে ফোন উঠিয়ে নিলাম।

"রাত 4:32" ফোনের পর্দায় ভেসে উঠল।

"ওহো!" আমি লাফিয়ে বিছানা থেকে নেমে এলাম।

আমি আমার গুরুত্বহীন জীবনে এই স্বপ্ন আর সেটার গুরুত্বকে বিশ্লেষণ করতে চাইছিলাম... কিন্তু এই মুহূর্তে আমাকে কাজে যাবার জন্য তৈরী হতে হবে।

"কুড়ি মিনিটের ভেতরে গাড়ী এসে যাবে।" আমি নিজের ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলার চেস্টা করতে লাগলাম। আমি তখনও অত্যধিক ক্লান্তি অনুভব করছিলাম... কিন্তু আর ঘুমোবার সাহস করে উঠতে পারছিলাম না, কারণ আমার এমনিতেই অনেক লেট হয়ে গেছিল। এছাড়া আমার স্বপ্নে বক্সীর আবার একবার এসে পড়ার ঝুঁকিও ছিল।

ওহো... আমার পরিচয়টাই তো এখনও পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। আমি শ্যাম মেহরা... গুড়গাঁওতে আমার কর্মস্থল, কনেকশন্স কল সেন্টারে লোকেরা আমাকে স্যাম মার্সী বলে ডাকে *(আমেরিকানরা আমার আসল নাম উচ্চারণ করতে অসুবিধা অনুভব করে... তাই তারা আমার নাম দিয়েছে স্যাম। আপনারা ইচ্ছা করলে আমার আরও একটা নাম দিতে পারেন... তাতে আমার কিছু যায়-আসে না)*।

যাই হোক, আমি হচ্ছি এক কল সেন্টার এজেন্ট। আমার মত লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি এজেন্ট রয়েছে। কিন্তু এই হতচ্ছাড়া লেখক দেশে এত এজেন্ট থাকতে আমাকেই বেছে নিয়েছেন। উনি আমার সঙ্গে দেখা করে আমাকে অনুরোধ করেছিলেন

যে, আমি যেন ওনাকে দ্বিতীয় বই লিখতে সহায়তা করি। আসলে উনি চাইছিলেন যে, আমি যেন ওনার হয়ে এই বইটা লিখি। আমি অস্বীকার করে বলি যে, আমি নিজের বায়ো-ডাটা পর্যন্ত গুছিয়ে লিখতে পারি না... একটা পুরো বই লেখা আমার পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। আমি ওনাকে এটা ব্যাখ্যা করে বোঝাই যে, আমার টীম লীডারের পদে প্রোমোশন কি ভাবে এক বছরের জন্য লটকে গেছিল... কারণ আমার ম্যানেজার বক্সী আমাকে এটা জানিয়েছিল যে, এখনও পর্যন্ত আমার মধ্যে সেই দক্ষতা নেই।

কিন্তু লেখক মহাশয় বলেন যে, এতে কিছু যায়-আসে না। উনি নাকি কাউকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, উনি এই গল্পটাকে নিয়ে বই লিখবেন। তাই আমি যেন ওনাকে সহযোগ প্রদান করি... নয়তো উনি আমাকে জ্বালাতন করেই চলবেন। আমি ওনার পেছু ছাড়ানোর অনেক ভাবে চেস্টা করেছিলাম... কিন্তু উনি আমার পেছু ছাড়েননি। শেষ পর্যন্ত আমাকে হার মেনে নিতেই হল আর এই চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হল।

আরও একটা ব্যাপার আমি আপনাদের জানিয়ে রাখতে চাই। আমার ভাষাজ্ঞান ততটা ভালো নয় – আসলে, আমার কোন কিছুই ভালো নয়। সুতরাং, আমার ভাষায় যদি আপনাদের ভ্রু কুঁচকে ওঠে, তাহলে আমি আপনাদের অন্য কোন বই পড়ার পরামর্শ দেব। আমি লেখক মহাশয়কেও আমার সীমিত ভাষাজ্ঞানের ব্যাপারে জানিয়েছিলাম... কিন্তু হতচ্ছাড়া লেখক বলেছিলেন যে, আবেগ বড়-বড় কাঠখোট্টা শব্দের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় না। তাই, এই কাজটা করা ছাড়া আমার সামনে আর কোন পথই খোলা ছিল না। আমি এই ধরণের লেখকদের ঘৃণা করি। যাই হোক, গল্পে ফিরে আসা যাক। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, আমি সেই সময় সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠেছিলাম।

বসার ঘরে চিৎকার-চেঁচামেচি হচ্ছিল। আমার কিছু আত্মীয় এক বিয়েতে যোগ দিতে এই শহরে এসেছিলেন। আমার এক প্রতিবেশী তাঁর ভাইঝির সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছিলেন... ওহো দুঃখিত, ভুল বললাম। আমার ভাইঝি তার এক প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছিল। আমার কাজ থাকায় আমি সেই বিয়েতে যেতে পারব না। অবশ্য তাতে কিছুই যায়-আসে না, সব বিয়েই কম-বেশী একই রকমের হয়।

আমি যখন বাথরুমের কাছে এসে পৌঁছলাম, তখনও আমার ঘুম পুরোটা কাটেনি। বাথরুমে ইতিমধ্যেই লোক ঢুকে ছিল।

বাথরুমের দরজা খোলা ছিল। আমি দেখলাম যে, সম্পর্কে আমার পাঁচজন মাসী-মামী ওয়াশ-বেসিনের আয়নায় নিজেদের মুখ দেখার জন্য ধাক্কাধাক্কি করছেন।

একজন ম্যাচিং টিপ বাড়ীতে ভুলে ফেলে আসার জন্য নিজের মেয়েকে শাপ-শাপান্ত করছিলেন। আরেকজন নিজের সোনার দুলের ছোট্ট স্ক্রুটা হারিয়ে ফেলেছিলেন আর উনি সেটাই খুঁজছিলেন।

"ওটা খাঁটি সোনার ছিল... ওহো, কোথায় গেল সেটা ?" উনি আমার সামনে এসে চিৎকার করে উঠলেন – "কাজের লোকটা কি সেটা চুরি করে নিয়েছে ?" যেন কাজের লোকের সেই ছোট্ট স্ক্রুটা চুরি করা ছাড়া আর কোন কাজ ছিল না। সে ইচ্ছে করলে কি গোটা দুলটাই চুরি করতে পারত না ? আমি মনে-মনে চিন্তা করলাম।

"আমি কি পাঁচ মিনিটের জন্য বাথরুম খালি পেতে পারি ? আমাকে অফিসে যাবার জন্য তৈরী হতে হবে।" আমি বললাম।

"ওহো, শ্যাম। ঘুম ভেঙেছে তাহলে ?" আমার মাসী বললেন – "অফিস ? তুমি বিয়েতে আসছ না ?"

"না, আমাকে কাজে বেরোতে হবে। আমাকে স্নান করতে হবে...।"

"দেখো-দেখো শ্যাম কত বড় হয়ে গেছে।" আমার এক মামী বললেন – "এবার খুব তাড়াতাড়ি শ্যামের জন্য মেয়ে দেখতে হবে।"

ওনার কথা শুনে সবাই হেসে উঠলেন... যেন মামী দিনের সর্বশ্রেষ্ঠ জোকটা ওনাদের শুনিয়েছেন।

"আমি কি...!" আমি আবার একবার বললাম।

"শ্যাম, তুমি এখানে মেয়েদের মধ্যে কি করছ ?" আমার জ্যাঠতুতো দাদা আমার কথায় বাধা দিয়ে বলল – "মেয়েদের আগে তৈরী হতে দাও... আমাদের এমনিতেই অনেক দেরী হয়ে গেছে।"

"কিন্তু আমাকে অফিসে যেতে হবে। আমাকে তার জন্য তৈরী হতে হবে।" আমি বাথরুমের কলের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করতে-করতে বললাম।

"তুমি এক কল সেন্টারে কাজ করো, তাই তো ?" আমার সেই জ্যাঠতুতো দাদা বলল।

"হ্যাঁ।"

"তোমার কাজ হচ্ছে ফোনের মাধ্যমে... তার জন্য তোমার তৈরী হওয়ার কি আছে ? তোমাকে কে দেখতে যাচ্ছে ?"

আমি কোন উত্তর দিলাম না।

"যাও, রান্নাঘরের সিঙ্কটাকে ব্যবহার করো।" আমার এক মাসী আমার হাতে আমার টুথব্রাশটা ধরিয়ে দিয়ে পরামর্শ দিলেন।

আমি ওনাদের সবার প্রতি ঘৃণাভরা দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলাম... কিন্তু কেউই সেটা লক্ষ্য

করলেন না। আমি রান্নাঘরে যাওয়ার জন্য বসার ঘরের ভেতর দিয়ে যেতে লাগলাম। আমার কাকা-মামারা নিজেদের দ্বিতীয় পেগ হুইস্কীতে মত্ত হয়ে ছিলেন। ওনাদের মধ্যে একজন বলে উঠলেন যে, আমার বাবা যদি আজ বেঁচে থাকতেন আর এই সুন্দর সন্ধ্যায় ওনাদের মধ্যে উপস্থিত থাকতেন, তাহলে কতই না ভালো হত।

আমি রান্নাঘরে এসে ঢুকলাম। মেঝেটা এত ঠাণ্ডা ছিল যে, আমার মনে হল আমি বরফের ট্রে-র ওপরে পা রেখেছি। হঠাৎ আমার মনে হল যে, আমি সাবান আনতে ভুলে গেছি। আমি ফিরে গেলাম... কিন্তু ততক্ষনে বাথরুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। রান্নাঘরে গরম জলের ব্যবস্থা ছিল না এবং ঠাণ্ডা জলে মুখ ধোওয়ার কারণে আমার মুখ বরফের মত জমে গেল। দিল্লীর ঠাণ্ডা বড়ই বাজে। আমি দাঁত মাজলাম আর চুল আঁচড়ানোর জন্য একটা স্টিলের থালাকে আয়না হিসেবে ব্যবহার করলাম। শ্যাম স্যামে পরিবর্তিত হয়ে পড়েছিল আর স্যামের দিন শুরু হয়ে পড়েছিল।

আমার প্রচণ্ড ক্ষিধে পেয়েছিল... কিন্তু বাড়ীতে খাবার কিছুই ছিল না। যেহেতু আজ সবাই বিয়ে বাড়ীতে খাবার খাবে, তাই আমার মা বাড়ীতে রান্না করার কোন প্রয়োজনই অনুভব করেননি।

ক্যোয়ালিস ঠিক 8:55 মিনিটে হর্ন বাজাল।

আমি বেরোতে যাব... এমন সময় আমি দেখলাম যে, আমি আমার আই. ডি. কার্ড নিতে ভুলে গেছি। আমি ছুটে নিজের ঘরে গেলাম... কিন্তু সেটা খুঁজে পেলাম না। এবার আমি মায়ের খোঁজ করার চেস্টা করলাম। উনি বাথরুমে মাসী-কাকী-মামী, তাঁদের শাড়ী আর জুয়েলারী সেটের মাঝে হারিয়ে ছিলেন। উনি এবং অন্যান্য মহিলারা নিজেদের ওজন নিয়ে এক তুলনামূলক বিচারে ব্যস্ত হয়েছিলেন যে, কাঁর জুয়েলারী সেট বেশী ভারী। সাধারণতঃ ভারী ওজনের মহিলার জুয়েলারী সেটই বেশী ভারী হয়।

"মা! তুমি কি আমার আই. ডি. কার্ডটা দেখেছ?" আমি বললাম। কিন্তু প্রত্যেকে আমাকে এড়িয়ে গেলেন। আমি আবার একবার নিজের ঘরে ফিরে এলাম... ওদিকে ক্যোয়ালিস চতুর্থ বার হর্ন বাজাল।

"ঐ যে... ওটা ওখানে।" আমি বিছানার তলায় ওটাকে দেখতে পেলাম। আমি সেটার ফিতে ধরে টেনে বার করে আনলাম আর গলায় ঝুলিয়ে নিলাম।

আমি প্রত্যেককে বিদায় সম্ভাষণ জানালাম... কিন্তু কেউই প্রত্যুত্তরে হাত নাড়ল না। এটায় অবাক হওয়ার মত কিছুই ছিল না। আমার সব জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো দাদারা-ভাইয়েরা হয় ডাক্তার, নয়তো ইঞ্জিনিয়ার। আপনারা আমাকে এই পরিবারের *'কালো ভেড়া'* বলতে পারেন। যদিও এই *'কালো ভেড়া'* শব্দটা আমার

কাছে সঠিক বলে মনে হয় না। কালো ভেড়ার মধ্যে খারাপ কি আছে – লোকেরা কি কালো রং-য়ের সোয়েটার পরে না ? কিন্তু এর থেকে আপনারা এই পরিবারে আমার গুরুত্বটা অনুভব করতে পারবেন। আসলে, এই পরিবারের লোকেরা যে আমার সঙ্গে কথা বলেন... তার একমাত্র কারণ হচ্ছে এটা যে, আমি একটা চাকরী করি আর মাসের শেষে হাতে মাইনে পাই। এই কল সেন্টারে চাকরী করার আগে আমি এক এ্যাড এজেন্সীতে ওয়েবসাইট ডিপার্টমেন্টে কাজ করতাম। এ্যাড এজেন্সী আমাকে খুবই কম মাইনে দিত। এছাড়া, সেখানে কাজ করতে থাকা প্রত্যেকটি লোকই অত্যন্ত ধূর্ত ছিল... তারা ওয়েবসাইটের থেকে অফিস রাজনীতিতে বেশী আগ্রহী ছিল। আমি সেই চাকরী ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতে বসে রইলাম আর তখন থেকে এই *'কালো ভেড়া'* লেবেল আমার ওপরে সেঁটে দেওয়া হল। আমি কনেকশান্স কল সেন্টারে চাকরী নিয়ে নিজেকে বাঁচাই। আমি এটা ভালোমতন বুঝে গেছিলাম যে, আপনার পার্সে যদি টাকা থাকে, তাহলেই এই পৃথিবী আপনাকে সম্মান জানাবে এবং আপনাকে সুস্থ ভাবে নিঃশ্বাস নিতে দেবে। কনেকশান্স কল সেন্টারে চাকরী নেওয়ার আরও একটা কারণ ছিল... প্রিয়াঙ্কা সেখানে চাকরী করত। অবশ্য এই কারণটা খুব বেশী দিন পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক ছিল না।

আমার সেই আত্মীয়া শেষ পর্যন্ত নিজের হারিয়ে যাওয়া সোনার স্ক্রুটাকে খুঁজে পেলেন। সেটা ওনারই নকল চুলের খোঁপার মধ্যে আটকে ছিল।

ক্যোয়ালিস আবার একবার হর্ন বাজাল... এবার সেটার আওয়াজ একটু জোরেই ছিল।

"আসছি।" আমি চেঁচিয়ে উত্তর দিলাম আর ছুটে বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে এলাম।

#02

"স্যার... আজ আবার আপনি লেট।" আমি গাড়ীর সামনের সীটে উঠে বসামাত্র ড্রাইভার বলে উঠল।

"স্যরি-স্যরি!" আমি ড্রাইভারের পিঠে চাপড় মেরে বললাম – "এবার কি মিলিটারী আঙ্কলের বাড়ী ?"

"হ্যাঁ।" ও ঘড়ি দেখতে-দেখতে উত্তর দিল।

"আমরা কি রাত দশটার ভেতরে কল সেন্টার পৌঁছতে পারব ? আমার একজনের সঙ্গে তার শিফ্ট শেষ হওয়ার আগে দেখা করার আছে।" আমি বললাম।

"সেটা আপনার অন্য সহকর্মীদের ঠিক সময়ে আসার ওপরে নির্ভর করছে।" ড্রাইভার গাড়ী মিলিটারী আঙ্কলের বাড়ীর দিকে চালাতে-চালাতে নির্বিকার মুখে

জবাব দিল।

মিলিটারী আঙ্কল লেট করা একেবারে পছন্দ করেন না। আমি এক ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টির মুখোমুখি-হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগলাম। ওনার এই কঠোর মনোভাব এসেছে ওনার মিলিটারী পৃষ্ঠভূমি থেকে, যেখান থেকে উনি কয়েক বছর আগে অবসর গ্রহণ করেছেন। পঞ্চাশোর্ধ মিলিটারী আঙ্কল আমাদের কল সেন্টারে কাজ করতে থাকা সব থেকে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি। আমি ওনাকে ঠিক ততটা ভালো ভাবে চিনি না এবং ওনার সঙ্গে আমার তেমন একটা কথাবার্তাও হয় না। কিন্তু আমি এটুকু জানি যে, উনি এর আগে নিজের ছেলে-বউমার সঙ্গে থাকতেন... যেখান থেকে উনি চলে এসেছেন *(পড়ুন – তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে)*। উনি খুব একটা বেশী পেনশন পেতেন না... তাই উনি কল সেন্টারে কাজ করে নিজের উপার্জনকে বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করছেন। উনি কথা বলতে পছন্দ করেন না আর উনি কোন ভয়েস এজেন্ট নন। উনি এক অনলাইন চ্যাট আর ই-মেল স্টেশনে বসেন। যদিও উনি আমাদের ঘরেই বসেন... কিন্তু ওনার সীট ঘরের এক কোনে ফ্যাক্স মেশিনের কাছে। উনি এক সময়ে তিনটে শব্দের বেশী কখনোই কথা বলেন না।

কোয়ালিস আঙ্কলের বাড়ীর বাইরে এসে দাঁড়াল। উনি বাড়ীর মেন গেটে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন।

"লেট ?" আঙ্কল ড্রাইভারের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন।

ওনার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে ড্রাইভার গাড়ীর পেছনের দরজা খুলে দেওয়ার জন্য নেমে পড়ল। আঙ্কল গাড়ীতে উঠে এলেন, মাঝের সীটটাকে উপেক্ষা করে পেছনের সীটে গিয়ে বসলেন। উনি হয়তো আমার থেকে যতটা সম্ভব দূরত্ব বজায় রাখতে চাইছিলেন।

আঙ্কল দৃষ্টির মাধ্যমেই আমাকে আমার অপরাধ বুঝিয়ে দিলেন। বয়স্ক ব্যক্তিরা অন্যদের বিচার করাটাকে নিজেদের এক স্বাভাবিক অধিকার বলে মনে করেন। আমি অন্য দিকে তাকিয়ে রইলাম। ড্রাইভার ইউ-টার্ন নিয়ে গাড়ী রাধিকার বাড়ীর দিকে চালিয়ে দিল।

আমার টীমের একটা বিশেষত্ব হচ্ছে এটা যে, আমরা শুধু এক সঙ্গে কাজই করি না... আমরা একই কোয়ালিস গাড়ী করেই অফিস যাতায়াত করি। নিজেদের রুট প্ল্যানিং করার পরে আর ড্রাইভারকে রাজী করানোর পরে আমরা এই ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে পড়েছি যে, আমাদের ওয়েস্টার্ন এ্যাপ্লায়েন্সেস স্ট্র্যাটেজিক গ্রুপের সকল সদস্য এক সঙ্গে অফিসে আসবে আর এক সঙ্গে অফিস থেকে বাড়ী ফিরবে। আমরা মোট 6-জন ঃ মিলিটারী আঙ্কল, রাধিকা, এশা, রুম, প্রিয়াঙ্কা আর আমি।

কোয়ালিস রাধিকা বা ওরফে এজেন্ট রেজিনা জোন্সের বাড়ীর দিকে এগিয়ে

চলল। বরাবরের মত, এদিনও রাধিকা লেট ছিল।

"রাধিকা ম্যাডামকে নিয়ে আর পারা যায় না।" ড্রাইভার লাগাতার হর্ন বাজাতে-বাজাতে বলল। আমি অধীর ভাবে ঘড়ির দিকে তাকালাম। আমি এমনটা চাইছিলাম না যে, শেফালী চিৎকার-চেঁচামেচি করে একটা সীন ক্রিয়েট করুক।

6 মিনিট পরে রাধিকা ছুটতে-ছুটতে এল... ও ডান হাত দিয়ে নিজের মেরুন শালের একটা প্রান্ত চেপে ধরে রেখেছিল।

"স্যরি-স্যরি-স্যরি...!" আমরা কিছু বলার আগেই ও অন্ততঃ পক্ষে এক ডজন বার ক্ষমা চেয়ে নিল।

"কি ব্যাপার?" ক্যোয়ালিস আবার চলতে শুরু করলে আমি রাধিকাকে প্রশ্ন করলাম।

"তেমন কিছুই নয়। শাশুড়ীর জন্য বাদাম-দুধ তৈরী করছিলাম। বাদাম গুঁড়ো করতে একটু বেশী সময় লেগে গেল।" ও নিজের ক্লান্ত শরীরটাকে গাড়ীর মাঝখানের সীটে এলিয়ে দিয়ে উত্তর দিল।

"তোমার শাশুড়ীকে নিজের দুধ নিজেই তৈরী করে নিতে বলো।" আমি ওকে পরামর্শ দিলাম।

"বাদ দাও, শ্যাম।" ও বলল – "ওনার বয়স হয়েছে। ওনার জন্য তো আমার অন্ততঃ এটুকু করাই উচিত... বিশেষ করে যখন ওনার ছেলে এখানে নেই।"

"হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ।" আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম – "শাশুড়ীর সেবা করা, দিনে তিন বার রান্না করা, সংসারের সব কাজ করা, সারা রাত কাজ করা আর...!"

"শ্... শ্!" রাধিকা বলল – "এসব ভুলে যাও। বল, কল সেন্টার থেকে কোন নিউজ এসেছে কি?"

"ক্রম আমাকে যা বলেছে, তার পরে আর নতুন কোন খবর নেই। আমাদের কাছে কোন নতুন অর্ডার নেই, কল ভল্যুমও সব থেকে নীচের স্তরে নেমে এসেছে – কনেকশন্স শেষ হয়ে আসছে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা!" আমি বললাম।

"সত্যি?" রাধিকার চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

এটা সত্যি ছিল। আপনারা হয়তো আধুনিক যুগের বিভিন্ন কল সেন্টারের ব্যাপারে শুনে থাকবেন, যেসব কল সেন্টারের প্রচুর ক্লায়েন্ট রয়েছে আর এজেন্টদের কাছে প্রচুর কল আসতে থাকে। কিন্তু আমাদের কাছে মাত্র একটাই ক্লায়েন্ট রয়েছে – ওয়েস্টার্ন কম্প্যুটার্স এ্যাণ্ড এ্যাপ্লায়েন্সেস। আর তাদের থেকে আসতে থাকা কলও এখন অনেকটাই কমে এসেছে। এখন এমন গুজব কান পাতলেই শুনতে পাওয়া যায় যে, এই কল সেন্টার খুব তাড়াতাড়ি বন্ধ হতে চলেছে।

"তুমি বলছ যে, কনেকশন্স বন্ধ হয়ে যাবে ? বরাবরের জন্য ?" রাধিকা প্রশ্ন করল।

আঙ্কল ভ্রু কুঁচকে একবার আমাদের দিকে তাকালেন আর তারপর আবার একবার পেছনের সীটে হেলান দিয়ে ঝিমোতে লাগলেন। আমি অনেকবার এমনটা ভাবে যে, উনি যদি আরও একটু বেশী কথা বলতেন... কিন্তু পরমুহূর্তেই এমনটা মনে হয় যে, খারাপ কিছু বলার চেয়ে লোকেদের চুপ করে থাকাটাই ভালো।

আজ দিল্লীতে প্রচুর বিয়ে থাকায় আমাদের কোয়ালিস শামুকের গতিতে এগোচ্ছিল। প্রতিটা রাস্তাতেই কোন-না-কোন বিয়ের শোভাযাত্রা দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। আমরা অতিরিক্ত বোঝার চাপে জর্জরিত ঘোড়ার পিঠে চাপা বেশ কিছু বরের পাশ কাটিয়ে এগোতে লাগলাম। আমি আবার একবার ঘড়ি দেখলাম। শেফালী আজ একটা কেলেংকারী করে তবে ছাড়বে।

"আমার এই চাকরীটার বড়ই প্রয়োজন রয়েছে। আমাকে আর অনুজকে টাকা জমাতেই হবে।" রাধিকা যেন নিজেই নিজেকে বলল। অনুজ হচ্ছে রাধিকার স্বামী। ওরা কলেজ জীবনে ঝোড়ো প্রেম করার পরে আজ থেকে তিন বছর আগে বিয়ে করেছে। রাধিকা এখন এক সংযুক্ত পরিবারে অনুজের আল্ট্রা-ট্রাডিশনাল মা-বাবার সঙ্গে থাকে। বাপের একমাত্র কোন মেয়ের পক্ষে এমন জীবন মেনে নেওয়াটা অত্যন্ত কঠিন... কিন্তু ভালবাসার জন্য লোকেরা কি না করে।

ড্রাইভার এশা সিং *(ওরফে এলিজা সিঙ্গার)*-য়ের বাড়ীর দিকে গাড়ী এগিয়ে নিয়ে চলল। এশা বাড়ী থেকে ইতিমধ্যেই বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। ড্রাইভার গাড়ীর ইঞ্জিন চালু রেখে গাড়ী থেকে নেমে পেছনের দরজা খুলে ধরল।

এশা কোয়ালিসে উঠে আসতেই ওর দামী পারফ্যুমের গন্ধ গোটা গাড়ীতে ছড়িয়ে পড়ল। ও রাধিকার পাশে মাঝের সীটে বসে পড়ল আর নিজের জ্যাকেট খুলে ফেলল।

"ম্‌ম্‌ম্‌... দারুণ। এটা কোন্ পারফ্যুম ?" রাধিকা প্রশ্ন করল।

"গন্ধটা তোমার পছন্দ হয়েছে ?" এশা খুশী হয়ে উঠল – "এটা হচ্ছে ক্যালভিন ক্লেইনের এস্কেপ।" ও নীচু হয়ে নিজের লম্বা, গাঢ় খয়েরী স্কার্ট থেকে ঝুলতে থাকা বাহারী সুতোগুলোকে এ্যাডজাস্ট করে নিল।

"ওহো... শপিং-য়ে গিয়েছিলে ?" রাধিকা প্রশ্ন করল।

"হাতে তেমন কোন কাজ ছিল না... তাই।" এশা উত্তর দিল।

অবশেষে ড্রাইভার কিছুটা খালি রাস্তা পেল আর গাড়ীর স্পীড বাড়িয়ে দিল।

আমি আবার একবার এশার দিকে তাকালাম। ওর ড্রেস সেন্স সত্যিই ভালো। আমি আমার গোটা জীবনে সব থেকে ভালো যে পোশাকটা পরেছি, এশা যে কোন

সাধারণ দিনেও তার থেকে ভালো পোশাক পরে। ওর হাতকাটা কফি কালারের টপটা ওর স্কার্টের সঙ্গে অদ্ভুত ভালো মানিয়েছে। ও কানেও এক জোড়া সুন্দর দুল ঝুলিয়ে রেখেছে... ওর ঠোঁটের গাঢ় কোকো কালারের লিপস্টিক দেখে মনে হচ্ছে, যেন ও এইমাত্র এক বাটি চকোলেট সসে চুমুক দিয়ে এসেছে। ওর চোখে মাসকারা, আইলাইনার এবং / অথবা আই-শ্যাডোর মধ্যে যে কোন একটা জিনিষ লাগানো হয়েছে *(আমি ঠিক জানি না, কিন্তু প্রিয়াঙ্কা আমাকে বলেছিল যে, এগুলো সব আলাদা-আলাদা জিনিষ)*।

"ল্যাক্মে ফ্যাশন উইক শুরু হতে আর মাত্র চার মাস বাকী। আমার এজেন্ট আমাকে একটা এ্যাসাইনমেন্ট পাইয়ে দেবার চেষ্টা করছে।" এশা রাধিকাকে বলল।

এশা মডেল হতে চেয়েছিল। ও দেখতে সুন্দরী... অন্ততঃ কল সেন্টারের লোকেরা তো এমনটাই বলে। আজ থেকে দু মাস আগে ওয়েস্টার্ন কম্প্যুটার্স বে-র কিছু এজেন্ট অফিসে এক বোকামীপূর্ণ ভোটের ব্যবস্থা করেছিল। লোকেরা বিভিন্ন খেতাবের জন্য ভোট দিয়েছিল – কার যৌন আবেদন সব থেকে বেশী, কে সব থেকে বেশী হ্যাণ্ডসাম, কে সব থেকে সুন্দরী ইত্যাদি-ইত্যাদি। এশা *'হটেস্ট চিক্ এ্যাট কনেকশস'* খেতাব জিতে নিয়েছিল আর সেদিন থেকেই ওর মধ্যে এই পার্থক্য এসেছে। এমনিতে ও খুবই ভালো মেয়ে। ও এক বছর আগে নিজের অভিভাবকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চণ্ডীগড় থেকে দিল্লী চলে এসেছিল। কল সেন্টারের চাকরী ওকে এক নিয়মিত উপার্জন করতে সহায়তা করেছে... কিন্তু দিনের বেলায় ও বিভিন্ন এজেন্সীতে গিয়ে মডেলিং এ্যাসাইনমেন্ট পাওয়ার চেষ্টা চালায়। ও পশ্চিম দিল্লীতে ছোটখাটো কয়েকটা ফ্যাশন শো-তে অংশও নিয়েছে। কিন্তু সেসব শো আর *'হটেস্ট চিক্ ইন্-হাউস'* খেতাব ছাড়া আর ওর জীবনে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নেই। প্রিয়াঙ্কা একবার আমাকে বলেছিল *(আমার থেকে প্রতিশ্রুতিও আদায় করে নিয়েছিল যে, আমি সেটা আর কাউকে বলব না)* যে, এশা কোনদিনও সত্যিকারের মডেল হতে পারবে না। "এশা সত্যিকারের মডেল হওয়ার পক্ষে অত্যন্ত *বেঁটে* আর ও এক ছোট শহর থেকে এসেছে।" প্রিয়াঙ্কা ঠিক এমনটা বলেছিল। কিন্তু প্রিয়াঙ্কা এটা জানত না যে, এশার উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, আমার থেকে মাত্র 2 ইঞ্চি কম *(আর হিলওয়ালা জুতো পরলে আমার থেকে 1 ইঞ্চি লম্বা)*। আমার মতে এশা একজন মেয়ে হিসেবে যথেষ্ট লম্বা। আর ছোট শহরের ব্যাপারটা আমার মাথায় ঠিক ঢোকেনি। এশার বয়স মাত্র 22 বছর... ওকে সুযোগ দেওয়া উচিত। আর চণ্ডীগড় কোন ছোট জায়গা নয়। চণ্ডীগড় হচ্ছে এক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং দুটি রাজ্যের প্রশাসনিক রাজধানীও বটে। প্রিয়াঙ্কার বডিও ভালো। আমার মনে হয়, প্রিয়াঙ্কা এশাকে হিংসে করে। যেসব মেয়েদের যৌন-আবেদন কম থাকে, তারা সেই ক্ষমতার

অধিকারী মেয়েদের হিংসে করে। প্রিয়াঙ্কার নাম '*হটেস্ট চিক*' খেতাবের জন্য বিবেচিতও হয়নি। আমার প্রিয়াঙ্কাকে সুন্দর লাগে এবং সে '*কল সেন্টার কিউট এ্যাওয়ার্ড*'-য়ের জন্য নমিনেশন পেয়েছিল ... আমার মতে ও সেটা ওর গালের টোল আর সুন্দর গোলাকার মুখের জন্য পেয়েছিল। কিন্তু প্রিয়াঙ্কা খেতাব জিততে পারেনি। অন্য আরেকজন মেয়ে খেতাব জিতে নিয়েছিল।

এবার ক্রুমকে তোলার ছিল; ওর আসল নাম হচ্ছে বরুণ মালহোত্রা (*ওরফে এজেন্ট বিক্রম মেল*)। কিন্তু ওর যে কোন প্রকারের গাড়ীর প্রতি প্রেমের জন্য সবাই ওকে ক্রুম বলে ডাকে।

কোয়ালিস ক্রুমের বাড়ীর গলিতে ঢুকল। ও নিজের বাইকে বসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

"বাইক কিসের জন্য?" আমি গাড়ীর জানলা দিয়ে মুখ বার করে প্রশ্ন করলাম।

"আমি বাইকে আসছি।" ক্রুম চামড়ার দস্তানা হাতে গলাতে-গলাতে বলল। ও কালো জীনস্ আর ট্রেকিং শু পরে ছিল... যেগুলোয় ওর পা দুটো একটু বেশী লম্বা দেখাচ্ছিল। ওর গাঢ় নীল স্যোয়েট শার্টের ওপরে ফেরারী হর্সের লোগো ছিল।

"তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?" আমি প্রশ্ন করলাম – "এত ঠাণ্ডায়...! গাড়ীতে উঠে এসো, আমাদের এমনিতেই অনেক লেট হয়ে গেছে।"

ও বাইকটাকে টানতে-টানতে আমার কাছে এসে দাঁড়াল।

"না। আজ আমি প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে রয়েছি আর সেই চাপের থেকে আমি প্রচণ্ড জোরে বাইক চালিয়ে বেরিয়ে আসতে চাই।" ও আমার ঠিক পাশে দাঁড়িয়েছিল এবং ওর কথাগুলো একমাত্র আমিই শুনতে পাচ্ছিলাম।

"কি হয়েছে?"

"কিছু না। বাবার ফোন এসেছিল। বাবা মায়ের সঙ্গে দু ঘন্টা ধরে তর্ক করল। ওরা আলাদা কেন হয়েছিল? ওরা দুজনে একে-অপরের ওপরে না চেঁচামেচি করে একটা দিনও থাকতে পারে না।"

"ঠিক আছে, বন্ধু। এটা ওনাদের সমস্যা... তোমার নয়।"

ক্রুমের বাবা এক ব্যবসায়ী ছিলেন আর উনি আজ থেকে দু বছর আগে নিজের পত্নীর থেকে আলাদা হয়ে পড়েন। উনি নিজের সেক্রেটারীর সঙ্গে থাকাটা পছন্দ করেন... সুতরাং ক্রুম আর ওর মা এখন ওনার থেকে আলাদা বাস করে।

"আমার একেবারে ঘুম আসে না। সারাটা দিন আমি বিছানায় এলিয়ে পড়ে থাকি আর এখন আমার নিজেকে অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে। আমার কিছুটা এনার্জীর প্রয়োজন।" ক্রুম নিজের বাইক স্টার্ট করতে-করতে বলল।

"কিন্তু আজ হাড় জমানো ঠাণ্ডা পড়েছে...।" আমি ওকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলাম।

"কি হয়েছে, শ্যাম সাহেব?" ড্রাইভার প্রশ্ন করল। আমি ঘুরে তাকালাম। ড্রাইভার আমার দিকে এক বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকাল। আমি শুধু নিজের কাঁধ ঝাঁকালাম।

"ও নিজের বাইকে আসছে।" আমি সবার উদ্দেশ্যে বললাম।

"তুমিও আমার সঙ্গে এসো।" ক্রুম আমাকে বলল – "আমি অর্দ্ধেক সময়ে তোমাকে পৌঁছে দেব।"

"না, ধন্যবাদ!" আমি হাত জোড় করে বললাম। ক্যোয়ালিসের আরামদায়ক সীট ছেড়ে আমার কোথাও যাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না।

ক্রুম ঝুঁকে পড়ে ড্রাইভারকে বলল – "হ্যালো, ড্রাইভার সাহেব!"

"ক্রুম সাহেব। আপনার কি আমার ক্যোয়ালিস পছন্দ নয়?" ড্রাইভার প্রশ্ন করল... ওকে কেমন যেন নিরাশ দেখাচ্ছিল।

"না, ড্রাইভার সাহেব! আজ আমার নিজে গাড়ী চালাবার ইচ্ছে হচ্ছে।" ক্রুম বলল এবং ড্রাইভারের দিকে এক প্যাকেট সিগারেট এগিয়ে ধরল। ড্রাইভার প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে নিল। ক্রুম ইঙ্গিতে ওকে পুরো প্যাকেটটাই রাখতে বলল।

"আপনি ইচ্ছে করলে এই ক্যোয়ালিস চালাতে পারেন!" ড্রাইভার স্টিয়ারিং হুইলের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বলল।

"না, পরে কোনদিন চালানো যাবে। এখন আমি উড়তে চাই।"

"এ্যাই, ক্রুম! কনেকশনের ব্যাপারে কোন খবর আছে? কিছু হচ্ছে কি?" রাধিকা নিজের অবিন্যস্ত হয়ে পড়া চুল সামলাতে-সামলাতে প্রশ্ন করল।

চোখের কোলের কালো ছোপটাকে বাদ দিলে রাধিকাকে সুন্দরীই বলা চলে। ওর থুতনীটা বেশ বড় আর ওর গভীর কালো এক জোড়া চোখ ওর ফর্সা রং-য়ের সঙ্গে ভালোই মানিয়েছে। ও একটা সাধারণ সর্ষের রং-য়ের শাড়ী পরেছে... কারণ ওর শ্বশুরবাড়ীতে একমাত্র শাড়ী পরারই অনুমতি রয়েছে। বিয়ের আগে অবশ্য রাধিকা জীনস বা স্কার্ট পরাই পছন্দ করত।

"নতুন কোন খবর নেই। আজ নতুন খবর বার করার চেষ্টা করা যাবে... কিন্তু আমার মনে হয় যে, বক্সী তেমন কিছুই জানাবে না। এ্যাই, শ্যাম... ওয়েবসাইট ম্যানুয়াল তৈরী করে আমি অফিসে ই-মেল করে দিয়েছি।" ক্রুম এই বলে নিজের বাইক স্টার্ট করল।

"ঠিক আছে। আজই ওটা পাঠিয়ে দেব।" আমি গাড়ীতে উঠে বসতে-বসতে

বললাম।

আমরা ক্রুমকে ছেড়ে এবার আমাদের শেষ পিক-আপ প্রিয়াঙ্কার বাড়ীর দিকে এগোলাম। তখন বাজে রাত 9:30, আমাদের শিফ্ট শুরু হতে তখনও এক ঘন্টা বাকী ছিল। তবে আমার চিন্তা হচ্ছিল যে, শেফালী নিজের শিফ্ট শেষ করে রাত 10:20 নাগাদ বেরিয়ে পড়বে।

ভাগ্যজোরে আমরা পৌঁছনোর আগেই প্রিয়াঙ্কা ওর পিক্-আপ পয়েন্ট দাঁড়িয়েছিল।

"হাই!" প্রিয়াঙ্কা বলল আর ও কোয়ালিসে উঠে এসে মাঝের সীট এশার পাশে বসল। ওর সঙ্গে ওর রোজকার বিরাট হ্যাণ্ডব্যাগটা ছাড়াও আজ একটা অতিরিক্ত বড় সাদা প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ ছিল।

"হাই!" আমাকে বাদ দিয়ে সবাই প্রত্যুত্তরে বলল।

"হাই, শ্যাম!" প্রিয়াঙ্কা এবার সরাসরি আমার উদ্দেশ্যে বলে উঠল।

আমি এমন ভাব দেখালাম, যেন আমি ওর কথা শুনতেই পাইনি। ব্যাপারটা কিছুটা অদ্ভূত হলেও সত্যি যে, আমাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে পড়ার পর থেকে ওর সঙ্গে কথা বলাটা আমার পক্ষে মুশ্কিল হয়ে উঠেছে। যদিও দিনের মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে 30-বার ওর কথা আমার মনে পড়ে।

আমি ওর দিকে তাকালাম। ও নিজের দুপট্টা ব্যবস্থিত করে নিল। আমি লক্ষ করলাম যে, ও একটা নতুন জংলী সবুজ রং-য়ের সালোয়ার-কামিজ পরে রয়েছে। আমি ওর নাকের দিকে তাকালাম... ও যখনই আপসেট থাকে, তখনই ওর নাক লাল হয়ে ওঠে আর ও যখন ক্ষেপে ওঠে, তখন ওর নাকের থেকে যেন স্ফুলিঙ্গ বেরোতে থাকে।

"হাই, শ্যাম!" ও আবার একবার বলল। লোকেরা যখন ওর কথায় সাড়া দেয় না, তখন ও সত্যিই রেগে ওঠে।

"হাই!" আমি বললাম। আমি ভাবছিলাম যে, আজ রাতে আমার ওয়েবসাইট ম্যানুয়াল দেখার পরে বক্সী কি সত্যি-সত্যি আমাকে প্রোমোশন দেবে!

"ক্রুম কোথায়?" প্রিয়াঙ্কা প্রশ্ন করল। ওর স্বভাবই হচ্ছে এই যে, ও সব সময় সব কিছু জানতে চায়।

"ক্রুম বাইক চালাচ্ছে। ভ্রু... রু...ম্!" এশা মুখ দিয়ে মোটর সাইকেলের আওয়াজ বার করে বলল।

"সুন্দর পারফ্যুম, এশা! নতুন কিনেছ?" প্রিয়াঙ্কা এশার পারফ্যুমের গন্ধ শুঁকতে-শুঁকতে বলল।

"এটা হচ্ছে ক্যালভিন ক্লেইনের এস্কেপ।" এশা বলল আর একটা পোজ নিল।

"বাহ! আমাদের ভেতরে একজন ডিজাইনার হতে চলেছে।" প্রিয়াঙ্কা বলল আর ওরা দুজনেই জোরে হেসে উঠল। প্রিয়াঙ্কার এই জিনিষটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। প্রিয়াঙ্কা এশার নামে অন্ততঃ পক্ষে 50-বার আমার কান ভাঙিয়েছে। কিন্তু ওরা দুজনে যখনই এক সঙ্গে থাকে, তখনই ওরা এমন ব্যবহার করে... যেন বহুদিন আগে হারিয়ে যাওয়া দুই বোনের পুনর্মিলন হচ্ছে।

"এশা... শুভ দিনটা কবে আসবে?" রাধিকা বলল।

"কোন সম্ভাবনাই নেই। আমি এখনও একাকী। ভালো ছেলের সন্ধান পাওয়াটা আজকাল অত্যন্ত দুর্লভ হয়ে উঠেছে।" এশার কথায় সব মেয়েরা হেসে উঠল। আমার কাছে ব্যাপারটা ততটা মজার লাগল না। আমি ভাবছিলাম, ক্রমও এই সময়ে ক্যোয়ালিসে থাকলে ভালো হত। আমার টীমের মধ্যে একমাত্র ক্রমকেই আমি নিজের বন্ধু হিসেবে দাবী করতে পারি। 22 বছরের ক্রম আমার থেকে চার বছরের ছোট হলেও একমাত্র ওর সঙ্গেই আমি প্রাণ খুলে কথা বলতে পারি। রাধিকার ঘর-সংসারের কথা আমার কাছে বাইরের ব্যাপার বলে মনে হয়। এশার মডেলিং ট্রিপেও আমি আগ্রহ অনুভব করে না... কারণ আমার মুখ দেখে কেউই আমাকে টাকা দেবে না। আমি কোনভাবেই সুদর্শন নই। আমাকে বড়জোর '*গড়পড়তার থেকে কিছুটা ভালো*' বলা যেতে পারে।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্রিয়াঙ্কা আমার বন্ধু এবং আরও কিছু ছিল। আজ থেকে চার মাস আগে আমরা পরস্পরের থেকে আলাদা হয়ে পড়ি *(প্রিয়াঙ্কার মতে)* অথবা ও আমাকে ছেড়ে চলে যায় *(আমার মতে)*।

এখন আমি সেটাই করার চেস্টা করি, যেটা ও আমাদের দিয়ে করাতে চায় – '*এগিয়ে চলো*' – সেজনাই আমি এখন শেফালীর বন্ধু হয়ে উঠেছি।

বীপ্-বীপ্! বীপ্-বীপ্!!

আমার পকেট থেকে এক জোড়া জোরালো বীপ্ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

"কি ওটা?" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"দুঃখিত... আমার এস.এম.এস.!" আমি নতুন মেসেজ ওপেন করলাম।

Where r u my eddy teddy?
Come soon - curly wurly.

এটা শেফালীর মেসেজ ছিল। আমি জবাবী এস.এম.এস. পাঠালাম ঃ

Qualis stuck in traffic.
Will b there soon.

"কার মেসেজ ?" এশা আমাকে প্রশ্ন করল।

"গুরুত্বপূর্ণ কেউ নয়।" আমি উত্তর দিলাম।

"শেফালী ?" রাধিকা জানতে চাইল।

"না।" আমি উত্তর দেওয়ায় সবাই আমার মুখের দিকে তাকাল।

"না।" আমি আবার একবার বললাম।

"হ্যাঁ... ওটা শেফালীরই মেসেজ ছিল। কি, তাই না ?" এশা আর রাধিকা এক সঙ্গে বলে উঠল আর হেসে উঠল।

"শেফালী সব সময় ছেলেমানুষের মত ব্যবহার করে কেন ?" আমি এশাকে রাধিকার কানে ফিস্‌ফিস্ করে বলতে শুনলাম। ওদের দুজনের চাপা হাসিও আমার কানে ভেসে এল।

আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম। আমাদের ক্যোয়ালিস তখন গুড়গাঁওতে ঢোকার মুখে এন. এইচ. 8-তে ছিল। আমরা কনেকশন্স থেকে কয়েক মিনিটের দূরত্বে ছিলাম।

"10:10-য়ের মধ্যে শেফালীর সঙ্গে দেখা হয়ে পড়বে।" আমি ভাবলাম।

"আমরা কি ইন্দরজিতের ধাবায় চট্ করে এক-এক কাপ চা খেয়ে নিতে পারি ? তাতেও আমরা 10:30-য়ের মধ্যে অফিস পৌঁছে যাব।" প্রিয়াঙ্কা বলল। এন. এইচ. 8-তে ইন্দরজিতের ধাবা ট্রাক ড্রাইভারদের জন্য সারা রাত খোলা থাকে।

"আমাদের কি লেট হয়ে যাবে না ?" রাধিকা কপাল কুঁচকে বলল।

"একেবারেই না। ড্রাইভার সাহেব কুড়ি মিনিট সময় বাঁচিয়ে নিয়েছেন। চলুন, ড্রাইভার সাহেব... আমি সবাইকে চা খাওয়াব।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"মন্দ বলনি। এক কাপ চা আমাকে জাগিয়ে রাখবে।" এশা বলল।

ড্রাইভার ইন্দরজিতের ধাবার কাছে ক্যোয়ালিসের গতি ধীর করে দিল আর কাউন্টারের কাছে এসে গাড়ী থামিয়ে দিল।

"আমাদের কি সত্যিই থামতে হবে ? আমাদের লেট হয়ে যাবে।" আমি প্রতিবাদের গলায় বলে উঠলাম।

"আমাদের কোন লেট হবে না। আমাদের সময়ের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ড্রাইভার সাহেবকে চা খাওয়ানো উচিত।" প্রিয়াঙ্কা ক্যোয়ালিস থেকে নামতে-নামতে বলল। ও ঠিক সেটাই করতে চায়, যেটা আমি করতে চাই না।

"ও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেফালীর কাছে পৌঁছতে চাইছে !" এশা রাধিকাকে কনুই দিয়ে খোঁচা মেরে বলল। ওরা দুজনে আবার একবার চাপা হাসি হেসে উঠল। আমার একবার ওদের প্রশ্ন করার ইচ্ছে হল যে, এতে এত মজা পাওয়ার কি আছে... কিন্তু আমি নিজেকে সংযত করে নিলাম।

"না। আমি শুধু আমার শিফ্ট শুরু হওয়ার কয়েক মিনিট আগে পৌঁছতে চাইছিলাম।" এই বলে আমিও কোয়ালিস থেকে নেমে এলাম। মিলিটারী অঙ্কল আর ড্রাইভারও আমার পেছু-পেছু নেমে এলেন।

ইন্দরজিত ধাবায় প্রতিটি টেবিলের পাশেই আগুনের ব্যবস্থা করা ছিল। আমি পরোটার গন্ধ পেলাম... কিন্তু লেট হয়ে যাওয়ার ভয়ে লোভ সম্বরণ করলাম। ড্রাইভার আমাদের সবার জন্য প্লাস্টিকের চেয়ারের ব্যবস্থা করল। ইন্দরজিতের ওয়েটার এসে চায়ের অর্ডার নিয়ে গেল। মেয়েরা নিজেদের চায়ের জন্য বিভিন্ন প্রকারের শর্ত রাখল।

"আমারটা চিনি ছাড়া।" এশা বলল।

"আমার চা খুব গরম থাকা চাই।" রাধিকা বলল।

"আমার চায়ে এলাচ দিও।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

আমরা যখন কলেজে পড়তাম, সেই সময় প্রিয়াঙ্কা নিজের হোস্টেলের ঘরে আমার জন্য এলাচ দিয়ে চা বানাত। ছেলেদের ব্যাপারে ওর পছন্দ পাল্টে গেলেও চায়ের ব্যাপারে ওর পছন্দটা এখনও একই রকমের রয়েছে।

তিন মিনিটের ভেতরে টেবিলে চা এসে গেল।

"তো গুজবটা কি ছিল?" প্রিয়াঙ্কা উষ্ণতা অনুভব করার জন্য চায়ের গ্লাসটাকে দু হাত দিয়ে চেপে ধরল। এলাচ ছাড়া প্রিয়াঙ্কা গুজবও পছন্দ করে।

"কোন গুজব নয়। তুমি আমাদের বল যে, তোমার জীবনে কি ঘটছে?" রাধিকা বলল।

"হ্যাঁ, আমার কাছে বলার মত কিছু আছে।" প্রিয়াঙ্কা ধূর্ত হাসি হেসে বলল।

"কি?" রাধিকা আর এশা এক সঙ্গে বিস্ময় প্রকাশ করে প্রশ্ন করল।

"আমি তোমাদের সেটা অফিসে পেঁছনোর ঠিক আগে বলব... ব্যাপারটা বড়।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"না... এখনই বলো।" এশা প্রিয়াঙ্কার কাঁধ চেপে ধরে বলল।

"এখন সময় নেই। একজনের অফিসে পৌঁছনোর প্রচণ্ড তাড়া রয়েছে।" প্রিয়াঙ্কা আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল।

আমি অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম।

"আমারও তোমাদের সঙ্গে কিছু শেয়ার করার আছে। কিন্তু তোমাদের কথা দিতে হবে যে, তোমরা কাউকে সেটা বলবে না।" এশা বলল।

"কি?" রাধিকা প্রশ্ন করল।

"দেখো।" এশা উঠে দাঁড়িয়ে নিজের টপটা কিছুটা তুলে ধরায় ওর চ্যাপ্টা পেট সবার চোখের সামনে ভেসে উঠল – ওর পেটের ওপরে একটা আংটি দেখতে পাওয়া

যাচ্ছিল।

"আরে... দেখো-দেখো।" প্রিয়াঙ্কা বলে উঠল – "এশা ফ্যাশনেবল হয়ে উঠছে।"

মিলিটারী আঙ্কল এমন ভাবে তাকালেন, যেন উনি প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়েছেন। আমার মাঝে-মাঝে এমন মনে হয় যে, উনি বোধহয় কোনদিনও যৌবন দেখেননি। উনি বোধহয় একেবারে 40 বছর বয়স নিয়ে জন্ম নিয়েছিলেন।

"কি ওটা ? নাভি-আংটি ?" রাধিকা প্রশ্ন করল।

এশা সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল আর টপ নামিয়ে আনল।

"তোমার ব্যথা লাগেনি ?" রাধিকার দ্বিতীয় প্রশ্ন।

"তা তো লাগবেই।" এশা উত্তর দিল – "কল্পনা করো, কেউ তোমার পেট ফুটো করছে !"

এশার কথায় আমার পেটের ভেতরটা গুলিয়ে উঠল।

"এবার কি আমরা যেতে পারি ?" আমি চায়ের শেষাংশ গলায় ঢেলে বললাম।

"চলো মেয়েরা ! নয়তো কেউ প্রচণ্ড আপসেট হয়ে পড়বে।" প্রিয়াঙ্কা বোকা হাসি চেপে বলল। ওকে আমার একটুও পছন্দ হয় না।

আমি কাউন্টারে পেমেন্ট করতে গিয়ে দেখলাম ক্রুম সেখানে বসে টি. ভি. দেখছে।

"ক্রুম ?" আমি অবাক হয়ে উঠলাম।

"হাই ! তোমরা এখানে কি করছ ?" ও বলল।

আমি ওকে মেয়েদের চা খাওয়ার প্রোগ্রামের ব্যাপারে জানালাম।

"আমি 20 মিনিট আগে এখানে পৌঁছে গেছি।" ক্রুম বলল। ও নিজের সিগারেট নিভিয়ে দিল আর আমাকে বলল – "এটা আমার আজকের প্রথম সিগারেট ছিল।"

ক্রুম এক রাতে চারটে সিগারেটের বেশী না খাওয়ার চেষ্টা করছিল। অবশ্য, আমাদের জীবনে যতদিন বক্সী রয়েছে... ততদিন এমনটা আমার কাছে অসম্ভব বলেই মনে হয়।

"তুমি কি আমাকে কল সেন্টারে দ্রুত পৌঁছে দিতে পারবে ? শেফালীর বেরোনোর সময় হয়ে এসেছে।" আমি ক্রুমকে বললাম।

ক্রুমের চোখ দুটো টি. ভি.-র পর্দায় আটকে ছিল। টি. ভি.-তে NDTV চ্যানেল চলছিল আর ক্রুম এই চ্যানেলটার অন্ধ ভক্ত। ও এক সময় এক সংবাদপত্র অফিসে কাজ করেছিল আর ও এমনটা মনে করে যে, শুধু টি. ভি.-র নিউজ দেখে ও গোটা দুনিয়াটাকে পাল্টে ফেলতে পারবে।

টি. ভি. সাংবাদিক পার্লামেন্ট হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করছিল যে, আগামী চার মাসের ভেতরে নির্বাচন হতে চলেছে।

"আরে... আমি ঐ লোকটাকে চিনি। ও আমার আগের অফিসে কাজ করত।" ক্রুম বলল।

"সেই খবরের কাগজ?"

"হ্যাঁ, আমরা ওকে বুট্টি বলে ডাকতাম। ও যে টি. ভি.-তে সুযোগ পেয়েছে, আমার জানা ছিল না। ওর কন্ট্যাক্ট লেন্সটা দেখো।" ক্রুম বলল আর আমরা দুজনে বিল মিটিয়ে দিলাম।

"তাড়াতাড়ি চলো, নয়তো শেফালী আমাকে শেষ করে ফেলবে।"

"শেফালী? ওহো, সেই curly wurly?" ক্রুম হেসে উঠে বলল।

"চুপ করো। ও শিফ্‌ট শেষ করার পরে ক্যোয়ালিস ধরে বাড়ী ফেরে আর এই একটা মাত্র সময়েই আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে পারি।"

"এক সময়ে তুমি প্রিয়াঙ্কার জন্য পাগল ছিলে আর এখন তুমি শেফালীর সমুদ্রে ডুব লাগাচ্ছ।" ক্রুম খাবার কাউন্টারের ওপরে নিজের 6' 2" শরীরটাকে রাখতে-রাখতে বলল।

"শেফালীর মধ্যে খারাপটা কি আছে, শুনি?" আমি এক পায়ের ওপর থেকে নিজের শরীরের ভার অন্য পায়ে স্থানান্তরিত করতে-করতে বললাম।

"কিছুই না। তুমি এমন এক মেয়েকে নিজের গার্লফ্রেণ্ড বানিয়েছ, যার অর্দ্ধেক মস্তিষ্ক নেই। তুমি নিজের সময় কেন নষ্ট করছ?"

"আমি প্রিয়াঙ্কার থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে আনতে চাইছি। আমি জীবনে এগিয়ে চলার চেস্টা করছি।" আমি বললাম আর কাউন্টারে রাখা লজেন্সের জার থেকে একটা লজেন্স বার করে নিলাম।

"তো তোমার জীবনে শেফালীর ভূমিকাটা ঠিক কি? এক শান্তিদূত? তোমার প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে রি-প্রোপোজাল প্ল্যানের কি হল?" ক্রুম বলল।

"আমি তোমাকে এই ব্যাপারে আগেও জানিয়েছি। টিম লীডার হওয়ার আগে সেটা সম্ভব নয়। আর সেটা হয়তো খুব শীঘ্রই হয়ে উঠব... হয়তো আজ রাতেই, যখন আমরা ওয়েবসাইট ম্যানুয়াল জমা দেব। এবার কি আমরা রওনা হতে পারি?" আমি বললাম।

"হ্যাঁ, চলো। তুমি এখনও আশা নিয়ে বেঁচে আছো।" ক্রুম কাউন্টারের থেকে সরে এল।

ক্রুম 120 কিমি গতিতে বাইক ছোটানোর সময় আমি পেছন থেকে শক্ত করে ওকে ধরে রইলাম। আমি চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করতে লাগলাম, যেন শেফালী রাগ

না করে এবং আমি যেন জীবিত অবস্থায় কল সেন্টারে পৌঁছতে পারি।

বীপ্‌-বীপ্‌! বীপ্‌-বীপ্‌!! আমার মোবাইলে আবার মেসেজ এল।

Curly wurly is sad,
Eddy teddy is very bad!
I leave in 10 min : (

ক্রুমের বাইক কল-সেন্টারে পৌঁছতেই আমি লাফ দিয়ে নেমে এলাম। বাইক একটা ঝাঁকুনি খেল আর ক্রুমকে সন্তুলন বজায় রাখার জন্য নিজের দুটো পা ব্যবহার করতে হল।

"আস্তে, বন্ধু!" ক্রুম বিরক্তি মেশানো গলায় বলল – "তোমার কি একটুও তর সইছে না?"

"স্যরি... আমার লেট হয়ে যাচ্ছে।" আমি ছুটে ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

#03

"তোমার সঙ্গে আমার কোন কথা নেই।" শেফালী বলল আব নিজের এক কানের রুপোর দুল নিয়ে খেলা করতে শুরু করে দিল। দুল জোড়া এতটাই বড় ছিল যে, সেগুলোকে সহজেই চুড়ি হিসেবেও কাজে লাগানো যেতে পারে।

"স্যরি, শেফালী। আমার টিমের অন্য সদস্যদের জন্য লেট হয়ে পড়েছে।" আমি ওর ডেস্কে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। ও নিজের রিভলভিং চেয়ারে বসে ছিল আর আমার প্রতি নিজের বিরক্তি প্রকাশ করার অন্য আমার থেকে 90° ডিগ্রী কোণে নিজের চেয়ারটাকে ঘুরিয়ে রেখেছিল। ওর টিমের অন্যান্য এজেন্টরা ততক্ষনে চলে গেছিল।

"আমি এতদিন ভাবতাম যে, তুমিই হচ্ছ তোমার টিমের টিম লীডার।" শেফালী নিজের কম্প্যুটারে কাজ করার ভান করে বলল।

"আমি ওদের টিম লীডার নই। আমি টিম লীডার হব ঠিকই... কিন্তু এখনও হইনি।" আমি বললাম।

"ওরা তোমাকে টিম লীডার কেন করছে না?" ও এতক্ষনে আমার দিকে ঘুরে তাকাল আর চোখ নাচিয়ে প্রশ্ন করল। ওর এই দৃষ্টিটা আমার ঠিক পছন্দ হয় না।

"আমি ঠিক জানি না। বক্সী বলছিল যে, ও চেষ্টা চালাচ্ছে... কিন্তু আমাকেও

আমার নেতৃত্বের গুণকে গতি প্রদান করতে হবে।"

"গতি প্রদান করতে হবে মানে?" ও নিজের হ্যাণ্ডব্যাগ খুলতে-খুলতে প্রশ্ন করল।

"আমি ঠিক জানি না। হয়তো আমার দক্ষতাকে বাড়িয়ে তুলতে হবে।"

"তাহলে এই মুহূর্তে তোমাদের কোন টীম লীডার নেই!"

"না। বক্সী বলছিল আমাদের কোন লীডার ছাড়াই কাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আপাততঃ আমি সুপারভায়সরী স্টাফেদের সহযোগিতা করি। কিন্তু বক্সী আমাকে বলেছে যে, আমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল!"

"তাহলে তোমার টীম তোমার কথা শোনে না কেন?"

"কে বলল শোনে না? অবশ্যই শোনে।"

"তাহলে তোমার আসতে লেট হল কেন?" শেফালী বলল। ও এই নিয়ে তৃতীয় বার 'তাহলে' শব্দটা দিয়ে বাক্য শুরু করল।

"শেফালী... বাদ দাও এসব।" আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম - "তোমার শিফ্ট কেমন কাটল?"

"শিফ্ট ভালোই কেটেছে। টীম লীডার বলেছে যে, ওয়েস্টার্ন কম্প্যুটার্সের কল ভল্যুম কমে এসেছে। এখন সব কাস্টমারেরা ট্রাবলশুটিং ওয়েবসাইট ব্যবহার করছে।"

"তুমি এটাও নিশ্চয়ই জানো যে, এর পেছনে কে আছে?"

"হ্যাঁ... তুমি আর ক্রুম। কিন্তু আমার মনে হয় না যে, এর থেকে তোমাদের খুব একটা লাভ হবে। এই ওয়েবসাইটের জন্য কনেকশন্সের বিজনেসের অনেক ক্ষতি হয়েছে।"

"কিন্তু ওয়েবসাইটটা কাস্টমারেদের অনেক সহায়তাও করেছে, তাই না?" আমি বললাম।

"শ্-শ্-শ্! এখানে ওয়েবসাইটের নাম নিও না। কিছু-কিছু এজেন্ট অত্যন্ত আপসেট হয়ে রয়েছে। কে যেন বলছিল যে, এর ফলে ছাঁটাই হতে পারে।"

"সত্যি?"

"আমি জানি না। শোন... তুমি এত রসকষহীন কেন? *Eddy Teddy*-র কি এই ভাবে নিজের *Curly Wurly*-র সঙ্গে কথা বলা উচিত?"

আমি কনেকশন্সে ঠিক কি চলছে, সেই ব্যাপারে যতটা সম্ভব জানতে চাইছিলাম। বক্সী অনেক কিছুই চেপে গেছে। আমি ভাবছিলাম, ক্রুমকে আরও একটু গোয়েন্দাগিরি করতে বলব।

"শোন।" শেফালী বলল। আমি ওর দিকে তাকালাম। ও যদি হ্যালো কিটী হেয়ারপিন লাগানো বন্ধ করে দেয়, তাহলে ওকে সত্যি সুন্দর দেখাবে।

"বলো।"

"তুমি কি আমার কথা শুনছ ?"

"অবশ্যই !"

"আমার দেওয়া উপহার তোমার পছন্দ হয়েছে ?"

"কোন্ উপহার ?"

"রিং টোনস্। আমি তোমাকে 6-টা রিং টোনস্ উপহার দিয়েছি। দেখেছ, এখন তোমার সেসবও মনে পড়ছে না।" ও আবার একবার মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিল।

"না, মনে আছে। আমি আমার টোন হিসেবে *লাস্ট ক্রিসমাস* লোড করেছি।" এই বলে আমি ওকে আমার ফোনের রিং টোন শোনাবার জন্য ফোন তুলে নিলাম। এটা শুনলে ক্রম হয়তো আমাকে খুন করে ফেলবে... কিন্তু শেফালীকে খুশী করতে এটা আমাকে করতেই হত।

"কি সুন্দর !" শেফালী আমার গাল টিপে দিয়ে বলল – "তাই না, এডি টেডী ?"

"শেফালী... !"

"কি ?"

"তুমি কি আমাকে এই নামে ডাকা বন্ধ করতে পারো না ?"

"কেন ? তোমার এই নামটা পছন্দ নয় ?"

"তুমি আমাকে শুধু শ্যাম বলে ডেকো।"

"আমার দেওয়া নামটা তোমার পছন্দ হল না ?" ওর গলাটা ক্রমশঃ ভারী হয়ে আসছিল।

আমি চুপ করে রইলাম। মেয়েদের কোন কাজ পছন্দ নয়, এমনটা তাদের মুখের ওপরে কখনোই বলা চলে না।

"তার মানে, আমার দেওয়া রিং টোনস্গুলোও তোমার পছন্দ নয়।" শেফালী প্রাণ কান্নায় ভেঙে পড়ল।

"না-না। সেগুলো আমার খুবই পছন্দ।" আমি ভয় পাচ্ছিলাম শেফালী সত্যি-সত্যি না কেঁদে ফেলে – "রিং টোনস্গুলো আমার সত্যিই খুব পছন্দ হয়েছে।"

"আমার দেওয়া নামটা তোমার পছন্দ হয়নি। তুমি চাইলে অন্য কোন নাম বেছে নিতে পারো... আমি তোমার অন্য গার্লফ্রেণ্ডদের মত মোটেই নই।" ওর চোখে ছোট-ছোট অশ্রুবিন্দু ফুটে উঠল। আমি আবার একবার ঘড়ি দেখলাম। আর মাত্র তিন মিনিট... তারপর সব কিছু ঠিক হয়ে পড়বে, আমি ভাবলাম। আমি একটা লম্বা শ্বাস টেনে নিলাম। আর মাত্র 180 সেকেণ্ড পরে শেফালী চলে যাবে। মেয়েদের খামখেয়ালী এড়াতে অনেক সময় সেকেণ্ড গোনাটা ভালো কাজ দেয়।

"কি ধরণের গার্লফ্রেণ্ড ?" আমি বললাম।

"যেসব মেয়েরা তাদের নিজস্ব মতামত ছেলেদের ওপরে চাপিয়ে দেয়। তুমি ভালো করেই বুঝতে পারছ, আমি ঠিক কি বলতে চাইছি।"

"কে ? তুমি ঠিক কার কথা বলতে চাইছ ?" এবার আমার গলাটাও ক্রমে শক্ত হয়ে উঠতে লাগল। এটা সত্যি কথা; প্রিয়াঙ্কা অনেকটা এমন স্বভাবের মেয়ে... তবে আপনি যদি তার কথা না শোনেন।

"বাদ দাও এসব। কিন্তু আমি কান্না থামালে তুমি কি আমাকে নতুন একটা নাম দেবে ?" ওর ফোঁপানিটা পুরো দমে কান্নায় রূপান্তরিত হওয়ার ঝুঁকি যথেষ্ঠ পরিমাণেই ছিল।

"হ্যাঁ।" আমি বললাম। ও কান্না থামালে আমি ওর পুরো পরিবারের নামই পাল্টে দিতে রাজী আছি।

"ঠিক আছে।" শেফালী ফোঁপানো থামিয়ে স্বাভাবিক হয়ে উঠল – "আমাকে একটা নতুন নাম দাও।"

"শেফী ? শেফী নামটা কেমন ?" আমি বললাম।

"ন... না। আমি আরও মিষ্টি নাম চাই।" শেফালী অন্যের পেট থেকে কথা বার করে আনতে ভালবাসে।

"এই মুহূর্তে কোন মিষ্টি নাম আমার মনে পড়ছে না। এবার আমাকে কাজে লাগতে হবে। তোমার কোয়ালিস ছাড়ার সময় হয়ে এসেছে।" আমি বললাম।

ও ঘড়ির দিকে তাকাল আর উঠে দাঁড়াল।

"হ্যাঁ... এবার আমাকে যেতে হবে। তুমি কি কালকের মধ্যে কোন ভালো নাম বেছে রাখতে পারবে ?" ও বলল।

"ঠিক আছে... বাই!"

"আমাকে একটা কিস্ দাও।" শেফালী নিজের চিবুকে একটা আঙুল রেখে বলল।

"কি ?"

"কিস্!"

"তুমি বলতে চাইছ...! অবশ্যই।" আমি ওর চিবুকে একটা চুমু খেলাম আর নিজের সীটের দিকে এগিয়ে চললাম।

"বাই-বাই এডি টেডী!" আমি পেছন থেকে ওর গলা শুনতে পেলাম।

#04

শেফালীর বে থেকে আমি যখন নিজের জায়গায় ফিরে এলাম, ততক্ষনে অন্যরা যে যার ডেস্কে বসে পড়েছিল।

আমাদের বে-র নাম হচ্ছে *'ওয়েস্টার্ন এ্যাপ্লায়েন্সেস স্ট্র্যাটেজিক গ্রুপ'* অথবা ডব্লিউ.এ.এস.জি.। অন্য বে-র এজেন্টরা কম্প্যুটার কাস্টমারদের সমস্যার সমাধান করে... কিন্তু আমরা ঘরোয়া এ্যাপ্লায়েন্সের গ্রাহকদের সঙ্গে কাজ করি, যেমন ধরুন – ফ্রীজ, ওভেনস্ আর ভ্যাকুয়াম ক্লীনার্স। ম্যানেজমেন্ট আমাদের বে-কে *'স্ট্র্যাটেজিক বে'* এজন্য বলে... কারণ আমরা কষ্টকর আর যন্ত্রণাদায়ক গ্রাহকদের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ। এই সব *'স্ট্র্যাটেজিক'* গ্রাহকেরা অত্যন্ত বেশী ফোন করেন... কিন্তু সমস্যার কথা মুখ খুলে তেমন একটা কিছুই বলেন না *(বাস্তবে দ্বিতীয় বাক্যটা বেশ কিছু কলার্সদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়)*।

আমরা মেইন্ কম্প্যুটার বে-র অংশ না হওয়ায় নিজেদের স্পেশাল মনে করি। মেইন্ বে-তে হাজারেরও বেশী এজেন্ট রয়েছে আর তারা বিরাট *'ওয়েস্টার্ন কম্প্যুটার্স'* এ্যাকাউন্ট হ্যাণ্ডল করে। সেখানে ফোনের সংখ্যা কম হওয়ায় তারা সেই গোপনীয়তার অভাব অনুভব করে, যেটা আমরা ডব্লিউ.এ.এস.জি.-তে পাই।

আমি এক লম্বা আয়তাকার টেবিলে নিজের সীটে এসে বসলাম। আমাদের সবার বসার জায়গা আগে থেকেই নির্দিষ্ট করা আছে : আমি ভ্রুমের পাশে বসি আর প্রিয়াঙ্কা আমার ঠিক উল্টো দিকে বসে; এশা প্রিয়াঙ্কার পাশের সীটে বসে আর রাধিকা বসে এশার পাশে। আমাদের বে-তে আমরা নিজের-নিজের জায়গায় বসে একে-অপরকে পরিস্কার দেখতে পাই। ঘরের এক কোনে মিলিটারী আঙ্কলের চার্ট স্টেশন অবস্থিত। ঘরের অন্য তিনটে কোনে রয়েছে রেস্ট রুম, কন্ফারেন্স রুম আর স্টেশনারী সাপ্লাই রুম।

আমি যখন নিজের সীটে এসে বসলাম, তখন আঙ্কলকে বাদ দিয়ে আর কেউই সীটে ছিল না। সবাই প্রিয়াঙ্কাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল।

"খবরটা কি ? এবার আমাদের বলো।" এশা বলছিল।

"ও. কে.! কিন্তু একটা শর্ত আছে। সেটা যেন এই ডব্লিউ.এ.এস.জি.-র বাইরে না যায়।" প্রিয়াঙ্কা নিজের সীটে বসতে-বসতে বলল আর নিজের সীটের তলা থেকে একটা বড় প্লাস্টিকের ব্যাগ টেনে বার করল।

"শোন সবাই।" আমি ওদের হাসি-ঠাট্টার আসরে বাধা প্রদান করে বললাম।

সবাই আমার দিকে ফিরে তাকাল।

আমি ডেস্কগুলো আর ডেস্কগুলোয় খালি পড়ে থাকা ফোনগুলোর দিকে আঙ্গুল

দিয়ে ইঙ্গিত করলাম। তারপর আমি নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকালাম। তখন বাজে রাত 10:29। কল সিস্টেম রুটিন ব্যাক-আপ টাইম শেষ হতে চলেছিল আর পরবর্তী এক মিনিটের মধ্যে আমাদের কল আসা শুরু হয়ে পড়বে।

সবাই যে-যার সীটে ফিরে এল আর হেডসেট লাগিয়ে নিল।

"গুড ইভনিং! সবাই দয়া করে এই ঘোষণার প্রতি মনোযোগ দিন।" এক গম্ভীর গলা শুনতে পাওয়া গেল। আমি চোখ তুলে তাকালাম... ঘোষণাটি ফায়ার ড্রিল স্পীকার থেকে আসছিল।

"এই সব বিরক্তিকর ঘোষণা আমার একদম পছন্দ হয় না।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"কন্ট্রোল রুম থেকে বলছি।" ঘোষণা চলতে থাকল – "সকল এজেন্টদের জানানো হচ্ছে যে, আগামী শুক্রবার মধ্যরাতে এক ফায়ার ড্রিল অনুষ্ঠিত হবে। ফায়ার ড্রিল চলাকালীন সুরক্ষিত ভাবে কল সেন্টার থেকে বাইরে বেরোবার জন্য নির্দেশাবলী মেনে চলুন। ধন্যবাদ! আপনাদের শিফ্ট ভালো ভাবে কাটুক।"

"ওরা এসব কেন করতেই থাকে ? কেউই এখানে পুড়ে মরতে চায় না।" এশা বলল।

"সরকারী আইন।" রুম বলল।

আমাদের শিফ্ট শুরু হওয়ার সংকেত হিসেবে কম্প্যুটারের পর্দায় দুটো বীপস্ ভেসে ওঠায় ওদের বার্তালাপ মাঝপথেই থেমে গেল।

রাত 10:31-তে কল আসা শুরু হয়ে পড়ল। আমাদের কমন সুইচবোর্ডে নম্বর ভেসে উঠতে লাগল আর আমরা একের-পর-এক কল রিসীভ করতে লাগলাম।

"গুড আফটারনুন, ওয়েস্টার্ন এ্যাপ্লায়েন্সেস... ভিক্টর স্পীকিং। বলুন, আমি কি ভাবে আপনাকে সহায়তা করতে পারি ?" রুম নিজের প্রথম কল এ্যাটেণ্ড করে বলল।

"আমাদের রেকর্ড অনুসারে আমি হয়তো মিস্ স্মিথের সঙ্গে কথা বলছি এবং আপনার কাছে WAF - 200 ডিশওয়াশার রয়েছে... তাই তো ?" এশা বলল।

এশার *'স্মৃতিশক্তি'* অপর প্রান্তের কলারকে প্রভাবিত করে তুলল। এটা এমন কোন বড় ব্যাপার নয়। আমাদের অটোমেটেড সিস্টেমে প্রতিটি কলারের রেকর্ডস্ থাকে। আমরা তাদের নাম, ঠিকানা, ক্রেডিট কার্ড ডিটেলস্ এবং ওয়েস্টার্ন এ্যাপ্লায়েন্সের থেকে অতীতে করা ক্রয়ের ব্যাপারে জানি। আমাদের কাছে এই ব্যাপারেও পূর্ণ বিবরণ থাকে যে, এর আগে শেষ কবে ওনারা আমাদের ফোন করেছেন। মিস্ স্মিথ কি-কি কারণে আমাদের – ওয়েস্টার্ন এ্যাপ্লায়েন্সেস স্ট্র্যাটেজিক ডেস্ককে ফোন করেছেন, সেই বিষয়েও আমাদের কাছে পূর্ণ বিবরণ রয়েছে... কারণ উনি হচ্ছেন এক নাছোড়বান্দা কলার। এই ভাবে মেইন্ বে নির্বিঘ্নে কাজ

করে চলে।

অনেক সময় এমন কিছু কলারের ফোনও আমাদের কাছে আসে, যাঁরা ডব্লিউ.এ.এস.জি.-র মানদণ্ড অনুসারে ব্যতিক্রম হন। আমি তাঁদের সবার ব্যাপারে যাচ্ছি না... কিন্তু রাত 10:37 মিনিটে ক্রুমের ডেস্কে আসা কলটা অনেকটা এই রকম ছিল :

"ইয়েস, মিস্ পলসন। হ্যাঁ-হ্যাঁ... আপনাকে আমাদের অবশ্যই মনে আছে। হ্যাপী থ্যাঙ্কস্‌গিভিং! আশা করি আপনি আমাদের WA - 100 মডেল ওভেনে এক বড় সাইজের টার্কীর মাংস রান্না করছেন।" ক্রুম আজকের দিনে পালিত আমেরিকান উৎসবের ব্যাপারে জানাতে থাকা পাণ্ডুলিপি থেকে পড়তে-পড়তে বলল।

আমি অপর প্রান্তের আওয়াজ শুনতে পারছিলাম না... কিন্তু মিস্ পলসন নিশ্চয়ই তাঁর ওভেনের সম্বন্ধে কিছু সমস্যার কথা বলছিলেন।

"না, মিস্ পলসন! আপনার ঢাকনার স্ক্রু খোলা উচিত হয়নি।" ক্রুম যতটা সম্ভব বিনয়ী কণ্ঠস্বরে বলল।

"ম্যাডাম! WA - 100-র মত বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের সার্ভিসিং সর্বদাই কোন প্রশিক্ষিত পেশাদার ব্যক্তিকে দিয়েই করানো উচিত।" ক্রুম WA - 100 সার্ভিস ম্যানুয়াল পড়ে বলল।

মিস্ পলসন আরও এক মিনিট কথা বলে চললেন। আমাদের স্ট্র্যাটেজিক বে-র দক্ষতার ব্যাপারে তেমন কোন সুনাম ছিল না... কিন্তু এই ধরনের দীর্ঘ কথোপকথন ক্রুমের রেসপন্স টাইমের ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

"দেখুন, ম্যাডাম! আপনি আমাদের এটা জানান যে, আপনি ওপরের ঢাকনা কেন খুলতে গেছিলেন? তাহলে আমাদের পক্ষে এটা বুঝতে সুবিধা হবে যে, আপনার শক্ কেন লেগেছে... সুতরাং আমাকে ঢাকনা খোলার কারণটা দয়া করে জানান... হ্যাঁ... ওহো... সত্যি?" ক্রুম বলে চলল আর লাগাতার গভীর শ্বাস টানতে লাগল। এক স্টার এজেন্ট হওয়ার চাবিকাঠি হচ্ছে ধৈর্য্য... যেটা ওর কাছে তেমন একটা ছিল না।

আমি চার দিকে তাকালাম; সবাই ফোন কলস্ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। রাধিকা কাউকে তাঁর ফ্রীজ ডি-ফ্রস্ট করার ব্যাপারে সহায়তা করছিল; এশা এক কাস্টমারকে এক ডিশওয়াশার খোলার ব্যাপারে সাহায্য করছিল। সবাই আমেরিকান শৈলীতে কথা বলছিল আর ওদের এখনকার কণ্ঠস্বর কোয়ালিসে বলা কণ্ঠস্বরের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা শোনাচ্ছিল। আমি আগের দিনের কল স্ট্যাটিসটিক্স এক জায়গায় সংকলন করার জন্য ফোন কলস্ রিসীভ করা থেকে নিজেকে সরিয়ে আনলাম।

এই কাজটা করতে আমার তেমন একটা ভালো না লাগলেও বক্সীর আদেশে আমাকে অসহায় হয়ে এই কাজটা করতে হয়।

"দেখুন, ম্যাডাম!" ক্রুম তখনও মিস্ পলসনের সঙ্গে কথা বলে চলেছিল – "আমি বুঝতে পারছি যে, আপনার টার্কী পুরোপুরি ওভেনে আঁটছিল না আর আপনি সেটাকে কেটে টুকরো করতে চাইছিলেন না... কিন্তু তবুও বলব, আপনার সরঞ্জামের ঢাকনা খোলা উচিত হয়নি। দেখুন, এটা সরঞ্জামের দোষ নয়... আমি আপনাকে বলতে পারব না যে, এখন আপনার ঠিক কি করা উচিত। হ্যাঁ... আমি বুঝতে পারছি যে, আপনার ছেলে আসছে... ম্যাডাম, এবার থেকে আপনি WA - 150 মডেল ব্যবহার করুন, সেটা বড় সাইজের...।" ক্রুম বলল... ওর শ্বাস-প্রশ্বাস অত্যন্ত দ্রুত হয়ে উঠেছিল।

মিস্ পলসন আরও কিছুক্ষন গালভরা শব্দের প্রয়োগ করে চললেন।

"মিস্ পলসন! আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওভেনটাকে আপনার ডীলারের কাছে নিয়ে যান।" ক্রুম দৃঢ়তার সঙ্গে বলল – "আর এর পরের বার ছোট সাইজের টার্কী নিয়ে আসবেন... আর হ্যাঁ, আজ রাতে হোটেল থেকে টার্কীর মাংস কিনে নিয়ে এসে চালিয়ে নিন। না... আমাদের কাছে কোন ডায়াল-এ-টার্কী নাম্বার নেই। কল করার জন্য ধন্যবাদ, মিস্ পলসন... বাই!" ক্রুম কল শেষ করল।

ক্রুম নিজের টেবিলের ওপরে জোরে ঘুঁষি মারল।

"সব ঠিক আছে তো?" আমি কাগজের থেকে চোখ না সরিয়ে প্রশ্ন করলাম।

"হ্যাঁ, এক পাগল কাস্টমার।" ক্রুম বিড়বিড় করে বলে উঠল। ততক্ষনে ওর কম্প্যুটারের পর্দায় আরও একটা নাম্বার ভেসে উঠেছিল।

পরের দশ মিনিট আমি নিজের কম্প্যুটারে আগের দিনের সমস্ত কল স্ট্যাটিসটিক্স এক জায়গায় সংকলন করার কাজ করে চললাম। বক্সী আমার ওপরে অন্যান্য সব এজেন্টদের শিষ্টাচার পরীক্ষা করার দায়িত্বও চাপিয়ে দিয়েছিল। আমাকে প্রায়ই কারো-না-কারো কল আড়ি পেতে শুনতে হয়। রাত 10:47 মিনিটে আমি এশার লাইনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করলাম।

"ইয়েস স্যার! আমাকে আপনার নিজের মেয়ে বলে মনে হয়? ওহো, ধন্যবাদ!· হ্যাঁ, বলুন ভ্যাকুয়াম ক্লীনার নিয়ে আপনি কি সমস্যায় পড়েছেন?" এশা বলছিল।

"তোমার গলাটা বড়ই মিস্টি!" অপর প্রান্তের কলার বলে উঠলেন।

"ধন্যবাদ, স্যার! হ্যাঁ, ভ্যাকুয়াম ক্লীনার... ?"

এশার কন্ঠস্বর একেবারে নিখুঁত ছিল – তাতে বিনম্রতা আর দৃঢ়তার সঠিক সংমিশ্রণ ছিল। কর্তৃপক্ষ আমাদের এ্যাভারেজ কল হ্যাণ্ডলিং টাইম অথবা এ.এইচ.টি. মোনিটরিং করে। ডব্লিউ.এ.এস.জি.-তে বেশী সংখ্যায় যন্ত্রণাদায়ক কাস্টমার থাকার

কারণে আমাদের এ.এইচ.টি. বেঞ্চমার্ক একটু বেশীই ছিল – কল পেছু আড়াই মিনিট। আমি প্রত্যেকের এ.এইচ.টি. পরীক্ষা করলাম – সবাই লক্ষ্যমাত্রার ভেতরেই রয়েছে।

"বীপ্!" ফ্যাক্স মেশিনের আওয়াজ আমাকে কাগজ-পত্র থেকে চোখ সরাতে বাধ্য করে তুলল। আমি ভেবে পেলাম যে, এই সময়ে কে আমাদের ফ্যাক্স করছে! আমি ফ্যাক্স মেশিনটার কাছে উঠে গেলাম আর ইন্‌কামিং ফ্যাক্স চেক করলাম। সেটা বক্সীর ফ্যাক্স ছিল।

বক্সীর পাঠানো সাতটা পাতার প্রিন্ট আউট বার করতে ফ্যাক্স মেশিনের তিন মিনিট সময় লাগল। আমি মেশিন থেকে মেসেজ শীট ছিঁড়ে নিলাম আর প্রথম পাতাটা চোখের সামনে তুলে ধরলাম।

From : Subhash Bakshi
Subject : Training Initiatives

Dear Shyam,

Just FYI, I have recommended your name to assist in accent training as they are short of teachers. I am sure you can spare some time for this. As always, I am trying to get you more relevant and strategic exposure.

Yours,
Subhash Bakshi
Manager, Connexions

বাকী ফ্যাক্স পড়ার পরে আমি একটা ঢোক গিললাম। বক্সী শিফ্‌ট আওয়ার্সের পরেও আমাকে বেশ কয়েক ঘণ্টা নতুন রিক্রুটদের ট্রেনিং দেওয়ার কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। এই অতিরিক্ত কাজের বোঝা ছাড়াও এ্যাকসেন্ট ট্রেনিং-য়ের কাজটা আমার একেবারেই পছন্দ নয়। আমেরিকান এ্যাকসেন্ট বড়ই গোলমেলে। আপনারা হয়তো এমনটা মনে করতে পারেন যে, আমেরিকানরা আর তাদের ভাষা বড়ই সাধাসিধে। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হচ্ছে এটা যে, তারা প্রতিটা শব্দ বিভিন্ন ভাবে উচ্চারণ করে।

আমি এখানে আপনাদের মাত্র একটা উদাহরণ দিচ্ছি – "T"! এই "T" অক্ষরটাকে আমেরিকানরা চার ভাবে প্রয়োগ করে থাকে। "T" যদি উহ্য থাকে, তাহলে *"internet"* হয়ে পড়ে *"innernet"* এবং *"advantage"* হয়ে পড়ে *"advannage"*! আবার অনেক সময় "T" আর "N" এক সঙ্গে মিশে যায় – তখন *"written"* হয়ে পড়ে *"writn"* এবং *"certain"* হয়ে পড়ে *"certn"*! আবার অনেক ক্ষেত্রে "T" মাঝখানে

থাকে, তখন সেটার উচ্চারণ "D"-য়ের মত হয় – *"daughter"* হয়ে পড়ে *"daughder"* এবং *"water"* হয়ে পড়ে *"wauder"*। আরেকটা এবং শেষ শ্রেণী বিভাগ হচ্ছে সেটা, যখন আমেরিকানরা "T"-কে "T"-য়ের মতই উচ্চারণ করে। এমনটা সেই সময় হয়, যখন কোন শব্দের প্রথমে "T" থাকে। যেমন – *"table"* বা *"stumble"*! এই জিনিষটা আমাকে পাগল করে তোলে। আর শুধু স্বরবর্ণই নয়... স্বরধ্বনি *(vowel)* হচ্ছে আরও যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার।

"কি হয়েছে ?" ক্রুম আমার ডেস্কের কাছে এসে প্রশ্ন করল।

আমি বক্সীর পাঠানো ফ্যাক্সটা ক্রুমের দিকে এগিয়ে ধরলাম। ও সেটা পড়ল আর বোকার মত হাসল।

"ও তোমাকে একটা FYI পাঠিয়েছে। তুমি কি এটা জানো যে, FYI কি হয় ?" ক্রুম বলল।

"কি ?"

"Fuck You Instead! এটা হচ্ছে কারো ঘাড়ে কোন দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার এক অত্যন্ত সাধারণ পদ্ধতি।"

"এই এ্যাকসেন্ট ট্রেনিং জিনিষটাকে আমি ঘৃণা করি। দিল্লীর লোকেদের এক সপ্তাহের ভেতরে আমেরিকানদের মত ইংরাজী বলতে শেখানো কখনোই সম্ভব নয়।"

"ঠিক যেমনটা কেউ আমেরিকানদের পাঞ্জাবী শৈলীতে কথা বলা শেখাতে পারবে না।" ক্রুম বলল – "যাকগে... train-train, lose your brain!"

"আমি কি করব ?" আমি বললাম। আমরা দুজনে নিজেদের ডেস্কের দিকে ফিরে আসছিলাম।

"যাও... train-train, lose your brain!" ক্রুম হেসে উঠে বলল। এই ছড়াটা ওর এত পছন্দ ছিল যে, ও বে পর্যন্ত ফিরে আসার পথে বেশ কয়েকবার সেটার পুনরাবৃত্তি করল।

আমি নিজের সীটে ফিরে এসেছিলাম। ক্রুমের কথা – "train-train...!" আমার মাথার ভেতরে ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছিল। আমার আরেক ধরণের ট্রেনের কথা মনে পড়ে গেল। রেল মিউজিয়ামের স্মৃতি আমার আমার মাথার মধ্যে ফিরে এল – যেখানে এক বছর আগে আমি আর প্রিয়াঙ্কা ডেটিং করেছিলাম।

#05

প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে আমার আগের ডেটগুলো – I

রেল মিউজিয়াম, চাণক্যপুরী
আজকের রাতের থেকে এক বছর আগে

ও আধ ঘন্টা লেটে এসেছিল। এর মধ্যে আমি গোটা মিউজিয়ামটা দুবার ঘুরে দেখে নিয়েছিলাম, প্রতিটা ট্রেনের মডেল ভালো করে পরীক্ষা করে দেখেছিলাম, ভারতের সব থেকে প্রাচীন কয়লাচালিত ইঞ্জিনের ভেতরে পা রেখেছিলাম, মডার্ন ইন্টারএ্যাক্টিভ সায়রেন সিস্টেমের ব্যাপারে জেনেছিলাম। তারপর আমি ক্যান্টিনে গেলাম, যেটা এক কৃত্রিম পুকুরের মাঝখানে তৈরী এক দ্বীপের ওপরে ছিল। আমি সেখানে বসে একটা সিগারেট ধরাবার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করছিলাম... কিন্তু তখনই আমার চোখ সেই নোটিশটার ওপরে গিয়ে পড়ল – "*শুধুমাত্র স্টীম ইঞ্জিন থেকেই ধোঁওয়া বেরোনোর অনুমতি রয়েছে।*" আমি মিউজিয়াম ক্যান্টিনে একটা কোকের বোতল নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম... এমন সময়ে ও এসে উপস্থিত হল।

"ও.কে.! কিছু বলার প্রয়োজন নেই... আমি জানি যে, আমার লেট হয়েছে।" ও বলল আর একটা থামস আপের বোতল নিয়ে আমার সামনে বসে পড়ল।

আমি কিছুই বললাম না। আমি শুধু ওর ছোট্ট নাকটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম, এই ছোট্ট নাক দিয়ে ও পর্যাপ্ত অক্সিজেন কি করে নিতে পারে!

"কি হল ? কিছু বলো।" ও প্রায় পাঁচ সেকেণ্ড পরে বলল।

"তুমিই তো আমাকে চুপ করে থাকতে বললে।" আমি বললাম।

"আমার মায়ের পেশাদারী সাহায্য দরকার।" প্রিয়াঙ্কা বলল – "ওনার সত্যিই সাহায্যের প্রয়োজন।"

"কি হয়েছে ?" আমি কোকের বোতলে স্ট্র ঘোরাতে-ঘোরাতে বললাম।

"বলছি। আচ্ছা, এই জায়গাটা তোমার কেমন লাগে ? বেশ সুন্দর... তাই না ?"

"রেল মিউজিয়াম ?" আমি শূণ্যে হাত ঘুরিয়ে বললাম – "আচ্ছা, আমরা কি বারো বছরের বাচ্চা ? আজ তোমার মায়ের কি হয়েছে ? আজকের ইস্যু কি ছিল ?"

"ইন্ধনের কোন প্রয়োজন নেই... শুধু একটা স্ফুলিঙ্গই যথেষ্ট। আজ আমি এখানে আসার জন্য সবেমাত্র বাড়ী থেকে বেরোতে যাব, মা আমার পোশাক নিয়ে মন্তব্য করে বসল।"

"উনি ঠিক কি বলেছিলেন ?" আমি প্রিয়াঙ্কার পোশাকের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম। ও আজ একটা নীল রং-য়ের স্কার্ট আর শান্তির চিহ্ন আঁকা টি-শার্ট পরেছিল। এই ধরণের পোশাক প্রিয়াঙ্কা প্রায়ই পরে থাকে। ও নিজের নেকলেসের সঙ্গে ম্যাচ খাইয়ে কানে দুল পরেছিল। ওর চোখে সুর্মার ছোঁওয়া ছিল... যেটা আমাকে পাগল করে তোলে।

"আমি প্রায় দরজা পর্যন্ত চলে এসেছিলাম... তখনই মা বলল – আমি গত জন্মদিনে মায়ের দেওয়া সোনার নেকলেসটা কেন পরিনি ?" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"তারপর ?"

"আমি বললাম – না, মা ! ওটা আমার ড্রেসের সঙ্গে ম্যাচ করবে না। হলুদ ধাতু আজকাল শুধু মাসী-পিসীরা ব্যবহার করেন। ব্যস্... শুরু হয়ে গেল লম্বা তর্ক-বিতর্ক ! যেজন্য আমার আসতে লেট হয়েছে... স্যরি !"

"তোমার মায়ের সঙ্গে লড়াই করার কোন প্রয়োজনই ছিল না। তুমি ওনার সামনে সোনার নেকলেসটা পরতে আর পরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে খুলে ফেলতে !" আমি বললাম। এই ফাঁকে ওয়েটার অর্ডার নিতে এল।

"কিন্তু সেটা কোন পয়েন্ট নয়।" ও ওয়েটারের দিকে ঘুরে বলল – "আমার জন্য এক-প্লেট সিঙ্গাড়া... প্রচণ্ড ক্ষিধে পেয়েছে। না-না, দাঁড়াও। সিঙ্গাড়ায় ফ্যাট বেশী থাকে। আমি কি এক প্লেট স্যালাড পেতে পারি ?"

ওয়েটার প্রিয়াঙ্কার মুখের দিকে শূণ্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

"তুমি কোথায় রয়েছ, সেটা জানো না ?" আমি বললাম – "এটা হচ্ছে রেল মিউজিয়াম... কোন ইটালিয়ান রেঁস্তোরা নয়। এখানে সেই সব জিনিষই পাওয়া যায়, যেগুলো কাউন্টারে সাজানো আছে।"

"ঠিক আছে-ঠিক আছে।" ও কাউন্টারে সাজানো জিনিষগুলো দেখে বলল – "আমার জন্য পট্যাটো চিপস্। না-না, পপ্ কর্ণ। পপ্ কর্ণ হাল্কা হয়... তাই না ?" ও এমন ভাবে ওয়েটারের দিকে তাকাল, যেন ওয়েটার এক পুষ্টি-বিশারদ।

"শুধু পপ্ কর্ণ আনো।" আমি ওয়েটারকে বললাম।

"তো, আর খবর কি ? ক্রুমের সঙ্গে দেখা হয়েছে ?" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"দেখা করার কথা ভেবেছিলাম... কিন্তু পারিনি। ও ডেটিং-য়ে গেছে।"

"কার সঙ্গে ? কোন নতুন মেয়ে ?"

"অবশ্যই। ও বেশী দিন কোন মেয়ের সঙ্গে চিপকে থাকে না। কে জানে মেয়েরা

ওর ভেতরে কি দেখে! সব সুন্দরী মেয়েরা ওর জন্য পাগল হয়ে থাকে।" আমি বললাম।

"আমিও ক্রুমের ব্যাপারটাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। ও হচ্ছে আমার দেখা সব থেকে বাস্তববাদী আর কাঠখোট্টা পুরুষ।" টেবিলে পপ্ কর্ণ এসে যাওয়ার পরে প্রিয়াঙ্কা বলল।

"না, তা নয়।" আমি একবারে যতটা বেশী সম্ভব পপ্ কর্ণ মুঠোয় ভরে নিয়ে বললাম।

"ওর পছন্দের জিনিষগুলো একবার দেখো – জীনস্, ফোন, পিজ্জা আর বাইক। ও এসবের জন্যই বেঁচে থাকে।আর প্রতি তিন মাস পরে-পরে গার্লফ্রেণ্ড পাল্টানো। একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে পৌঁছে তোমাকে তো এই সব বন্ধ করতেই হবে... কি, তাই না?"

"আমি বাবা আমার একটা গার্লফ্রেণ্ডকে নিয়েই ভালো আছি।" কথা বলার সময় আমার মুখ থেকে পপ্ কর্ণ বেরিয়ে আসছিল।

"তুমি বড়ই দুষ্টু!" প্রিয়াঙ্কা বলল। ওর মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল। ও আরও বেশ কিছু পপ্ কর্ণ নিয়ে আমার মুখে ঠুসে দিল।

"ধন্যবাদ!" আমি পপ্ কর্ণ চিবোতে-চিবোতে বললাম – "ক্রুম এখন পাল্টে গেছে। ও এখন আর আগের চাকরী ছেড়ে এই চাকরীতে ঢোকার সময়কার ক্রুম নেই।"

"সেই খবরের কাগজের চাকরী?"

"হ্যাঁ... জার্নালিস্ট ট্রেনী। ও কারেন্ট এ্যাফেয়ার্সে চাকরী শুরু করেছিল। তুমি কি জানো যে, ওর লেখা সব থেকে ভালো আর্টিকলের নাম কি?"

"না... কি? হে ঈশ্বর!" প্রিয়াঙ্কা আমার পেছনে কাউকে দেখতে-দেখতে বলল।

"কি হল?"

"কিছু না। পেছনে তাকিও না। আমার কিছু আত্মীয় তাদের বাচ্চাদের নিয়ে এসেছে। ওহো, ভগবান!" ও টেবিলের দিকে মুখ নীচু করে বলল।

আপনাকে যদি কোন কিছুর প্রতি তাকাতে মানা করা হয়, তাহলে আপনার মধ্যে সেই দিকেই তাকাবার ইচ্ছে বার-বার হতে থাকবে। আমি আড়চোখে এক কোনের দিকে দুটো বাচ্চার সঙ্গে এক পরিবারকে বসে থাকতে দেখলাম।

"এখানে বাচ্চাদের বাদ দিয়ে আর কাকে আশা করো তুমি?" আমি বললাম – "চিন্তার কিছু নেই... ওরা অনেকটা দূরে রয়েছে।"

"চুপ করো আর নীচের দিকে তাকিয়ে থাকো। হ্যাঁ, ক্রুমের লেখা সব থেকে

ভালো আর্টিকল কোনটা ?"

"ওহো, হ্যাঁ। *'হোয়াই ডোন্ট পলিটিশিয়ানস্ এভার কমিট সুইসাইড ?'* হচ্ছে ওর লেখা সব থেকে ভালো আর্টিকল।"

"কি ? অদ্ভুত তো।"

"সেই আর্টিকলে লেখা আছে যে, সব রকমের লোকেরা – ছাত্র-ছাত্রী, গৃহিনী, ব্যবসায়ী, কেরানী... এমন কি ফিল্ম স্টাররাও আত্মহত্যা করে... কিন্তু রাজনীতির লোকেরা কক্ষনো আত্মহত্যা করে না। এটা শুনে তোমার কি কিছু মনে হচ্ছে ?"

"কি ?" প্রিয়াঙ্কা বলল। এখনও ওর চোখের দৃষ্টি নীচের দিকেই রয়েছে।

"রুমের মতে আত্মহত্যা করা ব্যাপারটা এক সাংঘাতিক জিনিষ আর লোকেরা এজন্যই আত্মহত্যা করে... কারণ তারা প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তারা কিছু একটা অনুভব করেছে। কিন্তু রাজনীতির লোকেদের কোন অনুভূতিই থাকে না... তাই আজ এই দেশটা এমন লোকেরা চালাচ্ছে, যাদের কোন অনুভূতিই নেই।"

"বাহ! ওর এমন চিন্তাধারা নিশ্চয়ই ওর সম্পাদকের পছন্দ হয়নি ?"

"একেবারেই হয়নি। যাই হোক্, রুম সেটাকে ছাপানোর ব্যবস্থা করেছিল। ওর সম্পাদক আর্টিকল ছেপে বেরোবার পরেই সেটা দেখেছিল আর গোটা অফিসটাকে মাথায় তুলে নিয়েছিল। রুম কোন রকমে নিজের চাকরী বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিল... কিন্তু ওকে পেজ 3-তে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।"

"আমাদের রুম আর পেজ 3 ?"

"ওরা রুমকে বলেছিল যে, ওকে দেখতে সুন্দর, সুতরাং ওকে সেখানে ভালোই মানাবে। এছাড়া, ও একটা ফোটোগ্রাফী কোর্সও করেছিল। ও নিজেই ফোটো তুলতে পারবে।"

"ভালো দেখতে বলে পেজ 3 কভার করতে হবে ? এটা বোকা-বোকা শোনাচ্ছে।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"ঠিক কথা। কিন্তু রুমও বদলা নিয়েছিল। ও ইচ্ছে করে খাবার ঠোসা মুখের, চর্বিতে ভরা থাইয়ের আর মাতাল লোকেদের ফোটো তুলেছিল আর সেগুলো পরের দিন খবরের কাগজে ছাপাও হয়েছিল।"

"ওহো মাই গড!" প্রিয়াঙ্কা হেসে উঠল – "তোমার কথা শুনে ওকে কোন রাজনৈতিক পার্টির সক্রিয় কর্মচারী বলে মনে হচ্ছে। আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না যে, ও শুধু টাকা কামাবার জন্য কল সেন্টারে কেন এল ?"

"ওর মতে টাকার পেছনে ছোটাটাও এক ধরণের সক্রিয়তা।"

"সেটা কেমন সক্রিয়তা ?"

"ওর মতে আজ যে আমেরিকানরা গোটা দুনিয়া দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, তার পেছনে একটা মুখ্য কারণ হচ্ছে ওদের পকেটে টাকা আছে। যেদিন আমাদের পকেটে টাকা আসবে, আমরাও সেদিন আমেরিকানদের পেছনে ফেলে দেব। সুতরাং, সেই কাজটা করার জন্য আমাদের সবার আগে টাকা রোজগার করতে হবে।"

"ইন্টারেস্টিং!" প্রিয়াঙ্কা এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল – "সেজন্যই আমরা সারা রাত কাজ করি। আমি কলেজ লাইফ শেষ করার পরেই বি.এড. করতে পারতাম। কিন্তু আমি তার আগে কিছু টাকা সঞ্চয় করতে চেয়েছিলাম। টাকা ছাড়া আমার স্বপ্ন নাসারী স্কুল চালু করা সম্ভব নয়। তাই আজ প্রতি রাতে গড়ে দুশো ফোন কল এ্যাটেণ্ড করছি... রাতের-পর-রাত।" প্রিয়াঙ্কা নিজের কনুইয়ের ওপরে থুতনী রাখল... আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। আমার ওকে সব থেকে দুষ্টু নাসারী স্কুল প্রিন্সিপাল লাগল।

"ওয়েস্টার্ন এ্যাপ্লায়েন্সেস... স্যাম স্পীকিং। আমি আপনাকে কি ভাবে সাহায্য করতে পারি? প্লীজ লেট মী হেল্প য়্যু! প্লীজ...!" আমি আমেরিকান এ্যাকসেন্ট নকল করার চেষ্টা করে বললাম।

প্রিয়াঙ্কা আবার হেসে উঠল।

"প্রিয়াঙ্কা দিদি!" এক পাঁচ বছরের বাচ্চার কণ্ঠস্বর সকল কাস্টমারদের বাধ্য করল মুখ তুলে তাকাতে।

ছেলেটি এক হাতে এক মডেল ট্রেনের সেট আর অন্য হাতে এক গ্লাস ফাউন্টেন কোক ব্যালান্স করতে-করতে প্রিয়াঙ্কার দিকে ছুটে আসছিল। এখানে নিজের দিদিকে দেখতে পেয়ে ওর বিস্ময়ের কোন সীমারেখা ছিল না। ও আমাদের টেবিলের কাছে এসে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল... আমি ঝুঁকে পড়লাম ওকে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচাতে এবং আমি সফলও হলাম। কিন্তু ওর ফাউন্টেন কোক পুরোটাই আমার শার্টের ওপরে পড়ে গেল।

"ওহো... না।" আমি বললাম আর দেখলাম যে, আরও একজন বছর তিনেকের মেয়ে মুখে এক বিরাট বড় ললিপপ নিয়ে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। আমি আরেকটা সংঘর্ষ এড়াতে এক পাশে সরে গেলাম। মেয়েটা ছুটে এসে সোজা প্রিয়াঙ্কার কোলে এসে আছড়ে পড়ল। আমি জামা পরিস্কার করতে রেস্ট রুমের দিকে এগিয়ে গেলাম।

"শ্যাম!" আমি ফিরে আসার পরে প্রিয়াঙ্কা বলল – "এ হচ্ছে আমার সম্পর্কে ভাই, ডাঃ অনুরাগ।" ততক্ষনে ওদের পুরো পরিবারই আমাদের টেবিলে উঠে এসেছিল। প্রিয়াঙ্কা প্রত্যেকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। আমি ওদের সবার নাম শুনলাম... কিন্তু পরমুহূর্তে ভুলেও গেলাম। প্রিয়াঙ্কা ওর ডাক্তার

ভাইকে জানাল যে, আমি এক কল সেন্টারে কাজ করি। আমার এমনটা মনে হল যে, ওর সেই ডাক্তার ভাই আমার কর্মস্থলের সম্বন্ধে জানতে পারার পরে আমার সঙ্গে কথা চালাতে ততটা উৎসাহ বোধ করছিল না। বাচ্চারা অর্দ্ধেক পপ্ কর্ণ খেয়েছিল আর অর্দ্ধেকটা এদিক-ওদিকে ছড়িয়ে ফেলেছিল। বাচ্চা ছেলেটা নিজের মডেল ট্রেন সেট টেবিলে ছড়িয়ে থাকা পপ্ কর্ণের ওপর দিয়ে চালাচ্ছিল আর নিজের বোনের সঙ্গে মিলে মুখ দিয়ে কৃত্রিম সায়রেন বাজাচ্ছিল।

"বসো, শ্যাম!" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"না, আজ আমার শিফ্‌ট একটু আগে।" আমি এই বলে উঠে দাঁড়ালাম।

"আরে, আরেকটু পরে চলে যেও।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"না, আমাকে যেতে হবে।" আমি এই বলে এক ছুটে রেল মিউজিয়াম থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম... মিউজিয়ামটা ততক্ষনে ঠিক কোন রেলওয়ে স্টেশনে পরিণত হয়ে পড়েছিল।

#06

"আউচ!" কলের মাঝখানে এশার আর্তনাদ আমার চিন্তা আর স্মৃতির ট্রেনকে থামিয়ে দিল।

"কি হয়েছে?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"আমি একটা জোরালো আওয়াজ শুনতে পেলাম... হ্যালো, হ্যাঁ ম্যাডাম!" এশা বলল।

রাধিকা কলের জন্য অপেক্ষা করে বসেছিল আর গোলাপী উল দিয়ে কিছু একটা বুনছিল। সবাই ব্যস্ত হয়ে ছিল... কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল যে, আজকের রাতে কলের সংখ্যা স্বাভাবিকের থেকে কম।

"ওহো!" প্রিয়াঙ্কা পাঁচ সেকেণ্ড পরে বলে উঠল।

"গোল্লায় যাও!" ক্রম নিজের কান থেকে হেডসেট খুলে ফেলতে-ফেলতে বলে উঠল।

"হচ্ছেটা কি?" আমি আবার প্রশ্ন করলাম।

"কয়েক-সেকেণ্ড বাদে-বাদে এক জোরালো আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। বক্সীকে কাউকে পাঠাতে বলো।" ক্রম নিজের কান রগড়াতে-রগড়াতে বলল।

"আমি নিজে ওর অফিসে যাচ্ছি। তোমরা কল এ্যাটেণ্ড করো।" আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম। তখন রাত 10:51! প্রথম ব্রেক হতে এক ঘণ্টার থেকে কম সময় অবশিষ্ট রয়েছে।

আমি বক্সীর অফিসে যাবার পথে ট্রেনিং রুমের পাশ দিয়ে গেলাম। আমি ট্রেনিং রুমে উঁকি মেরে দেখলাম : কিছু নতুন ট্রেনী ট্রেনিং সেশানে উপস্থিত রয়েছে। কেউ-কেউ ঝিমোচ্ছিল; ওরা হয়তো তখনও রাতে কাজ করার ব্যাপারে নিজেদের অভ্যস্ত করে তুলছিল।

"35 = 10" ইস্ট্রাক্টর ব্ল্যাকবোর্ডে বড়-বড় অক্ষরে লিখে রেখেছিলেন।

আমার দু বছর আগে নিজের ট্রেনিং-য়ের দিনগুলোর 35 = 10 ফর্মূলার কথা মনে পড়ে গেল। সেটা এজেন্টদের সহায়তা করে নিজেদের কলার্সদের সঙ্গে এ্যাডজাস্ট করতে।

"এটা সব সময় মনে রাখবে।" ইস্ট্রাক্টর গোটা ক্লাসের উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন – "এক 35 বছর বয়স্ক আমেরিকানের মস্তিস্ক আর আই.কিউ. কোন 10 বছরের ভারতীয়ের মস্তিস্কের সমান হয়। এটা তোমাদের নিজেদের ক্লায়েন্টদের বুঝতে সহায়তা করবে। ক্লায়েন্টদের সঙ্গে ডীল করার সময় তোমাদের ঠিক ততটাই ধৈর্য্য ধরে কথা বলতে হবে, ঠিক যতটা ধৈর্য্য তোমরা কোন বাচ্চার সঙ্গে কথা বলার সময় রাখো। আমেরিকানরা কানে একটু কালা হয়... এটাকে মানিয়ে নিয়ে চলতে হবে তোমাদের। আমি চাই না যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কল এ্যাটেণ্ড করার সময় ধৈর্য্য হারাক...।"

আমাকে যখন এই ধরণের ক্লাসে ছাত্রদের মুখোমুখি হতে হবে, সেই দিনটার কথা ভেবে আমি মনে-মনে আশংকিত হয়ে উঠলাম। আমার কথা বলার দিল্লী স্টাইল যাবার নয়... আমি এ্যাকসেন্ট ক্লাসে সবার থেকে পেছনে ছিলাম।

"আমাকে এই সবের থেকে মুক্তি পেতেই হবে।" আমি নিজেই নিজেকে বললাম আর বক্সীর অফিসের দিকে এগিয়ে চললাম।

বক্সী নিজের বিরাট বড় অফিসে কম্প্যুটারের দিকে তাকিয়ে বসে ছিল... ওর মুখটা হাঁ হয়ে ছিল। আমি ঢুকতেই ও অত্যন্ত দ্রুত উইণ্ডোজ বন্ধ করে দিল। ও হয়তো বিকিনি পরিহিতা সুন্দরীদের দেখার জন্য অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইন্টারনেট সার্ফিং করছিল।

"গুড ইভনিং, স্যার!" আমি বললাম।

"ওহো... হ্যালো, স্যাম! এসো-এসো, ভেতরে এসো।" বক্সী আমাদের পাশ্চাত্য নামে ডাকাটা পছন্দ করে... যেটা আমার আবার একেবারেই পছন্দ নয়।

আমি ধীর গতিতে ওর অফিসে ঢুকলাম, যাতে ও নিজের প্রিয় ওয়েবসাইটগুলো বন্ধ করার সময় পায়।

"এসো, স্যাম! ভয় পেও না... আমি এক মুক্তদ্বার ম্যানেজারে বিশ্বাস

করি।" বক্সী বলল।

আমি ওর বিশালকায় চৌকো মুখটার দিকে তাকালাম... ওর মুখটা ওর 5'6" শরীরের তুলনায় অস্বাভাবিক রূপে বড়। ওর অতিরিক্ত বড় মুখটা অনেকটা দশেরার সময় দেখতে পাওয়া রাবণের কাট-আউটের সঙ্গে মেলে। ওর মুখটা বরাবরের মতই চমকাচ্ছিল। বক্সীর ব্যাপারে এটাই যে কেউ সবার আগে লক্ষ্য করবে – ওর মুখের তৈলাক্ত ভাব। আমার মনে হয় যে, যদি বক্সীর গায়ের চামড়াকে আমাদের দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়, তাহলে ভারতের তেলের সমস্যার সমাধান হয়ে পড়তে পারে। প্রিয়াঙ্কা আমাকে একবার বলেছিল যে, যখন ও প্রথমবার বক্সীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল, তখন ওর খুব ইচ্ছে হচ্ছিল যে, ও একটা টিশ্যু পেপার দিয়ে বক্সীর মুখটাকে ভালো করে মুছে দেয়। তবে আমার মনে হয় না যে, একটা টিশ্যু পেপারে কাজ হবে।

বক্সীর বয়স তিরিশের আশপাশে... কিন্তু ওকে দেখায় চল্লিশ বছরের মত আর ও কথা বলে পঞ্চাশ বছরের লোকের মত। ও গত তিন বছর ধরে কনেকশন্সে কাজ করছে। তার আগে, ও দক্ষিণ ভারতের এমন এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.বি.এ. করেছে, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উচ্চারণ করতে গেলে দাঁত ভেঙে যাবার জোগাড় হয়। ও নিজেকে মাইকেল পোর্টার মনে করে *(পোর্টার হচ্ছে এক বিরাট বড় ম্যানেজমেন্ট গুরু – যাকে আমি চিনতাম না, কিন্তু বক্সী একবার FYI দ্বারা আমাকে জানিয়েছিল)* এবং ও ম্যানেজারের ভাষায় বা মেসেজের মাধ্যমে কথা বলতে ভালবাসে... যেটা হচ্ছে ইংরাজী আর আমেরিকান ভাষার মতই আরেকটা ভাষা।

"তো, সংস্থান কেমন কাজ করছে ?" বক্সী নিজের চেয়ারে দোল খেয়ে বলল। ও কখনোই আমাদেরকে ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করে না; ওর কাছে আমরা সবাই হচ্ছি *'সংস্থান'*।

"ভালো, স্যার। আসলে আমি একটা সমস্যার ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলাম। ফোন লাইনগুলো ঠিকমত কাজ করছে না – কলের মাঝে জোরালো আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। আপনি কি একটু সিস্টেমকে...!"

"স্যাম!" বক্সী আমার দিকে একটা পেন উঁচিয়ে ধরে বলল।

"ইয়েস!"

"আমি তোমাকে কি বলেছিলাম ?"

"কি ব্যাপারে ?"

"সমস্যা সমাধান করার ব্যাপারে!"

"কি ?"

"ভাবো।"

আমি অনেক চিন্তা করলাম... কিন্তু আমার মাথায় কিছুই এলো না।

"আমার ঠিক মনে পড়ছে না, স্যার...!"

"আমি বড় ছবির ব্যাপারে বলেছিলাম। সর্বদা বড় ছবি দিয়ে শুরু করা উচিত।"

আমি বিস্ময়ে ভরে উঠলাম। *এই ক্ষেত্রে বড় ছবি কোন্‌টা?* ফোনের ভেতর থেকে জোরালো আওয়াজ ভেসে আসছে আর সিস্টেমকে সেটাকে ঠিক করার কথা বলতে হবে। আমি নিজে তাদের ফোন করতে পারতাম... কিন্তু বক্সী বললে কাজটা তাড়াতাড়ি হবে।

"স্যার, এটা এক নির্দিষ্ট বিষয়। কাস্টমারেরা বিরক্ত হচ্ছেন...।"

"স্যাম!" বক্সী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল আর ইশারা করে আমাকে চেয়ারে বসতে বলল – "কোন্ জিনিষটা কাউকে ভালো ম্যানেজার বানায়?"

"কোন্ জিনিষটা?" আমি ওর সামনে বসে ঘড়ির দিকে তাকালাম। রাত তখন 10:57! আমি মনে-মনে প্রার্থনা করতে থাকলাম, ফোন কলসের সংখ্যা যেন খুব একটা বেশী না হয়... যাতে ডেস্কে একজনের অনুপস্থিতির কারণে অন্যরা সমস্যায় না পড়ে।

"দাঁড়াও।" বক্সী একটা রাইটিং প্যাড আর পেন হাতে নিয়ে বলল। ও রাইটিং প্যাডটাকে টেবিলের ঠিক মাঝখানে রেখে তাতে একটা গ্রাফ আঁকল, যেটা অনেকটা এই রকম দেখতে ছিল :

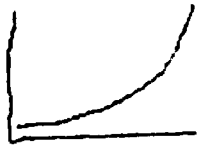

ও গ্রাফ আঁকা শেষ করে প্যাডটাকে আমার দিকে 180° ডিগ্রী ঘুরিয়ে ধরল। ও এমন ভাবে পেনের ঢাকনা আটকাল, যেন গর্বিত দ্য ভিঞ্চি মোনালিসা আঁকা শেষ করলেন।

"স্যার, সিস্টেমস্?" আমি কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকার পরে বললাম।

"দাঁড়াও... আগে আমাকে শেষ করতে দাও। এটা কি?" বক্সী ডায়াগ্রামটার ওপরে নিজের তর্জনী রেখে প্রশ্ন করল।

আমি ডায়াগ্রামটার সঙ্গে ফোন লাইন থেকে আসতে থাকা আওয়াজের সকল প্রকারের সম্ভাব্য সংযোগ খোঁজার চেষ্টা করতে লাগলাম... কিন্তু আমার মগজে কিছুই ঢুকল না।

আমি হার মেনে নিয়ে মাথা নাড়লাম।

"আমাকে বলতে দাও। এই চার্টটা হচ্ছে তোমার কেরিয়ার। তুমি যদি আরও সিনীয়র হতে চাও, তাহলে তোমাকে কার্ভ লাইনটাকে আরও ওপরের দিকে নিয়ে যেতে হবে।" বক্সী কার্ভ লাইনটার ওপরে নিজের একটা মোটা আঙুল রেখে বলল।

"ইয়েস স্যার!" আমি বাধ্য হয়ে বলে উঠলাম।

"তুমি কি জানো যে, সেটা ঠিক কি ভাবে করতে হবে?"

আমি মাথা নাড়লাম।

"বড় ছবি। আমি আগেই বলেছি, বড় ছবির ওপরে মনোনিবেশ করো, স্যাম! এসো, আমি তোমাকে দেখাচ্ছি।"

আমি কিছু বলার আগেই ও আবার একবার নিজের পেন বার করে আনল আর আরও একটা ড্রইং আঁকতে লাগল।

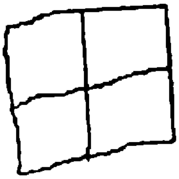

"আমি হয়তো তোমাকে সেটা এক ম্যাট্রিক্সের সহায়তায় বোঝাতে পারব।" বক্সী এই বলে বক্সগুলোর পাশে 'হাই' আর 'লো' লিখে লাগল। আমাকে বাধ্য হয়ে ওকে থামাতে হল।

"স্যার, প্লীজ!" আমি নিজের দুটো হাত দিয়ে কাগজটাকে চাপা দিয়ে বলে উঠলাম।

"কি?" ও বিরক্ত হয়ে বলে উঠল... ঠিক যেন মহান বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনকে তাঁর কাজে বাধা প্রদান করা হয়েছে।

"স্যার, এটা আমার কাছে খুবই ইন্টারেস্টিং লেগেছে। আমি ফিরে এসে এটা আপনার থেকে শিখে নেব। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে আমার টীম আমার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে আর আমাদের শিফ্‌ট চলছে।"

"তো?" বক্সী বলল।

"ফোন লাইন, স্যার। ফ্রীজ সিস্টেমকে ডব্লিউ.এ.এস.জি. কে এখুনি চেক করতে বলুন।" আমি এক নিঃশ্বাসে বলে উঠলাম।

"ওহো!" আমার কথা বলার গতিতে বক্সী অবাক হয়ে উঠল।

"ফ্রীজ সিস্টেমকে এখুনি ফোন করে দিন, স্যার।" এই বলে আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম আর প্রায় ছুটতে-ছুটতে নিজের বে-তে ফিরে এলাম।

#07

“ভালোই সময় কাটিয়ে এলে!” আমি ফিরে আসার পরে ব্রুম ব্যঙ্গ করে বলে উঠল।

“আরে না... আমি বক্সীর অফিসে গেছিলাম ফোনের আওয়াজের ব্যাপারে কথা বলতে।”

“ও কি কাউকে পাঠাচেছ?” ব্রুম নিজের ফোনের তারের জট ছাড়াতে-ছাড়াতে বলল।

“ও সবার আগে স্ট্র্যাটেজিক ভেরিয়েবলস্ চিহ্নিত করতে বলল।” আমি নিজের সীটে বসতে-বসতে বললাম। সীটে বসার পরে আমি নিজের মুখটা দুটো হাতের ওপরে টিকিয়ে দিলাম।

“স্ট্র্যাটেজিক ভেরিয়েবলস্...? সেটা আবার কি?” ব্রুম আমার দিকে না তাকিয়েই প্রশ্ন করল।

“সেটা আমি কি করে জানব?” আমি উত্তর দিলাম – “আমি যদি জানতাম, তাহলে আজ আমি টীম লীডার হতাম। ও কিছু ডায়াগ্রাম এঁকেও দেখিয়েছে।”

রাধিকা, এশা আর প্রিয়াঙ্কা কল এ্যাটেণ্ড করতে ব্যস্ত ছিল। প্রতি পাঁচ সেকেণ্ড বাদে-বাদে ওরা সেই জোরালো আওয়াজ এড়াতে ফোনের রিসিভার নিজেদের কান থেকে সরিয়ে নিচ্ছিল। আমি প্রার্থনা করতে লাগলাম, যাতে সিস্টেমস্ থেকে কেউ তাড়াতাড়ি এসে পড়ে।

“কি ডায়াগ্রাম?” ব্রুম নিজের ড্রয়ার থেকে কয়েকটা চুইংগাম বার করে প্রশ্ন করল আর আমাকে একটা অফার করল।

“2 x 2 ম্যাট্রিক্স বা ঐ ধরণের কিছু একটা।” আমি ব্রুমের দেওয়া চুইংগাম ফিরিয়ে দিলাম।

“বেচারা বক্সী। ও কিছুটা বোকা... তবে নিরাপদ জীব। ওর থেকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।” ব্রুম বলল।

“সিস্টেমসের লোকগুলো সব গেল কোথায়?” আমি ফোন তুলে সিস্টেম ডিপার্টমেন্টে কথা বললাম। ওদের কাছে তখনও পর্যন্ত বক্সীর ফোন পৌঁছয়নি – “আপনারা কি একটু তাড়াতাড়ি আসতে পারবেন? হ্যাঁ... ব্যাপারটা জরুরী... হ্যাঁ, আমাদের ম্যানেজার এই ব্যাপারে সব জানেন।”

“আমি বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না যে, বক্সী এখনও ওদের ফোন করেনি।” আমি বললাম। সিস্টেমসের লোকেরা আমাকে কথা দিয়েছে যে, তারা এখুনি কাউকে পাঠাচেছ।

"এখানকার সব কিছুই বড় গোলমেলে, বন্ধু!" ক্রুম বলল – "কোন খারাপ খবরও আসতে পারে।"

"তুমি ঠিক কি বলতে চাইছ ? ওরা কি ছাটাই করবে ?" আমি প্রশ্ন করলাম। আমাকে কিছুটা চিন্তিত আর উদ্বিগ্ন খোচ্ছিল... তার সাথে-সাথে আমি কিছুটা হতাশ হয়েও উঠেছিলাম। আমি বুঝে উঠতে পারি না যে, এই সব বাজে অনুভূতিগুলো এক সঙ্গে আমার মধ্যে আসে কেন ?

"আমি জানার চেষ্টা করছি।" ক্রুম নিজের কম্প্যুটারে একটা উইণ্ডোর ওপরে ক্লিক করে বলল – "ওয়েস্টার্ন কম্প্যুটার্স এ্যাকাউন্টের অবস্থা সত্যিই খুব খারাপ। আমরা যদি এই এ্যাকাউন্ট হারিয়ে বসি, তাহলে কল সেন্টার ডুবে যাবে।"

"হ্যাঁ, শেফালীও আমাকে এমনটাই কিছু একটা বলছিল। আমার মনে হয় যে, আমরা যে ওয়েবসাইট বানিয়েছিলাম, সেটা যথেষ্ট উপযোগী ছিল। লোকেরা আমাদের ফোন করাই বন্ধ করে দিয়েছে।" আমি বললাম।

আমাদের বে-তে এক অতিথির আগমন আমাদের বার্তালাপে বাধার সৃষ্টি করল। আমি সিস্টেমস থেকে আসা লোকটাকে দেখেই চিনতে পারলাম... ওর বেল্টে তিন-তিনটে পেজার ছিল আর ওর গলায় দুটো মেমোরী কার্ড ঝুলছিল।

প্রিয়াঙ্কা ওকে সমস্যার ব্যাপারে জানাল আর আওয়াজটাও শোনাল।

সেই লোকটা দশ মিনিটের জন্য আমাদের সব লাইন ডিসকানেক্ট করতে বলল।

সবাই নিজেদের হেডসেট খুলে ফেলল। আমি এশাকে নিজের মাথার চুল বিন্যস্ত করতে দেখলাম। ও এমনটা প্রতি রাতেই অন্ততঃ পক্ষে দশ বার করে থাকে। সবার আগে ও নিজের মাথার চুলে আটকানো রবার ব্যাণ্ড খুলবে আর তারপর এলো চুলকে আবার একবার বিন্যস্ত করে রবার ব্যাণ্ড আটকাবে।

ওর চুল হাল্কা রং-য়ের এবং গোড়ার দিকে অত্যন্ত কোঁকড়ানো ঃ যেটা হচ্ছে অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ হেয়ার স্টাইলিং-য়ের পরিণাম, যে খরচে একটা ছোটখাটো সার্জারী করানো যেতে পারে। আমাকে প্রশ্ন করলে আমি এটাকে কখনোই ভালো বলব না। প্রাকৃতিক রূপে কোঁকড়ানো চুল এক জিনিষ, কিন্তু কৃত্রিম কোঁকড়ানো চুলকে ঠিক জট পাকানো টেলিফোন তারের মত দেখতে লাগে।

আমি ক্রুমকে এশার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলাম। অফিসে এমন যৌন আবেদনময়ী কোন মেয়ের সঙ্গে বসে কাজ করাটা পুরুষ মানুষদের পক্ষে কখনোই সহজ কাজ নয়। আমি বলতে চাইছি, আপনারা কি করবেন ? তার যৌন আবেদনকে উপেক্ষা করে সর্বক্ষণ নিজের কম্প্যুটারের পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকবেন ? দুঃখিত... আমার মনে হয় না যে, পুরুষদের ঈশ্বর এই কাজটা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন।

রাধিকা নিজের ব্যাগ থেকে গোলাপী উল বার করে আনল আর বুনতে শুরু

করে দিল। মিলিটারী আঙ্কলের সিস্টেম তখনও কাজ করে চলেছিল এবং উনি নিজের মোনিটরের সঙ্গে চিপ্‌কে ছিলেন।

"তুমি কি বুনছ ?" এশা রাধিকার দিকে ঘুরে বসল।

"আমার শাশুড়ীর জন্য একটা স্কার্ফ। উনি এত ভালো... ওনার রাতের দিকে ঠাণ্ডা লাগে।" রাধিকা বলল।

"উনি মোটেই ভালো নন..." ক্রুম সবেমাত্র কিছু একটা বলার চেষ্টা করছিল... কিন্তু রাধিকা ওকে বাধা দিল।

"শ্-শ্-শ্ ক্রুম। উনি খুবই ভালো... তবে একটু পারম্পরিক।"

"আর সেটাই তোমার কষ্টের কারণ... তাই না ?" ক্রুম বলল।

"মোটেই না। সত্যি কথা বলতে কি, আমি এই আরামদায়ক পারিবারিক অনুভূতিটাকে পছন্দ করি। ওনারা শুধু একটু পুরোন যুগের।" রাধিকা মুচকি হেসে বলল। ওর হাসিটা আমার কাছে সত্যিকারের হাসি বলে মনে হল না... কিন্তু সেটা আমার দেখার বিষয় নয়।

"হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ... একটু। আর সেজন্যই তোমাকে সব সময় মাথায় ঘোমটা দিয়ে থাকতে হয়।" ক্রুম বলল।

"ওরা তোমাকে মাথায় ঘোমটা দিয়ে থাকতে বাধ্য করে ?" এশা দাঁত দিয়ে রবার ব্যাণ্ডটাকে চেপে ধরে প্রশ্ন করল।

"ওনারা আমাকে কোন কিছু করতেই বাধ্য করেন না, এশা। আমিই বরং ওনাদের সংস্কৃতিকে অনুসরণ করে চলি। আর আমার মনে হয়, সব বিবাহিতা মহিলারাই নিজেদের শ্বশুরবাড়ীতে এমনটাই করে।" রাধিকা বলল।

"তবুও এটা কিছুটা অদ্ভুত !" এশার গলায় সন্দেহের সুর ছিল।

"সে যাই হোক্ না কেন, আমি এটাকে এক চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছি। আমি অনুজকে খুবই ভালবাসি। তবে এটাও ঠিক যে, আমি মাঝে-মাঝে লো ওয়েস্ট জীনস্ পরাটাকে মিস্ করি... ঠিক যেমনটা তুমি গত পরশু পরেছিলে।"

আমি এটা দেখে অবাক হয়ে উঠলাম যে, রাধিকা এটা মনে রেখেছে যে, দু দিন আগে এশা ঠিক কোন্ পোশাক পরেছিল। হয়তো কেবলমাত্র মেয়েদের মস্তিস্কেই এমন কিছু থাকে, যে জিনিষটা তাদের আর তাদের বান্ধবীদের দ্বারা পরা শেষ পঞ্চাশটি পোশাকের রেকর্ড রাখে।

"তোমার ঐ রকমের জীনস্ ভালো লাগে ?" এশা প্রশ্ন করল। ওর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

"হ্যাঁ, আমার ভালোই লাগে। তবে আমার এটাও মনে হয় যে, ঐ ধরণের পোশাক পরার জন্য সঠিক ফিগারেরও প্রয়োজন হয়।" রাধিকা বলল – "যাই

হোক্... প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত... কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে, আমরা কিছু একটা ভুলে যাচ্ছি।"

"কি ? সিস্টেম ?" আমি প্রশ্ন করলাম আর টেবিলের তলায় উঁকি মেরে দেখলাম। সিস্টেমসের লোকটা টেবিলের তলায় এক গাদা জট পাকানো তারের জঙ্গলে হারিয়ে ছিল। ও আমাকে বলল যে, ওর আরও দশটা মিনিট সময়ের প্রয়োজন হবে।

আমি ঘড়ি দেখলাম। তখন রাত 11:20! আমি জানতাম যে, বক্সী আর কিছুক্ষনের ভেতরে ওর নিত্য নৈমিত্তিক রাউণ্ডে আসবে।

"না, সেটা নয়।" রাধিকা নিজের উল বোনার কাজ না থামিয়েই বলল – "মিস্ প্রিয়াঙ্কা কিছু একটা বড় খবর শোনাবে বলেছিল... মনে আছে ?"

"ওহো, হ্যাঁ... প্রিয়াঙ্কা, এবার সেটা বলে ফেলো।" এশা প্রায় চিৎকার করে উঠে বলল। ওর চিৎকারে মিলিটারী আঙ্কল এক সেকেণ্ডের জন্য কম্প্যুটার থেকে নিজের দৃষ্টি সরিয়ে আনলেন আর তারপর আবার একবার নিজের কাজে ডুবে গেলেন। আমার কেমন যেন সন্দেহ হল যে, উনি কি এতটাই শান্ত ছিলেন, যখন উনি নিজের ছেলে আর পুত্রবধূর সঙ্গে থাকতেন ?

"হ্যাঁ, তোমাদের আমি কিছু শোনাতে চাই।" প্রিয়াঙ্কা লজ্জালু হাসি হেসে বলল, যার ফলে ওর গালের টোল দুটো আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। ও নিজের বড় প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে মিষ্টির প্যাকেট বার করে আনল।

"খবর যাই হোক্ না কেন... আমরা মিষ্টি খেতে পাব। কি, তাই তো ?" ব্রুম জানতে চাইল।

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।" প্রিয়াঙ্কা মিষ্টির প্যাকেটের ওপরে সেলোফেন কাগজটাকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে খুলতে-খুলতে বলল। ওর এতটা সুশৃঙ্খলতা আমার পছন্দ হল না। ওপরের কাগজটাকে টান মেরে ছিঁড়ে ফেললেই হল। যাই হোক্, সেটা আমার দেখার জিনিস ছিল না। আমি কয়েক সেকেণ্ড টেবিলের তলায় দেখলাম, যেন আমি সিস্টেমসের লোকটাকে সাহায্য করতে চাইছি। তবে আমার কান দুটো প্রিয়াঙ্কার প্রতিটা কথা শুনে চলেছিল।

"দেখি-দেখি, কি এনেছ ? ওহো... মিল্ক কেক – আমার ফেবারিট।" রাধিকা বলে উঠল আর ব্রুম সবার আগে নেওয়ার জন্য লাফ দিয়ে সামনে এগিয়ে এল।

"আমি তোমাদের সব বলব। কিন্তু তোমাদের কথা দিতে হবে যে, ব্যাপারটা ডব্লিউ.এ.এস.জি.-র বাইরে যাবে না।" প্রিয়াঙ্কা বলল। ও মিষ্টির প্যাকেটটা রাধিকা আর এশার দিকে এগিয়ে ধরল। রাধিকা দু পীস তুলে নিল আর এশা মানুষের হাতের আঙুল দিয়ে সম্ভবপর সব থেকে ছোট টুকরোটা নিল। আমার মনে

হল লো-কাট জীনস্ ফিগার মূল্য চুকিয়ে পেতে হয়।

"না-না... আমরা কাউকে জানাব না। ডব্লিউ.এ.এস.জি.-র বাইরে আমার তেমন কোন বন্ধুও নেই। এবার তুমি বলতে শুরু করো।" এশা বলল আর নিজের আঙুলটাকে টিশ্যু পেপারে মুছে নিল।

"শোন তাহলে... আমার মা আজ এই পৃথিবীর সব থেকে সুখী ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"ভূমিকা না করে খুলে বলো।" ক্রম বলল।

"তোমরা সবাই আমার মায়ের নিজের অবাধ্য মেয়ের বিয়ে কোন NRI-য়ের সঙ্গে দেবার ইচ্ছের কথা জানো।"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ... আমরা জানি।" রাধিকা মিল্ক কেক খাওয়া শেষ করে বলল।

"আমাদের এক পারিবারিক বন্ধু আমার জন্য একটা সম্পর্ক নিয়ে এসেছেন। পাত্র সীটলে বাস করা ওনারই এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়। আমি হয়তো অন্যান্য বারের মত এবারও এই প্রস্তাব নাকচ করে দিতাম... কিন্তু এবার আমি পাত্রের ফোটো দেখলাম... পাত্র দেখতে খুবই ভালো। আমি ফোনে ওর সঙ্গে কথাও বলেছি – কথা শুনে ওকে আমার বেশ ভদ্র আর নম্র লেগেছে। ও মাইক্রোসোফটে কাজ করে – সুতরাং টাকা-পয়সাও ভালোই কামায়। ওর মা-বাবা দিল্লীতেই থাকেন আর আমি আজ ওঁদের সঙ্গে দেখা করেছি। খুবই সুন্দর লোক ওনারা।" প্রিয়াঙ্কা একটু থেমে নিজের জন্য এক পীস্ মিল্ক কেক ভেঙে নিল। ওর ছোট পীস ভাঙা উচিত ছিল বলে আমার মনে হল... কিন্তু সেটাও আমার দেখার বিষয় ছিল না।

"এবং...!?" এশা বলল। ও বড়-বড় চোখে প্রিয়াঙ্কার দিকে তাকিয়ে ছিল।

"আমি ঠিক বলতে পারব না।" প্রিয়াঙ্কা খাওয়ার থেকে মিল্ক কেকের সঙ্গে বেশী খেলা করছিল – "ওনারা সোজাসুজি আমার মত জানতে চেয়েছিলেন আর আমি বলে দিয়েছি – হ্যাঁ!"

"বাহ!" মেয়েরা নিজেদের গলাকে যতটা সম্ভব উঁচুতে তুলে চেঁচিয়ে উঠল। ওদের চিৎকারে টেবিলের তলায় কাজ করতে থাকা সিস্টেমসের লোকটা কেঁপে উঠল। আমি ওকে অভয় প্রদান করে নিজের কাজ করে চলতে বললাম। বাইরে থেকে সব কিছু ঠিকঠাক থাকলেও ভেতরে-ভেতরে আমি জ্বলে-পুড়ে মরছিলাম... ঠিক যেন কেউ আমার বুকের ভেতরে জ্বলন্ত কয়লা পুড়ে দিয়েছে।

রাধিকা আর এশা প্রিয়াঙ্কাকে এমন ভাবে জড়িয়ে ধরল, যেন ভারত ফুটবলে বিশ্ব কাপ জয় করে নিয়েছে। লোকেরা রোজই বিয়ে করে। সব ক্ষেত্রেই কি মেয়েরা এমনটা করে? আমি মনে-মনে প্রার্থনা করতে লাগলাম, যেন ফোন লাইন তাড়াতাড়ি

কাজ করা শুরু করে দেয়, যাতে আমাকে এই সব ফালতু কথা শুনতে না হয়।

আমি নিজের কম্প্যুটারের পর্দার দিকে তাকালে দেখলাম যে, মাইক্রোসোফট্ ওয়ার্ড ওপেন করা রয়েছে। প্রচণ্ড রাগের সঙ্গে আমি মাইক্রোসোফট্ লোগো সম্বলিত সকল উইণ্ডোজ বন্ধ করে দিলাম।

"অভিনন্দন গ্রহণ করো, প্রিয়াঙ্কা!" ক্রুম বলল – "এটা সত্যিই এক ভালো খবর।"

এমন কি মিলিটারী আঙ্কলও নিজের সীট ছেড়ে উঠে এলেন প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে হাত মেলাতে। যুবক-যুবতীরা যখন বিয়ে করে, তখন বড়রা এমন ভাবেই অভিনন্দন জানান। তবে, পরের কুড়ি সেকেণ্ডের ভেতরেই উনি আবার নিজের ডেস্কে ফিরে গেছিলেন।

"শুধু মিল্ক কেক দিয়ে সারলে চলবে না। পার্টি দিতে হবে।" এশা দাবী জানাল। এশার মত মেয়েরা তেমন কিছুই খায় না... কিন্তু পার্টির কথায় নেচে ওঠে।

"পার্টিও হবে!" প্রিয়াঙ্কা বলল। ওর মুখ থেকে যেন হাসি সরছিলই না – "আমি তো শুধু বিয়েতে মত দিয়েছি মাত্র... কোন অনুষ্ঠান তো এখনও পর্যন্ত হয়নি।"

"পাত্রের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে ?" ক্রুম বলল।

"না... ও সীট্লে রয়েছে। কিন্তু আমরা ফোনে বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে কথা বলেছি আর আমি ওর ফোটোও দেখেছি। ওকে সত্যিই খু-উ-ব সুন্দর দেখতে। তোমরা কি ওর ফোটো দেখতে চাও ?"

"না, ধন্যবাদ!" আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। আমার ঠিক বিশ্বাস হতে চাইছিল না যে, আমি এমনটা বলেছি। কিন্তু আমার ভাগ্য ভালো ছিল যে, আমি কথাটা এমন জোরে বলিনি, যাতে প্রিয়াঙ্কা সেটা শুনতে পাবে।

"তুমি কি কিছু বললে ?" প্রিয়াঙ্কা আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

আমি মাথা নেড়ে টেবিলের তলায় ইশারা করলাম। হ্যাঁ, আমার একমাত্র নজর ছিল ফোন লাইন ঠিক করার দিকে।

"তুমি কি একটু মিল্ক কেক নেবে ?" প্রিয়াঙ্কা আমার সামনে মিষ্টির প্যাকেটটা এগিয়ে ধরে বলল।

"না, ধন্যবাদ!" আমি প্যাকেটটাকে আবার ওর দিকে ঠেলে দিয়ে বললাম।

"আমি যতদূর জানি, মিল্ক কেক তোমার খুবই পছন্দের ছিল।"

"এখন আর নেই... আমার পছন্দ পাল্টে গেছে।" আমি বললাম – "আমি খাব না।"

"একটা ছোট টুকরোও না ?" ও প্রশ্ন করল আর মাথাটা আমার সামনে ঝুঁকিয়ে

ধরল। কোন এক সময়ে ওর এই ভাবে মাথা ঝোকানোটাকে আমি খুবই পছন্দ করতাম... কিন্তু আজ আমি অটল হয়ে রইলাম।

আমি মাথা তুলে তাকালাম... আমাদের চার চোখ মিলিত হল। যখন কারো সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ভেঙে যায়, তখন প্রথম পরিবর্তনটা পরস্পরের প্রতি তাকানোয় আসে। আমাদের দুজনের দৃষ্টি একে-অপরের ওপরে নিবদ্ধ হয়ে ছিল এবং একে-অপরের ওপর থেকে চোখ সরানো আমাদের দুজনের পক্ষেই মুশ্কিল হয়ে উঠেছিল।

"তুমি কি কিছু বলবে না ?" প্রিয়াঙ্কা বলল। মেয়েরা যখন এমন কথা বলে, তখন সেটা কোন প্রশ্ন হয় না। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তারা আপনার মুখ থেকে কিছু শুনতে চায়।

"কি ব্যাপারে ? কোন লাইনের ব্যাপারে ? ওটা দশ মিনিটের ভেতরে ঠিক হয়ে পড়বে।" আমি বললাম।

"না, সে ব্যাপারে নয়। আমি বিয়ে করতে চলেছি, শ্যাম!"

"সত্যি!" আমি এমন ভাবে বললাম, যেন আমি এই প্রথম বার খবরটা শুনলাম।

"আমি আজকেই একটা প্রস্তাবে নিজের মত দিয়েছি।" ও বলল।

"ভালো কথা।" আমি নির্বিকার মুখে বললাম আর কম্প্যুটারের দিকে ঘুরে বসলাম।

"আমাদের ফোটো দেখাও।" এশা চিংকার করে উঠে বলল। ও এমন ভাবে উংসাহ দেখাল, যেন প্রিয়াঙ্কা ওকে ব্রাড পিটের নগ্ন ছবি বা অন্য কোন জিনিষ দেখাতে চলেছে। প্রিয়াঙ্কা নিজের হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে একটা ফোটো বার করে আনল আর সেটা সবার হাতে-হাতে ঘুরতে লাগল। আমি দূর থেকে দেখলাম : ছেলেটাকে ঠিক কোন সোফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের মতই দেখতে... অনেকটা টেবিলের তলায় ঢুকে কাজ করতে থাকা ছেলেটার মত... কিন্তু প্রিয়াঙ্কার ভাবী পতিদেবের পোশাকটা একটু ভালো। ও ছবিতে নিজের পেটটাকে ভেতরের দিকে ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে - যেটা ভুঁড়িওয়ালা যে কোন পুরুষই ফোটো তোলানোর সময়ে করে থাকে। ওর চোখে চশমা রয়েছে আর ওর মাথার চুল সুন্দর করে আঁচড়ানো, যেন ওর মা প্রতি দিন সকালে নিজের হাতে ওর চুল আঁচড়ে দেন। আসলে, ফোটোটা বিয়ের সম্পর্ক দেখার জন্যই তোলা হয়েছে। পাত্রের পেছনে '*স্ট্যাচু অফ লিবার্টি*' দেখতে পাওয়া যাচ্ছে... হয়তো এটা ইচ্ছে করেই করা হয়েছে... যাতে এটা প্রমাণ করা যায় যে, ও একজন NRI পাত্র এবং এই ব্যাপারে অন্যদের থেকে ভালো। ওর জোর করে ফুটিয়ে তোলা হাসিতে ওকে কেমন যেন বোকার মত দেখাচ্ছে – ঠিক সেই ধরণের ছেলেদের মত, যারা কলেজ লাইফে কখনো কোন মেয়ের সঙ্গে কথা বলেনি। যাই হোক, এখন ও

প্রতিষ্ঠিত আর গালে টোল পড়া মেয়েরা ওকে এক কথায় বিয়ে করতে রাজী হয়ে পড়বে।

"দারুণ মিষ্টি দেখতে... ঠিক কোন টেডী বীয়ারের মত।" এশা যে ফটোটাকে রাধিকার দিকে এগিয়ে দিতে-দিতে বলল।

মেয়েরা যখন কোন ছেলেকে *'টেডী বীয়ার'* আখ্যা দেয়, তখন সেটার অর্থ হচ্ছে এই যে, ছেলেটা ভালো... কিন্তু তারা কখনোই তার প্রতি আকৃষ্ট হবে না। মেয়েরা এমনটা বলতে পারে যে, তারা এমন ছেলেদের পছন্দ করে... কিন্তু তারা কেউই টেডী বীয়ারের সঙ্গে এক বিছানায় শুতে রাজী হবে না।

"তুমি ঠিক আছো তো?" প্রিয়াঙ্কা আমাকে বলল। বাকীরা সবাই ফোটো দেখতে ব্যস্ত হয়ে ছিল।

"হ্যাঁ... কেন?"

"না। আমি তোমার থেকে আরও একটু বেশী প্রতিক্রিয়া আশা করেছিলাম। আমরা দুজন দুজনকে চার বছর ধরে চিনি... এত দিন বোধহয় আর কাউকে চিনি না।"

রাধিকা, এশা আর রুম এবার ফোটোর থেকে মুখ তুলে আমাদের দিকে তাকাল।

"প্রতিক্রিয়া?" আমি বললাম – "আমার মনে হয় আমি *'ভালো'* শব্দটা বলেছিলাম।"

"ব্যস... শুধু ঐটুকু?" প্রিয়াঙ্কা বলল। ওর হাসি হারিয়ে গেছিল।

"আমি সিস্টেম ঠিক করার কাজে ব্যস্ত হয়ে আছি।" আমি বললাম।

সবাই আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

"ঠিক আছে!" আমি বললাম – "ঠিক আছে, প্রিয়াঙ্কা। এটা এক দারুণ খবর। আমি খুব আনন্দ পেয়েছি। ঠিক আছে?"

"তুমি এর থেকে ভালো কোন শব্দ ব্যবহার করতে পারতে।" প্রিয়াঙ্কা বলল – "যাই হোক... আমি এখুনি আসছি।" ও বিড়বিড় করে বলে উঠল আর অত্যন্ত দ্রুত পায়ে লেডিজ রুমের দিকে এগিয়ে গেল।

"কি ব্যাপার? তোমরা সবাই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছ কেন?" আমি বলায় সবাই মুখ ঘুরিয়ে নিল।

সিস্টেমসের লোকটা অবশেষে টেবিলের তলা থেকে বাইরে বেরিয়ে এল।

"হয়ে গেছে?" আমি ওকে প্রশ্ন করলাম।

"আমার সিগন্যাল টেস্টিং সরঞ্জাম চাই।" ও নিজের কপালের ওপর থেকে ঘাম মুছতে-মুছতে বলল – "প্রবলেমটা বাইরে কোথাও হতে পারে। এখন গোটা গুড়গাও

জুড়ে বিল্ডার্সদের খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চলছে। হয়তো কোন মূর্খ কন্ট্রাক্টর আমাদের লাইনের ওপরে খুঁড়ে দিয়েছে। আমি ফিরে আসা পর্যন্ত বিশ্রাম করে নিন আর ম্যানেজারকেও এখানে ডেকে পাঠান।" এই বলে ও চলে গেল।

আমি বক্সীকে ডাকার জন্য ফোন তুলে নিলাম। লাইন পাওয়া গেল না... তাই আমি ওর উদ্দেশ্যে একটা ভয়েস মেল ছেড়ে ওকে আমাদের বে-তে আসার জন্য জানালাম।

প্রিয়াঙ্কা রেস্টরুম থেকে ফিরে এসেছিল। আমি লক্ষ্য করলাম যে, ও নিজের মুখ ধুয়ে এসেছে। ওর নাকে তখনও এক ফোঁটা জল দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল।

"রাতটা বেশ ভালো ভাবেই কাটছে। কামনা করি, সিস্টেম যেন আজ রাতে ঠিক না হয়।"

"ফোন যদি কাজ না করে, তাহলে কল সেন্টারের কাজের থেকে ভালো আর কোন কাজই নেই।"

"প্রিয়াঙ্কা, ওর ব্যাপারে আমাদের আরও জানাও।" এশা বলল।

"কার ব্যাপারে? গণেশ?" প্রিয়াঙ্কা প্রশ্ন করল।

"ওর নাম গণেশ? বেশ ভালো নাম।" এশা নিজের মোবাইল ফোন হাতে তুলে নিল। সবাই যে যার সেল ফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় গোটা ঘরে বিভিন্ন প্রকারের ওপেনিং টোনস্ গুঞ্জরিত হচ্ছিল। সাধারণতঃ এজেন্টদের কাজের সময়ে বে-তে সেল ফোন ব্যবহার করার অনুমতি নেই... কিন্তু এই মুহূর্তে ফোন লাইন কাজ না করায় তারা এমনটা করতে পারছে।

আমার ফোনে শেফালী দুটো টেক্সট মেসেজ পাঠিয়েছে। একটায় ও আমাকে শুভ রাত্রি জানিয়েছে আর অন্যটায় মিষ্টি স্বপ্ন দেখার কামনা করেছে।

"গণেশ কি কথা বলতে ভালবাসে? অনেক সময় সোফ্টওয়্যারের লোকেরা চুপচাপ থাকতেই ভালবাসে।" রাধিকা বলল।

"হ্যাঁ... ও প্রচুর কথা বলে। হয়তো ওর ফোন এখুনি আসতে পারে... কারণ আমার ফোন অন্ করা রয়েছে।" প্রিয়াঙ্কা মুচকি হেসে বলল – "আমরা এখনও দুজন দুজনকে চেনার চেষ্টা করছি... সুতরাং আমাদের মধ্যে যত বেশী কথা হবে, ততই ভালো।"

"তোমাকে *খু-উ-ব* সুখী দেখাচ্ছে।" এশা বলল। ও '*খু-উ-ব*' শব্দটাকে বেশ কয়েক সেকেণ্ড টেনে ধরে উচ্চারণ করল।

"হ্যাঁ, আমি সুখী! আজ গণেশের মা আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন আর উনি আমাকে এক বিরাট বড় সোনার চেন উপহার দিয়েছেন। উনি বার-বার আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছিলেন।"

"বাহ... রোমান্টিক শোনাচ্ছে!" ক্রুম বলল। "ওহো প্রিয়াঙ্কা... তুমি সত্যিই ভাগ্যবতী।"

"চুপ করো, ক্রুম!" এশা বলল –

ক্রুম এটা বুঝতে পারল যে, আমি ওদের কথাবার্তায় খুব একটা উৎসাহ দেখাচ্ছি না।

"সিগারেট চলবে?" ও বলল।

আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম। রাত 11:30... এটা আমাদের শিফটের মাঝে ধূমপান করার সময়। যাই হোক, গণেশের ছবির কথা গেলার থেকে আমি নিজের ফুসফুস পোড়ানোটাকে বেশি পছন্দ করলাম।

#08

ক্রুম ও আমি কল সেন্টারের পার্কিং লটে এসে পৌঁছলাম। ক্রুম নিজের বাইকের [illegible]রে হেলান দিয়ে দাঁড়াল আর একটাই দেশলাই কাঠি খরচ করে একসঙ্গে দুটো সিগারেট জ্বালাল। আমি ওর লম্বা আর রোগা-পাতলা শরীরটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ওর শরীরে যদি একটু মাংস থাকত, তাহলে ওকে বেশ শক্তপোক্তই দেখাত। ওর শিশুসুলভ মুখে সিগারেট খুব একটা মানানসই লাগছিল না। হয়তো লোকেরা ওর শিশুসুলভ মুখটাকে নিয়ে ঠাট্টা করায় ও সর্বদাই মুখে এক দিনের বাসী দাড়ি রাখে। ও একটা জ্বলন্ত সিগারেট আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল। আমি সিগারেটে একটা টান দিলাম আর সেটাকে শীতের রাতের হাওয়ায় পোড়ার জন্য হাতে ধরে রাখলাম।

আমরা প্রায় এক মিনিট দুজনেই চুপ করে রইলাম এবং আমি এজন্য মনে-মনে ক্রুমের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকট করলাম। ছেলেরা অন্ততঃ পক্ষে একটা জিনিষ জানে যে, কখন তাদের চুপ করে থাকা উচিত।

শেষ পর্যন্ত ক্রুম মুখ খুলল। ও এক নিরপেক্ষ প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করল – "আমার ছুটির অত্যন্ত প্রয়োজন। ভালোই হয়েছে যে, আমি পরের সপ্তাহের শেষের দিকে মানালী যাচ্ছি।"

"বাহ! মানালী ছুটি কাটানোর পক্ষে খুবই ভালো জায়গা।"

"আমি আমার স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে যাচ্ছি। আমরা হয়তো তিনটে বাইক নিয়ে যাব।"

"বাইক? তোমরা কি পাগল হয়েছ নাকি? ঠাণ্ডায় জমে যাবে।"

"আমাদের সঙ্গে লেদার জ্যাকেট থাকবে। তুমি শেষ কবে মানালী গেছ?"

"গত বছর। আমরা বাসে চেপে গেছিলাম।" আমি বললাম।

"কে-কে গেছিল ?" ক্রুম সিগারেটের ছাই ফেলার জন্য উপযুক্ত জায়গা খুঁজতে-খুঁজতে বলল... কিন্তু ও ছাই ফেলার জন্য উপযুক্ত কোন জায়গা খুঁজে পেল না। এর পরে ও পার্কিং লটের এক কোনের দিকে এগিয়ে গেল আর একটা গাছ থেকে দুটো বড় পাতা ছিঁড়ে নিল। আমরা সেই পাতা দিয়ে তৈরী এ্যাশট্রেতে নিজেদের সিগারেটের ছাই ঝাড়লাম।

"আমি আর প্রিয়াঙ্কা।" আমি এই বলে চুপ করে গেলাম। ক্রুমও পরের দশ সেকেণ্ড কোন কথা বলল না।

"মজা পেয়েছিলে ?" ও শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল।

"হ্যাঁ... সময় দারুণ কেটেছিল। তবে বাসে করে সফর করার জন্য শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা হয়েছিল।" আমি উত্তর দিলাম।

"কেন, কি হয়েছিল ?"

"আমরা বাস আড্ডা থেকে ভোর চারটের সময় বাসে চেপেছিলাম। প্রিয়াঙ্কা নিজেকে এক সাধারণ ঘরের মেয়ে প্রমাণিত করার জন্য আমার ওপরে চাপ সৃষ্টি করেছিল যে, আমরা যেন দ্রুতগতিসম্পন্ন ডিলাক্স বাসে করে না যাই, তার বদলে এক সাধারণ বাসে করে যাই। ও এটাই চাইছিল যে, ও ধীরে-ধীরে বাইরের দৃশ্যাবলী উপভোগ করবে।"

"তারপর ?"

"তারপর আর কি ? বাস যেই হাইওয়েতে গিয়ে পৌঁছল, ও আমার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। আমার কাঁধে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হতে লেগেছিল আর আমার সর্বশরীর ব্যথায় ভেঙে পড়ছিল। কিন্তু এটুকুকে বাদ দিলে গোটা সফরটা অত্যন্ত মজায় কেটেছিল।"

"ও এক বোকা মেয়ে।" ক্রুম সিগারেটে এক লম্বা টান মেরে বলল। ধোঁওয়ার রিং-য়ের ওপারে আমি ওকে হাসতে দেখলাম।

"ঠিকই বলেছ তুমি। তুমি যদি সেই সময় ওকে দেখতে। ও সেই সময় সবক্ষন পুঁতির মালা গলায় ঝুলিয়ে রাখত আর রাস্তার ধাবায় বসে ট্রাক ড্রাইভারদের সঙ্গে চাও খেত।"

"সত্যি ! এখনকার প্রিয়াঙ্কাকে দেখে এমনটা কল্পনাও করা যায় না।" ক্রুম বলল।

"বিশ্বাস করো... ও তখন এমনটাই ছিল।" আমি এই বলে কিছুক্ষন চুপ করে রইলাম... সেই সময় প্রিয়াঙ্কার মুখটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল – "বাদ দাও... ওসব এখন ইতিহাস। মেয়েরা বড় তাড়াতাড়ি বদলে যায়।"

"তুমি বাজী ধরতে পারো, ও এখন নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছে।"

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। আমি প্রিয়াঙ্কার ব্যাপারে আর বেশী কথা বলতে চাইছিলাম না। অন্ততঃ পক্ষে আমার ভেতরের একটা অংশ চাইছিল না... তবে বাকী অংশগুলো সর্বদাই ওর ব্যাপারে কথা বলতে চাইছিল।

"NRI, মাইক্রোসোফ্ট... মন্দ নয়।" ক্রুম আরও একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল। আমি ভ্রু কুঁচকে ওর দিকে তাকালাম।

"কি হয়েছে ?" ও প্রশ্ন করল – "এটা আমার রোজকার কোটা। আজ এটাকে ধরে এখনও পর্যন্ত আমি তিনটে কি পাঁচটা খেয়েছি।" ও সিগারেটে এক লম্বা টান মারল।

"এটা কি একটু তাড়াতাড়ি হচ্ছে না ?" আমি বললাম।

"কি ? সিগারেট ? আজ আমার এটার দরকার রয়েছে।"

"না, তোমার সিগারেট নয়... প্রিয়াঙ্কার বিয়ে। তোমার কি এমনটা মনে হয় না যে, ও সিদ্ধান্ত নিতে একটা তাড়াহুড়ো করে ফেলছে ?"

"তাড়াহুড়ো ? আরে ভাই, সব সময় এমন সুযোগ পাওয়া যায় না। ওর ভাবী পতিদেব মাইক্রোসোফটে কাজ করে।"

"মাইক্রোসোফটে কাজ করা মানেই কি ভালো চাকরী করা ?"

"আরে আমি নিশ্চিত যে, ও প্রতি বছরে ভালোই কামায়।"

"কত ? প্রতি বছরে একশো হাজার মার্কিন ডলার ?"

ক্রুম মাথা নাড়ল। আমি একশো হাজার মার্কিন ডলারকে ভারতীয় টাকায় পরিবর্তিত করার আর সেটাকে বারো দিয়ে ভাগ করে এক মাসের উপার্জন বার করার চেষ্টা করতে লাগলাম। ফলাফলে অনেকগুলো শূণ্য ছিল আর হিসেব করাটা আমার পক্ষে একটু মুশ্কিল হয়ে উঠেছিল। আমি কয়েক সেকেণ্ড মাথা চেপে ধরলাম।

"টাকায় হিসেব করা বন্ধ করো।" ক্রুম মুচকি হেসে বলে উঠল।

"আমি কোন হিসেব করছি না।"

"আমার মতে, প্রিয়াঙ্কা ভালোই মাছ গেঁথেছে।" ক্রুম আবার বলল।

ও কিছুক্ষন থেমে থাকার পরে আমার দিকে তাকাল। ওর চোখ দুটো ছলছল করে উঠেছিল। আমি বুঝতে পারলাম যে, মেয়েরা কেন ওর প্রতি এতটা আকর্ষণ অনুভব করে... ওর চোখ জোড়ার জন্য।

"আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। তুমি কি সত্যি উত্তর দেবে ?" ক্রুম বলল।

"নিশ্চয়ই।"

"ওর বিয়ে হয়ে পড়ছে বলে তুমি কি আপসেট ? আমি জানি যে, ওর প্রতি তোমার একটা টান আছে।"

"না।" আমি বললাম আর জোরে-জোরে হাসতে লাগলাম – "আমার কাছে ব্যাপারটা একটু অদ্ভূত লেগেছে ঠিকই... কিন্তু আমি মোটেই আপসেট নই। না... আমি একটুও আপসেট নই।"

ক্রুম আমার হাসি থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। আমি হাসি থামালে ও বলল – "ঠিক আছে। দেখো, তুমি আমাকে ভোলাবার চেষ্টা কোর না। তোমার রি-প্রোপোজাল প্ল্যানের কি হল ?"

আমি চুপ করে রইলাম।

"তুমি আমাকে সব খুলে বলতে পারো।"

আমি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম – "হ্যাঁ, ওর প্রতি আমার একটা টান আছে ঠিকই। কিন্তু সেটা কেবলমাত্র সাংকেতিক অনুভূতি।"

"কি বললে ?"

"সেসবের কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা মূল্য থাকে না... কিন্তু সেগুলো তোমার পেটে যন্ত্রণার সৃষ্টি করতে পারে। প্রিয়াঙ্কার প্রতি আমার অনুভূতিটাও অনেকটা সেই প্রকারের। আমার মনে হয়েছিল যে, আমি হয়তো এই ব্যাপারে এগোতে পারব, কিন্তু তেমন কিছুই ঘটেনি। এর মাঝে মিস্টার NRI এসে উপস্থিত হল আর আমার পেছনে কষে একটা লাথি ঝাড়ল।" আমি বললাম।

"ওর সঙ্গে কথা বলো। না বোল না।" ক্রুম বলল আর দুটো বড়-বড় ধোঁওয়ার রিং শূন্যে ভাসিয়ে দিল।

"আমি মনে-মনে অনেক রকম প্ল্যান করে রেখেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম যে, আমরা ওয়েবসাইট ইউজার ম্যানুয়াল সাবমিট করে দেব আর এমন আশা করেছিলাম যে, সেটা আমার প্রোমোশনকে মঞ্জুরী প্রদান করার কাজে সহায়তা করবে। আমি এটা কি করে জানব যে, আজ রাতেই মিল্ক কেক বিলি করা হবে ?! মিল্ক কেকটা খেতে কেমন ছিল ? আমি ছুঁয়েও দেখিনি।"

"মিল্ক কেকটা দারুণ ছিল। খাবারের ওপরে কখনো রাগ করতে নেই, বন্ধু। যাক্‌গে, বাদ দাও ওসব। শোন, তোমার কাছে এখনও সময় আছে। ও শুধু '*হ্যাঁ*' বলেছে।"

"আমারও তেমনই আশা। তবে, টিম লীডার হওয়া সত্ত্বেও আমি মিস্টার মাইক্রোসোফ্‌টের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারব না।"

আমরা আরও কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে রইলাম। তারপর ক্রুম আবার মুখ খুলল।

"তুমি ঠিকই বলেছ। মেয়েরা বড়ই স্ট্র্যাটেজিক হয়। ওরা প্রেম-ভালবাসা, রোমান্স ইত্যাদির কথা বলবে... কিন্তু যখন কাজে করে দেখাবার সময় আসবে, ওর

সব থেকে মোটা মুর্গীটাকেই বেছে নেবে।" ও বলল আর গাছের পাতা দিয়ে তৈরী এ্যাশট্রেটাকে একটা বাটির আকার প্রদান করল।

"আমি শুধু মোটা হতে পারি... মোটা মুর্গী নয়।" আমি বললাম।

"হ্যাঁ, তোমাকে মোটা আর তরোতাজা হতে হবে। মেয়েরা জানে, কার সঙ্গে তারা সুখী হতে পারবে। সেই নিয়ে তোমার আপসেট হওয়ার কিছু নেই। আমরা আদর্শ স্বামী কোনদিনও হতে পারব না – সেটাকে মেনে নেওয়াই ভালো।"

"ধন্যবাদ, ক্রম!" আমি বললাম। আমিও ক্রমের চিন্তাধারার সঙ্গে একমত ছিলাম। হয়তো প্রকৃতি দেবী গালে টোল পড়া, সোফ্টওয়্যার-কর্মী, মিনি গণেশদের বেশী করে চান। তারা হতাশ, অকর্মার ঢেঁকি, জুনিয়র শ্যামেদের থেকে অনেক বেশী মূল্যবান।

"যাই হোক্ না কেন, মেয়েরা পছন্দ করার অধিকারী হয়। পুরুষেরা প্রস্তাব রাখে আর মেয়েরা সেই প্রস্তাব স্বীকার করে অথবা অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যানও করে।"

এটা সত্যি! মেয়েরা পুরুষদের প্রস্তাব এমন ভাবে প্রত্যাখ্যান করে, যেন সেটা তাদের জন্মগত অধিকার। ওরা এটা একেবারেই চিন্তা করে দেখে না – সেটা আমাদের, পুরুষদের হৃদয়ে কতটা আঘাত করতে পারে। আমি একবার পড়েছিলাম *(অথবা ডিসকভারী চ্যানেলে দেখেছিলাম)* যে, এর পেছনে মুখ্য কারণ হচ্ছে এটা যে, মহিলা প্রাণীদের অনেক কষ্ট সহ্য করে সন্তানের জন্ম দিতে হয়। তাই তারা নিজেদের সঙ্গী অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বাছে। এই ফাঁকে, পুরুষেরা তাদের চার পাশে নাচতে থাকে, তাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার জন্য টাকা-পয়সা খরচ করতে থাকে, বোকা-বোকা কবিতা লিখতে থাকে... তাদের মন জয় করার জন্য যে কোন কাজ করতে প্রস্তুত হয়ে থাকে। একমাত্র ক্ষুদ্র সামুদ্রিক মাছেদের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা উল্টে যায়। সেখানে মেয়েরা নয়, পুরুষেরা সন্তানের জন্ম দেয় ঃ তারা বাচ্চার ডিমকে নিজেদের পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। মেয়েরা সর্বদা পুরুষদের আঘাত করে চলে আর পুরুষেরা সব থেকে সুন্দরী সঙ্গী বেছে নেয়। হায়! আমিও যদি তেমনটা হতে পারতাম। পকেটে করে ডিম নিয়ে ঘুরে বেড়ানোটা এমন কিছু শক্ত কাজ মোটেই নয়।

ক্রম আমার চিন্তায় বাধার সৃষ্টি করল।

"কে জানে... প্রিয়াঙ্কা অন্য আর সব মেয়েদের মত নয় অথবা হয়তো ও অন্যদেরই মত। ও যেমনটাই হোক্ না কেন, তুমি হার মেনে নিও না। ওকে আবার ফিরে পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাও।" ক্রম আমার উৎসাহ বাড়ানোর জন্য আমার পিঠ চাপড়ে বলল।

"ফেরার প্রসঙ্গে বলি... এবার কি আমাদের বে-তে ফিরে যাওয়া উচিত নয় ?" আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম – "রাত 11:45 বাজে।"

পার্কিং লট থেকে ফেরার পথে আমরা ওয়েস্টার্ন কম্প্যুটার্স মেইন্ বে-র পাশ দিয়ে গেলাম। মেইন্ বে-টাকে ঠিক কোন কোলাহলে পরিপূর্ণ স্কুলের মত মনে হচ্ছিল... তফাৎ শুধু এইটুকু ছিল যে, এখানে বাচ্চারা নিজেদের মধ্যে কথা না বলে কাস্টমারদের সঙ্গে কথা বলছিল। মোনিটর প্রবলেম, ভায়রাস, এরর মেসেজ – এমন কোন সমস্যাই নেই, যে ব্যাপারে কনেকশন্স আপনাকে সহায়তা করতে পারে না।

"মেইন্ বে এখনও ব্যস্ত !" আমি বললাম।

"একেবারেই নয়। আমার কাছে খবর আছে যে, কলের সংখ্যা 40 শতাংশ কমে এসেছে। আমার মনে হয়, ওরা কর্মচারীর সংখ্যা ভালোমতন কমাবে অথবা খুব খারাপ অবস্থা হলে সবাইকে ছাঁটাই করে দিয়ে ক্লায়েন্টকে বাঙ্গালোর সেন্টারে শিফট করে দেবে।"

"বাঙ্গালোর ? ওখানে কি হবে ?" আমি জানতে চাইলাম।

"ওরা এই সেন্টারকে বন্ধ করে দেবে... আর কি ? বক্সীর মত লোকেরা অর্দ্ধেক সময় অন্য ম্যানেজারদের সঙ্গে পোলিটিক্স করে কাটালে এমনটাই হয়।" ক্রুম বলল। ও ওয়েস্টার্ন কম্প্যুটার্স বে-তে এক সুন্দরী মেয়েকে লক্ষ করল আর তার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

"সেন্টার বন্ধ করে দেবে !" আমি সেই সুন্দরী মেয়েটাকে আধ সেকেণ্ড ধরে ভালো করে দেখার পরে বললাম – "তুমি কি সিরীয়াস ? তাহলে এখানে কাজ করা এতগুলো ছেলে-মেয়ের কি হবে ?"

"তোমার কি মনে হয়, বক্সী সেই ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে ?" ক্রুম নিজের লম্বা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল।

"জীবনে অনেক অর্থহীন ঘটনা ঘটে। তেমনটাই কিছু আজ রাতে ঘটতে পারে।" আমরা ডব্লিউ.এ.এস.জি. এসে পৌঁছলে ক্রুম বলল।

#09

সিস্টেমসের লোকটা আবার একবার টেবিলের তলায় ছিল।

"এখনও পর্যন্ত কোন কল আসেনি। ওরা এক সিনীয়র ইঞ্জিনিয়ার ডেকে পাঠিয়েছে।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"এটা এক এক্সটার্নাল ফল্ট। আমার মনে হয়, কিছু কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গোটা গুড়গাঁও জুড়ে এখন কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে।" সিস্টেমসের লোকটা টেবিলের তলা থেকে বেরিয়ে আসতে-আসতে বলল।

"বক্সী জানে?" আমি বললাম।

"আমি জানি না।" প্রিয়াঙ্কা উত্তর দিল।

ক্রম আর আমি নিজেদের ডেস্কে বসলাম।

"ভালোই হয়েছে। একটা ভালো ব্রেক পাওয়া গেল।" নিশা নেল কাটার দিয়ে নিজের হাতে নখ ঘষতে-ঘষতে বলল।

প্রিয়াঙ্কার মোবাইল সবাইকে চমকে দিয়ে আবার বেজে উঠল।

"এত রাতে তোমাকে কে ফোন করছে?" রাধিকা প্রশ্ন করল। ও তখনও নিজের শাশুড়ীর জন্য স্কার্ফ বুনে চলেছিল।

"মনে হচ্ছে, আই.এস.ডি. কল।" প্রিয়াঙ্কা মুচকি হেসে বলল।

"দারুণ!" এশা এমন ভাবে চিৎকার করে উঠল, যেমনটা কোন দু বছরের বাচ্চা মেয়ে পূজা প্যাণ্ডেলে হাওয়া ভরা খেলনার ওপরে লাফানোর সময়ে করে। আই.এস.ডি. ফোন আসায় এত চিৎকার করার কি আছে, সেটা আমার মাথায় ঢুকল না।

"হাই গণেশ! আমি এইমাত্র ফোন অন্ করেছি।" প্রিয়াঙ্কা বলল – "তুমি যে এত তাড়াতাড়ি ফোন করবে, বুঝতে পারিনি।"

ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে, আমি অপর প্রান্তে গণেশের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম না।

"পনেরো বার? আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে, তুমি আমার নম্বর পাবার জন্য পনেরো বার চেষ্টা করেছ... আমি অত্যন্ত দুঃখিত।" প্রিয়াঙ্কা বলল। ওকে কেমন যেন বোকা-বোকা দেখাচ্ছিল।

"হ্যাঁ, আমি কাজ করছি। কিন্তু আজ তেমন কোন কাজই নেই। সিস্টেম ডাউন হয়ে গেছে... হ্যালো?... হ্যালো?"

"কি হয়েছে?" এশা প্রশ্ন করল।

"নেটওয়ার্ক নেই।" প্রিয়াঙ্কা নিজের মোবাইল ফোন ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে বলল, যেন ঝাঁকালে ফোনের রিশেপসন উন্নত হয়ে উঠবে।

"আমরা বেসমেন্টে রয়েছি। এই ব্ল্যাক হোলে ভালো নেটওয়ার্কের আশা করা বৃথা!" ক্রম বলল। ও ইন্টারনেটে সার্ফিং করছিল তার ফর্মূলা ওয়ান ওয়েবসাইট খুলে বসেছিল।

"ল্যান্ডলাইন।" এশা একটা টেবিলে পড়ে থাকা বাড়তি ফোনটার দিকে ইঙ্গিত

করে বলল। কনেকশনসের প্রতিটা টীমের কাছেই জরুরী অবস্থায় ব্যবহার করার জন্য একটা করে বাড়তি ফোন থাকে – "ওকে ল্যাণ্ডলাইনে ফোন করতে বলো।"

"এখানে?" প্রিয়াঙ্কা আমার দিকে অনুমতির আশায় তাকাল।

সাধারণতঃ এমনটা ভাবাও যায় না... কিন্তু আজ রাতে আমাদের সিস্টেম ডাউন হয়ে রয়েছে... সুতরাং তেমন কিছু ক্ষতি হবে না। তাছাড়া, আমি এক জোড়া নতুন জুটির রোমান্সের পথে বাধা হয়ে উঠে ভিলেন হতে চাইছিলাম না।

আমি মাথা নেড়ে অনুমতি দিলাম আর এমন ভাব ফুটিয়ে তুললাম, যেন আমি আমার কম্‌প্যুটার স্ক্রীণে ডুবে রয়েছি। এ্যাড-হক্ টীম লীডার হিসেবে আমার কিছু ক্ষমতা ছিল। আমি যে কোন ব্যক্তিগত কলের অনুমতি দিতে পারতাম। আমি নিজের হেডসেটের সহায়তায় যে কোন লাইনে আড়ি পাতার ক্ষমতারও অধিকারী ছিলাম। অবশ্য আমি স্বাধীন জরুরী ফোনে আড়ি পাততে পারতাম না... যদি না আমি টেবিলের তলায় গিয়ে লাইন টাপ না করতাম।

"*ল্যাণ্ডলাইন টাপ করো।*" আমার মাথার মধ্যে একটা মৃদু স্বর ঘুরে বেড়াতে লাগল।

"না... এটা অন্যায়!" আমি মনে-মনে বললাম আর নিজেকে সেই কাজটা করার থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে এলাম।

যদিও তখনও আমি এক প্রান্তের কথা শুনতে পাচ্ছিলাম।

"হ্যালো... গণেশ, ল্যাণ্ডলাইন নাম্বারে ফোন করো... হ্যাঁ, 22463463 আর দিল্লীর জন্য 11... দশ মিনিট পরে ফোন করো, আমাদের বস্ হয়তো শীঘ্রই রাউণ্ডে আসবে... হ্যাঁ... আমি জানি যে, দশ মিনিটের অর্থ হচ্ছে 600 সেকেণ্ড। আশা করি, এই 600 সেকেণ্ড তুমি বেঁচে থাকবে।" প্রিয়াঙ্কা জোরে-জোরে হাসতে লাগল আর রিসীভার নামিয়ে রাখল। যখন মেয়েরা লাগাতার হাসতে থাকে, তার মানে তারা ফ্লার্ট করছে। প্রিয়াঙ্কার প্রতি আমার মনে ঘৃণার সৃষ্টি হল।

"ওর গলাটা কি মিষ্টি!" এশা '*মিষ্টি*' শব্দটাকে সেটার স্বাভাবিক দৈর্ঘ্যের থেকে পাঁচ গুণ টেনে বলল।

"অনেক হয়েছে। এবার আমি বক্সীকে ডাকতে যাচ্ছি। আমাদের সিস্টেম ঠিক করতেই হবে।" এই বলে আমি সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। আমি চাইছিলাম না যে, সিস্টেমসের লোকটা এখনও টেবিলের তলায় ঢুকে বসে থাকুক। তার চেয়ে বড় কথা, আমি '*তোমাকে-ছেড়ে-600-সেকেণ্ড*' কাহিনীটাকে আর সহ্য করতে পারছিলাম না।

আমি বক্সীর অফিসের দিকে এগোচ্ছিলাম, এমন সময় আমি ওকে আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখতে পেলাম।

"এজেন্ট স্যাম! তুমি তোমার ডেস্কে নেই কেন?" বক্সী প্রশ্ন করল।

"আমি আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম, স্যার।" আমি উত্তর দিলাম।

"আমি তো সর্বদাই তোমাদের সেবায় নিজেকে লাগিয়ে রেখেছি।" বক্সী মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে বলল। ও এগিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত রাখল। ওর এমন ব্যবহার আমার একেবারেই পছন্দ নয়।

বক্সী আর আমি ডব্লিউ.এ.এস.জি.-তে ফিরে এলাম। সবাই বক্সীর ভারী পায়ের শব্দ শুনতে পেল। রাধিকা ওর বোনার জিনিষপত্র টেবিলের তলায় লুকিয়ে ফেলল। এশা ওর নেল কাটার ব্যাগে ঢুকিয়ে নিল। ক্রুম নিজের কম্প্যুটারে এক খালি এমএসওয়ার্ড ডক্যুমেন্ট ওপেন করল।

সিস্টেমসের লোকটা টেবিলের তলা থেকে বেরিয়ে এল আর নিজের বস্, আই.টি. ডিপার্টমেন্টের হেডকে ফোন করল।

"মনে হচ্ছে, এখানে টেকনোলোজীর কিছু সমস্যা হয়েছে।" বক্সী বলল আর সিস্টেমসের লোকটা মাথা নেড়ে সায় দিল।

আই.টি.-র হেড কিছুক্ষনের ভেতরেই চলে এলেন। তাঁর আর সিস্টেমসের লোকটার মধ্যে সমস্যা নিয়ে আলোচনা হল। তাঁদের আলোচনা শেষ হলে, আই.টি.-র হেড আমাদেরকে টেকনিক্যাল ব্যাপারে খুলে বললেন। আমি শুধু এটুকু বুঝতে পারলাম যে, সিস্টেমে কিছু একটা সমস্যা হয়েছে : ডব্লিউ.এ.এস.জি.-র 80 শতাংশ ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং অবশিষ্ট 20 শতাংশের পক্ষে বর্তমান লোড বহন করা সম্ভব নয়।

"হুম্ম্ ম্ ম্!" বক্সী নিজের বাঁ হাত দিয়ে থুতনীতে হাত বোলাতে-বোলাতে বলল – "হুম্ম্ ম্ ম্! ব্যাপারটা তাহলে সত্যিই সিরিয়াস... তাই নয় কি?"

"তো... আপনারা আমাদের কি করতে বলেন?" আই.টি.-র হেড প্রশ্ন করলেন।

সবার দৃষ্টি বক্সীর দিকে ঘুরে গেল। এই ধরণের পরিস্থিতি বক্সীর একেবারেই পছন্দ ছিল না – কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া বা কোন কিছু সুপারিশ করা।

"হুম্ম্ ম্ ম্!" বক্সী সময় নষ্ট করার জন্য নিজের হাঁটু দুটোকে পালা করে নাচাতে-নাচাতে বলল – "আমাদের সত্যি-সত্যি কোন মেথোডিক্যাল গেম প্ল্যানের প্রয়োজন।"

"আমরা ডব্লিউ.এ.এস.জি. সিস্টেম আজকের রাতের মত বন্ধ করতে পারি। ওয়েস্টার্ন কম্প্যুটার্সের মেইন্ বে ভালোই কাজ করছে।" জুনিয়র আই.টি. পরামর্শ দিল।

"কিন্তু ডব্লিউ.এ.এস.জি.-র পুরো ক্ষমতা তো নষ্ট হয়ে পড়েনি। আমরা যদি বে বন্ধ করে দিই... বোস্টনের সেটা পছন্দ হবে না।" আই.টি. হেড বোস্টনে অবস্থিত

ওয়েস্টার্ন কম্প্যুটার্স এ্যাণ্ড এ্যাপ্লায়েন্সের উল্লেখ করে জানালেন।

"হুম্‌ম্‌ ম্‌ ম্‌!" বক্সী নিজের ঘামে ভিজে ওঠা হাতটাকে আমার ডেস্কের ওপরে রেখে বলল – "এই সময়ে বোস্টনকে রাগিয়ে তোলাটা ঠিক হবে না। কনেকশনে আমরা এমনিতেই কিছুটা সমস্যায় রয়েছি।"

ক্রুম বক্সীর কথায় চাপা হাসি লুকোতে পারল না। বক্সী অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

"স্যার! আমি কি কোন সাজেশন দিতে পারি?" আমি বললাম।

"কি?" বক্সী প্রশ্ন করল।

"আমরা বাঙ্গালোরের সহায়তা নিতে পারি।" আমি ভারতে অবস্থিত দ্বিতীয় ওয়েস্টার্ন এ্যাপ্লায়েন্সেস এ্যাণ্ড কম্প্যুটার্স কল সেন্টারের উল্লেখ করে জানালাম।

"বাঙ্গালোর?" বক্সী আর আই.টি.-র হেড এক সঙ্গে বলে উঠল।

"হ্যাঁ, স্যার। এখন থ্যাঙ্কস গিভিং চলছে আর কল ভল্যুম কম রয়েছে। সুতরাং বাঙ্গালোরের ওপরেও তাদের চাপ কম রয়েছে। আমরা যদি আমাদের বেশীর ভাগ কল ওদের কাছে পাশ করে দিই, তাহলে ওরাও একটু ব্যস্ত হবে... কিন্তু ওভারলোডেড মোটেই হবে না। সেই ফাঁকে আমরা এখানেও সীমিত সংখ্যায় কল এ্যাটেণ্ড করতে পারব।" আমি বললাম।

"মন্দ বলেন নি আপনি। আমরা কয়েক ঘন্টার জন্য সহজেই কিছু কল ওদিকে পাঠিয়ে দিতে পারি। আমরা ভোরের আগেই নিজেদের সিস্টেম ঠিক করে নেব।" জুনিয়র আই.টি. বলল।

"ভালো কথা।" আমি বললাম – "সেই সময় স্টেটসে লোকেরা নিজেদের থ্যাঙ্কস গিভিং ডিনার শুরু করবে... সুতরাং কলের সংখ্যা আরও কমে আসবে।"

সবাই আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখল আর নিজেদের মাথা নেড়ে আমার বক্তব্যের প্রতি নিজেদের সম্মতি প্রকট করল। আসলে, ওরা আজকের রাতের সহজ শিফ্টের ব্যাপারে রোমাঞ্চিত অনুভব করছিল। যদিও বক্সী একেবারে চুপ করে ছিল।

"স্যার! আপনি শ্যামের কথা শুনেছেন। আসুন, আমরা বাঙ্গালোরের সঙ্গে কথা বলি। এটাই আমাদের সামনে একমাত্র বিকল্প।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

বক্সী চুপ করেই রইল আর কয়েক সেকেণ্ড কি যেন ভাবতে লাগল। আমি জানতে চাইছিলাম যে, এই কয়েক সেকেণ্ডে ও কি ভাবছিল।

"দেখো, ব্যাপারটা হচ্ছে...।" বক্সী এটুকু বলে আবার চুপ করে গেল – "আমরা কি আপেলের সঙ্গে কমলা লেবুর তুলনা করছি না?"

"কি?" ক্রুম বক্সীর দিকে বিরক্তিভরা দৃষ্টিতে তাকাল।

বক্সীর কথাগুলো আমার মাথায় ঢুকছিল না। আমি আপেল? দিল্লী কি কমলা লেবু? তাহলে ব্যাঙ্গালোর কোন্ ফল?

"আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। আমরা ব্যাঙ্গালোরের সঙ্গে কথা বলে দেখলে কেমন হয়?" বক্সী বলল।

"কিন্তু সেটাই তো মি. শ্যাম...!" জুনিয়র আই.টি. বলতে শুরু করতেই বক্সী তাকে থামিয়ে দিল। ব্যোরী বক্সীর পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত ছিল না।

"দেখো, ব্যাপারটা কিছুটা অস্বাভাবিক লাগছে ঠিকই... কিন্তু কখনো-কখনো আমাদের অস্বাভাবিক কাজও করতে হয়।" বক্সী বলল এবং নিজের প্রশংসায় নিজেই মাথা নাড়ল।

"হ্যাঁ, স্যার... এটা এক ভালো আইডিয়া।" আমি বললাম – "ব্যস্, সব সমস্যার সমাধান হয়ে পড়ল।"

"গুড!" আই.টি.-র লোকেরা বলল আর কম্প্যুটার মেনুর সঙ্গে খেলা করতে লাগল। বক্সীর মুখে গর্বের হাসি ফুটে উঠছিল।

আই.টি.-র লোকেরা চলে যাওয়ার আগে আমাদের জানিয়ে গেল যে, আজ রাতে ডব্লিউ.এ.এস.জি.-তে কল ভল্যুম অত্যন্ত কম থাকবে... হয়তো এক ঘন্টায় কুড়িটা কলেরও কম। আমরা এই শুনে অত্যন্ত খুশী হয়ে উঠলাম... কিন্তু বক্সীর সামনে আমাদের সেই খুশী প্রকট করলাম না।

"তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে পড়ল!" বক্সী দু হাত দু দিকে ছড়িয়ে ধরে বলল – "আর আমি এখানে তোমাদের সমস্যার সমাধান করার জন্যই রয়েছি।"

"আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান, স্যার!" প্রিয়াঙ্কা বলল।

আমরা ভাবলাম যে, এবার বক্সী চলে যাবে... কিন্তু বক্সীর মাথায় অন্য প্ল্যান ঘুরছিল।

"শ্যাম! তুমি তো আজ রাতে ফ্রী আছো। তুমি কি আমাকে কিছু স্ট্র্যাটেজিক ডক্যুমেন্টের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে? তাতে তুমিও কিছুটা এক্সপোজার পেয়ে যাবে।"

"সেটা কি, স্যার?" আমি রাতটাকে বেকার কাজে নষ্ট করতে চাইছিলাম না।

"এই দশটা মাস্থলী ডাটা শীটের প্রিন্ট আউট আমি এইমাত্র বার করেছি।" বক্সী নিজের ডান হাতে কিছু ডক্যুমেন্ট নাচাতে-নাচাতে বলল – "কোন কারণে শীটসগুলো ক্রমানুসারে বেরোয়নি। কিছু ডক্যুমেন্ট দশ পাতার... তারপর কিছু ডক্যুমেন্ট দু পাতার রয়েছে। তুমি কি আমাকে এগুলো পর-পর সাজাতে সহায়তা করতে পারবে?"

"আপনি প্রিন্ট আউট বার করার সময় সিরীয়ালী সাজাননি। প্রিন্ট আউট বার করার সময় আপনি এই অপশনের লাভ ওঠাতে পারতেন।" ঈশা বলল।

"সত্যি এমনটা করা যায় ?" বক্সী এমন ভাবে প্রশ্ন করল, যেন আমরা ওকে ব্রেন ট্রান্সপ্ল্যান্টের কোন অপশনের ব্যাপারে বলেছি।

"হ্যাঁ।" ক্রুম নিজের ড্রয়ার থেকে আরও কয়েকটা চুইং গাম বার করে আনতে-আনতে বলল। ও একটা চুইং গাম নিজের মুখে ঢুকিয়ে নিল – "যাই হোক... একটা প্রিন্ট আউট বার করে বাকীগুলো ফোটোস্ট্যাট করে নেওয়াটা হচ্ছে সহজ উপায়।"

"আমাকে নিজের টেকনিক্যাল দক্ষতাকে উন্নত করে তুলতে হবে। টেকনোলোজী প্রতি দিন অত্যন্ত দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে।" বক্সী বলল – "কিন্তু শ্যাম, তুমি কি এবারের মত এগুলোকে সাজিয়ে স্টেপল করে দিতে পারবে ?"

"নিশ্চয়ই পারব।" আমি বললাম।

বক্সী কাগজগুলো আমার টেবিলে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রিয়াঙ্কা আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

"কি হয়েছে ?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"আমি বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না।" ও মাথা নেড়ে বলল – "তুমি ওকে এমনটা করতে দিলে কেন ?"

"প্রিয়াঙ্কা, শ্যামের কথা বাদ দাও। বক্সীই ওর জীবনটাকে পরিচালনা করে।" ক্রুম বলল।

"ঠিক বলেছ। কিন্তু আমরাই ওকে এমনটা করার স্বাধীনতা দিয়ে থাকি। আমরা প্রতিবাদ কেন করতে পারি না ?"

আমি জানি না যে, আমি কেন প্রতিবাদ করতে পারি না... কিন্তু প্রিয়াঙ্কার এই ধরণের বাগাড়ম্বরপূর্ণ কথাও আমার পছন্দ হয় না। ও কোন কিছু না জেনেশুনে বড়-বড় বুলি আওড়ায়।

আমি ওকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করলাম। যদিও, ওর কথাগুলো আমাকে প্রভাবিত করেছিল। আমার পক্ষে কাগজগুলোর প্রতি মনোযোগ দেওয়াটা মুশকিল হয়ে উঠেছিল। আমি প্রথম সেট গুছিয়ে নিলাম আর সেগুলো স্টেপল করতে যাব, এমন সময় ক্রুম বলে উঠল – "শ্যামের পক্ষে বক্সীর কাজের প্রতিবাদ করা সম্ভব নয়, প্রিয়াঙ্কা... অন্ততঃ এই মুহূর্তে। ওরা ছাঁটাই করার মুডে রয়েছে।"

"হ্যাঁ। ধন্যবাদ, ক্রুম। কেউ কি বাস্তব পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করতে পারে ? আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। আমার জন্য সীটেল কোন মি. মাইক্রোসোফ্ট পাওয়ারপয়েন্ট অপেক্ষা করে নেই।" আমি বললাম আর স্টেপলারটায় জোরে চাপ দিলাম। আমার অসতর্কতায় স্টেপল পিন কাগজে না ঢুকে আমার আঙুলে ঢুকে গেল।

"আউচ্ !" আমি প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে উঠলাম... যার ফলে মিলিটারী

অ্যাঙ্কলের মনোনিবেশ ভঙ্গ হয়ে পড়ল।

"কি হয়েছে ?" প্রিয়াঙ্কা উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল।

আমি আঙুল তুলে ধরে ওকে রক্তের ফোটা দেখালাম। দুয়েক ফোটা রক্ত বক্সীর ডকুমেন্টের ওপরেও পড়েছিল।

সব মেয়েরা আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে লাগল।

"সত্যি, শ্যাম। তুমি এই কাজে নিজের জীবনের রক্তবিন্দুও উৎসর্গ করছ।" ক্রুম রসিকতা করে বলে উঠল - "ও আমাকে তুলে ছুঁড়ে ফেলার আগে কেউ কি ওকে ব্যাণ্ড-এইড দিতে পারো ?"

"আমার কাছে ব্যাণ্ড-এইড আছে।" এশা বলল। সব মেয়েরা আমাকে ঘিরে ধরে দাঁড়িয়েছিল। ওরা *(মেয়েরা)* ক্ষতস্থান সারিয়ে তুলতে ভালবাসে, যদি না সেটা খুব বড় কিছু হয়।

"এটা অত্যন্ত খারাপ হল।" এশা নিজের ব্যাগ থেকে একটা ব্যাণ্ড-এইড বার করে আনল। ওর ব্যাগে অন্ততঃ পক্ষে পনেরোটা ব্যাণ্ড-এইড ছিল।

"কিছু হয়নি... একটু কেটে গেছে মাত্র।" আমি বললাম। কিন্তু যন্ত্রণায় আমি নিজের দাঁত চেপে ধরে রেখেছিলাম।

প্রিয়াঙ্কা নিজের ব্যাগ থেকে কিছুটা টিশ্যু পেপার বার করে আনল। ও আমার আঙুলটা চেপে ধরে রক্ত মুছতে লাগল।

"আউচ্!" আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

"ওহো... স্টেপল পিনটা এখনও আঙুলে ঢুকে রয়েছে।" প্রিয়াঙ্কা বলল - "কারো কাছে কি ফরসেপ আছে ?"

এশার হ্যাণ্ডব্যাগে সর্বদা ফরসেপ থাকে... যেটা আমার মনে হয়, ও নিজের ভ্রূ কাটার কাজে ব্যবহার করে থাকে। আমার মনে হয়, *মেয়েদের* হ্যাণ্ডব্যাগ আটাচিকায় বেঁচে থাকার পক্ষে উপযুক্ত কিট হতে পারে।

প্রিয়াঙ্কা আমার আঙুলের ওপরে ঠিক কোন সার্জনের মতই কাজ করে যেতে লাগল।

"এই হল সেই শয়তান পিন।" ও আমার আঙুল থেকে রক্তমাখা এক স্টেপল পিন বার করে এনে বলল। আমি শপথ করে বলতে পারি, সেই থেকে আমার ভেতরে স্টেপল পিনের প্রতি এক ভীতির সৃষ্টি হয়ে পড়েছিল - আপনারা সেটাকে *'স্টেপলোফোবিয়া'*-ও বলতে পারেন।

প্রিয়াঙ্কা আমার আঙুলটাকে ভালো করে পরিস্কার করে ব্যাণ্ড-এইড লাগিয়ে দিল। মজা শেষ হয়ে পড়ায় এবার সবাই যে যার সীটে ফিরে গেল। আমি আবার কাগজ গোছানোর কাজে নিজেকে লাগিয়ে দিলাম।

এশা আর রাধিকা নিজেদের মধ্যে বক্সীকে নিয়ে কথা বলতে শুরু করল।

"আই.টি.-র লোকটা কি বলছিল, সেই ব্যাপারে বক্সীর কোন ধারণাই নেই।" রাধিকা বলল।

"হ্যাঁ... কিন্তু তুমি ওর মুখটা দেখেছিলে ?" এশা বলল – "ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, ও যেন কোন সি.বি.আই. তদন্ত করছে।"

আমি প্রিয়াঙ্কার দিকে তাকালাম। সি.বি.আই. কথাটা আমার স্মৃতির জগতে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। আমি কাগজ গোছাচ্ছিলাম বটে... কিন্তু আমার মনটা চলে গেছিল পাণ্ডারা রোডে।

#10

প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে আমার আগের ডেটগুলো – II

হ্যাভমোর রেস্টুর‍্যান্ট, পাণ্ডারা রোড
আজকের রাতের থেকে ন' মাস আগে

"শ্যাম!" প্রিয়াঙ্কা আমাকে দূরে ঠেলে সরাবার চেষ্টা করতে-করতে বলল – "এটা এসব করার জায়গা নয়। এটা হচ্ছে পাণ্ডারা রোড।"

"তাই ?" আমি সরে আসতে রাজী হচ্ছিলাম না। আমরা কোনের দিকের এক টেবিলে বসে ছিলাম। কাঠের একটা বেঁকানো প্রাচীরের মত জিনিষ আমাদের অন্যদের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রেখেছিল – "পাণ্ডারা রোড হয়েছে তো কি হয়েছে ?" আমি ওকে লাগাতার কিস্ করে চললাম।

"এখানে লোকেরা ফ্যামিলির সঙ্গে আসে।" ও আমার মুখের ওপরে নিজের একটা হাত চাপা দিল আর আবার একবার আমাকে ধাক্কা দিল... এবারের ধাক্কাটা একটু জোরেই ছিল।

"তাতে কি হয়েছে ? ফ্যামিলি তো এসব কাজ করেই তৈরী হয়।"

"বাহ... দারুণ! যাই হোক, এই জায়গাটা তুমি পছন্দ করেছ। আশা করি যে, তোমার কথা অনুযায়ী খাবার ভালোই হবে।"

"এটা হচ্ছে দিল্লীর সব থেকে ভালো রেস্টুর‍্যান্ট!" আমি বললাম। আমরা হ্যাভমোর রেস্টুর‍্যান্টে বসে ছিলাম... যেটা হচ্ছে পাণ্ডারা রোডের দুর্মূল্য... কিন্তু ভালো আধ ডজন রেস্টুর‍্যান্টগুলোর অন্যতম। এর আগে আমরা অনেক মিউজিয়ামে গেছি। রেল মিউজিয়ামের পরে, আমরা প্ল্যানেটোরিয়াম, ন্যাশনাল হিস্ট্রী মিউজিয়াম,

ডল মিউজিয়াম আর সায়েন্স মিউজিয়ামে গেছি। প্রিয়াঙ্কার মতে, মিউজিয়ামগুলো ভালো ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, দারুণ বাগান আর সস্তা ক্যান্টিনের সুবিধা প্রদান করে।

"ডাল একশো তিরিশ টাকা!" মেনু কার্ড খুলেই প্রিয়াঙ্কা বিস্ময়ে ফেটে পড়ল। ওর চোখ জোড়া বিস্ফারিত হয়ে উঠল আর নাকের পাতা লাল হয়ে উঠল ঃ ওর মুখটা ঠিক কোন কার্টুন চরিত্রের মত দেখাচ্ছিল। ওয়েটার ইতিমধ্যেই আমাদের টেবিলে অর্ডার নেওয়ার জন্য উপস্থিত থাকায় আমি অত্যন্ত অপ্রস্তুতে পড়ে গেলাম।

"অর্ডারটা দিয়ে দাও।" আমি চাপা গলায় বললাম।

অর্ডার দিতে প্রিয়াঙ্কার আরও পাঁচটা মিনিট লাগল। ও রেস্টুর‍্যান্টে খাবারের অর্ডার দেওয়ার কাজে এই পদ্ধতির অনুসরণ করে। প্রথম পদক্ষেপ ঃ মেনু কার্ডে লেখা সব খাবারগুলোকে সেগুলোর দাম অনুসারে ছাঁটাই-বাছাই করা। দ্বিতীয় পদক্ষেপ ঃ সস্তা খাবারগুলোকে সেগুলোর ক্যালোরী অনুসারে আবার একবার ছাঁটাই-বাছাই করা।

"একটা মাখন ছাড়া নান। হলুদ ডাল।" ও অর্ডার দিচ্ছিল আর আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে ছিলাম।

"না-না... হলুদ নয়, কালো ডাল।" ও বলল – "আর...।"

"আর এক প্লেট শাহী পনীর।" আমি বললাম।

"তুমি সব সময় একই খাবারের অর্ডার দাও। কালো ডাল আর শাহী পনীর।" ও মুখ বেঁকিয়ে বলল।

"হ্যাঁ। এক গার্লফ্রেণ্ড... এক খাবার। যখন সব থেকে ভালো জিনিষটা তোমার হাতের কাছে রয়েছে, তখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার কি প্রয়োজন?" আমি বললাম।

"তুমি বড় দুষ্টু।" ও বলল। ওর হাসি ওর চোখ দুটোকে কুঁচকে দিল। ও আমার থুতনীতে চিমটি কাটল আর টেবিল থেকে ভিনিগারে চোবানো কিছু পেঁয়াজ তুলে আমার মুখে ঢুকিয়ে দিল। সেটা এমন কিছু রোমান্টিক ছিল না বটে... কিন্তু আমার ভালো লাগল।

একটা পরিবারকে আমাদের পাশের টেবিলের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে ও তাড়াতাড়ি নিজের হাত সরিয়ে নিল। সেই পরিবারে এক জোড়া যুবা দম্পতি, তাদের দুটো ছোট মেয়ে আর এক বৃদ্ধা ছিল। মেয়ে দুটো যমজ ছিল... বয়স খুব বেশী হলে চার বছরের আশপাশে ছিল।

পরিবারের সব সদস্যদের মুখ হাঁড়ি হয়ে ছিল আর তারা পরস্পরের সঙ্গে একটাও কথা বলছিল না। আমি এটা বুঝে উঠতে পারলাম না যে, ওরা বাইরে খেতে কেন এসেছে? ওরা তো বাড়ীতেই একে-অপরের প্রতি বদমেজাজীর প্রদর্শন করতে

পারত !

"যাই হোক্... খবর বলো।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"খবর তেমন কিছুই নেই। আমি আর ক্রুম ট্রাবলশুটিং ওয়েবসাইট নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি।"

"কাজ কেমন চলছে ?"

"ভালোই। যদিও খুব যে একটা ভালো চলছে, এমনটা বলা চলে না। ভালো ওয়েবসাইটগুলো সহজ-সরল হয়। এমন কি ক্রুম মানসিক প্রতিবন্ধী লোকেদের জন্যও বেশ কয়েকটা ওয়েবসাইট পরীক্ষা করেছে। ও বলেছে যে, আমরা যদি এমন সব ওয়েবসাইটে এটাকে মডেল করি, আমেরিকানরা নিশ্চিত রূপে সেটাকে ব্যবহার করতে পারবে।"

"ওরা এতটা বোকা নয়।" প্রিয়াঙ্কা হেসে উঠে বলল – "ভুলে যেও না যে, আমেরিকানরাই কম্প্যুটার আবিষ্কার করেছিল।"

ওয়েটার খাবার নিয়ে এল।

"হ্যাঁ। কিন্তু আমেরিকার অনেক লোকই আমাদের রাতে ফোন করে।" আমি নানের একটা টুকরো ছিঁড়ে সেটাকে ডালে ডোবালাম।

"আমি মানছি যে, আমাদের যারা ফোন করে, তাদের সংখ্যা অনেক বেশী।" প্রিয়াঙ্কা অত্যন্ত কম খাবার নিজের প্লেটে তুলে নিল।

"ঠিক মত খাবার খাও।" আমি বললাম – "এশার মত সব সময় ডায়েটিং করা শুরু কোর না।"

"আমার ততটা ক্ষিধে নেই।" ও বলল... তবুও আমি বেশ কিছুটা খাবার ওর প্লেটে দিলাম।

"এ্যাই... আমি কি তোমাকে এশার ব্যাপারে বলেছি ? কাউকে বোল না যেন।" ও চাপা স্বরে বলল... ওর ভ্রু দুটো নাচছিল।

আমি মাথা নেড়ে বললাম – "তোমার গসিপ খুব ভালো লাগে, তাই না ? তোমার নাম হওয়া উচিত ছিল মিস্ গসিপ FM 99.5!"

"আমি মোটেই গসিপ করি না।" ও বলল – "ওহো... এখানকার খাবারের কোয়ালিটি সত্যিই ভালো।"

গর্বে আমার বুকটা ফুলে উঠল... যেন আমি নিজে সারা রাত ধরে এই সব রান্না করেছি।

"অবশ্যই তোমার গসিপ ভালো লাগে। যখন কেউ *"কাউকে বোল না যেন"* বলে শুরু করে, তখনই এটা বুঝে নেওয়া উচিত যে, এবার গসিপিং শুরু হতে চলেছে।" আমি বললাম।

প্রিয়াঙ্কার মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল আর ওর নাকের ডগাটা ঠিক কোন পাকা টম্যাটোর মত লাল হয়ে উঠল। ওকে দারুণ মিষ্টি দেখাচ্ছিল। আমি হয়তো তখনই ওকে আবার একবার কিস্ করে ফেলতাম... কিন্তু আমাদের ঠিক পাশের টেবিলের লোকেরা নিজেদের মধ্যে তর্ক শুরু করে দিয়েছিল। আমি ওদের জন্য এই সুন্দর অনুভূতিটা নষ্ট করতে চাইছিলাম না।

"ঠিক আছে। আমি মানছি যে, আমি গসিপিং করি... কিন্তু অল্প মাত্রায়।" প্রিয়াঙ্কা বলল – "কিন্তু আমি পড়েছি যে, গসিপ স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো হয়।"

"তাই নাকি?" আমি ব্যঙ্গ করে বললাম।

"হ্যাঁ। এটা এই ইঙ্গিত করে যে, তুমি লোকেদের প্রতি আগ্রহী আর তাদের কথা চিন্তা করো।"

"এটা কোন অজুহাত হল না।" আমি প্রচণ্ড জোরে হেসে উঠলাম – "যাই হোক... এশার ব্যাপারে কি বলছিলে? আমি জানি যে, ক্রুম ওকে পছন্দ করে... কিন্তু এশাও কি ক্রুমকে পছন্দ করে?"

"না, শ্যাম... এসব বাসী খবর। এশা অনেক আগেই ক্রুমের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে। সব থেকে নতুন খবর হচ্ছে এই যে, এশা ফেমিনা মিস্ ইণ্ডিয়া কনটেস্টের জন্য সই করেছিল। গত সপ্তাহে ও নিজের কম উচ্চতার কারণে রিজেকশন লেটার পেয়েছে... ওর উচ্চতা হচ্ছে 5' 5"... ন্যূনতম আবশ্যক উচ্চতা হচ্ছে 5' 6"! রাধিকা এশাকে টয়লেটে লুকিয়ে-লুকিয়ে কাঁদতে দেখেছে।"

"বাহ... মিস্ ইণ্ডিয়া?"

"ওকে ততটা সুন্দর দেখতে মোটেই নয়। ওর এই সব মডেলিং করা বন্ধ করে দেওয়া উচিত। ও কত রোগা। ব্যস্... আমি আর খাব না।"

"খাও। তুমি সুখী হতে চাও, নাকি স্লিম হতে চাও?" আমি ওর প্লেটটাকে আবার ওর দিকে ঠেলে দিয়ে বললাম।

"স্লিম।"

"বাজে বোক না... পেট পুরে খাবার খাও। এই রেস্টুরান্টের নামটা জানো তো? আর এশার কথা বলি... চেষ্টা করতে দোষের কিছু নেই।"

"ও কাঁদছিল। তার মানে ও আঘাত পেয়েছে। যতই হোক, ও নিজের মা-বাবার মতের বিরুদ্ধে দিল্লী এসেছিল। একা-একা লড়াই চালিয়ে যাওয়াটা মুখের কথা নয়।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

আমি মাথা নেড়ে ওর কথায় সায় দিলাম।

আমরা খাবার খাওয়া শেষ করামাত্র ওয়েটার ঠিক কোন জিনীর মতই আমাদের কাছে এসে হাজির হল এঁটো প্লেট নিয়ে যেতে।

"মিষ্টি কিছু ?" আমি প্রিয়াঙ্কাকে প্রশ্ন করলাম।

"একেবারেই না। আমার পেট পুরো ভর্তি।" প্রিয়াঙ্কা নিজের গলায় হাত রেখে এটা দেখাবার চেষ্টা করল যে, ও গলা পর্যন্ত খাবার খেয়েছে। ও মাঝে-মাঝে বড়ই নাটুকেপনা করে... ঠিক ওর মায়ের মত।

"ঠিক আছে, একটা কুলফী।" আমি ওয়েটারকে অর্ডার দিলাম।

"না... গোলাপ জামুনের অর্ডার দাও।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"ওহো... আমি ভেবেছিলাম যে, তুমি খাবে না... ঠিক আছে, একটা গোলাপ জামুন দিন।"

ওয়েটার ফিরে গেল।

"তোমার মা কেমন আছেন ?" আমি জানতে চাইলাম।

"একই রকম। তবে গত সপ্তাহের ঘটনার পর থেকে আমাদের বাড়ীতে কান্নাকাটি হয়নি... সুতরাং সেটা এক ভালো খবর হতে পারে। আমি অর্দ্ধেক গোলাপ জামুন খাব।"

"গত সপ্তাহে কি হয়েছিল ?"

"গত সপ্তাহে ? ওহো হ্যাঁ, গত সপ্তাহে আমার কিছু কাকা আমাদের বাড়ীতে ডিনারে এসেছিলেন। ডিনার শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা সবাই ডায়নিং টেবিলেই বসে বাটার স্কচ আইসক্রীম খাচ্ছিলাম। সেই সময় আমার এক কাকা বললেন যে, ওনার মেয়ে এক ডাক্তার, কোন অর্থোপেডিক সার্জনকে বিয়ে করতে চলেছে।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

এই ফাঁকে ওয়েটার এসে টেবিলে গোলাপ জামুন রেখে গেল। আমি গোলাপ জামুনে একটা কামড় দিলাম।

"আউচ্! সাবধানে... প্রচণ্ড গরম।" আমি হাঁ করে মুখ দিয়ে গরম হাওয়া বার করতে-করতে বললাম – "তারপর ?"

"আমি আইসক্রীম খাচ্ছিলাম... হঠাৎ আমার মা চিৎকার করে উঠে বলল – "প্রিয়াঙ্কা! একটা কথা মাথায় রাখবে... যখনই বিয়ে করবে, কোন সুপ্রতিষ্ঠিত ছেলেকেই বিয়ে কোর।"

"আমি খুব তাড়াতাড়ি টীম লীডার হতে চলেছি।" এই বলে আমি প্রিয়াঙ্কার মুখে এক টুকরো গোলাপ জামুন ঢুকিয়ে দিলাম।

"রিল্যাক্স, শ্যাম!" প্রিয়াঙ্কা আমার হাতে চাপড় মেরে বলল – "এর মধ্যে তোমার কোন ভূমিকাই নেই। মায়ের উদ্দেশ্য ছিল সবার সামনে আমার ওপরে কর্তৃত্ব ফলানো।"

আমি হেসে উঠলাম আর ওয়েটারকে বিল নিয়ে আসার জন্য ইশারা করলাম।

"তো তারপর তুমি কি করলে ?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"কিছুই না। আমি নিজের মেটে চামচটাকে ঠক্ করে নামিয়ে রাখলাম আর ডায়নিং টেবিল ছেড়ে উঠে গেলাম।"

"ভালোই নাটক হয়েছে তাহলে। আসলে তুমিও কিছু কম যাও না।" আমি বললাম।

"জানো, তারপর মা সবাইকে কি বলেছিল ? মা বলেছিল – "এত আদর-যত্ন করে মেয়েকে মানুষ করে তুলেছি... কিন্তু ও আমার কথা একটুও চিন্তা করে না। ওর জন্মের সময় আমি প্রায় মারা যেতে বসেছিলাম... কিন্তু তাতে ওর কিছু যায়-আসে না।"

আমি অপ্রস্তুতের হাসি হাসলাম... কিন্তু প্রিয়াঙ্কা ওর মায়ের অদ্ভূত নকল করেছিল। ওয়েটার বিল নিয়ে এল। বিল দেখে আমার চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে উঠল আর আমি চারশো ষাট টাকা বিল মেটালাম।

আমরা উঠে দাঁড়ালাম। ঠিক সেই মুহূর্তে পাশের টেবিলের পরিবারের সদস্যদের আওয়াজ আমাদের কানে ভেসে এল।

"কি করা যায় ? যবে থেকে এই মহিলা আমাদের বাড়ীতে এসেছে, আমাদের পরিবারটা নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে।" বৃদ্ধা মহিলা বলছিলেন – "আগ্রার মেয়েটার পরিবার একটা পুরো ক্লিনিক তৈরী করে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। কে জানে, সেই সময় আমাদের বুদ্ধি কোথায় চলে গেছিল।"

পুত্রবধূর চোখে জল ভরে এসেছিল। ও নিজের খাবার ছুঁয়েও দেখেনি। কিন্তু ওর পতিদেব নির্বিকারে খেয়ে চলেছিল।

"ওর দিকে দেখো একবার... কেমন প্যাঁচার মত মুখ করে বসে আছে। যাও... গোল্লায় যাও তুমি। এক তো তুমি নিজের সঙ্গে করে কিছু নিয়ে আসোনি... ওপর থেকে এই দুটো মেয়েকে আমার ঘাড়ের ওপরে অভিশাপের মত চাপিয়ে দিয়েছ।" শাশুড়ী মা বললেন।

আমি সেই ছোট্ট মেয়ে দুটোর দিকে তাকালাম। ওদের দুজনের মাথার চুলেই একই রকমের গোলাপী ফিতে বাঁধা রয়েছে। মেয়ে দুটো নিজেদের মায়ের একটা করে হাত ধরে রেখেছে। ওদের কেমন যেন ভয়ভীত দেখাচ্ছিল।

প্রিয়াঙ্কাও ওদের দিকেই তাকিয়েছিল। আমি লক্ষ্য করলাম যে, ওরা কুলফীর অর্ডার দিয়েছে।

"এবার তো কিছু একটা বলো, পাথরের স্ট্যাচু!" শাশুড়ী মা নিজের পুত্রবধূর কাঁধ দুটোকে ঝাঁকিয়ে বলে উঠলেন।

"মেয়েটা কিছু বলছে না কেন ?" প্রিয়াঙ্কা আমার উদ্দেশ্যে ফিস্‌ফিস্ করে

বলে উঠল।

"কারণ ওর বলার মত কিছু নেই।" আমি বললাম – "তোমার বস্ যদি খারাপ হয়, তাহলে তোমার বলার কিছুই থাকে না।"

"এই দুটো আপদ মেয়ের ঝামেলা কে বইবে ? কিছু একটা বলো।" শাশুড়ী মা প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন। পুত্রবধূর চোখের জল দ্রুত মাটিতে আছড়ে পড়ল।

"আমি কি কিছু বলতে পারি ?" প্রিয়াঙ্কা সেই টেবিলের শাশুড়ী মায়ের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠল।

সেই পরিবার আমাদের দিকে আশ্চর্যের দৃষ্টিতে তাকাল। আমি বিড়ম্বনার হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য কোন আড়াল খোঁজার চেষ্টা করলাম।

"কে আপনি ?" পতি মহোদয় প্রশ্ন করলেন। হয়তো এই প্রথম উনি মুখ খুললেন।

"সেই নিয়ে আপনার চিন্তা না করলেও চলবে।" প্রিয়াঙ্কা বলল – "কিন্তু এটা বলুন যে, আপনি কে ? মনে হচ্ছে আপনি ওনার স্বামী।"

"ঠিকই ধরেছেন আপনি। দেখুন, এটা আমাদের পারিবারিক ব্যাপার।" ভদ্রলোক বললেন।

"তাই নাকি ? আপনি এটাকে '*পরিবার*' বলেন ? আমার তো এমনটা মনে হচ্ছে না।" প্রিয়াঙ্কা বলল – "আপনার কি কোন লজ্জা নেই। আপনি কি এই জন্যই বিয়ে করেছিলেন ?"

"নাও, আরেকজন এসে হাজির হল।" শাশুড়ী মা বলে উঠলেন – "আজকালকার মেয়েদের দেখো : বড়দের সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয়, সেই শিক্ষাটাও এদের নেই। তাকিয়ে দেখো ওর দিকে... ঠিক সিনেমার হিরোয়িনের মত চোখে রং করেছে।"

"আজকালকার মেয়েরা এটা ভালো করেই জানে যে, কি ভাবে কথা বলতে হয় আর কেমন ভাবে লোকেদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়। আপনাদের, আগেকার দিনের লোকেদেরই বরং শিক্ষার প্রয়োজন। ওরা আপনারই নাতনী আর আপনি ওদেরই আপদ বলছেন ?" প্রিয়াঙ্কা বলল। ওর নাক আগের থেকেও বেশী লাল হয়ে উঠেছিল। আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ওর সেই লাল নাকের একটা ফোটো তুলতে।

"আপনি কে বলুন তো, ম্যাডাম ? এখানে আপনার কি কাজ ?" পতি মহোদয় বললেন... এবার ওনার গলাটা বেশ দৃঢ় শোনাচ্ছিল।

"আমি কে, সেটা বলছি।" প্রিয়াঙ্কা নিজের হ্যাণ্ডব্যাগ হাতড়াতে-হাতড়াতে বলল। ও ব্যাগ থেকে নিজের কল সেন্টার আই.ডি. কার্ডটাকে বার আনল আর

সেটাকে এক মুহূর্তের জন্য শূণ্যে নাড়িয়ে বলে উঠল – "প্রিয়াঙ্কা সিন্‌হা, সিবিআই, উওমেন্স সেল!"

"কি?" পতি মহোদয় যেন বিশ্বাসই করে উঠতে পারছিলেন না।

"আপনার গাড়ীর নম্বর কত?" প্রিয়াঙ্কা প্রশ্ন করল।

"কি? কেন?" বিস্ময়-বিস্ফারিত পতি মহোদয় জানতে চাইলেন।

"আমাকে কি নিজেই যেতে হবে?" প্রিয়াঙ্কা টেবিলের ওপরে পড়ে থাকা গাড়ীর চাবির দিকে তাকিয়ে বলল – "স্যান্ট্রো... তাই না?"

"DGI 463! কিন্তু কেন?" ভদ্রলোক আবার একবার প্রশ্ন করলেন।

প্রিয়াঙ্কা নিজের সেল ফোন বার করে কাউকে ফোন করার ভান করতে লাগল – "হ্যালো... সিন্‌হা বলছি। প্লীজ DGI 463 নম্বরের গাড়ীর রেকর্ড চেক করুন... হ্যাঁ... স্যান্ট্রো... থ্যাঙ্কস্!"

"ম্যাডাম! এসব কি হচ্ছে?" পতিদেব কাঁপা গলায় বললেন।

"তিন বছর। মেয়েদের ওপরে অত্যাচার করার শাস্তি হচ্ছে তিন বছরের কারাবাস। কোন আপীল নয়... তৎক্ষনাত শাস্তি।" প্রিয়াঙ্কা শাশুড়ী মায়ের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে থেকে বলল।

সেই প্রৌঢ়া মহিলা তৎক্ষনাত নিজের দুই নাতনীর মধ্যে একজনকে নিজের কোলে টেনে নিলেন।

"ক... কি? দ... দেখুন ম... ম্যাডাম, এটা আমাদের প... পারিবারিক মামলা আর...!" পতিদেব তোতলাতে লাগলেন।

"পরিবার শব্দটা উচ্চারণ করবেন না।" প্রিয়াঙ্কা জোরে চেঁচিয়ে উঠল।

"ম্যাডাম!" শাশুড়ী মা বললেন। ওনার গলাটা এখন বেশ মিষ্টি হয়ে উঠেছিল... ঠিক যেন কেউ ওনার ভোকাল কর্ড রসগোল্লার রসে ভিজিয়ে দিয়েছে – "আমরা এখানে খাবার খেতে এসেছি। আমি ওকে রান্না করতেও দিই না... দেখুন, আমরা...!"

"চুপ করুন! এবার থেকে আপনাদের সব গতিবিধির ওপরে আমাদের নজর থাকবে। আপনারা যদি আবার কোন ঝামেলা পাকান, তাহলে আপনাকে আর আপনার ছেলেকে জেলের খাবার খেতে হবে।"

"স্যরি, ম্যাডাম!" স্বামী মহাশয় হাত জোড় করে বললেন। উনি বিল চেয়ে পাঠালেন আর ওনারা সবাই এক মিনিটের ভেতরেই পেমেন্ট মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আমি প্রিয়াঙ্কার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলাম।

"কিছু বলার দরকার নেই।" ও বলল – "চলো, যাওয়া যাক।"

"সিবিআই ?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"কোন প্রশ্ন নয়... চলো, যাই।"

আমরা কল সেন্টারের ড্রাইভারের থেকে ধার করে চেয়ে নিয়ে আসা কোয়ালিসে উঠে বসলাম।

"ডাইনী বুড়ী।" প্রিয়াঙ্কা বলল। আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। এর পাঁচ মিনিট পরে, প্রিয়াঙ্কা আমার দিকে ঘুরে বলল – "হ্যাঁ... এবার তুমি কি বলতে চাও, বলতে পারো।"

"আই লভ্ য়ু!" আমি বললাম।

"কি ? এখন এই কথা কেন ?"

"কারণ যখন তুমি কোন অন্যায়ের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠো, তখন সেটা আমার ভালো লাগে। সিবিআই ইন্সপেক্টরের ভূমিকায় তোমার আজকের অভিনয় আমার খু-উ-ব ভালো লেগেছে। তুমি যখন আমার পয়সা বাঁচানোর জন্য সস্তা খাবারের অর্ডার দাও, তখন সেটাও আমার ভালো লাগে। তোমার চোখের রং আমার ভালো লাগে। তোমার চোখ দুটো যখন আমার সম্বন্ধে কোন গসিপ শুনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তখন সেটা আমার ভালো লাগে। তুমি যখন বলো যে, তুমি আইসক্রীম খাবে না আর পরমুহূর্তেই আমার আইসক্রীমে ভাগ বসাও, তখন সেটাও আমার ভালো লাগে। নিজের মায়ের সম্বন্ধে তোমার গল্পগুলোও আমার ভালো লাগে। আমার এটাও ভালো লাগে যে, আমার ওপরে তোমার বিশ্বাস আছে আর তুমি আমার কেরিয়ার সম্বন্ধে ধৈর্য্যশীল। আসলে... আমি কি বলব ? তুমি সবই জানো, প্রিয়াঙ্কা !"

"আমি কি জানি ?"

"আমি হয়তো হার্ট সার্জন হতে কোনদিনও পারব না... কিন্তু আমার নিজের যে ছোট্ট হৃদয়টা রয়েছে, সেটা আমি অনেক আগেই তোমার হাতে তুলে দিয়েছি।"

আমার কথা শুনে প্রিয়াঙ্কা জোরে হেসে উঠল আর হাত দিয়ে নিজের মুখ চাপা দিল।

"স্যরি !" ও মাথা ঝাঁকিয়ে বলল। ও তখনও হেসে চলেছিল – "স্যরি... তুমি ভালোই কথা বলছিলে... কিন্তু ঐ হার্ট সার্জনের লাইনটা একটু সস্তা হয়ে পড়ল।"

"প্রিয়াঙ্কা !" আমি স্টিয়ারিং হুইল থেকে একটা হাত সরিয়ে নিয়ে এসে ওর নাকটা টিপে দিয়ে বললাম – "রোমান্টিক লাইনকে খুন করার জন্য তোমার জেল হওয়া উচিত।"

#11

"আমি এটা বিশ্বাস করতে পারছি না।" রাধিকা নিজের মোবাইল ফোনটা টেবিলের ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে বলল। ওর কণ্ঠস্বর আমার পাওারা রোডের স্বপ্নকে ভেঙে দিল।

সবাই ওর দিকে ঘুরে তাকাল। ও দু হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে নিল আর কয়েকটা দীর্ঘশ্বাস বুকের ভেতরে টেনে নিল।

"কি হয়েছে ?" প্রিয়াঙ্কা প্রশ্ন করল।

"কিছু না !" রাধিকা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে উত্তর দিল। ওকে বড়ই আপসেট দেখাচ্ছিল... কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে ওকে অনেক কমবয়সীও দেখাচ্ছিল। আজ থেকে পাঁচ বছর আগে রাধিকা দেখতে নিশ্চয়ই ভালোই ছিল, আমি মনে-মনে ভাবলাম।

"বলো না !" এশা বলল।

"অনুজ ! মাঝে-মাঝে ও কেমন যেন অবুঝ হয়ে ওঠে।" রাধিকা এশাকে নিজের ফোনটা দেখিয়ে বলল। ফোনের স্ক্রীনে একটা মেসেজ দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল।

"পড়ো এটা।" রাধিকা নিজের ব্যাগে মাথা ধরার ট্যাবলেট খুঁজতে-খুঁজতে বলল – "ওহো ! মাত্র একটাই ট্যাবলেট পড়ে রয়েছে।"

"ঠিক আছে।" এশা বলল আর মেসেজ পড়া শুরু করল : *"Show respect to elders. Act like a daughter-in-law. Goodnight!"*

"আমি কি ভুল করেছি ? আমার একটা তাড়া ছিল... ব্যস্ !" রাধিকা জলের সঙ্গে মাথা ধরার ট্যাবলেট গিলতে-গিলতে নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলল।

এশা নিজের একটা হাত ওর কাঁধের ওপরে রাখল।

"হয়েছেটা কি ?" এশা নরম গলায় প্রশ্ন করল। মেয়েরা এই জিনিসটা ভালোই পারে। কয়েক মুহূর্ত আগেই ও গণেশের ব্যাপারে উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছিল আর এখন অনুজের ব্যাপারে রাধিকার সঙ্গে ফিসফিস্ করে কথা বলছে।

"অনুজ ট্যুরে কোলকাতা এসেছে। ও বাড়ীতে ফোন করায় আমার শাশুড়ী ওকে বলেছেন যে, উনি মিহি করে বাদাম পিষতে বলায় আমি নাকি বিরক্তি প্রকাশ করেছি। তোমরা কি এটা বিশ্বাস করো ? আমার লেট হয়ে যাচ্ছিল... তবুও আমি ওনার জন্য বাদাম-দুধ বানিয়ে দিয়ে এসেছি।" রাধিকা বলল আর নিজের কপাল টিপতে লাগল।

"মা আর ছেলের মধ্যে কি শুধু এইটুকু কথাই হয়েছে ?" প্রিয়াঙ্কা জানতে

চাইছিল।

রাধিকা বলে চলল – "আর তারপর উনি নিজে ছেলেকে বলেছেন যে, ওনার বয়স হয়ে পড়েছে। বাদামের টুকরো বড় থাকলে সেগুলো নাকি ওনার গলায় আটকে যাবে। আমি নাকি ওনাকে মেরে ফেলতে চাইছি। আমার মাথায় ঢুকছে না যে, উনি আমার সম্বন্ধে এমন ডাহা মিথ্যে কথা কেন বললেন?"

"আর তুমি এখনও ওনার জন্য স্কার্ফ বুনে চলেছ?" ক্রুম বলল।

"তোমরা আমাকে বিশ্বাস করো... মডেল হওয়ার চেয়ে ঘরের বৌমা হওয়াটা অনেক বেশী শক্ত কাজ।" রাধিকা বলল। ততক্ষনে মাথা ধরার ট্যাবলেট কাজ করতে শুরু করে দিয়েছিল। ওর মুখটা ধীরে-ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসছিল – "বাদ দাও আমার বোরিং জীবনের কথা। তারপর বলো... গণেশের খবর বলো।"

"তুমি ঠিক আছো তো?" এশা বলল। ও তখনও রাধিকার একটা হাত ধরে ছিল।

"হ্যাঁ, আমি ঠিক আছি। স্যরি... আমি একটু আবেগী হয়ে উঠেছিলাম। এটা আর কিছুই নয়... আমার আর অনুজের মধ্যে একটু মিসকম্যুনিকেশন মাত্র।"

"আমার মনে হয় যে, তোমার শাশুড়ী মেলোড্রামা পছন্দ করেন। ওনার আমার মায়ের সঙ্গে আলাপ করা উচিত।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"সত্যি?" রাধিকা বলল।

"হ্যাঁ। আমার মা হচ্ছেন মেলোড্রামার মিস্ ইউনিভার্স! প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ পক্ষে একবার আমরা দুজনে এক সঙ্গে কাঁদি। আজ তো উনি মেঘের দুনিয়ার ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।" প্রিয়াঙ্কা নিজের ল্যাণ্ডলাইনটাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে বলল।

আমার কম্প্যুটারের পর্দায় এক কল ভেসে ওঠায় আমার মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল।

"আমি দেখছি।" আমি হাত তুলে বললাম – "ওয়েস্টার্ন এ্যাপ্লায়েন্সেস... স্যাম স্পীকিং... আমি আপনাকে কি ভাবে সহায়তা করতে পারি?"

এটা ছিল সেই রাতের আমার কাছে আসা রহস্যময় ফোন কলগুলোর অন্যতম। কলার ভার্জিনিয়া থেকে ফোন করছিলেন আর উনি নিজের ফ্রীজ ডি-ফ্রস্টিং করা নিয়ে সমস্যায় পড়ে গেছিলেন। কারণটা বুঝতে আমার দীর্ঘ চার মিনিট সময় লাগল। আমার মনে হল যে, কলার একজন *'বিগ পার্সন'*... যে ভাষায় আমেরিকায় মোটা লোকেদের সম্বোধন করা হয়ে থাকে। ওনার আঙুলগুলো নিশ্চয়ই ফ্রীজের মধ্যেকার ডি-ফ্রস্টিং চালু করার ছোট্ট নবটা ঘোরাবার পক্ষে যথেষ্ট মোটা ছিল। আমি ওনাকে কোন স্ক্রু ড্রাইভার অথবা কোন ছুরী ব্যবহার করার পরামর্শ দিলাম। সৌভাগ্যবশতঃ, আমার পরামর্শ সপ্তম প্রচেষ্টায় সফল হয়ে উঠল।

"ওয়েস্টার্ণ এ্যাপ্লায়েন্সেসকে কল করার জন্য ধন্যবাদ, স্যার!" আমি এই বলে কল শেষ করলাম।

"আরও বিনয় নিয়ে এসো, এজেন্ট স্যাম। আরও বিনয়ী হও।" আমি বক্সীর গলা শুনতে পেলাম আর আমার ঘাড়ের ঠিক ওপরে ওর দীর্ঘশ্বাস অনুভব করলাম।

"স্যার! আপনি আবার?" আমি ওর দিকে ঘুরে তাকালাম। বক্সীর মুখটা বরাবরের মতই তৈলাক্ত দেখাচ্ছিল। ওর মুখটা এত বেশী তৈলাক্ত... আমার মনে হয়, ওর মাথা নিশ্চয়ই প্রতি রাতে বালিশের থেকে পিছলে পড়ে যায়।

"স্যরি... আমি কিছু জরুরী কথা ভুলে গেছিলাম। তোমরা কি ওয়েস্টার্ণ কম্প্যুটার্স ওয়েবসাইট ম্যানুয়াল শেষ করেছ? আমি এবার প্রোজেক্ট রিপোর্ট বোস্টনে পাঠাতে চাইছি।"

"হ্যাঁ, স্যার! ক্রুম আর আমি সেটাকে গতকালই শেষ করেছি।" আমি নিজের ড্রয়ার থেকে সেটার একটা কপি বার করে আনতে-আনতে উত্তর দিলাম।

"হুম্... ম্!" বক্সী কভার শীটটার ওপরে চোখ বোলাতে-বোলাতে বলল।

Westem Computers Troubleshooting Website
User Manual and Project Details

Developed by Connexions, Delhi

Shyam Mehra and Varun Malhotra
(Sam Mason and Victor Mell)

"তোমাদের কাছে কি এর কোন সোফ্‌ট কপি আছে, যাতে তোমরা সেটা আমাকে ই-মেল করতে পারো?" বক্সী জানতে চাইল – "বোস্টন এটা খুব তাড়াতাড়ি চাইছে।"

"হ্যাঁ, স্যার!" ক্রুম নিজের কম্প্যুটারের দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করে জবাব দিল – "ওটা আমি এখানে স্টোর করে রেখেছি। আমি আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।"

"তুমি কি সেগুলোকে এক জায়গায় একত্রিত করেছ, স্যাম?"

"হ্যাঁ, স্যার!" আমি ওর দিকে দশটা সেট এগিয়ে ধরলাম।

"বাহ... দারুণ! আমি তোমাকে কাজ দিয়েছিলাম আর তুমি সেটা করে দেখিয়েছ। আসলে আমার কাছে আরও একটা ডক্যুমেন্ট আছে – বোর্ড মীটিং

নিমন্ত্রণ পত্র... তুমি কি আমাকে সহায়তা করতে পারবে?"

"আমাকে ঠিক কি করতে হবে?"

"এই হল একটা কপি।" বক্সী আমার দিকে একটা পাঁচ পাতার ডকুমেন্ট এগিয়ে ধরল – "আমি এবার একটার বেশী প্রিন্ট করিনি। তুমি কি প্লীজ এটার দশ কপি জেরক্স করিয়ে দিতে পারবে? আমার সেক্রেটারী আজ ছুটিতে আছে।"

"হ্যাঁ... নিশ্চয়ই পারব, স্যার। শুধু জেরক্স করতে হবে, তাই তো?"

বক্সী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

"স্যার!" ব্রুম বলল – "বোর্ড মীটিংটা ঠিক কিসের জন্য?"

"কিছুই না, শুধু রুটিন ম্যানেজমেন্ট ইস্যু।" বক্সী বলল।

"স্টাফ ছাঁটাই হতে যাচ্ছে কি?" ব্রুম প্রশ্ন করল। ওর এই ধরণের সরাসরি প্রশ্ন সবার মনোযোগ আকৃষ্ট করল।

"ম... মানে!" বক্সী বলল। ওকে যখনই কোন অর্থপূর্ণ প্রশ্ন করা হয়, ও শব্দ হারিয়ে ফেলে।

"ওয়েস্টার্ণ কমপ্যুটার্স মেইন বে-তে এই ধরণের গুজব শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। আমরা শুধু এটা জানতে চাই যে, আমরা নিরাপদ কি না?" ব্রুম বলল।

"ওয়েস্টার্ণ এ্যাপ্লায়েন্সেস এতে কোন ভাবেই প্রভাবিত হবে না... তাই তো?" এশা বলল।

বক্সী একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে নিয়ে বলল – "আমি তেমন কিছুই বলতে পারব না। আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, আমরা নিজেদেরকে সঠিক আকারে নিয়ে আসার ব্যাপারে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে রয়েছি।"

"সঠিক আকার?" রাধিকার গলায় সত্যিকারের সংশয় ঝরে পড়ছিল।

"তার মানে, স্টাফ ছাঁটাই হতে চলেছে... তাই তো?" ব্রুম বলল।

বক্সী কোন উত্তর দিল না।

"স্যার! আমার মনে হয়, নতুন ক্লায়েন্ট পাবার জন্য আমাদের সেলস ফোর্সকে বাড়ানো উচিত। স্টাফ ছাঁটাই করাটা কোন সমাধান হতে পারে না।" ব্রুম এমন নির্ভীকতার সঙ্গে বলল, যেটা ওর স্ট্যাণ্ডার্ডের অনেক ওপরে ছিল।

বক্সী ব্রুমের দিকে তাকিয়ে মুখে এক মুচকি হাসি ফুটিয়ে তুলল। ও ব্রুমের কাঁধে একটা হাত রেখে বলল – "আমি তোমার উত্তেজনার কারণ বুঝতে পারছি, মি. ভিক্টর। কিন্তু ম্যানেজমেন্টকে সব দিক বিচার-বিবেচনা করেই কোন সমাধানের পথ বেছে নিতে হয় আর সেটা খুব একটা সহজ ব্যাপার হয় না।"

"কিন্তু স্যার, আমরা...!" ব্রুম কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল... কিন্তু তার আগেই বক্সী দু বার ওর কাঁধে চাপড় মেরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ক্রুম আবার একবার মুখ খোলার আগে বক্সীর ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নিল।

"এটা পাগলামী ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। বক্সী এই জায়গাটাকে নরককুণ্ড বানিয়ে তুলেছে আর ম্যানেজমেন্ট নিরীহ লোকেদের পেটে লাথি মারতে চলেছে।" ক্রুম প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বলল।

"শান্ত হও!" আমি বললাম আর বক্সীর দেওয়া শীটগুলোকে এক জায়গায় একত্রিত করতে লাগলাম।

"হ্যাঁ, শান্ত হও... ঠিক যেমনটা এখানকার জেরক্স বয় সব ব্যাপারেই স্বীকৃতি দেয়।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"এক্সকিউজ মী!" আমি চোখ তুলে বললাম – "তুমি কি আমার ব্যাপারে বলছ?"

প্রিয়াঙ্কা চুপ করে রইল। আমি ভেতরে-ভেতরে রেগে উঠলাম আর আমি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করে আর থাকতে পারলাম না।

"তোমার সমস্যাটা কোথায়? আমি এখানে আসি আর মাসে কিছু টাকা রোজগার করে বাড়ী ফিরে যাই। স্টাফ ছাটাই হচ্ছে, সেটা খুবই খারাপ ব্যাপার আর আমি আমার নিজের চাকরী বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছি। হ্যাঁ... আমি সব পরিস্থিতিকেই মেনে নিই। আর হ্যাঁ ক্রুম... আমি ভুলে যাওয়ার আগে তুমি কি ইউজার ম্যানুয়ালটা বক্সীকে ই-মেল করে দেবে?"

"করছি।" ক্রুম নিজের মাউজে ক্লিক্ করে বলল – "কিন্তু এখানে যা কিছু হচ্ছে, সেটা ঠিক হচ্ছে না।"

"চিন্তা কোর না। আমরা ওয়েবসাইট তৈরী করেছি... আমরা নিরাপদেই থাকব।"

"আমিও তেমনটাই আশা করি। এই চাকরীটা চলে গেলে আমার পক্ষে অত্যন্ত মুশকিল হয়ে পড়বে। সপ্তাহে তিন দিন পিজ্জা খেতে না পেলে আমি মারা পড়ব।" ক্রুম বলল।

"তুমি এত বেশী পিজ্জা খাও?" এশা জানতে চাইল।

"সেটা কি স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়?" রাধিকা প্রশ্ন করল। এসএমএস বিবাদ সত্ত্বেও ও আবার একবার শাশুড়ীর জন্য স্কার্ফ বুনতে শুরু করে দিয়েছিল। আমার মনে হল যে, মেয়েদের এই উল বোনার অভ্যাসটা এক অত্যন্ত খারাপ অভ্যাস।

"কিচ্ছু করার নেই। পিজ্জা হচ্ছে এক সন্তুলিত আহার। এতে কি-কি থাকে দেখো – ওপরের খোলায় শস্য, পনীরের মধ্যে মিল্ক প্রোটিন এবং সব্জী আর মাংস। এতে সকল গ্রুপের খাদ্য পদার্থ রয়েছে। আমি ইন্টারনেটে পড়েছি – পিজ্জা

স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।"

"তোমাকে আর তোমার নেটকে নিয়ে আর পারা যায় না!" এশা বলল। ও ঠিকই বলেছিল। ক্রুম সকল প্রকারের তথ্য ইন্টারনেট থেকেই প্রাপ্ত করে – বাইকস্, চাকরী, রাজনীতি, ডেটিং টিপস্ এবং এইমাত্র যেটা শোনা গেল – পিজ্জার পুষ্টিগুণ!

"পিজ্জা মোটেই স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয়। আমি যদি পিজ্জা খেতে শুরু করি, তাহলে অত্যন্ত দ্রুত মোটা হয়ে পড়ব।" প্রিয়াঙ্কা বলল – "বিশেষ করে আমার লাইফ স্টাইলে। আমি ব্যায়াম করার মত সময়ই পাই না। তার ওপরে, আমাকে এই ছোট্ট জায়গার মধ্যে বসে কাজ করতে হয়।"

প্রিয়াঙ্কার কথার শেষ অংশটায় আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল। *'ছোট্ট জায়গা'* বলতে আমার কাছে একটাই অর্থ হয় – 32 মাইলস্টোন ডিস্কোয় সেই রাতটা!

#12

প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে আমার আগের ডেটগুলো – III

32 মাইলস্টোন, গুড়গাঁও হাইওয়ে
আজকের রাতের থেকে সাত মাস আগে

আমি এটাকে প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে আমার ডেট বলব না... কারণ এবারে ক্রুম আর এশাও আমাদের সঙ্গে ছিল। আমি সহকর্মীদের সঙ্গে নেওয়ার ব্যাপারে প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে তর্কও করেছিলাম... কিন্তু ও আমাকে সামাজিক প্রাণী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল। ক্রুম 32 মাইলস্টোন বেছে নিয়েছিল আর মেয়েরাও রাজী হয়ে পড়েছিল... কারণ এখানে কোন *'ডোর-বীচ'* ছিল না। প্রিয়াঙ্কার মতে ডোর-বীচ হচ্ছে সেই গৃহকর্ত্রী, যিনি ডিস্কোর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন। উনি ভেতরে যাওয়া প্রতিটি মেয়ের দিকে কড়া দৃষ্টি রাখেন। যদি কোন মেয়ের কোমরের মাপ 24 ইঞ্চির বেশী হয় বা সে যদি আইটেম গানের পোশাক ছাড়া অন্য কোন পোশাক পরে থাকে, তাহলে ডোর-বীচ তার দিকে এমন ভ্রু কুঁচকে তাকাবে, যেন সেই মেয়েটি এক পঞ্চাশ বছরের বুড়ী।

"সত্যি ? আমি এমন ডোর গার্লস এর আগে কখনো দেখিনি।" আমরা সবাই বারে চেয়ারে বসার সময় আমি বলে উঠলাম।

"এটা হচ্ছে মেয়েলী ব্যাপার। ওরা তোমাকে সঠিক আকারে নিয়ে আসার চেষ্টা করে আর যতক্ষন না তোমাকে অত্যন্ত সুন্দরী দেখাচ্ছে, তোমাকে এসব সহ্য করতেই হবে।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"তো তোমার এত চিন্তা করার কি আছে ? তুমি তো এমনিতেই সুন্দরী !" আমি বললাম। প্রিয়াঙ্কা হেসে উঠে আমার থুতনী ধরে নেড়ে দিল।

"বাদ দাও ওসব... তোমরা কি নেবে ?" ক্রুম প্রশ্ন করল।

"লং আয়ল্যাণ্ড, প্লীজ !" এশা বলল আর আমি লক্ষ্য করলাম, ওকে মেক-আপে কত সুন্দর দেখাচ্ছে। ও একটা কালো টপ আর কালো প্যান্ট পরে ছিল। ওর প্যান্টটা এতই টাইট ফিটিং ছিল যে, আমার মনে হচ্ছিল ওকে প্যান্ট খোলার সময় গুটিয়ে-গুটিয়ে খুলতে হবে।

"লং আয়ল্যাণ্ড ?" আমি বললাম।

"কাম অন্। আমি মানসিক চাপ কমাতে চাইছি। গত মাসে আমাকে এক মডেলিং এজেন্সী থেকে অন্য এজেন্সীতে পাগলের মত ছুটে বেড়াতে হয়েছে। তাছাড়া আমি গত সপ্তাহের এক হাজার কল এ্যাটেণ্ড করার ক্লান্তিও মুছে ফেলতে চাই।" এশা বলল।

"এটা তুমি ঠিকই বলেছ। আমাকে বারো শো কল শুনতে হয়েছে।" ক্রুম বলল – "এসো, আমরা সবাই লং আয়ল্যাণ্ড নিই।"

"আমার জন্য ভোদ্কা, প্লীজ !" প্রিয়াঙ্কা বলল। ও একটা উটের রং-য়ের প্যান্ট আর পেস্তা-সবুজ কুর্তা পরে ছিল। ওর গত বছরের জন্মদিনে আমিই ওকে এই কুর্তাটা প্রেজেন্ট করেছিলাম। ও হাল্কা আই লাইনার লাগিয়েছিল আর হাল্কা লিপস্টিক।

"তা মডেলিং এ্যাসাইনমেন্ট কিছু পেলে ?" আমি উদ্দেশ্যহীন ভাবে এশাকে প্রশ্ন করলাম।

"তেমন কিছুই নয়। আমি এক ট্যালেন্ট এজেন্টের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। ও আমাকে কথা দিয়েছে যে, ও আমার নাম কিছু ডিজাইনার আর ফ্যাশন শো প্রোডিউসারদের কাছে রেফার করবে। আমাকে ঐ সব সার্কেলে একটু যাতায়াত করতে হবে।" এশা নিজের উন্মুক্ত নাভি ঢাকা দেওয়ার জন্য নিজের টপটাকে একটা নীচের দিকে টেনে ধরে বলল।

ক্রুম আমাদের পানীয় নিয়ে আসার জন্য বারটেণ্ডারের কাছে গেল। আমি গোটা ডিস্কোটার ওপরে একবার চোখ বোলালাম। জায়গাটা দুটো লেবেলে বিভক্ত ঃ

মেজানাইন ফ্লোরে ডান্স ফ্লোর আর ফার্স্ট ফ্লোরে লাউঞ্জ বার। ব্যাকগ্রাউন্ডে *দিল চাহতা হ্যায়*-য়ের রি-মিক্স ভার্সন বাজছিল। যেহেতু সেটা শনিবারের রাত ছিল, তাই ওখানে প্রায় তিন শোরও বেশী কাস্টমারের ভীড় ছিল। ওরা প্রত্যেকেই ধনী ব্যক্তি ছিল অথবা ওদের সঙ্গে এমন কোন ধনী বন্ধু ছিল, যে একটা ককটেলের জন্য 300 টাকা খরচ করার ক্ষমতা রাখে। আমাদের বাজেট ছিল প্রতি ব্যক্তি পেছু এক হাজার টাকা।

আমি ডান্স ফ্লোরে কিছু মডেলকে দেখতে পেলাম। তাদের পেটগুলো এতটাই সমতল ছিল যে, ওরা যদি কোন ট্যাবলেট গেলে, সেটা পেটের ভেতরে যাওয়ার সময় বাইরে থেকে হয়তো একটা আউটলাইন দেখতে পাওয়া যাবে। এশার ফিগারটাও অনেকটা এই রকমই... কিন্তু ও অপেক্ষাকৃত বেঁটে।

"ঐ মেয়েটাকে দেখো। আমি বাজী ধরে বলতে পারি যে, ও একেবারেই খাবার খায় না।" প্রিয়াঙ্কা ডান্স ফ্লোরে একজন ফ্যাকাশে রং-য়ের মডেলের দিকে ইশারা করে বলল। সেই মেয়েটা এমন একটা টপ পরে ছিল, যার কোন স্লীভ বা গলা বা কলার ছিল না। হয়তো মেয়েরা এই ড্রেসটাকে *'অফ-শোল্ডার'* বলে। ফিজিক্সের নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এমন টপ কখনোই পিছলে নেমে আসে না... যদিও বেশ কিছু পুরুষ তেমনটা হওয়ার আশায় ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করে থাকে।

সেই মডেলটা ঘুরে দাঁড়ালে আমাদের সবার চোখের সামনে ওর পুরো খালি পিঠটা ভেসে উঠল।

"ওহো... আমিও যদি ওর মত ড্রেস পরতে পারতাম! কিন্তু হে ঈশ্বর! দেখো, ও কি পরেছে!" এশা বলল।

"আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে, ও ব্রা পরেনি। মনে হয়, পুরোটাই সমতল!" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"মেয়েরা!" আমি বললাম।

"হ্যাঁ!" এশা আর প্রিয়াঙ্কা আমার দিকে তাকাল।

"আমি বোর হচ্ছি। তোমরা কি অন্য কোন টপিকে আলোচনা করতে পারো না?" আমি ওদের কাছে মিনতি করলাম। আমি ব্রুমকে খুঁজলাম। ও একা সব ড্রিংকগুলো সামলাতে পারছিল না আর আমাদের দিকে সাহায্য করার জন্য হাত নাড়ছিল।

"আমি যাচ্ছি।" এশা বলল আর ও ব্রুমের দিকে এগিয়ে গেল।

অবশেষে আমি আর প্রিয়াঙ্কা একা ছিলাম।

"তো?" ও ঝুঁকে পড়ে আমার ঠোঁটে একটা আঙুল বুলিয়ে বলল – "তুমি আমাদের মেয়েলী কথায় বোর হচ্ছিলে?"

"দেখো, এটা আমাদের একটা ডেট হওয়ার কথা ছিল। আমাকে বাধ্য হয়ে ওদের সঙ্গে আসতে হয়েছে। শেষ তোমাকে একা পাওয়ার পর থেকে প্রায় একটা যুগ কেটে গেছে।"

"আমি তোমাকে আগেও বলেছি যে, ক্রুম আসতে চেয়েছিল আর আমি অসামাজিক হতে চাইনি।" প্রিয়াঙ্কা আমার মাথার চুলে বিলি কাটতে-কাটতে বলল – "ঠিক আছে। আমরা দুজনে একটু পরেই পায়চারী করতে যাব। আমিও তোমাকে একা-একা কাছে পেতে চাই... তুমি বোঝ না কেন?"

"দয়া করে তাড়াতাড়ি চলো।"

"নিশ্চয়ই যাব... কিন্তু এখন ওরা রয়েছে।" প্রিয়াঙ্কার কথা শেষ হওয়ামাত্র ক্রুম আর এশা এসে পৌঁছল। ক্রুম সবার দিকে পানীয় এগিয়ে দিল। আমরা সবাই এক-অপরকে *চীয়ার্স* করলাম আর গলায় খুশী ফুটিয়ে তোলার চেস্টা করলাম... যেমনটা ডিস্কোতে এলে সবাই করে।

"ওয়েবসাইটের জন্য অভিনন্দন! শুনেছি, ওটা খুবই ভালো হয়েছে।" এশা পানীয়ে এক চুমুক মেরে বলল।

"তেমন কিছুই নয়। টেস্ট কাস্টমারদের অবশ্য সেটা পছন্দ হয়েছে। এখন আর কোন ডায়ালিং নয় আর এটা অত্যন্ত সহজও বটে।" ক্রুম বলল।

"তো, শেষ পর্যন্ত তাহলে মি. শ্যামের প্রোমোশন হতে চলেছে।" প্রিয়াঙ্কা বলল। আমি লক্ষ্য করলাম যে, ও দু চুমুকেই নিজের পানীয়ের এক-তৃতীয়াংশ শেষ করে ফেলেছে।

"মি. শ্যামের প্রোমোশন হচ্ছে অন্য কাহিনী।" ক্রুম বলল – "হয়তো মি. শ্যাম সেটা নিজের মুখেই বলতে চাইবেন।"

"বাদ দাও... সেসব অন্য কোন সময়ে হবে।" আমি বললাম... কিন্তু আমি দেখলাম যে, প্রিয়াঙ্কাও আমার মুখের দিকে আশাভরা দৃস্টিতে চেয়ে রয়েছে।

"ঠিক আছে। শোন, বক্সী বলেছে যে, ও বোস্টনের সঙ্গে কথা বলবে... কিন্তু এই কাজে একটু সময় লাগবে।"

"তুমি ওর ওপরে জোর খাটাচ্ছ না কেন?" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"কি ভাবে? তুমি নিজের বসের ওপরে জোর কি ভাবে খাটাতে পারো?" আমি বিরক্তিভরা গলায় বললাম।

"শান্ত হও।" ক্রুম বলল – "আমরা এখানে পার্টি করতে এসেছি আর...!"

একটা চিৎকার-চেঁচামেচি আমাদের আলোচনায় বাধার সৃস্টি করল। আমরা দেখলাম যে, ডান্স ফ্লোরে লোকেরা জটলা বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর DJ মিউজিক থামিয়ে দিয়েছে।

"হয়েছেটা কি ?" ক্রুম বলল আর আমরা সবাই ডান্স ফ্লোরের দিকে এগিয়ে চললাম।

ডান্স ফ্লোরে একটা মারপিটের ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। এক দল মাতাল ভেবেছিল যে, তাদের সঙ্গে আসা কোন মেয়ের গায়ে কেউ হাত দিয়েছে। তাদের মধ্যে একজন অভিযোগ করেছে যে, আরেকজন কেউ তার জামার কলার চেপে ধরেছিল। খুব শীঘ্রই তাদের নিজেদের গ্যাং এসে হাজির হয়। যেহেতু মুখে তর্ক করার পক্ষে ডান্স ফ্লোর একটু বেশী শব্দবহুল জায়গা... তাই লোকেরা নিজেদের অভিব্যক্তি লাথি-ঘুঁষির মাধ্যমেই প্রকট করেছে। একজন আরেকজনকে ডান্স ফ্লোরে চিত করে ফেলার পরে মিউজিক বন্ধ করে দেওয়া হয়। ততক্ষনে গোটা ফ্লোরটা রণক্ষেত্রের রূপ নিয়ে নিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সিকিউরিটির লোকেরা সবাইকে আলাদা করে শান্তি ফিরিয়ে আনে। মাটিতে পড়ে যাওয়া লোকটাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্ট্রেচার নিয়ে আসা হয়।

"ওহো... ব্যাপারটা আরও কিছুক্ষন চললে ভালো হত।" ক্রুম বলল।

সত্যি তাই। ডিস্কোতে সুন্দর-সুন্দর পোশাকের লোকেদের দেখার থেকে ভালো যদি কিছু থাকে, তাহলে সেটা হচ্ছে মারপিট দেখা। পার্টিতে মারামারির অর্থই হচ্ছে পার্টি পুরোপুরি জমে উঠেছে।

পাঁচ মিনিট পরে আবার একবার মিউজিক শুরু হয়ে পড়ল আর ডান্স ফ্লোরটা আবার একবার সেই সব অত্যধিক স্লিম মেয়েদের কব্জায় চলে গেল।

"বড়লোক বাপের বিগড়ে যাওয়া বাচ্চাদের সঙ্গে এমনটাই ঘটে, যাদের পকেটে প্রচুর টাকা থাকে।" ক্রুম বলল।

"বাদ দাও, ক্রুম। আমার মনে হয়, তুমিই একবার পকেটে টাকা থাকাকে ভালো বলেছিলে। এই ভাবেই তুমি আমেরিকানদের হারাতে চেয়েছিলে... কি, তাই না ?" প্রিয়াঙ্কা মাত্র সাত মিনিটে একটা লং আয়ল্যাণ্ড শেষ করার ফলে প্রাপ্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে উঠল।

"ঠিক কথা। তোমার মোবাইল ফোনের বিল, পিজ্জা আর ডিস্কোয় আসার খরচ কি তুমি টাকা দিয়ে মেটাও না ?" আমি বললাম।

"হ্যাঁ। কিন্তু তফাৎটা হচ্ছে এই যে, সেই টাকাটা আমি খেটে রোজগার করি। এই সব বড়লোক বাপের কুলাঙ্গার ছেলেরা এটা জানে না যে, টাকা রোজগার করতে কত কষ্ট করতে হয়।" ক্রুম নিজের গ্লাস তুলে ধরে বলল – "এই ড্রিংকটার দাম হচ্ছে তিন শো টাকা – এই টাকাটা রোজগার করতে আমাকে পুরো একটা রাত দু শো বিরক্তিকর আমেরিকানদের বকবকানি সহ্য করতে হয়। তারপর আমি এই ড্রিংকটা পাই। এই সব ছেলেদের সঙ্গে আমার কোন তুলনাই হতে পারে না।"

"ওহো... এখন আমার এটা গলায় ঢালতে নিজেকে প্রচণ্ড অপরাধী বলে মনে হচ্ছে।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"ছাড়ো, বাদ দাও। তুমি এখন ভালোই টাকা রোজগার করছ। অন্ততঃ পক্ষে যখন তুমি জানালিস্ট ট্রেনী ছিলে, সেই সময়ের থেকে অনেক ভালো।" আমি বললাম।

"হ্যাঁ।" ক্রুম এক চুমুকে প্রায় 120 টাকার মত পানীয় গলায় ঢেলে দিয়ে বলল – "আমরা ভালোই মাইনে পাই। মাসে 15,000 হাজার টাকা। মানে দিনে প্রায় 12 ডলার। ফুঃ... আমি এক দিনে যত টাকা রোজগার করি, তত টাকা এক আমেরিকান বার্গার বয় দু ঘন্টায় কামিয়ে নেয়। আমার ডিগ্রীর পক্ষে অবশ্য টাকাটা মন্দ নয়... একেবারেই মন্দ নয়। জানালিস্ট হলে আমি যত টাকা হাতে পেতাম, এটা তার প্রায় দ্বিগুণ।" ও খালি গ্লাসটাকে ঠেলে দিল আর সেটা টেবিলের অন্য প্রান্তের দিকে গড়িয়ে গেল।

আমরা সকলে এক মিনিট কোন কথা বললাম না। ক্রুম যখন ক্ষেপে ওঠে, তখন ওকে সামলানো অত্যন্ত মুশ্কিল হয়ে পড়ে।

"এত নিরাশ হওয়ার কি আছে ? এসো, ডান্স করা যাক।" এশা ক্রুমের হাত ধরে টেনে বলল।

"না।" ক্রুম বলল।

"একটা গানের সঙ্গে অন্ততঃ নাচবে এসো।" এশা নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল।

"ঠিক আছে। কিন্তু কেউ যদি তোমাকে বিরক্ত করে, আমি তাকে ছেড়ে কথা বলব না।" ক্রুম বলল।

"চিন্তা কোর না... কেউ আমাকে বিরক্ত করবে না। এখানে আমার থেকে অনেক সুন্দরী মেয়েরা রয়েছে।" এশা বলল।

"আমার অবশ্য তেমনটা মনে হয় না। যাই হোক... চলো।" ক্রুম বলল আর ওরা দুজন ডান্স ফ্লোরের দিকে এগিয়ে গেল। সেই সময় ফ্লোরে এশার অন্যতম প্রিয় গান '*শারারা শারারা*' বাজছিল।

প্রিয়াঙ্কা আর আমি নিজেদের সীট থেকেই ওদেরকে নাচতে দেখছিলাম।

"এবার কি পায়চারী করতে যাবে ?" কয়েক মিনিট পরে প্রিয়াঙ্কা বলল।

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।" আমি বললাম। আমরা দুজনে হাত ধরাধরি করে 32 মাইলস্টোনের বাইরে বেরিয়ে এলাম। গেটের সিকিউরিটি আমাদের হাতের পাতায় স্ট্যাম্প লাগিয়ে দিল, যাতে আমরা আবার একবার ডিস্কোয় ঢুকতে পারি। আমরা পার্কিং লটের দিকে এগিয়ে চললাম... কারণ সেই জায়গাটায় মিউজিক কিছুটা

হাল্কা ছিল।

"এই জায়গাটা কত শান্ত।" প্রিয়াঙ্কা বলল – "ক্রম ক্ষেপে উঠলে আমার একটুও ভালো লাগে না। ওর নিজের মেজাজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।"

"ওর এখনও বয়স কম আর ও কিছুটা কনফ্যুজও হয়ে রয়েছে। তুমি চিন্তা কোর না... বাস্তবিকতা ওকে ঠিক করে তুলবে। আমার মনে হয় যে, ও কখনো-কখনো কলেকশাসে চাকরী করাটাকে ওর ভুল বলে মনে করে। তাছাড়া ও নিজের মা-বাবার আলাদা হয়ে যাওয়াটাকেও মেনে নিতে পারেনি। তাই ও মাঝে-মাঝে মেজাজ হারিয়ে ফেলে।"

"তবুও, ওর নিজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ রাখা উচিত। ওর যদি কোন স্টেডী গার্লফ্রেণ্ড থাকত, তাহলে আমার মনে হয় ও কিছুটা রিল্যাক্সড্ অনুভব করতে পারত।"

"আমার মনে হয়, ও এশাকে পছন্দ করে।" আমি বললাম।

"এশা আগ্রহী কি না, সেটা আমি জানি না। ও নিজের মডেলিং ট্রিপ নিয়েই মেতে রয়েছে।"

আমরা নিজেদের ক্যোয়ালিসের কাছে এসে পৌঁছলাম। আমি সিগারেটের প্যাকেট বার করতে গাড়ীর দরজা খুললাম।

"আমার সামনে তুমি সিগারেট খাবে না।" ও সিগারেটের প্যাকেটটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলল।

"দেখো, স্টেডী গার্লফ্রেণ্ড থাকাটা আমার মতে ভালো জিনিষ নয়।" আমি বললাম।

"আচ্ছা... ? তাহলে মি. শ্যাম নতুন করে ভাবনা-চিন্তা করছেন।" প্রিয়াঙ্কা নিজের ঘাড়টা এক পাশে ঝুঁকিয়ে বলল।

"না।" আমি বললাম আর আবার একবার ক্যোয়ালিসের দরজা খুললাম। এবার আমি গাড়ীর ভেতর থেকে একটা বোতল বার করে আনলাম।

"কি ওটা ?" প্রিয়াঙ্কা প্রশ্ন করল।

"কিছুটা বাকার্ডী আমি বাঁচিয়ে রাখি। ভেতরে এই জিনিষটারই এক পেগের দাম তিন শো টাকা... এই পুরো বোতলটার সমান।"

"বাহ... তুমি তো বেশ স্মার্ট দেখছি।" প্রিয়াঙ্কা আমার থুতনী নেড়ে বলল... তারপর ও বোতল থেকে এক চুমুক পান করল।

"আস্তে... সস্তাতে পাওয়া যাচ্ছে বলেই মাতাল হয়ে ওঠার কোন প্রয়োজন নেই।"

"বিশ্বাস করো... তোমার যদি আমার মত মা-বাবা থাকত, তাহলে তোমারও

প্রয়োজন থাকত।"

"আবার কি হল ?"

"কিছুই না। আমি আজ মায়ের ব্যাপারে কথা বলে এই সুন্দর মুডটাকে নষ্ট করতে চাই না। এসো, ড্রিংক করা যাক।" বোতলের ঢাকনাটা একটা কাপের কাজ করল আর আমি অন্যটার জন্য সিগারেটের প্যাকেটের ওপরের অংশটা ছিঁড়ে নিলাম। আমরা দুটোতেই ব্যাকার্ডী ঢাললাম আর দুজনে অন্তরঙ্গ ভাবে পায়চারী করতে-করতে গলায় ব্যাকার্ডী ঢালতে লাগলাম।

"ভেতরে আমি বক্সীর সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছি, তার জন্য আমি দুঃখিত।" ও বলল।

"ঠিক আছে... কোন ব্যাপার নয়।" আমি বললাম আর এটা চিন্তা করতে লাগলাম যে, আমাদের দ্বিতীয় পেগটা এখনই গলায় ঢালা উচিত হবে, না কিছুক্ষন পরে ?

"আমি মাঝে-মাঝে একটু রুক্ষ হয়ে পড়ি ঠিকই... কিন্তু আমি পরে সেটার জন্য দুঃখও প্রকাশ করে নিই। আমি মনের দিক থেকে ভালো, তাই না ?" ও বলল... ওর বেশ নেশা হয়ে পড়েছিল।

"তুমি সত্যিই খুব ভালো।" আমি বললাম আর ওর আবছা হয়ে আসা চোখ দুটোর দিকে তাকালাম। ওর নাকটা আবার কিছুটা লাল হয়ে উঠতে শুরু করেছিল আর আমি ওর নাকের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আনতে পারছিলাম না।

"তো ?" ও বলল।

"তো কি ?" আমি বললাম। আমি তখনও ওর নাকটার দ্বারা সম্মোহনের অবস্থায় ছিলাম।

"তুমি আমার দিকে এই ভাবে তাকিয়ে রয়েছ কেন ?" ও মুচকি হেসে বলল।

"কি ভাবে ?"

"তোমার চোখে আমি দুষ্টুমীর ছোঁওয়া দেখতে পাচ্ছি, মিস্টার।" ও আমার দুটো হাত চেপে ধরে বলল।

"কোন দুষ্টুমীর ব্যাপার নেই – এটা তোমার কল্পনা মাত্র।" আমি বললাম।

"দেখা যাক।" ও আমার আরও কাছে ঘেঁষে এল। আমরা দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরলাম আর ও আমার গলায় কিস্‌ করল।

"এ্যাই শোন।" ও বলল।

"কি ?" আমি ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে উঠলাম।

"এর আগে শেষ কবে আমরা দুজন দুজনকে আদর করেছি, তোমার মনে আছে ?"

"ওহো! সেই কথা বলে আর কষ্ট বাড়িয়ে তুলো না... তারপর প্রায় একটা মাস কেটে গেছে।"

কথাটা সত্যি। আমাদের বাড়ীটাই হচ্ছে একমাত্র জায়গা, যেখানে আমরা দুজন দুজনকে আদর করতে পারি... তাও বাড়ী খালি থাকলে, তবেই। এখন আবার আমার মা ঠাণ্ডার কারণে দিনের বেশীর ভাগ সময় বাড়ীতেই কাটাচ্ছেন। এমন কি উনি আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করার নিজের প্রিয় হবিটাকেও ত্যাগ করেছেন।

"তুমি কি ছোট্ট জায়গায় কখনো কাউকে আদর করেছ?"

"কি?" আমি সরাসরি ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে প্রশ্ন করলাম।

"আউচ!" ও নিজের কানে হাত বোলাতে-বোলাতে বলল – "তুমি কি আমার কথা শুনতে পাওনি?"

"তুমি ঠিক কি বলতে চাইছ?"

"শোন... আমাদের হাতে এখন সময়ও রয়েছে... মৃদু মিউজিক বাজছে আর জায়গাটাও নির্জন।"

"তো?"

"তো গাড়ীতে উঠে পড়ো, বন্ধু আমার!" ও এই বলে গাড়ীর দরজা খুলে ধরল। আমি গাড়ীর পেছনের সীটে উঠে বসলাম আর ও-ও আমার পেছন-পেছন উঠে এল।

আমাদের ক্যোয়ালিস ডিস্কোর ঠিক পেছনের দিকে পার্ক করা ছিল আর চুপ করে থাকলে আমরা ডিস্কোতে বাজতে থাকা গান শুনতে পাচ্ছিলাম। তখন ডিস্কোতে '*কাটে*' ফিল্মের '*মাহী বে*' গানটা বাজছিল।

"এই গানটা আমার খুব পছন্দ।" প্রিয়াঙ্কা বলল আর আমার দিকে মুখ করে আমার কোলের ওপরে এসে বসল।

"এটা একটা পোল ডান্সারের গান... সেটা কি তুমি জানো?" আমি বললাম।

"হ্যাঁ, জানি... কিন্তু গানটার কথাগুলো আমার খুব ভালো লাগে। এই ফিল্মের নায়ক-নায়িকার প্রেম সত্যিকারের প্রেম ছিল... কিন্তু বিধাতা পুরুষের মনে অন্য কিছু ছিল।"

"আমি গানের কথার ওপরে অতটা নজর দিই না।"

"তুমি তো শুধু ভিডিয়োতে কম কাপড় পরে থাকা মেয়েদের ওপরেই নজর দাও।" ও আমার মাথার চুলে আঙুল বোলাতে-বোলাতে বলল।

আমি চুপ করে রইলাম।

"তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে না তো? তুমি কি ছোট্ট জায়গায় কখনো কাউকে আদর করেছ?" ও আবার একবার প্রশ্ন করল।

"প্রিয়াঙ্কা... তুমি কি পাগল হয়ে গেছ, নাকি তোমার নেশা হয়ে গেছে ?"

ও আমার শার্টের ওপরের দিকের কয়েকটা বোতাম খুলে ফেলল – "দুটোই। শোন মিস্টার, ছোট্ট জায়গার অর্থ হচ্ছে এই যে, তোমাকে সহযোগ করতে হবে। এবার নিজের হাত দুটোকে সরাও।" ও বলল।

আমাদের দুজনের নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া সেখানে আর কোন শব্দ ছিল না।

ও ভালো করে দেখে নিল যে, গাড়ীর জানলাগুলো বন্ধ আছে আর তারপর ও আমাকে শার্ট খুলে ফেলার হুকুম দিল। ও প্রথমে নিজের কুর্তা খুলে ফেলল আর তারপর আস্তে করে নিজের ব্রা-র হুকটাও খুলে ফেলল।

"জামা-কাপড় কোথায় খুলে রাখছ, মাথায় রেখো। পরে সেগুলো তাড়াতাড়ি খুঁজে পেতে হবে।" ও বলল।

"তুমি কি পাগল হয়ে গেছ... ?" আমি নিজের হাত দুটোকে ওপরের দিকে উঠিয়ে ধরে বললাম, যাতে ও শার্টটা আমার মাথার ওপর দিয়ে খুলে নিতে পারে। ও আমার শার্টটাকে এক দিকে রাখার জন্য একটু সরে গেল আর ওর পা আমার বাঁ দিকের গুপ্তাঙ্গের ওপরে এসে পড়ল।

"আউচ্!" আমি চিৎকার করে উঠলাম।

"উপস্... স্যরি।" ও একটু দুষ্টুমী মেশানো দুঃখিত স্বরে বলল। ও নিজের পা সরাতেই ওর মাথাটা গাড়ীর ছাদে গিয়ে ধাক্কা খেল।

"আউচ্!" ও বলল – "দুঃখিত! এটা টাইটানিক ফিল্মের মত ততটা ভালো হচ্ছে না।"

"ঠিক আছে। এলোমেলো যৌনতা পরিকল্পিত যৌনতার থেকে অনেক ভালো হয়। আর একেবারে কিছু না হওয়ার থেকে তো নিশ্চিত রূপে ভালো।" আমি ওকে আরও কাছে টেনে নিতে-নিতে বললাম।

"এ্যাই, তোমার কাছে কি কণ্ডোম আছে ?" ও ফিস্‌ফিস্ করে জানতে চাইল।

"হ্যাঁ, ম্যাডাম্। আমরা সর্বদা আশা নিয়েই বেঁচে থাকি।" আমি এই বলে প্যান্টের পেছনের পকেট থেকে পার্সটা বার করে আনলাম।

প্রিয়াঙ্কা আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরায় আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম। এবার ও সরাসরি আমার মুখে কিস্ করতে লাগল। আমিও ওর কাঁধে কিস্ করলাম। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমি এটা ভুলে গেলাম যে, আমি কোম্পানীর গাড়ীতে রয়েছি।

এর কুড়ি মিনিট পরে আমরা গাড়ীর পেছনের সীটে পরস্পরের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ছিলাম।

"অপূর্ব... সত্যিই অপূর্ব, মিস্ প্রিয়াঙ্কা।"

"আমি ধন্য হলাম, স্যার।" ও আমার দিকে চোখ মেরে বলল – "আমরা কি কিছুক্ষন এখানে শুয়ে থেকে কথা বলতে পারি ?"

"নিশ্চয়ই পারি।" আমি নিজের পোশাক খুঁজতে-খুঁজতে বললাম।

আমরা নিজেদের পোশাক পরে নেওয়ার পরে ও আবার একবার আমাকে জড়িয়ে ধরল।

"তুমি কি আমাকে ভালোবাস ?" প্রিয়াঙ্কা প্রশ্ন করল। ওর গলাটা বেশ সিরীয়াস শোনাচ্ছিল।

"এই পৃথিবীর অন্য কারো থেকে অনেক বেশী এবং সেই অন্য কারো মধ্যে আমি নিজেও আছি।" আমি ওর মাথার চুল নিয়ে খেলা করতে-করতে বললাম।

"তোমার কি মনে হয় যে, আমি ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য ?" ও বলল। ওর গলা শুনে মনে হচ্ছিল, ও এক্ষুনি কেঁদে ফেলবে।

"তুমি আমাকে এই সব প্রশ্ন কেন করছ ?" আমি বললাম।

"আমার মা আজ আমাদের ফ্যামিলি এ্যালবাম দেখছিল। হঠাৎ আমার তিন বছর বয়সে তোলা একটা ফোটোয় পৌঁছে মা থেমে গেল। ফোটোটায় আমি এক ট্রাইসাইকেলে বসে আছি আর মা পেছন থেকে আমাকে ধাক্কা দিচ্ছে। মা অনেকক্ষন ধরে সেই ফোটোটার দিকে তাকিয়ে রইল আর তারপর কি বলল, জানো ?"

"কি ?"

"মা বলল, আমি নাকি তিন বছর বয়সে খু-উ-ব মিষ্টি ছিলাম।"

"তুমি এখনও যথেষ্ট মিষ্টি।" আমি ওর নাকটায় আলতো চাপ দিয়ে বললাম।

"মা আরও বলল যে, সেই সময় আমি যতটা ভালো মেয়ে ছিলাম, এখন নাকি ততটা নই। মা বলল, আমি নাকি এখন অত্যন্ত নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছি আর মা এটা বুঝে উঠতে পারে না যে, সেটার কারণটা ঠিক কি...!" প্রিয়াঙ্কা বলতে-বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

আমি ওকে শক্ত করে চেপে ধরলে অনুভব করলাম যে, ওর সর্বশরীর কাঁপছে। আমি কি বলব, ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। এমন ইমোশনাল পরিস্থিতিতে ঠিক কি কথা বলা উচিত, ছেলেরা সেটা কখনোই বুঝে উঠতে পারে না আর তারা সব সময়ই বোকার মত কিছু একটা বলে ফেলে।

"তোমার মা সত্যিই পাগল...।"

"আমার মায়ের সম্বন্ধে উল্টো-পাল্টা কথা বোল না। আমি মাকে প্রচণ্ড ভালবাসি। আমার কথা শোনার জন্য তোমার কাছে কি পাঁচটা মিনিট সময় হবে ?" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"নিশ্চয়ই হবে... আমি দুঃখিত।" ওর ফোঁপানি আরও বেড়ে ওঠায় আমি বলে

উঠলাম। আমি মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলাম যে, পরের পাঁচটা মিনিট আমি চুপ করে থাকব। আমি সময় কাটানোর জন্য নিজেরই শ্বাস-প্রশ্বাস গুনতে শুরু করলাম। আমার প্রতি মিনিটে শ্বাস-প্রশ্বাসের গড় গতি হচ্ছে ষোল; আশী বার শ্বাস-প্রশ্বাসের অর্থ হচ্ছে আমি ওর কথা পাঁচ মিনিট ধরে শুনে নিয়েছি।

"আমরা এমনটা ছিলাম না। আমার মনে হয়, ক্লাস এইট পর্যন্ত আমি আর মা পরস্পরের ভালো বন্ধু ছিলাম। তারপর আমি যত বড় হয়ে উঠতে লাগলাম, মায়ের পাগলামীও তত বেড়ে উঠতে লাগল।"

আমার ইচ্ছে করল... ওকে এটা বলি যে, ও এইমাত্র আমার ওর মাকে পাগল বলতে মানা করেছিল। কিন্তু আমি চুপ করে থাকার প্রতিজ্ঞা করেছি।

"মা আমাদের দুই ভাই-বোনের জন্য আলাদা-আলাদা নিয়ম তৈরী করেছিল আর সেটাই আমার সমস্যার কারণ। মা আমার সব ব্যাপারে মন্তব্য করবে – আমি কি পরছি, কোথায় যাচ্ছি... কিন্তু অন্য দিকে আমার ভাইকে মা কিছুই বলে না। আমি এই জিনিষটা নিয়ে মায়ের সঙ্গে কথা বলারও চেষ্টা করেছি... কিন্তু তাতে মা আরও বেশী বিরক্ত হয়ে উঠত। আর কলেজে ঢোকার পরে আমি মাকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতে শুরু করলাম।"

"আহ-আহ!" আমি বললাম আর মনে-মনে হিসেব করার চেষ্টা করতে লাগলাম যে, পাঁচ মিনিটের অর্দ্ধেক সময় নিশ্চয়ই পেরিয়ে গেছে। আমার পা দুটোয় টান ধরছিল। মজা লোটার পালা শেষ হয়ে পড়লে ছোট্ট জায়গা যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে।

"গোটা কলেজ জীবনে আমি মাকে উপেক্ষা করে চলেছি আর আমার মন যা চেয়েছে, সেটাই করেছি। আসলে, আমার এই বেপরোয়া স্বভাবটা সেটার থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু একটা স্তরে আমার নিজেকে কেমন যেন অপরাধী বলে মনে হয়। আমি কলেজ লাইফ শেষ করার পরে মায়ের সঙ্গে আবার একবার সমঝোতা করে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমার সব কিছুকে কেন্দ্র করেই আমার মায়ের সমস্যা রয়েছে – আমার চিন্তাধারা, আমার বন্ধু-বান্ধব, আমার ছেলে বন্ধু।"

ওর শেষ শব্দটা আমার মনোযোগ আকৃষ্ট করল। আমি মুখ খুলতে বাধ্য হয়ে উঠলাম... যদিও ততক্ষনে মাত্র 57 শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া হয়েছিল।

"তুমি কি *'ছেলে বন্ধু'* বলেছিলে?"

"হ্যাঁ... মা জানে তোমার কথা। আর সেজন্যই মা আমাকে জোর দিচ্ছে কোন *'সেটলড্'* ছেলেকে বিয়ে করার জন্য।"

সেটলড্? এই শব্দটা আমাকে বার-বার আঘাত করতে থাকে। এই শব্দটার অর্থ কি? শুধু কোন টাকা-পয়সাওয়ালা ব্যক্তি... নাকি এমন কেউ, যার প্রতি মাসে একটা ভালোমতন উপার্জন থাকে? অবশ্য মেয়েদের অভিভাবকেরা মুখে এমনটা

কখনোই বলবেন না... কারণ তাহলে এটা প্রমাণিত হয়ে পড়বে যে, তাঁরা নিজেদের মেয়েকে সব থেকে উঁচু দর হাঁকা ব্যক্তির হাতে বিক্রী করে দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁদের মনের কথাটা অনেকটা এই রকমই হয়। ওনারা প্রেম-ভালবাসা, আবেগ-অনুভূতি ইত্যাদির কথা চিন্তাই করেন না। "*আমাদেরকে তোমার পকেটের জোর দেখাও আর তার পরিবর্তে বাকী জীবন আমাদের মেয়েকে নিজের কাছে রেখে নাও।*" সম্বন্ধ করে বিয়ের এটাই মুখ্য চুক্তি হয়।

"তুমি কি ভাবছ ?" প্রিয়াঙ্কা আমাকে প্রশ্ন করল।

"তোমার মায়ের চিন্তাধারা অনুসারে আমি পরাজিত পক্ষ... তাই নয় কি ?" আমি উত্তর দিলাম।

"আমি সেটা বলিনি।"

"আচ্ছা... আমরা যখনই কথা বলি... তখনই তুমি মাঝখানে বক্সী আর আমার প্রোমোশনকে কেন টেনে নিয়ে আসো ?" আমি সরে বসতে-বসতে বললাম।

"তুমি এতটা রক্ষণাত্মক কেন হয়ে পড়ছ ? ঠিক আছে, যদি বক্সী তোমাকে প্রোমোশন না দেয়, তুমি অন্য কোন চাকরী খুঁজতে পারো।"

"চাকরী খুঁজে-খুঁজে আমি হাঁফিয়ে উঠেছি। বাজারে কোন ভালো চাকরী নেই আর আমি প্রত্যাখিত হতে-হতে হাঁফিয়ে উঠেছি। তাছাড়া, এই কল সেন্টার ছেড়ে অন্য আরেকটা কল সেন্টার জয়েন করার মধ্যে যুক্তি কোথায় ? সেখানে আমাকে আবার সেই জুনিয়র এজেন্ট হিসেবে শুরু করতে হবে – তোমাকে ছেড়ে, আমার অন্যান্য বন্ধুদের ছেড়ে। আরেকটা কথা তোমাকে বলছি... এখানে আমি টীম লীডার না হলেও আমি যথেষ্ট সুখী। আমি এখানেই ঠিক আছি... তুমি বুঝতে পারছ, আমি ঠিক কি বলতে চাইছি ? আর তোমার নাটুকে মা-কে জানিয়ো দিও যে, উনি যেন আমাকে সরাসরি এই কথাটা জানিয়ে দেন যে, আমি হেরে গেছি। আর উনি নিজের পছন্দ মত যে কোন সেটলড্ ছেলের হাতে তোমাকে তুলে দিতে পারেন। আমি যা, আমি তাই...।" আমি এক নিঃশ্বাসে বলে উঠলাম। আমার মুখটা ঠিক বীটের ভেতরের অংশের মতই লাল হয়ে উঠেছিল।

"শ্যাম ! তুমিও কি একটু বোঝার চেস্টা করবে না ?"

"কাকে বুঝব... তোমার মাকে ? না, সেটা আমি পারব না। আর আমার এমনটা মনে হয় যে, তুমিও তোমার মায়ের সঙ্গে একমত যে, জীবন যুদ্ধে এই হেরে যাওয়া লোকটার সঙ্গে আমি কেন সময় নষ্ট করছি ?"

"বাজে কথা বন্ধ করো।" প্রিয়াঙ্কা চেঁচিয়ে উঠল – "আমি একটু আগেই তোমার সঙ্গে ভালবাসার খেলায় মেতে উঠেছি। আর ঈশ্বরের দোহাই... এই *'হেরে যাওয়া'* শব্দটা ব্যবহার করা বন্ধ করো।" এই বলে ও আবার একবার কান্নায় ভেঙে

পড়ল।

গাড়ীর জানলার কাঁচে দু বার আওয়াজ হওয়ায় আমাদের কথোপকথনে বাধা পড়ল। রুম বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল; আর এশা ওর ঠিক পাশটায় দাঁড়িয়ে ছিল।

"হ্যালো! আমার মনে হয় যে, আমরা সবাই এক সঙ্গে এসেছিলাম। তোমাদের মত কপোত-কপোতীরা একটু সুযোগ পেলেই...!" রুম ব্যঙ্গ করে বলে উঠল।

#13

ল্যাণ্ডলাইন ফোনের জোরালো শব্দ আমাকে 32 মাইলস্টোনের স্মৃতির দুনিয়া থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এল। প্রিয়াঙ্কা ঝাঁপিয়ে পড়ে ফোন উঠিয়ে নিল – "হাই ই ই গণেশ!" ও বলল। ওর এই টেনে-টেনে কথা বলাটা আমার কাছে ফ্ল্যাটিং বলেই মনে হয়। কিন্তু আমার মতামতের আশা কে করে?

আমি ও প্রান্তের গণেশের কথা শোনার জন্য পাগল হয়ে উঠলাম। ভেতর থেকে যেন কেউ আমাকে বলল – "*টেবিলের তলায় ঢুকে পড়ো আর ফোন ড্রাপ করো, শ্যাম!*" কিন্তু আমি তৎক্ষনাত নিজেকে এমন সাংঘাতিক চিন্তা করার জন্য বকুনি লাগালাম।

"হ্যাঁ-হ্যাঁ... আমি জানতাম যে, এটা তোমারই ফোন হবে। কারণ এই এমারজেন্সী লাইনে আর কেউ ফোন করে না।" প্রিয়াঙ্কা আঙুল দিয়ে নিজের মাথার চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে বলল। মেয়েরা নিজেদের প্রিয় ব্যক্তির সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় প্রায়ই নিজেদের মাথার চুল নিয়ে খেলা করে – এমনটা আমি একবার ডিসকভারী চ্যানেলে দেখেছিলাম।

"হ্যাঁ।" প্রিয়াঙ্কা কয়েক সেকেণ্ড পরে বলল – "হ্যাঁ, আমি গাড়ী ভালবাসি। তুমি কোন্ গাড়ী কেনার কথা ভাবছ?... লেক্সাস?"

"লেক্সাস! ও লেক্সাস কিনছে?" রুম চেঁচিয়ে উঠল। ও এত জোরে চেঁচাল, যাতে আমি এটা বুঝতে পারি যে, লেক্সাস অত্যন্ত দামী গাড়ী!

"ওকে জিজ্ঞাসা করো, কোন্ মডেল... প্লীজ জিজ্ঞাসা করো।" রুম এই কথা বললে প্রিয়াঙ্কা ওর দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকাল। ও রুমের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল।

"ওদেরকে কথা বলতে দাও, রুম। গাড়ীর মডেল ছাড়াও ওদের আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ আলোচনা করার আছে।" এশা বলল।

"কি রং-য়ের কিনবে? দেখো, এটা হচ্ছে তোমার গাড়ী... আমি কি করে রং

পছন্দ করব ?" প্রিয়াঙ্কা এবার ফোনের তারের সঙ্গে খেলা করতে শুরু করেছিল। পরের পাঁচটা মিনিট গণেশই বেশী কথা বলল আর প্রিয়াঙ্কা শুধু 'হুঁ-হ্যাঁ' করে চলল।

"ফোনটা ট্যাপ করো।" সেই আওয়াজটা ক্রমাগত আমাকে বিরক্ত করে চলেছিল। আমার এজন্য নিজের প্রতিই ঘৃণা হতে লাগল... কিন্তু আমি এটাও জানতাম যে, আমি এমনটা করব। আমি প্রিয়াঙ্কার টেবিল ছেড়ে ওঠার অপেক্ষা করতে লাগলাম।

"না-না, গণেশ! ঠিক আছে... তুমি তোমার মীটিং-য়ে যাও। আমাকে পরে ফোন করো।" এই বলে প্রিয়াঙ্কা ফোন রেখে দিল। আমার মনে হল – যাক... মি. মাইক্রোসোফট্ তাহলে কিছু কাজও করে।

"ক্রুম... লেক্সাস কি খুব সুন্দর গাড়ী ?" প্রিয়াঙ্কা প্রশ্ন করল।

ক্রুম ততক্ষনে নেট খুলে লেক্সাস গাড়ীর ছবি সার্ফিং করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। ও প্রিয়াঙ্কার দিকে ঘুরে তাকাল – "এটা দেখো। লেক্সাস হচ্ছে এখনকার যুগের অন্যতম দামী গাড়ী। তোমার গণেশ নিশ্চয়ই প্রচণ্ড ধনী।"

প্রিয়াঙ্কা একবার ক্রুমের মোনিটরের দিকে তাকাল আর তারপর ও অন্য মেয়েদের দিকে ফিরে বলল – "ও আমাকে গাড়ীর রং পছন্দ করতে বলেছে। তোমরা কি বিশ্বাস করতে পারছ ?"

ক্রুম নিজের সীট হেলান দিয়ে বলল – "ওকে কালো অথবা সিলভার কালারের গাড়ী নিতে বলো। এই দুটো কালার সত্যিই ভালো। তবে, আমি তোমার জন্য আরও কিছু কালার দেখে রাখব। আর ওকে বোল, ভেতরের ডেকোরেশন যেন ডার্ক লেদারের হয়।"

এই ফাঁকে আমার ভেতরটায় আগুন জ্বলে উঠেছিল। আমার পক্ষে সহ্য করা আর সম্ভব হচ্ছিল না।

আমি ভাবছিলাম যে, আমার ফোন ট্যাপ করা উচিত হবে কি না ? আমি এটা ভালো করেই জানতাম যে, প্রিয়াঙ্কা আর অন্য সব মেয়েরা আমাকে সেই কাজ করতে ধরে ফেললে আমাকে খুন করে ফেলবে। কিন্তু এটা আমাকে করতেই হবে। এটা আমার পুরুষত্বে আঘাত দিচ্ছিল... কিন্তু আমি সেই গাধার কথা শুনতে চাইছিলাম, যে আমার প্রাক্তণ গার্লফ্রেণ্ডকে দামী গাড়ীর লোভ দেখাচ্ছে।

আমি টেবিলের তলায় ঢোকার জন্য অজুহাত সৃষ্টি করার চেষ্টা করলাম।

"কি ব্যাপার ? গত 10 মিনিটে কোন কল এলো না কেন ?" আমি বললাম – "কানেকশন ঠিক আছে কি না, আমি দেখছি।"

"যেতে দাও।" এশা বলল – "আমি এই ব্রেকটা উপভোগ করছি।"

"হ্যাঁ... আমিও।" রাধিকা বলল – "কানেকশন ঠিকই আছে। হয়তো

উৎসাহে ভরে উঠে বাঙ্গালোর সব কল এ্যাটেণ্ড করছে।"

"বায়ো?" প্রিয়াঙ্কা এশার উদ্দেশ্যে বলল। এটা হচ্ছে ব্যক্তিগত আলোচনা করার জন্য এক সঙ্গে টয়লেটে যাওয়ার ওদের কোড ওয়ার্ড।

"অবশ্যই।" এশাও গসিপিং করার প্রয়োজন অনুভব করল আর নিজের সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

"দাঁড়াও, আমিও আসছি।" রাধিকাও সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল। ও আমার দিকে ঘুরে বলল – "টিম লীডার! মেয়েদের বায়ো-ব্রেকের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।"

"তোমরা সবাই এক সঙ্গে যাচ্ছ?" আমি নির্বিকার থাকার চেষ্টা করে বললাম... কিন্তু ভেতরে-ভেতরে আমি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিলাম। এটাই ছিল আমার সুযোগ – "ঠিক আছে... আজ রাতে তেমন একটা ব্যস্ততাও নেই।"

মেয়েরা আমার দৃষ্টির বাইরে চলে যেতেই আমি টেবিলের তলায় ঢুকে পড়লাম।

"তুমি ওখানে কি করছ?" ক্রুম বলল।

"কিছু না। আমার মনে হচ্ছে কানেকশন লুজ আছে।" আমি বললাম।

"তুমি কানেকশানের ব্যাপারে কি জানো?" ক্রুম বলল। ও টেবিলের তলায় উঁকি মারার জন্য ঝুঁকে পড়ল – "আমাকে সত্যি করে বলো যে, তুমি টেবিলের তলায় ঠিক কি করছ?"

আমি ওকে সব সত্যি-সত্যি খুলে বললাম। ক্রুম পাঁচ সেকেণ্ড ধরে আমাকে বকাবকি করল... তারপর ও-ও এই ব্যাপারে উত্তেজনা অনুভব করল আর টেবিলের তলায় আমার কাছে চলে এল।

"আমার নিজেকেই ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না যে, আমি এই কাজে তোমাকে সহায়তা করছি। মেয়েরা ধরতে পারলে আমাদের খুন করে ফেলবে।" ক্রুম বলল।

"ওরা জানতেও পারবে না।" আমি তারগুলো যুক্ত করতে-করতে বললাম – "কাজ হয়ে এসেছে।"

ক্রুম ল্যাণ্ডলাইন উঠিয়ে নিল আর আমরা সব কিছু চেক করে নিলাম। এবার আমি নিজের কম্প্যুটারে একটা অপশন বেছে নিয়ে আমার হেডসেটের সহায়তায় ল্যাণ্ডলাইনে হতে থাকা সব কথাই শুনতে পারব। মি. মাইক্রোসফট এবার ফাঁদে পড়ে গেছে।

"তুমি এই কাজ কেন করছ?" ক্রুম বলল।

"আমি জানি না... আমাকে প্রশ্ন কোরো না।"

"মেয়েরা এত বেশী সময় নিচ্ছে কেন?"

"তুমি ওদেরকে ভালো করেই চেনো... টয়লেটে ওরা নিজেদের মেয়েলী কথা বলাবলি করে।"

"আর তুমি কি ওদের সেই সব কথা শুনতে চাও না? আমি বাজী ধরে বলতে পারি যে, ওরা মি. মাইক্রোসোফটকে নিয়েই আলোচনা করছে।"

"ওহো... না।" আমি বুঝতে পারলাম যে, আমি অনেক কিছু হারাচ্ছি – "কিন্তু আমরা সেই সব কথা কি করে শুনতে পারব?"

"ছেলেদের টয়লেটের একেবারে কোনের স্টল থেকে।" রুম বলল – "ছেলেদের আর মেয়েদের টয়লেটের মাঝে শুধু একটা দেওয়াল রয়েছে। তুমি যদি দেওয়ালের সঙ্গে নিজের কানটাকে শক্ত করে ধরে রাখো, তুমি সহজেই ওপারের সব কথা শুনতে পারবে।"

"সত্যি?" আমার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

রুম মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

"কাজটা যদিও অন্যায়... আড়ি পেতে অন্যদের কথা শোনা।" আমি বললাম।

"হ্যাঁ, তা তো বটেই।"

"কিন্তু কে পরোয়া করে? চলো, যাওয়া যাক।" আমি বললাম এবং আমি আর রুম এক সঙ্গে নিজেদের চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম।

রুম আর আমি ছেলেদের টয়লেটের একেবারে কোনের স্টলে চুপিসারে ঢুকে পড়লাম আর দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলাম। আমরা এর পরে নিজেদের কান দেওয়ালের সঙ্গে শক্ত করে চেপে ধরলাম। আমি ওপারে রাধিকার গলা শুনতে পাচ্ছিলাম।

"হ্যাঁ... ওর গলা শুনে ওকে সত্যিই ভালো বলে মনে হয়।" রাধিকা বলছিল।

"কিন্তু গাড়ীর রং-য়ের ব্যাপারে আমার কিছু বলাটা উচিত হবে না... তাই না? যতই হোক, এটা হচ্ছে ওর গাড়ী আর এত দামী গাড়ী। কিন্তু ও কি বলেছে, তোমরা জানো?" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"কি?" রাধিকা প্রশ্ন করল।

"ও বলেছে – "না, এটা আমাদের গাড়ী।" আর তারপর ও বলেছে – "তুমি আমার জীবনে নতুন রং ভরে দিয়েছ, তাই গাড়ীর রং বাছার অধিকারও তোমার হওয়া উচিত।"

"ওহো... ওকে বড্ডই রোমান্টিক মনে হচ্ছে।" এশা বলল।

"ন্যাকার মত কথা! জীবনে রং... ন্যাকানোর আর জায়গা পায় নি।" আমি রুমের উদ্দেশ্যে বললাম।

"শ্-শ্-শ্! আস্তে... ওরা শুনে ফেলবে।" ক্রুম বলল আর আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে ধরল।

"যাকগে... অনুজের কি খবর?" প্রিয়াঙ্কা বলল। আমি ওর চুড়ির শব্দ পরিস্কার শুনতে পেলাম। ও হয়তো নিজের মাথার চুল বিন্যস্ত করছিল।

"অনুজ ভালোই আছে।" রাধিকা বলল - "ও এখন কোলকাতায় এক ডীলার কনফারেন্সে রয়েছে। আমার মনে ওর কাজের চাপটা একটু বেশীই বেড়ে উঠেছে।"

"সেলসের কাজ বড়ই শক্ত কাজ।" এশা বলল - "এক্সকিউজ মী... আমাকে এটা পাল্টাতে হবে... আউচ্!"

"কি হচ্ছে?" আমি প্রশ্ন করলাম।

ক্রুম কাঁধ ঝাঁকাল।

"এশা, তোমার এই ক্ষতস্থান শুকোতে কয়েকটা দিন সময় লাগবে। শুধুমাত্র একটা ব্যাণ্ড-এইড্ দিয়ে কাজ হবে না।" প্রিয়াঙ্কা বলল। আমি অনুমান লাগালাম যে, এশা নিশ্চয়ই নিজের ব্যাণ্ড-এইড্ পাল্টাচ্ছিল।

"না, আমি ঠিক আছি। এটা ন্যাকমে ফ্যাশন উইক শুরু হওয়ার আগেই শুকিয়ে গেলেই চলবে।" এশা বলল।

"চলো... ফেরা যাক, মেয়েরা। রাত প্রায় একটা বাজে।" রাধিকা বলল - "নয়তো ছেলেরা রাগে বিড়বিড় করবে।"

"ছেলেরা সব সময়ই বিড়বিড় করে। ওরা যেন সিগারেট খাওয়ার ব্রেক কখনোই পায় না।"

"কিন্তু আজ ওরা একটু বেশী ক্ষেপে আছে। বিশেষ করে একজন তো বটেই।" রাধিকা বলল।

ক্রুম আমার দিকে আঙুল তুলে ইশারা করল। হ্যাঁ, মেয়েরা আমার সম্বন্ধেই আলোচনা করছিল।

আমি দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরলাম।

"তুমি বলতে চাইছ যে, শ্যাম খবরটাকে ভালো ভাবে নেয়নি?" প্রিয়াঙ্কা বলল। ওরা টয়লেটের দরজার দিকে এগোতে থাকায় ওর গলাটা ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছিল।

"তুমিই বলো... তুমি ওকে আমাদের সবার থেকে বেশী ভালো ভাবে চেনো।" এশা বলল।

"আমি ভেবে পাই না যে, ও মাঝে-মাঝে এমন ছেলেমানুষের মত ব্যবহার কেন করে?" ওরা টয়লেট থেকে বেরিয়ে আসার সময় প্রিয়াঙ্কা বলল।

"ছেলেমানুষ ? আমি ? আমি ছেলেমানুষ ?" আমি লাফাতে শুরু করে দিলাম – "এসব কি হচ্ছে ? মি. মাইক্রোসোফটের কথাগুলো এখন ওর কাছে রোমান্টিক আর আমার ব্যবহার ছেলেমানুষী হয়ে উঠেছে ?" আমি দেওয়ালে ঘুঁষি মেরে বললাম।

"শ্যাম ! বাচ্চাদের মত কোর না।" ক্রুম বলল।

আমরা স্টল থেকে বাইরে পা রাখতেই বক্সীকে সিংকের কাছে দেখতে পেলাম আর আমি লাফিয়ে দু পা পেছিয়ে এলাম।

আয়নায় বক্সী আমাদের দুজনকে দেখতে পেল আর ও যখন আমাদের দিকে ঘুরে তাকাল, তখন ওর চোয়ালটা নীচের দিকে ঝুলে পড়েছিল।

"হ্যালো, স্যার !" ক্রুম বলল আর ওর পাশের সিংকটার দিকে এগিয়ে গেল।

"স্যার ! আপনি যা ভাবছেন, তেমন কিছুই নয়...।" আমি বলে উঠলাম।

"আমি কিছুই ভাবছি না। তোমরা ব্যক্তিগত জীবনে কি করবে, না করবে... সেসব তোমাদের ব্যাপার। কিন্তু এটা বলো যে, তোমরা নিজেদের সীটে নেই কেন ?" বক্সী বলল।

"স্যার, আমরা একটা ছোট্ট ব্রেক নিয়েছিলাম। আজ রাতে কলের সংখ্যাও তেমন একটা নয়, তাই...।" আমি বললাম।

"তোমরা কি নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে ব্রেক নিয়েছিলে ? মেয়েরাও নিজেদের সীটে নেই।" বলার সময় বক্সীর মুখটা তৈলাক্ত গোলাপী থেকে তৈলাক্ত লালে পরিণত হচ্ছিল।

"তাই নাকি ? মেয়েরা সব গেল কোথায় ?" ক্রুম বলল।

বক্সী আমাদের দিক থেকে পেছনে ঘুরে প্রস্রাবাগারের দিকে চলে গেল। আমি ওর পাশেরটায় গেলাম।

"তুমি তো এই মাত্র টয়লেট করে এলে।" বক্সী বলল।

"স্যার !" আমি আমতা-আমতা করে বলে উঠলাম – "স্যার... ওটা একটু আলাদা ব্যাপার ছিল, ক্রুমের সঙ্গে।"

"প্লীজ...! আমি জানতে চাই না।" বক্সী বলল।

"স্যার, না।" আমি বললাম।

এই জিনিষটা মেয়েদের কখনোই করতে হয় না ঃ টয়লেটে প্রস্রাব করতে থাকা নিজের বসের পাশে দাঁড়িয়ে থাকাটা দুনিয়ার সব থেকে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি হয়। আপনি সেই সময় কি করবেন ? ওনাকে একা ছেড়ে চলে আসবেন, নাকি ওনাকে সঙ্গ দেবেন আর ওনার মনোরঞ্জন করবেন ?

"স্যার ! আপনি এখানে !" আমি বললাম... কারণ এর আগে আমি বক্সীকে

কখনো এখানে দেখিনি।

"হ্যাঁ... আমি সব সময় এক্সিক্যুটিভ টয়লেটই ব্যবহার করি।" বক্সী নিজের পদমর্যাদার ওপরে জোর দিয়ে বলল।

"হ্যাঁ, স্যার।" আমি ঘাড় নেড়ে বললাম। আমি এটা ভেবে পাচ্ছিলাম না – *ও এখানে কেন এসেছিল?*

"আমি তোমার টেবিলে এশার একটা ক্যুরিয়ার দিতে এসেছিলাম।"

"ক্যুরিয়ার?" ক্রুম নিজের সিংকের কাছ থেকেই বলল – "এত রাতে?"

"আমি সেটা ওর টেবিলে রেখে এসেছি। ওকে বলে দিও।" বক্সী প্যান্টের চেন টানতে-টানতে বলল।

"আর হ্যাঁ, শ্যাম! তুমি কি ভয়েস এজেন্টদের আড়াইটের সময় আমার অফিসে একটা টিম মীটিং-য়ের জন্য আসতে বলতে পারবে?"

"কি ব্যাপার, স্যার?" ক্রুম বলল।

"কিছু না। আমি ওদের সঙ্গে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আলোচনা করতে চাই। আর হ্যাঁ, আমি কি তোমাকে ওয়েবসাইটের ওপরে কিছু প্রশ্ন করতে পারি? তোমার তো সেসব ভালোমতন জানা আছে, তাই না?"

"হ্যাঁ, স্যার। আর বেশীর ভাগ প্রশ্নের উত্তর আমরা আপনাকে যে ইউজার ম্যানুয়াল পাঠিয়েছি, তার FAQ বিভাগে পাওয়া যাবে।"

"FAQ?"

"ফ্রীকোয়েন্টলী আস্কড্ কোয়েশ্চন!"

"গুড! বোস্টন হয়তো কিছু ব্যাপারে জানতে চাইতে পারে। সেগুলোর উত্তর দেওয়ার কাজে আমার তোমাদের সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে। যেমন ধরো, তোমরা নতুন কম্প্যুটার মডেলগুলোর জন্য সাইট আপডেট করেছ?"

"সেটা খুবই সহজ, স্যার। সিস্টেমের যে কোন লোকই ওয়েবসাইট মোডিফাই করতে পারবে এবং মডেল অনুযায়ী প্রশ্ন পরিবর্তনও করতে পারবে।" ক্রুম বলল।

বক্সী আমাদের আরও কয়েকটা প্রশ্ন করল। সেগুলোর উত্তর দেওয়াটা আমার বা ক্রুমের পক্ষে মোটেই মুশকিল ছিল না... কারণ আমরা দুজনে ওয়েবসাইটটাকে গোড়া থেকে তৈরী করেছিলাম।

"গুড... গুড! তোমাদের জ্ঞান দেখে আমি অত্যন্ত খুশী হলাম। যাই হোক, ইউজার ম্যানুয়ালের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি ইতিমধ্যেই বোস্টনকে দশ কপি পাঠিয়ে দিয়েছি।" বক্সী নিজের হাতের জল বাড়তে-ঝাড়তে বলল আর আমি একটু সরে গেলাম, যাতে ওর হাতের জলের ফোঁটা আমার ওপরে এসে না পড়ে।

"আপনি পাঠিয়ে দিয়েছেন?" আমরা দুজনেই এক সঙ্গে বলে উঠলাম।

"স্যার! আপনি কি ই-মেলে আমাদের কপি করেছেন? অন্যথা আমরা ঝামেলায় পড়ে যেতে পারি।" ক্রুম বলল।

"ওহো... স্যরি। ই-মেল করতে আমি ততটা অভ্যস্ত নই। আমি ওটা তোমাকে ফরোয়ার্ড করে দেব। কিন্তু এবার তোমরা যে-যার সীটে ফিরে যাও... ও.কে.?"

"নিশ্চয়ই, স্যার!" আমি বললাম।

"আর আমি তোমাকে যে এ্যাড-হক কাজ দিয়েছিলাম, সেটা কি তুমি শেষ করে ফেলেছ?" বক্সী বলল।

"কোনটা, স্যার?" আমি বললাম আর তারপর বুঝতে পারলাম যে, ও বোর্ড মীটিং-য়ের নিমন্ত্রণ পত্রগুলোর ফোটো কপি করার ব্যাপারে জানতে চাইছে – "প্রায় শেষ করে এনেছি, স্যার। হয়ে গেলেই আমি সেগুলো আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।"

বক্সী মাথা নাড়ল আর আমাদের ছেড়ে চলে গেল। আমি অবাক হয়ে উঠলাম যে, বক্সী বোস্টনে ই-মেল করার সময় আমাদেরকে কপি কেন করেনি? অবশ্য আমি এতে আশ্চর্য মোটেই হইনি।

"চলো... ফিরে যাই।" আমি ক্রুমের উদ্দেশ্যে বললাম।

#14

আমরা যখন নিজেদের বে-তে ফিরে এলাম, তখন ডব্লি.এ.এস.ডি.-তে আবার একবার কল আসা শুরু হয়ে পড়ছিল। রাধিকা একজন কলারকে বোঝাচ্ছিল যে, ভ্যাকুয়াম ক্লীনার কি করে খুলতে হবে। প্রিয়াঙ্কা এক মহিলাকে ডিশওয়াটারে প্যান না রাখার পরামর্শ দিচ্ছিল। এশা এক বৃদ্ধ ব্যক্তিকে ওভেনকে প্রী-হীট না করার ব্যাপারে শিক্ষা প্রদান করছিল আর সেসবের সাথে-সাথেই ওপার থেকে ভেসে আসা *'তোমার গলাটা অত্যন্ত সেক্সী'* মন্তব্যকে পাশ কাটিয়েও চলেছিল।

আমার কম্প্যুটারের পর্দায় আরও একটা কল ভেসে উঠল।

"আমি এই লোকটাকে চিনি... কলটা কি আমি নিতে পারি?" ক্রুম বলল।

"কে এ?" আমার ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

"এর নাম হচ্ছে উইলিয়াম ফক্স। শুনতে চাইলে শুনতে পারো।" ক্রুম বলল।

"আমাকে একটু হেল্প করো, স্মার্ট বয়।" ফোনের ও প্রান্তের লোকটা বলল। ওর গলাটা প্রচণ্ড রুক্ষ শোনাচ্ছিল আর ওর কথা বলার মধ্যে একটা দক্ষিণ আমেরিকান টান লক্ষ্য করা যাচ্ছিল; ওর গলা শুনে ওর বয়স মাঝ-তিরিশ বলে

মনে হল আমার। আমি অনুমান করলাম যে, লোকটা ড্রিংক করে রয়েছে।

"কে এ ?" আমি ফিস্‌ফিস্‌ করে প্রশ্ন করলাম... কিন্তু ক্রুম আমাকে চুপ করে থাকতে বলল।

"স্যার! আমার যদি কোন ভুল না হয়ে থাকে, তাহলে আমি নিশ্চয়ই মি. উইলিয়াম ফক্সের সঙ্গে কথা বলছি।"

"ঠিকই বলেছ তুমি। তোমার কি মনে হয় যে, তুমি আমার নামটা জানো বলে তুমি আমাকে বাজে কোয়ালিটির মাল বেচার অধিকার পেয়ে গেছ ?"

"আপনার ভ্যাকুয়াম ক্লীনারের সঙ্গে কি সমস্যা হল, স্যার ? ওটা তো VX-100?"

"ওটা ধুলো টানতে পারছে না। ওটা কাজই করছে না।"

"স্যার! আপনার কি এটা মনে আছে যে, আপনি শেষ বার ওটার ডাস্ট ব্যাগ কবে পাল্টেছিলেন ?" ক্রুম বলল।

"শ... শালা! এখন উল্টোপাল্টা কথা বলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছ ? তোমরা আমাকে একটা বাজে মাল গছিয়ে দিয়েছ।"

ক্রুম তিনটে দীর্ঘ নিঃশ্বাস টেনে নিল। ও এমন পরিস্থিতির জন্য শেখানো বুলি আউড়ে গেল – "স্যার! আমি আপনাকে অনুরোধ করছি যে, আপনি দয়া করে এমন ভাষার প্রয়োগ করবেন না, প্লীজ!"

"আচ্ছা... তাই নাকি ? তাহলে তোমাদের ... মেশিনটাকে ঠিক করে দাও।"

ক্রুম নিজের ফোনে একটা বাটনে চাপ দিল আর তারপর ও-ও মনের আনন্দে গালাগালি দিতে লাগল।

"আরে র... তুমি কি করছ ?" আমি আতংকিত হয়ে উঠলাম।

"চিন্তা কোর না... এটা মিউট্ করা আছে।" ক্রুম বলল – "এবার আবার স্বাভাবিক কথোপকথন শুরু হবে।" ও সেই বাটনটায় আবার একবার চাপ দিল আর নিজের গলাকে যথাসম্ভব শান্ত রাখার চেষ্টা চালিয়ে বলল – "স্যার! আমার মনে হয়, ডাস্ট ব্যাগগুলো ভর্তি হয়ে ওঠার পরে আপনার সেগুলো পাল্টানো উচিত।"

"আমি কার সঙ্গে কথা বলছি, জানতে পারি কি ?" ও প্রান্তের ব্যক্তি রেগে উঠেছিল।

"ভিক্টর বলছি, স্যার!"

"তুমি ভারত থেকে বলছ, তাই না ?"

"স্যার! আমি দুঃখিত যে, আমি আমার লোকেশন আপনাকে জানাতে পারছি না।"

"তুমি ভারত থেকে বলছ কি না, সেটা বলো।"

"হ্যাঁ স্যার... আমি ভারত থেকে বলছি।"

"তুমি এই চাকরী পেলে কি করে? তোমার কি ন্যুক্লিয়ার ফিজিক্সে কোন ডিগ্রী আছে?"

"স্যার! আপনার কি নিজের ক্সীনারের ব্যাপারে সহায়তার কোন প্রয়োজন আছে, না নেই?"

"আরে বাদ দাও ওসব... তোমার সাহায্যের আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমি ডাস্ট ব্যাগ পাল্টে নেব। তুমি আমাকে এটা বলো যে, তোমরা নিজেদের নোংরা দেশটাকে কবে পাল্টাবে?"

"মাফ করবেন, স্যার! আমি চাই যে, আপনি এই ভাবে কথা বলা বন্ধ করুন।"

"আচ্ছা, তাই নাকি? এখন এক বাদামী ছেলের থেকে আমাকে এটা শিখতে হবে যে, আমার ঠিক কি ভাবে কথা বলা উচিত?" আমি মাঝপথে কল কেটে দেওয়ায় উইলিয়াম ফক্সের গলাটা আচমকাই থেমে গেল।

ক্রুম কয়েক সেকেণ্ড কোন নড়াচড়া করল না। ওর সর্বশরীর থরথর করে কাঁপছিল আর ও প্রচণ্ড জোরে-জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। তারপর ও টেবিলের ওপরে কনুই রেখে দু হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে নিল।

"তোমার এমন লোকেদের সঙ্গে কথা বলাটা উচিত হয়নি।" আমি ক্রুমের উদ্দেশ্যে বললাম।

মেয়েরা নিজেদের কল এ্যাটেণ্ড করতে-করতে আমাদের দিকে তাকাল।

"ক্রুম! আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি।" আমি বললাম।

ও এবার মুখ তুলল আর খুব আস্তে-আস্তে আমার দিকে ফিরল। তারপর হঠাৎই ও টেবিলের ওপরে প্রচণ্ড জোরে একটা ঘুঁষি মারল – "গোল্লায় যাক।" ও বলল আর টেবিলের তলায় জোরে লাথি মারল।

"আরে কি ব্যাপার?" প্রিয়াঙ্কা বলল – "আমার লাইনটা কেটে গেল।"

ক্রুমের ছোঁড়া লাথি টেবিলের তলায় তারগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল আর তার ফলে আমাদের সমস্ত কল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। আমি তারগুলো পরীক্ষা করে দেখতে চাইছিলাম... কিন্তু তার আগে আমার ক্রুমকে সামলানোর ছিল। ক্রুম উঠে দাঁড়াল আর ওর 6 ফুটেরও বেশী উচ্চতার শরীরটা আমাদের সবার মাথা ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

"দেখো... আমি দু ধরণের লোকেদের একেবারে সহ্য করতে পারি না।" ও আমাদের দিকে দুটো আঙুল দেখিয়ে বলল – "এক, বর্ণবৈষম্যবাদী আর দুই, আমেরিকান।"

ওর কথায় প্রিয়াঙ্কা হেসে উঠল।

"এতে হাসার কি হল?" আমি বললাম।

"কারণ ওর কথার মধ্যে পরস্পর-বিরোধিতা রয়েছে। বর্ণবৈষম্যবাদীদের পছন্দ করে না... কিন্তু আমেরিকানদের সহ্য করতে পারে না।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"কেন?" ক্রম বলল – "কেন আমেরিকানরা আমাদের ওপরে ছড়ি ঘোরাবার অধিকার পেয়েছে, তোমরা কেউ কি সেটা জানো?"

কেউ কোন উত্তর দিল না।

ক্রম বলে চলল – "আমি তোমাদের সেটা জানাচ্ছি। ওরা বেশী স্মার্ট বলে নয়, ওরা ভালো লোক বলেও নয়... শুধুমাত্র এই জন্য যে, ওদের দেশ হচ্ছে ধনী দেশ আর আমাদের দেশ গরীব দেশ। এটাই হচ্ছে একমাত্র কারণ। গত পঞ্চাশ বছর ধরে যারা আমাদের এই দেশ চালিয়ে আসছে, তারা ভারতকে পৃথিবীর সব থেকে গরীব দেশগুলোর অন্যতম করে তোলা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি। দারুণ কাজ করেছে আমাদের তথাকথিত নেতারা!"

"এবার শান্ত হও, ক্রম।" রাধিকা বলল।

"আমেরিকানদের বাদ দাও।" আমি ক্রমের দিকে একটা জলের বোতল এগিয়ে ধরে বললাম – "দেখো, তুমি পুরো সিস্টেমটাকেই অকেজো করে তুলেছ।" আমি সব ক'টা ম্যাংক কমপ্যুটারের দিকে ইঙ্গিত করে বললাম।

"কেউ একজন আমেরিকানদের প্রচণ্ড জোরে লাথি কষিয়েছে। এখন আর কোন কল আসবে না।" প্রিয়াঙ্কা নিজের চোখ দুটোকে গোলাকার বৃত্তে ঘোরাতে-ঘোরাতে বলল।

"আমাকে দেখতে দাও।" আমি বললাম আর টেবিলের তলায় ঢুকে গেলাম। আমার বেশী চিন্তা এমারজেন্সী ফোনটাকে ট্যাপ করা তারগুলোকে নিয়ে হচ্ছিল। ভাগ্য ভালো, সেগুলো ঠিকই ছিল।

"শ্যাম, দাঁড়াও।" এশা বলল – "এটা আমাদের কল এ্যাটেণ্ড না করার পক্ষে এক ভালো অজুহাত হতে পারে। এটাকে কিছুক্ষন এমনিই থাকতে দাও।"

বাকীরাও এশার কথায় সায় দিল। আমরা ঠিক করলাম যে, কুড়ি মিনিট পরে এই ব্যাপারে সিস্টেমসকে জানাব।

"বক্সী এখানে কেন এসেছিল? আমি ওকে ছেলেদের টয়লেট থেকে বেরোতে দেখেছিলাম।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"এশাকে একটা ক্যারিয়ার দিতে।" আমি বললাম – "আর ও বলেছে যে, রাত আড়াইটের সময় ওর অফিসে একটা টিম মীটিং আছে। ওহো... আমাকে বোর্ড মীটিং-য়ের নিমন্ত্রণ পত্রগুলোর ফোটো কপি করতে হবে।"

আমি বক্সীর দেওয়া পাতাগুলোকে আবার একত্রিত করতে শুরু করলাম।

"কোন্ ক্যারিয়ার ?" এশা বলল – "এটা ?"

ও ওর কম্প্যুটারের কাছেই পড়ে থাকা একটা ব্রাউন প্যাকেট তুলে নিল।

"ওটাই হবে।" ক্রুম বলল।

এশা প্যাকেটটা খুলল। ভেতর থেকে ও একশো টাকার নোটের দুটো বাণ্ডিল বার করে আনল। একটা বাণ্ডিলের ওপরে হলুদ রং-য়ের কাগজে কিছু একটা লেখা ছিল... যেটা পড়ে ওর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে পড়ল।

"বাহ... আমাদের ভেতরে কেউ একজন বড়লোক হয়ে উঠল।" ক্রুম বলল।

"মন্দ কি ? টাকাটা কিসের জন্য ?" রাধিকা জানতে চাইল।

"তেমন কিছুই নয়। আমার এক বন্ধু আমার থেকে ধার নেওয়া টাকা ফেরত পাঠিয়েছে।" এশা বলল।

ও প্যাকেটটাকে নিজের ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখল আর ড্রয়ার থেকে নিজের মোবাইল ফোনটাকে বার করে আনল। ওর মুখে দ্বিধার ছাপ সুস্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল... ও এটা ঠিক করে উঠতে পারছিল না যে, ওর ফোন করা উচিত হবে কি না। আমি বক্সীর কাগজগুলোকে নিয়ে জেরক্স রুমের দিকে এগিয়ে চললাম।

"আমাকে একটু হেল্প করবে ?" আমি ক্রুমের উদ্দেশ্যে বললাম।

"একেবারেই না। আমি যাদের সঙ্গে কাজ করেছি, আজ তারা সবাই ন্যাশনাল টি.ভি.-র রিপোর্টার হয়ে পড়েছে আর আমাকে দেখো। বসে-বসে ফোন এ্যাটেণ্ড করছি আর শালা আমেরিকানদের গাগাগালি সহ্য করছি।" ক্রুম বলল আর আমার দিক থেকে অন্য দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল।

#15

আমি সাপ্লায়েস রুমে জেরক্স মেশিন অন্ করলাম আর ডকুমেন্ট ফীডারে বক্সীর কাগজগুলো রাখলাম। আমি যেই এজেণ্ডা ডকুমেন্টে 'স্টার্ট' বাটনে চাপ দিলাম, কপিয়ার একটা আওয়াজ করে থেমে গেল। পর্দায় বড়-বড় সুস্পষ্ট অক্ষরে ***'পেপার জাম : ট্রে 2'*** লেখাটা ভেসে উঠল।

আমাদের সাপ্লায়েস রুমের কপিয়ারটা কোন মেশিন নয়... সেটা যেন ঠিক এক মানুষ। বিকারগ্রস্ত মনের এক মানুষ। আপনি যখনই দুটো শীটের বেশী কপি করতে যাবেন, তখনই পেপার জাম হয়ে পড়বে। তারপর মেশিন আপনাকে শিক্ষা দিতে শুরু করবে : সেটা আপনাকে সিস্টেমেটিক নির্দেশ দিয়ে চলবে যে, কি করে

মেশিনকে আবার চালু করা যেতে পারে – *কভার খুলুন, ট্রে সরান, লিভার টানুন।* আমার এক-এক সময় এমনটা মনে হয় যে, এ যদি এত কিছুই জানে... তাহলে ও নিজেই সমস্যার সমাধান কেন করে দেয় না ?

"হতচ্ছাড়া!" আমি পেপার ট্রে খোলার জন্য নীচের দিকে ঝুঁকতে-ঝুঁকতে নিজের মনেই বিড়বিড় করে উঠলাম। আমি বেশ কিছু লিভার ঘোরালাম আর চোখের সামনে যেসব পেপার এল, টেনে বার করে আনলাম।

আমি উঠে দাঁড়ালাম আর ফীডার ট্রেতে আবার সব ডকুমেন্ট ব্যবস্থিত করে রাখলাম। আমি আবার একবার 'স্টার্ট' বাটনে চাপ দিলাম। আমি এটা লক্ষ্য করিনি যে, বক্সীর দেওয়া ডকুমেন্টগুলোর ওপরে আমার আই.ডি. কার্ডটাও রাখা রয়েছে। সেই মেশিন স্টার্ট হল, সেটা পেপারের সাথে-সাথে আমার আই.ডি. কার্ডটাকেও টেনে নিল। আই.ডি. কার্ডটা আমার গলায় ঝোলানো স্ট্র্যাপটার থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল।

"আহ!" গলায় চাপ পড়ায় আমার মুখ থেকে আর্তনাদ বেরিয়ে এল। আই.ডি. কার্ডটা মেশিনের ভেতরে চলে গেছিল আর স্ট্র্যাপটা আমার গলায় পেঁচিয়ে গেছিল। আমি প্রচণ্ড জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম আর আই.ডি. কার্ডটাকে টেনে বাইরে নিয়ে আসার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম। অবশ্য মেশিনটার শক্তি আমার থেকে বেশী ছিল। আমি নিশ্চিত হয়ে পড়েছিলাম যে, এবার আমি শেষ হয়ে পড়ব এবং হয়তো আমার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের জন্য আগে থেকেই আই.ডি. কার্ডে লাগানো আমার ফোটোটার একটা কপি করে রাখা হচ্ছে। এবার আমি মেশিনটায় জোরে লাথি মারতে শুরু করলাম।

ক্রম ছুটে ঘরের ভেতরে ঢুকে এল। "আরে... হচ্ছেটা কি...?!" ও-ও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে উঠল। ও দেখল সারা ঘরে A4 শীট ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে, জেরক্স মেশিনটা থেকে গোঁ-গোঁ করে আওয়াজ বেরোচ্ছে আর আমি ফোটোকপিয়ার মেশিনটার ওপরে উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছি আর আই.ডি. স্ট্র্যাপটার সঙ্গে টাগ অফ্ ওয়ার খেলছি।

"কিছু একটা করো।" আমি বলে উঠলাম।

"কি করব?" ও ঝুঁকে পড়ে মেশিনটাকে দেখল। স্ক্রীণে *'পেপার জ্যাম'* কথাটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। ততক্ষনে আমার আই.ডি. স্ট্র্যাপটা মেশিনের ভেতরে ঢুকে ছিল। ক্রম চার পাশে তাকাল আর একটা কাঁচি দেখতে পেল।

"আমি...?" ও আমার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠে বলল – "আমি চাইছিলাম যে, অন্যরাও এই দৃশ্যটা উপভোগ করুক।"

"চুপ করো... আর... ফিতেটাকে কেটে দাও।" আমি বললাম।

ক্যাচ্! ক্রুম ফিতেটাকে কেটে দিল আর আমিও যেন মৃত্যুর দোরগোড়া থেকে ফিরে এলাম।

"এখন ঠিক আছো?" ক্রুম কাঁচিটাকে সাপ্লায়েস ট্রেতে ছুঁড়ে দিয়ে প্রশ্ন করল।

আমি নিজের ঘাড়ে হাত বোলাতে-বোলাতে মাথা নাড়লাম আর জোরে-জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলাম। আমি নিজের মাথাটাকে গরম হয়ে ওঠা ফোটোকপি মেশিনটার কাঁচের ওপরে রাখলাম। হয়তো আমি একটা জোরে মাথাটা রেখেছিলাম অথবা আমার মাথার ওজনটা একটু বেশী ছিল... আমি কাঁচ ফাটল ধরার আওয়াজ শুনতে পেলাম।

"ওহো!" ক্রুম বলল – "তুমি কাঁচটাকে ভেঙে ফেলেছ।"

"কি?" আমি মাথা তুলে বললাম।

"উঠে দাঁড়াও।" ক্রুম বলল আর আমাকে মেশিনটার ওপর থেকে টেনে তুলল – "তোমার আজ হয়েছেটা কি?"

"কে জানে!" আমি বক্সীর ডক্যুমেন্টগুলো এক জায়গায় করতে-করতে বললাম – "আমি সত্যিই অকর্মার ঢেঁকি। এই সামান্য কাজটুকুও আমার দ্বারা হয় না। আমি প্রায় মরতে চলেছিলাম। তুমি কি কালকের হেডলাইনটা কল্পনা করতে পারছ – *'কপিয়ার এক ব্যক্তির শিরঃচ্ছেদ করেছে... তার ডক্যুমেন্ট কপি করেছে'*।"

ক্রুম হেসে উঠল আর আমার কাঁধের ওপরে স্বান্তনার হাত রাখল।

"টেনশন কোর না। আমি ক্ষমা চাইছি।"

"কিসের জন্য?" আমি বললাম। আমার জীবনে গত 26 বছরে কেউ আমার কাছে ক্ষমা চায়নি।

"আমি নিজের রুক্ষতার জন্য ক্ষমা চাইছি। আমি তোমাকে সহায়তা করার জন্য তোমার সঙ্গে আসিনি। প্রথমে, এই কল সেন্টার বন্ধ হয়ে যাওয়ার গুজব... তারপর বুন্টুর এনডিটিভি জয়েন করা... তারপরে বক্সীর আমাদের কপি না করে ডক্যুমেন্ট পাঠানো... মানসিক রোগে গ্রস্ত কিছু কলারের গালাগালি শোনা। মানুষ জীবনে কিছু তো চাইবে?"

"তুমি কি চাও?" আমি প্রশ্ন করলাম। আমি আবার একবার বক্সীর ডক্যুমেন্টগুলো কপি করার চেস্টা করে চলেছিলাম... কিন্তু আমি বাটনে চাপ দেওয়ামাত্র জেরক্স মেশিনটা প্রতিবারই কিছু মেসেজ পাঠাচ্ছিল। শেষে আমি কাঁচটায় একটা ফাটলের চিহ্ন আবিষ্কার করলাম আর মেশিনের সুইচ অফ্ করে দিলাম। আমার মনে হল যে, মেশিনটা আত্মহত্যা করে নিয়েছে।

"সুখ-শান্তি!" ক্রুম একটা চেয়ারের ওপরে বসে বলল – "জীবনে সেটাই হচ্ছে সব থেকে দামী জিনিষ। তুমি ভাবছ যে, তুমি খুব সুখী – ভালো মাইনে, সুন্দর বন্ধু,

জীবনটা এক উৎসব – কিন্তু হঠাৎই, এক মুহূর্তে সব কিছুতেই ফাটল ধরে যেতে পারে, ঠিক যেমনটা এই জেরক্স মেশিনটার কাঁচে ফাটল ধরেছে।"

আমার মাথায় জীবন সম্বন্ধে ক্রুমের এই থিওরীটা ঠিক ঢুকল না... কিন্তু ওর মুখচোখ দেখে এটা বুঝতে পারা যাচ্ছিল যে, এই মুহূর্তে ও প্রচণ্ড আপসেট হয়ে রয়েছে। আমি ঠিক করলাম, যে লোকটা একটু আগেই আমার প্রাণ রক্ষা করেছে, তার পাশে গিয়ে আমি দাঁড়াব।

"ক্রুম! তুমি কি জানো যে, তোমার সমস্যাটা ঠিক কি?"

"কি?"

"তুমি জীবনে কখনো সত্যিকারের ভালবাসা পাওনি। তোমার উচিত কাউকে ভালবাসা আর কারো ভালবাসা পাওয়া।" আমি বেশ জোরের সঙ্গেই বললাম, যেন আমি খুব ভালো করেই জানি যে, আমি কি বলছি।

"তোমার এমনটা মনে হয়?" ক্রুম বলল – "আমারও কিছু গার্লফ্রেণ্ড আছে আর খুব শীঘ্র আমার আরও একজন গার্লফ্রেণ্ড হতে চলেছে।"

"সেই ধরণের মেয়ে নয়। এমন কেউ, যে তোমার প্রতি সত্যিকারের যত্ন নেবে। আর আমার মনে হয় যে, তাকে আমরা সকলেই জানি।"

"এশা?" ও বলল।

আমি চুপ করে রইলাম।

"এশা আমার প্রতি আগ্রহী নয়। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ও নিজের মডেলিং নিয়েই ব্যস্ত আর ও বলেছে যে, এই ধরণের সম্পর্ক গড়ে তোলার মত সময় ওর কাছে নেই। তাছাড়া, ওর সঙ্গে আমার অন্য আরও কিছু ব্যাপারে মেলে না।"

"যেমন?" আমি জানতে চাইলাম।

"ও বলে যে, আমি প্রেম-ভালবাসা কাকে বলে জানি না। আমার কাছে নাকি মেয়েদের থেকে গাড়ী আর বাইক বেশী প্রিয়।"

"এটা ঠিক।" আমি হেসে উঠলাম।

"এটা কোন তুলনাই হল না। এটা ঠিক যেন মেয়েদের এই প্রশ্ন করা যে, তারা কোনটাকে বেশী পছন্দ করে – সুন্দর জুতো, না পুরুষ মানুষ। এর কোন উত্তর হয় না।"

"সত্যি? আমাদের তুলনা জুতোর সঙ্গে?"

"বিশ্বাস করো... মেয়েরা সেক্সী জুতো পেলে পুরুষ মানুষদেরও উপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু আমাদের পয়েন্টে আসা যাক – এশা।"

"তোমার কি মনে হয় – তুমি এশাকে ভালবাসো?"

"ঠিক বলতে পারব না। কিন্তু গত এক বছর ধরে ওর প্রতি আমার ভেতরে এক প্রকারের অনুভূতির সৃষ্টি হয়ে পড়েছে।"

"কিন্তু এই এক বছরে তুমি অন্য মেয়েদের সঙ্গেও ডেটিং করেছ।"

"সেই সব মেয়েরা আমার কাছে কোনদিনও ততটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ওরা হচ্ছে টিভি চ্যানেলের মত... আমরা যেমন নিজেদের পছন্দসই প্রোগ্রাম খুঁজে পাওয়ার জন্য টিভি-র বিভিন্ন চ্যানেল সার্ফ করি। তোমারও Curly Wurly রয়েছে... কিন্তু তবুও তোমার মধ্যে প্রিয়াঙ্কার প্রতি অনুভূতি রয়েছে।"

ওর কথাগুলো আমাকে অপ্রস্তুতে ফেলে দিল।

"শেফালী আমাকে জীবনে এগিয়ে চলার পথে সাহায্য করার জন্য রয়েছে।" আমি বললাম।

"বাদ দাও ওসব ছেঁদো কথা। ঐ মেয়েটা তোমার ভেতরে বরাবরের জন্য মেয়েদের প্রতি এক বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করে দেবে। আর হয়তো এই ভাবে তুমি প্রিয়াঙ্কাকে ভুলে যেতে পারবে।"

"প্রসঙ্গ পাল্টিও না। আমরা তোমার ব্যাপারে কথা বলছি। আমার মনে হয় যে, তোমার এশার সঙ্গে আবার একবার ভালো করে কথা বলা উচিত ভালো কোন সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে। কথা বলেই দেখো না।"

রুম কয়েক সেকেণ্ড আমার দিকে চেয়ে রইল। তারপর বলল - "তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে ?"

"আমি ? মেয়েদের ব্যাপারে তুমি আমার থেকে অনেক বেশী অভিজ্ঞ।"

"এশা মেয়েটা একটু অন্যরকম। এখানে ঝুঁকিটা একটু বেশী। আমি যখন ওর সঙ্গে কথা বলব, তখন তুমি কি আমাদের আশপাশে থাকতে পারবে ? তুমি শুধু আমাদের কথাবার্তা শুনবে। আমরা সেটা পরে কখনো বিশ্লেষণ করে নেব।"

"ঠিক আছে। তাহলে এখুনি কাজে লেগে পড়ো।"

"এখুনি ?"

"কেন নয় ? এখন আমাদের হাতে খালি সময় রয়েছে। এর পরে আবার কল আসা শুরু হয়ে পড়বে আর আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়ব। তার থেকেও খারাপ কিছু হতে পারে - ম্যানেজমেন্ট আমাদের ছাঁটাই করতেও পারে। তার থেকে শুভ কাজটা সেরে ফেলাটাই ভালো... তাই নয় কি ?"

"ঠিক আছে। কাজটা কোথায় করব ?" রুম নিজের কপালে হাত রেখে কোন কিছু চিন্তা করতে-করতে বলল - "ডায়নিং রুমে ?"

ডায়নিং রুমের প্রস্তাবটা আমার মনে ধরল। আমি কাছেপিঠেই থাকতে পারব... কিন্তু কেউ আমাকে সন্দেহ করতে পারবে না।

#16

"সব ঠিক আছে তো ? আমি একটা আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম।" আমরা সাপ্লায়েস রুম থেকে ফিরে আসার পরে এশা প্রশ্ন করল। ও নিজের সীটে আরামে হেলান দিয়ে বসেছিল। ওর টপটা কিছুটা ওপরের দিকে উঠে যাওয়ায় ওর নাভির আংটিটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল।

"জেরক্স মেশিনটা মারা গেছে। যাকগে, তোমরা কি কেউ স্ন্যাক্স এঞ্জয় করতে চাও ?" আমি বললাম।

"হ্যাঁ চলো... আমি একটু পায়চারী করতে চাই। এসো, প্রিয়াঙ্কা।" এশা বলল আর প্রিয়াঙ্কাকে ওর হাত ধরে টেনে ওঠানোর চেস্টা করল।

"না, আমি এখানেই থাকব।" প্রিয়াঙ্কা মুচকি হেসে বলল – "গণেশের ফোন আসতে পারে।"

এক দলা গলানো সীসা যেন আমার মাথার ভেতরে ঢুকে গেল। "*এগিয়ে চলো*"... আমি নিজের মনে-মনেই বললাম। তার সঙ্গে-সঙ্গে আমার এমন ইচ্ছেও হল যে, আমি সেই ল্যাণ্ডলাইনটা তুলে ছুঁড়ে ফেলে সেটার পঞ্চাশ টুকরো করে ফেলি।

রাধিকা উঠে দাঁড়ানোর চেস্টা করায় আমি ওকে বাধা দিলাম।

"রাধিকা, তুমি এখানেই থাকো। বক্সী যদি এদিক দিয়ে যায়, তাহলে ও অন্ততঃ পক্ষে কিছু লোককে ডেকে দেখতে পারে।" আমি বললাম।

রাধিকা এমন ভাবে নিজের সীটে বসে পড়ল, যেন ও আমার কথার বিন্দুমাত্রও বুঝতে পারেনি। আমরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

কনেকশন্সের ডায়নিং এরিয়াটা কোন রেস্টুর‍্যান্ট আর কোন কলেজ হোস্টেলের মেসের মিশ্রণ ছিল। তিন সারি লম্বা গ্র্যানাইট কভার্ড টেবিল ছিল, যার দু পাশে বসার জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা ছিল। চেয়ারগুলো কালো চামড়া দিয়ে মোড়া ছিল, যাতে সেগুলোকে এক ডিজাইনার লুক প্রদান করা যায়। টেবিলের ওপরে প্রতি তিন ফুট দূরে-দূরে একটা করে ছোট ফুলদানী রাখা ছিল। ম্যানেজমেন্ট কিছু দিন আগেই এই জায়গাটার সংস্কার করেছিল, যখন এক উঁচু মানের কন্সাল্টিং ফার্ম *(বেশ কিছু এম.বি.এ.-তে ভর্তি)* এই সুপারিশ করেছিল যে, এক উজ্জ্বল ডায়নিং রুম কর্মীদের মোটিভেট করার পক্ষে উপযুক্ত হবে। এই কাজে যে খরচা হবে, তার থেকে অনেক কম খরচে কর্মীদের মোটিভেট করা যেতে পারে... যদি বক্সীকে সরিয়ে দেওয়া হয় – অবশ্য এটা শুধু আমার মত।

ভ্রুম নিজের ট্রেতে এক চীজ স্যাণ্ডউইচ আর চিপস্ নিল *(এখানে কোন ভারতীয়*

খাবারের ব্যবস্থা নেই – আবার সেই মোটিভেশনের কারণে) আর একটা টেবিলে বসে পড়ল। এশা শুধু সোডা ওয়াটার.নিল আর রুমের ঠিক উল্টো দিকে বসল। আমার মনে হয়, এশা প্রতি তিন দিনে একবার খাবার খায়। আমি চকোলেট কেকের এক অস্বাস্থ্যকর আকারের টুকরো নিলাম। আমি হয়তো অন্য সময়ে এমনটা করতাম না... কিন্তু এই সময়ে এক বন্ধুর উপকার করার জন্য এমনটা করা যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হল।

আমি ওদের লাগোয়া টেবিলে বসলাম, আমার মোবাইল ফোনটা বার করে আনলাম আর এসএমএস মেসেজ টাইপ করতে লাগলাম।

"শ্যাম আমাদের সঙ্গে বসল না কেন ?" এশা রুমকে প্রশ্ন করল আর নিজের চেয়ারটাকে ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল।

"প্রাইভেট মেসেজিং !" রুম বললে এশাও চোখ ঘুরিয়ে রহস্যজনক ভঙ্গীমায় ওর কথায় সায় দিল।

"আসলে এশা, আমি তোমায় কিছু বলতে চাই।" রুম আঙুল দিয়ে প্লেটের চিপস্গুলো নিয়ে খেলা করতে-করতে বলল। ততক্ষনে আমি অর্দ্ধেক কেক শেষ করে ফেলেছিলাম। আমি হয়তো আগের জন্মে খাবার ব্যাপারে কোন শূয়োর ছিলাম।

"হ্যাঁ, বলো।" এশা বলল – "কি ব্যাপারে ?"

"এশা।" রুম নিজের গলা পরিস্কার করে নিয়ে বলল – "কিছুদিন ধরে আমি তোমাকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করেছি।"

"সত্যি ?" এশা বলল আর পাশ ফিরে এটা দেখল যে, আমি আড়ি পেতে ওদের কথা শুনছি কি না ? অবশ্যই আমি আড়ি পাতছিলাম... কিন্তু আমি জোর করে নিজের মুখে এমন একটা ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছিলাম যে, এই দুনিয়ায় চকোলেট কেক ছাড়া আর কোন কিছুর ওপরেই আমার মনোযোগ নেই। এশা দেখল যে, ও এক সপ্তাহে যতটা ক্যালোরী গ্রহণ করে, আমি সেটা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ভেতরেই গলার ভেতরে নামিয়ে দিয়েছি।

"হ্যাঁ... সত্যি, এশা। আমার মেয়ে বন্ধুর সংখ্যা হয়তো অত্যন্ত বেশী... কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ-ই তোমার মত নয়।"

এশা ফিক্ করে হেসে ফেলল আর ফুলদানী থেকে একটা ফুল বার করে সেটার পাপড়িগুলো ছিঁড়তে লাগল।

"হ্যাঁ।" রুম বলে চলল – "আর আমার মনে হয়, এই ভাবে মেয়েদের পেছনে ছুটে বেড়ানোর চেয়ে কোন একজনের সঙ্গে সত্যিকারের সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত। তাই আমি আবার একবার তোমার কাছে জানতে চাইছি – তুমি কি রাজী আছো ?"

এশা কয়েক মিনিট চুপ করে রইল। তারপর ও বলল – "তুমি আমার থেকে কি উত্তর আশা করো ?"

"আমি জানি না... 'হ্যাঁ' হলে কেমন হয় ?"

"সত্যি ? কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি তেমনটা বলতে পারছি না।" এশা বলল। ওর অভিব্যক্তি যথেষ্ট সিরীয়াস ছিল।

"কেন-?" ক্রুম বলল। আমি জোর দিয়ে এমনটা বলতে পারি যে, ক্রুমের মনে হয়েছিল যে, সব কিছু শেষ হয়ে পড়েছে। ও একবার আমাকে বলেছিল যে, যদি কোন মেয়ে কোন ছেলের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ না করে, তাহলে সেই ছেলেটার দ্বিতীয় বার চেষ্টা না করে সেটাকে মেনে নেওয়া উচিত।

"আমি তোমাকে আগেই জানিয়েছি। আমি নিজের মডেলিং কেরিয়ারের ওপরেই জোর দিতে চাই। আমার পক্ষে বয়ফ্রেণ্ড বানানোর লাক্সারী করাটা সম্ভব নয়।" এশা অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা গলায় বলল।

"তোমার হয়েছেটা কি, এশা ? তুমি কি চাও না যে, কেউ তোমার পাশে এসে দাঁড়াক... ?" ক্রুম বলল।

"ঠিকই বলেছ। তুমি গত বছরে তিন-তিনটে গার্লফ্রেণ্ড বানানোর পরেও আমি নিশ্চিত যে, তুমি সর্বদা আমার পাশে থাকবে।" এশা বলল।

"বাকী সব মেয়ে শুধু মজা করার জন্য ছিল। আমার কাছে তাদের কোন গুরুত্বই নেই। তারা হচ্ছে পিজ্জার মত বা সিনেমার মত অথবা অন্য কিছুর মত। ওরা হচ্ছে টিভি-র চ্যানেল ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখার মত। কিন্তু তুমি আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

"তো আমি কোন্ গুরুত্বপূর্ণ চ্যানেল ? বিবিসি ?" এশা বলল।

"আমি তোমাকে এক বছরের বেশী সময় ধরে চিনি। আমরা এক সঙ্গে কয়েক শো রাত কাটিয়েছি...।"

আমার মনে হচ্ছিল যে, ক্রুমের শেষ কথাগুলো হয়তো ওর পক্ষে বিপদ ডেকে নিয়ে আসবে... কিন্তু এশা নিজের মডেলিং কেরিয়ার নিয়ে এতটাই বুঁদ হয়ে ছিল যে, ও লক্ষ্যই করল না।

"বাদ দাও এসব, ক্রুম।" এশা বলল আর ফুলটাকে আবার একবার ফুলদানীতে ঢুকিয়ে দিল। ওর গলাটা কেমন যেন ভেঙে আসছিল... যদিও ও কাঁদছিল না।

"তুমি ঠিক আছো তো ?" ক্রুম বলল আর একটা হাত বাড়িয়ে এশার হাত ধরার চেষ্টা করল। এশা ক্রুমের গতিবিধি বুঝতে পেরে গেল আর ও সেকেণ্ডের ভগ্নাংশেরও কম সময়ে নিজের হাত টেনে নিল।

"সত্যি বলতে কি, আমি ঠিক নেই।" এশা বলল।

"আমার মনে হয়েছিল যে, আমরা দুজনে বন্ধু আর আমি ব্যাপারটাকে পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম...।" ক্রুম বলল।

"দয়া করে থামো।" এশা বলল আর দু হাত দিয়ে নিজের চোখ দুটো ঢেকে নিল – "তুমি ভুল সময়ে এই প্রসঙ্গ উঠিয়েছ।"

"কি হয়েছে, এশা ? আমি কি তোমাকে সাহায্য করতে পারি ?" ক্রুম বলল। ওর গলায় এই মুহূর্তে রোমান্সের নার্ভাসনেসের থেকে এশার প্রতি চিন্তা বেশী করে ছিল।

এশা পাগলের মত মাথা নাড়তে লাগল।

আমি বুঝতে পেরে গেছিলাম যে, ক্রুম প্রেমের পরীক্ষায় অত্যন্ত বাজে ভাবে অকৃতকার্য্য হয়েছে। এশা ওর প্রতি আগ্রহী নয় আর আজ রাতে যে কোন কারণেই হোক, ওর মুডটা অন্যরকম হয়ে আছে। আমি আমার হাজার-ক্যালোরীর চকোলেট কেক শেষ করলাম আর জলের সন্ধানে কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেলাম। আমি যখন ফিরে এলাম, ওরা দুজন ডায়নিং রুম ছেড়ে চলে গেছিল।

#17

আমি যখন ডব্লিউ.এ.এস.জি. বে-তে ফিরে এলাম, তখনও আমার মুখে চকোলেট কেকের স্বাদ লেগে ছিল। আমি নিজের সীটে বসলাম আর অপ্রাসঙ্গিক ওয়েবসাইট সার্ফিং করতে শুরু করে দিলাম। রাধিকা প্রিয়াঙ্কাকে পরামর্শ দিচ্ছিল যে, দিল্লীর কোথায়-কোথায় সব থেকে ভালো নববধূর পোশাক পাওয়া যায়। এশা আর ক্রুম চুপ করে ছিল। আমার অত বড় একটা চকোলেট কেক খাওয়ার অপরাধবোধের সঙ্গে সিস্টেম ফেলিয়োরের ব্যাপারে না জানানোর অপরাধবোধটাও মিশে গেল আর যখন একাধিক অপরাধবোধ এক সঙ্গে মিশে যায়, তখন সেটা বেশ কয়েক গুণ বেড়ে ওঠে। আমি শেষ পর্যন্ত আই.টি. বিভাগকে আমাদের সমস্যার ব্যাপারে জানালাম। ওরা ব্যস্ত ছিল... তবুও ওরা দশ মিনিটের ভেতরে আসার প্রতিশ্রুতি দিল।

বাড়তি ল্যাণ্ডলাইনের আওয়াজ আমাদের সবাইকে চমকে দিল।

"গণেশ !" প্রিয়াঙ্কা ঝাঁপিয়ে পড়ে রিসীভার উঠিয়ে নিল। আমি নিজের মুখে নির্বিকার ভাব ফুটিয়ে রাখলাম... কিন্তু ভেতরে-ভেতরে আমি ওদের কথাবার্তা শোনার ব্যাপারে মনস্থির করে নিলাম।

"মা !" প্রিয়াঙ্কা বলল – "তুমি এখনও পর্যন্ত ঘুমোওনি কেন ? এই নাম্বারটা তোমাকে কে দিল ?"

"কি করে ঘুমোব ? আজ রাতে কেউ দু চোখের পাতা এক করতে পারেনি।" প্রিয়াঙ্কার মা উত্তেজিত স্বরে বললেন। ওর মায়ের সঙ্গে আমার কোনদিনও দেখা হয়নি। পরে, প্রিয়াঙ্কার মুখে শুনে-শুনে আমি ওর মাকে অনেকটাই চিনে গেছিলাম।

ট্যাপ করা লাইনে সব কিছু অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে শোনা যাচ্ছিল। ওর মাকে অত্যন্ত উল্লসিত শোনাচ্ছিল, যেটা *(প্রিয়াঙ্কার বক্তব্য অনুসারে)* এমন কোন মহিলার পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল, যিনি নিজের জীবনের বেশীর ভাগটাই নিরাশার ভেতর দিয়ে কাটিয়েছেন।

প্রিয়াঙ্কার মা ব্যাখ্যা স্বরে বললেন যে, একটু আগেই গণেশ ওনাকে ফোন করে এই এমারজেন্সী নাম্বারটা দিয়েছে। ভারতে গণেশের পরিবারের লোকেরাও আজ রাতে একটুও ঘুমোননি; তাঁরা প্রিয়াঙ্কার বাড়ীতে প্রতি ঘন্টায় অন্ততঃ পক্ষে একবার ফোন করেছেন। গণেশ প্রিয়াঙ্কার বাড়ীর লোকেদের এটা জানিয়েছে যে, সে এই সম্পর্কে অত্যন্ত সুখী।

"আমি আজ অত্যন্ত সুখী হয়ে উঠেছি। দেখো, ঈশ্বর আমাদের দরজায় কেমন এক নিখুঁত পাত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন। তোমার জন্য আমার অত্যন্ত চিন্তা ছিল।" প্রিয়াঙ্কার মা বললেন।

"এটা অত্যন্ত আনন্দের খবর, মা।" প্রিয়াঙ্কা বলল – "আমি তো আর কয়েক ঘন্টা পরেই বাড়ী ফিরব। তুমি এত রাতে ফোন কেন করলে ?"

"কেন ? কোন মা কি তার মেয়েকে ফোন করতে পারে না ?" প্রিয়াঙ্কার মা বললেন। *'কোন মা কি'* – এই লাইনটা ওনার ক্লাসিক লাইনগুলোর অন্যতম।

"না, মা... সে কথা নয়। আমি একটু অবাক হয়ে উঠেছিলাম। যাকগে, আমি আর গণেশ আজ বেশ কয়েকবার কথা বলেছি।"

"আর ?"

"আর কি ?"

"ও কি তোমাকে নিজের প্ল্যান সম্পর্কে কিছু জানিয়েছে ?"

"কিসের প্ল্যান ?"

"ও পরের মাসে ভারতে আসছে। আসলে ও আগে এই সুযোগে কিছু মেয়ে দেখার প্ল্যান করেছিল। কিন্তু এখন যখন ও নিজের পছন্দের মেয়ে পেয়ে গেছে, ও এই সুযোগে একেবারে বিয়েটা সেরে ফেলতে চায়।" প্রিয়াঙ্কার মা বললেন। ওনার গলাটা উত্তেজনায় কাঁপছিল।

"কি ?" প্রিয়াঙ্কা বলল – "পরের মাসে ?" ও আমাদের সবার দিকে তাকিয়ে দেখল... ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, ও এই খবরটা একেবারেই আশা করেনি। প্রত্যেকে ওর দিকে বিস্ময়বোধক দৃষ্টিতে তাকাল... কেউই এটা বুঝে উঠতে

পারছিল না যে, আসলে কি হয়েছে ? অবশ্য আমাকে কিছুটা অভিনয় করতে হচ্ছিল।

"মা... না !" প্রিয়াঙ্কা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল – "পরের মাসে বিয়ে কি করে সম্ভব হতে পারে ? আমাদের পরিচয় মাত্র পাঁচ সপ্তাহের।"

"সে নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলব। তুমি শুধু দেখে যাও... আমি দিন-রাত খেটে এই অনুষ্ঠানটাকে এক গ্র্যাণ্ড অনুষ্ঠান করে তুলব।"

"মা ! আমি পার্টির ব্যবস্থা করার কথা ভাবছি না। আমাকেও তো বিয়ের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। আমি এখনও গণেশকে ভালো করে চিনলাম না।" প্রিয়াঙ্কা নার্ভাস ভাবে ফোনের তারগুলোকে আঙুলে জড়াতে-জড়াতে বলল।

"তুমি তো এক প্রকার তৈরীই হয়ে আছো। যখন দু পক্ষের বড়রা বিয়ের ব্যাপারে মত দিয়েছে... পাত্র-পাত্রীও সুখী, তাহলে আর দেরী কেন ? আর গণেশ তো বার-বার আসতে পারবে না। যতই হোক, ও এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরী করে।"

হ্যাঁ, ঠিক কথা... আমি ভাবলাম। ও হয়তো মাইক্রোসোফ্টে কাজ করতে থাকা হাজার-হাজার ভারতীয়দের মধ্যে একজন... কিন্তু ওর ভাবী শ্বশুরবাড়ীর লোকেদের কাছে ও হচ্ছে বিল গেটস স্বয়ং !

"মা, প্লীজ ! আমার পক্ষে পরের মাসে বিয়ে করা সম্ভব নয়। স্যরি – না, মা।" প্রিয়াঙ্কা বলল – "আমি ফোন রাখছি।"

"কিসের না ? এটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। তুমি কি সব সময় আমার মতের বিপক্ষে যাবে বলে ঠিক করে নিয়েছ ?"

"মা ! এতে তোমার মতের বিপক্ষে যাওয়ার কি হল ? আসলে, এই ব্যাপারে তোমার কোন ভূমিকাই নেই। এটা হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত জীবন আর আমি দুঃখিত... আমি মাত্র পাঁচ সপ্তাহের পরিচয়ে কাউকে বিয়ে করতে পারব না।"

প্রিয়াঙ্কার মা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। আমি ভাবলাম যে, এবার উনি রেগে উঠবেন। কিন্তু আমি এটা বুঝতে পারলাম ঃ নীরবতা কথা বলার থেকে অনেক বেশী প্রভাবশালী হয়। উনি এটা ভালো করেই জানেন যে, প্রিয়াঙ্কার গলায় ইমোশনাল ছুরী কি করে চালাতে হয়।

"মা ! তুমি কি এখনও লাইনে আছো ?" দশ সেকেণ্ড পরে প্রিয়াঙ্কা বলল।

"হ্যাঁ... আমি এখনও আছি। তবে, খুব তাড়াতাড়িই আমি মারা পড়ব... তবে দুর্ভাগ্যবশতঃ এখনও আছি।"

"ওহো... মা !"

"তুমি ভুল করেও কখনো আমাকে সুখী করলে না।" প্রিয়াঙ্কার মা বললেন। আমার কাছে ওনার গলাটা খুনী গলা বলে মনে হল। আমি প্রায় প্রশংসা করে বসছিলাম।

প্রিয়াঙ্কা হতাশায় শূন্যে একটা হাত ছুঁড়ল। ও হাত বাড়িয়ে ভ্রুমের কম্প্যুটারের কাছে পড়ে থাকা একটা স্ট্রেস বল তুলে নিল আর সেটাকে জোরে চাপ দিতে লাগল। আমি নিজের হেডসেটটাকে কানের সঙ্গে আরও ভালো ভাবে লাগিয়ে নিলাম।

"মা! প্লীজ, এমনটা কোর না।"

"তুমি জানো না, আজ আমি এক ঘন্টা ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছি... যাতে তুমি জীবনে সুখী হও।" প্রিয়াঙ্কার মা কান্নায় ভেঙে পড়তে-পড়তে বললেন। যে প্রথমে কেঁদে ফেলে, সে যে কোন তর্কে এগিয়ে থাকে। এই জিনিষটা প্রিয়াঙ্কার মায়ের পক্ষে কাজ করল। উনি এক অনুগত মেয়ের মা না হতে পারলেও অন্ততঃ পক্ষে উনি কয়েক ফোটা অনুগত অশ্রুর অধিকারী তো ছিলেনই।

"মা! সীন ক্রিয়েট কোর না। আমি কাজ করছি। তুমি আমার থেকে চাওটা কি? আমি তোমার পছন্দমত ছেলেকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছি। কিন্তু তোমরা সবাই এত তাড়াহুড়ো কেন করছ?"

"গণেশ কি ছেলে ভালো নয়? তোমার সমস্যাটা ঠিক কোথায়?" ওর মা এমন দুঃখভরা গলায় বললেন, যেটা বলিউডের যে কোন হীরোর মাকে লজ্জায় ফেলে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

"মা! আমি এমনটা কখনোই বলছি না যে, ও ভালো ছেলে নয় বা ওর সঙ্গে বিয়েতে আমার কোন সমস্যা আছে। আমার শুধু একটু সময় চাই।"

"তুমি কি এখনও তোমার কল সেন্টারের সেই অকর্মার ঢেঁকি বন্ধুটা... কি যেন নাম ওর... হ্যাঁ, শ্যাম – তার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছ?"

নিজের নাম শুনে আমি প্রায় লাফিয়ে উঠলাম।

"না, মা। ওসব শেষ হয়ে পড়েছে। আমি তো তোমাকে অনেকবার বলেছি। সেজন্যই তো আমি গণেশের সঙ্গে বিয়েতে রাজী হয়েছি।"

"তাহলে আমাদের সবার সুখের জন্য পরের মাসে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি কোথায়? কোন মা কি নিজের মেয়ের কাছে এই ভিক্ষাটুকুও পেতে পারে না?"

এটা ছিল ওনার মায়ের মুখে দ্বিতীয় বার বলা *'কোন মা কি'*!

প্রিয়াঙ্কা নিজেকে একটু গুছিয়ে নেওয়ার জন্য চোখ বন্ধ করল। তারপর ও আস্তে করে বলল – "আমি কি এই ব্যাপারে একটু চিন্তা-ভাবনা করতে পারি?"

"অবশ্যই পারো। ভালো করে চিন্তা-ভাবনা করো... কিন্তু আমাদের সবার জন্য চিন্তা-ভাবনা করো। শুধু নিজের জন্য নয়।"

"ঠিক আছে। আমি ভেবে দেখব। আমাকে কিছুটা সময় দাও তোমরা।"

প্রিয়াঙ্কা ফোন নামিয়ে রাখল আর পাথরের মূর্তির মত বসে রইল। অন্য মেয়েরা ওর কাছে সব কিছু খুলে জানতে চাইল।

প্রিয়াঙ্কা একবার চার দিকে তাকিয়ে দেখল আর তারপর স্ট্রেস বলটা নিজের মোনিটরের ওপরে ছুঁড়ে মারল।

"তোমরা কি কেউ এটা বিশ্বাস করবে? আমার মা পরের মাসেই আমার বিয়ে দিতে চায়... পরের মাসে!" প্রিয়াঙ্কা এই বলে উঠে দাঁড়াল – "ওরা আমাকে 25-টা বছর ধরে বড় করে তুলেছে... কিন্তু এখন 25-টা দিনও অপেক্ষা করতে পারছে না আমাকে বিদেয় করার জন্য। আমি কি ওদের কাছে এতটাই বোঝা হয়ে উঠেছি?"

প্রিয়াঙ্কা এশা আর রাধিকার সঙ্গে এই ব্যাপারে আলোচনা শুরু করল। ভ্রুম নিজের কম্প্যুটারে এটা চেক্ করতে লাগল যে, বক্সী আমাদের কোন ই-মেল পাঠিয়েছে কি না?

"দেখো, এতে কিছু যায়-আসে না। তোমাকে তো ওকে বিয়ে করতেই হবে।" রাধিকা নিজের মতামত জানাল।

"হ্যাঁ। তুমি খুব তাড়াতাড়িই লেক্সাসে চেপে ঘুরে বেড়াবে।" ভ্রুম নিজের মোনিটরের থেকে চোখ না সরিয়েই বলল। গোল্লায় যাক্ ভ্রুম। আমি আড়চোখে ভ্রুমের দিকে এক জ্বলন্ত দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলাম।

"আমি কি পরব?" এশা বলল। নতুন ঘোষণাটা ওর মুডটাকে কিছুটা ভালো করে তুলেছিল। ফ্যাশনেবল পোশাক পরার সুযোগ পেলে ওর আশপাশে লোকেরা মরতে থাকলেও ও তাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে উপেক্ষা করবে। "এত কম সময়!" ও বলে চলল – "প্রতিটা অনুষ্ঠানের জন্য আমার নতুন পোশাকের প্রয়োজন পড়ে।"

"তোমার সেই ডিজাইনার বন্ধুকে বল, তোমার জন্য কয়েকটা ভালো পোশাক ধার দিতে।" ভ্রুম এশার উদ্দেশ্যে বলল। ওর গলায় কিছুটা ব্যঙ্গ পরিষ্কার উঁকি মারছিল।

এশার মুখটা আবার ম্লান হয়ে পড়ল। আমি দেখতে পেলাম যে, ওর চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে। ও নিজের পার্স থেকে একটা টিস্যু পেপার বার করে আনল আর সেটা দিয়ে আলতো ভাবে চোখের জল মুছে নিল।

"আমি এর জন্য ঠিক প্রস্তুত নই। এক মাসের ভেতরে আমি কারো পত্নী হয়ে উঠব। হে ভগবান! বাচ্চারা আর এক মাস পর থেকে আমাকে আন্টি বলে ডাকতে শুরু করবে।"

সবাই আগামী চার সপ্তাহের ভেতরে প্রিয়াঙ্কার বিয়ে হয়ে পড়ার ভালো এবং

শব্দ - দুটো দিক নিয়েই আলোচনা শুরু করে দিল। ওদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই এমন মত প্রকাশ করল যে, প্রিয়াঙ্কা যখন ছেলেটাকে নিজের ভাবী স্বামী হিসেবে বেছে নিয়েছে, তখন তাড়াতাড়ি বিয়ে করাটা তেমন কোন বড় ব্যাপারই নয়।

ওদের আলোচনার মাঝেই সিস্টেমের লোকটা আবার একবার আমাদের ডেস্কে ফিরে এল।

"কি হয়েছে এখানে?" ও টেবিকের তলা থেকে বলল - "মনে হচ্ছে, কেউ তারগুলোকে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।"

"আমি জানি না।" আমি বললাম - "দেখুন, আমরা যদি কিছুটা কাজ অন্ততঃ করতে পারি।"

প্রিয়াঙ্কার মা আর ওনার শব্দ - '*কল সেন্টারের সেই অকর্মার ঢেঁকি*' আমার মাথার ভেতরে তখনও পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমার সেই সময়কার কথা মনে পড়ে গেল, যখন প্রিয়াঙ্কা আমার সম্বন্ধে নিজের মায়ের দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপারে আমাকে জানিয়েছিল। সেটা খুব বেশী দিন আগের কথা নয় ঃ সেটা ছিল মোচা কাফেতে আমাদের শেষের ডেটিংগুলোর মধ্যে অন্যতম!

#18

প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে আমার আগের ডেটগুলো - IV

মোচা কাফে, গ্রেটার কৈলাশ - I
আজকের রাতের থেকে পাঁচ মাস আগে

আমরা এক শর্তে দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম - আমরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করব না। কেউ কাউকে দোষারোপ করব না... কোন প্রকারের মন্তব্য করব না আর কোন প্রকারের নির্ণয়াত্মক মন্তব্যও করব না। যথারীতি ও দেরী করে এল। আমি চারপাশটা দেখতে-দেখতে মেনু কাডটার ওপরে চোখ বোলাচ্ছিলাম। মোচা কাফের ইন্টেরিয়র ডেকোরেশনে কিছুটা মধ্য প্রাচ্যের ছোঁওয়া রয়েছে - চার দিকে হুঁকো, ভেলভেটের কুশন আর রঙীন কাঁচের আলো! বেশীর ভাগ টেবিলেই জোড়ায়-জোড়ায় লোক বসে রয়েছে... তাদের ওপর-ওপর থেকে দেখলেই তাদের মধ্যেকার গভীর প্রেমের ব্যাপারে বুঝতে পারা যায়। ছেলেরা কিছু কথা বলতেই তাদের সঙ্গিনী মেয়েরা হেসে উঠছে। ছেলেরা সব থেকে বেশী দামের খাবারের অর্ডার দিচ্ছে।

কয়েক মুহূর্ত পরে-পরেই তাদের চার চোখের মিলন ঘটছে আর দুজনেই ফিক করে হেসে উঠছে। সব কিছুই নিখুঁত ছিল – কারণ ওরা প্রত্যেকেই পরস্পরের সঙ্গ পেয়ে সুখী হতে চায়। কোন সম্পর্কের শুরুর পর্যায়ের বোকার মত প্রবঞ্চনা : সেটা কি বিস্ময়বিহ্বলতা নয়?

আমার জীবনটা অবশ্য একেবারেই নিখুঁত ছিল না। আমার গার্লফ্রেণ্ড, অবশ্য যদি এখনও আমি তাকে এই নামে ডাকতে পারি, দেরী করে এসেছিল। তার ওপরে আমার এমনটা মনে হচ্ছিল যে, ও আমাকে ত্যাগ করার কথা ভাবছে। প্রিয়াঙ্কা আর আমার মধ্যে গত দশটি ফোন কলের মধ্যে আটটি কল রাগারাগির ভেতর দিয়ে শেষ হয়েছিল।

আমি সারাটা দিন একটুও ঘুমোতে পারিনি, সেটা অবশ্য বেশীর ভাগ লোকের পক্ষে তেমন একটা বিরাট ব্যাপার নয়... কিন্তু যেহেতু আমি সারা রাত কাজ করি, সেজন্য দিনের বেলা না ঘুমোতে পারাটা আমার পক্ষে মোটেই ভালো জিনিষ ছিল না। আমার চাকরীর অবস্থাও মোটেই সুখকর ছিল না... বক্সী আমার শরীরের শেষ রক্তবিন্দুটুকু চুষে নেবার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। হয়তো ও নিজের জায়গায় ঠিকই ছিল – আমারই হয়তো স্ট্র্যাটেজিক ভিশন বা ম্যানেজেরিয়াল নেতৃত্ব ক্ষমতার অভাব ছিল... জীবনে উন্নতি করার পক্ষে লোকেদের মধ্যে যেগুলো থাকা অত্যন্ত আবশ্যক বলে মনে করা হয়ে থাকে। হয়তো প্রিয়াঙ্কার মা-ও নিজের জায়গায় ঠিক ছিলেন – ওনার মেয়ে জীবন-যুদ্ধে হেরে যাওয়া এক অকর্মার ঢেঁকির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে রেখেছিল।

এই সব কথা যখন আমার মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ঠিক সেই সময় ও এসে হাজির হল। ও সবেমাত্র মাথার চুল কাটিয়ে এসেছে। ওর কোমর পর্যন্ত লম্বা চুল এখন ওর কাঁধের কয়েক ইঞ্চি নীচ পর্যন্ত এসে থেমে গেছিল। আমার ওর লম্বা চুল পছন্দ ছিল... কিন্তু ও আমার কোন কথায় কখনোই কর্ণপাত করেনি। আমি আপনাদের আগেই জানিয়েছি যে, কাউকে প্রভাবিত করার মত নেতৃত্ব ক্ষমতা আমার ভেতরে ছিল না। যাই হোক, ওর চুলের এখনকার স্টাইলটাও ভালোই ছিল। ও একটা সাদা রং-য়ের লিনেন টপ আর ল্যাভেণ্ডার স্কার্ট পরেছিল। ওর গলায় রূপোর একটা পাতলা নেকলেস ছিল, যেটা থেকে সম্ভবতঃ পৃথিবীর সব থেকে ছোট লকেট ঝুলছিল। আমি মৌন প্রতিবাদের রূপে নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকালাম।

"স্যরি, শ্যাম!" ও একটা বিরাট সাইজের ব্রাউন কালারের ব্যাগ টেবিলের ওপরে রাখতে-রাখতে বলল – "হতচ্ছাড়া হেয়ার ড্রেসার প্রচণ্ড বেশী সময় নিয়েছিল। আমি ওকে বলেছিলাম যে, আমার তাড়া আছে।"

"ঠিক আছে। আমি বুঝতে পারছি যে, আমার থেকে চুল কাটানোটা তোমার কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ।" আমি গলায় কোনরকমের আবেগ আসতে দিলাম না।

"আমার মনে হয়, আমরা ঝগড়া না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম।" ও বলল – "তাছাড়া আমি স্যরিও বলেছি।"

"ঠিক। আধ ঘন্টা কাউকে অপেক্ষা করিয়ে রাখার জন্য একবার স্যরি বলাটাই যথেষ্ট। তাহলে যাও, দু ঘন্টা ফেসিয়ালও করিয়ে এসো আর তারপর চারবার স্যরি বলে দিও।"

"শ্যাম, প্লীজ! আমি জানি, আমার আসতে লেট হয়েছে। কিন্তু আমরা লড়াই না করার কথা দিয়েছিলাম। আসলে শনিবার ছাড়া চুল কাটানোর সময়ই পাই না আমি।"

"আমি তোমাকে লম্বা চুল রাখতে বলেছিলাম।"

"শ্যাম! লম্বা চুল আমি অনেক দিন রেখেছি। কিন্তু লম্বা চুল মেন্টেন করাটা অত্যন্ত মুশকিলের ব্যাপার হয়। আমি দুঃখিত... কিন্তু তুমিও একটু বোঝার চেষ্টা করো। এই পৃথিবীর সব থেকে বোরিং চুল ছিল আমার আর আমি সেটাকে নিয়ে অসহায় হয়ে উঠেছিলাম। এক ঘন্টা সময় লাগত চুলে তেল লাগাতে। তাছাড়া দিল্লীর এই গরমে লম্বা চুল...!"

"যাকগে!" আমি মেনুর দিকে তাকিয়ে বললাম – "তুমি কি চাও?"

"আমি আমার শ্যামকে ভালো মুডে দেখতে চাই।" এই বলে ও আমার হাত চেপে ধরল।

'আমার' শ্যাম! আমার মনে হল, এখনও ওর কাছে আমার কিছু গুরুত্ব রয়েছে। মেয়েরা এটা ভালো করেই জানে যে, কি করে ছেলেদের রাগ ভাঙাতে হয়।

"হুম্... ম্!" আমি এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম। ও যদি শান্তি ফিরিয়ে আনতে চায়, তাহলে তাতে আমার আপত্তি থাকার কথা নয় – "আমার মনে হয়, আমরা এখানকার স্পেশাল ম্যাগী ন্যুডলস্ নিতে পারি।"

"ম্যাগী? এতটা দূর ম্যাগী খাবার জন্য এসেছ তুমি?" ও বলল আর আমার হাত থেকে মেনু কার্ড নিয়ে নিল – "এটা দেখো : ম্যাগীর দাম 90 টাকা?" ও কথাগুলো এত জোরে বলল যে, আমাদের আশপাশের টেবিলগুলোয় বসে থাকা লোকেরা আর কয়েকজন ওয়েটারও সেটা শুনতে পেল।

"প্রিয়াঙ্কা! এখন আমরা রোজগার করি। এই টাকাটা দেবার মত ক্ষমতা আমাদের আছে।" আমি বললাম।

"চকোলেট ব্রাউনী আর আইসক্রীমের অর্ডার দাও।" ও বলল – "এগুলো তুমি বাড়াতে পারে না।"

"আমার মনে হয় যে, তুমি আমার পছন্দসই খাবার খাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে।"

"হ্যাঁ... কিন্তু ম্যাগী?" ও মুখ বেঁকিয়ে বলল। ওর নাকের ডগাটা এক সেকেণ্ডের জন্য লাল হয়ে উঠল। আমি ওর এই মুখ এর আগেও দেখেছি... কিন্তু হাসা ছাড়া আমার পক্ষে আর কিছুই সম্ভব ছিল না। পরিস্থিতিকে গরম হয়ে ওঠার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আমি ব্রাউনীর অর্ডার দিয়ে দিলাম।

ওয়েটার চকোলেট ব্রাউনী এনে প্রিয়াঙ্কার সামনে রাখল। প্রিয়াঙ্কা দু চামচ মুখে পুরে প্লেটটা আমার দিকে এগিয়ে দিল।

"আমার দিকে তাকাও। গরুর মত খেয়ে চলেছে।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"তোমার সঙ্গে কি তোমার মায়ের মিটমাট হয়ে গেছে?" আমি প্রশ্ন করলাম।

প্রিয়াঙ্কা টিশ্যু পেপার দিয়ে নিজের ঠোঁঠে লেগে থাকা চকোলেট মুছতে লাগল। সেই মুহূর্তে ওকে একটা কিস্ করার ইচ্ছে হল আমার। তবে, আমার কিছুটা দ্বিধাও হচ্ছিল। আপনার যখন প্রেমে দ্বিধার সৃষ্টি হবে, তখনই আপনার এটা বুঝে নেওয়া উচিত যে, কোথাও কিছু একটা গড়বড় আছে।

"আমি আর আমার মা!" ও বলল – "আমাদের মিটমাট হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। আমি তোমার ব্যাপারে আর আমার ভবিষ্যতে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ওনার সঙ্গে কথা বলে-বলে হাঁফিয়ে উঠেছি।"

"কি হয়েছে?"

"আমরা সাত মিনিট ধরে শুধু কেঁদে গেছি... বিশ্বাস হয় তোমার?"

"তোমার মায়ের ব্যাপারে আমার বিশ্বাস হয়। উনি ঠিক কি বললেন?"

"তুমি তো সেসব এর আগে জানতে চাইতে না?"

"এখন জানতে চাই।"

"মা বলেছে যে, উনি তোমাকে কখনোই পছন্দ করেননি। তুমি জীবনে সেটলড্ নও বলে নয়... বরং ওনার মতে যবে থেকে আমি তোমার সঙ্গে ডেটিং করতে শুরু করেছি, তবে থেকে আমি নাকি পাল্টে গেছি আর ওনার অবাধ্য হয়ে উঠেছি।"

"অবাধ্য?" আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। আমার মুখটা লাল হয়ে উঠতে লেগেছিল – "আমার জন্য তুমি কি করে পাল্টে যেতে পারো?"

প্রিয়াঙ্কার মায়ের আমাকে অপছন্দ করার কারণটা আমার ভেতরটাকে কয়েক টুকরো করে ফেলল। এটা ঠিক যে, আমি '*জীবনে সেটলড্ না হওয়া*'-র ছাপটাকেও ঘৃণা করি... কিন্তু সেটায় তবুও কিছুটা সত্যতা রয়েছে। কিন্তু উনি কোন ভাবেই প্রিয়াঙ্কার পাল্টে যাওয়ার জন্য আমাকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারেন না।

প্রিয়াঙ্কা কিছুই বলল না। আমি ওর ফোঁপানীর শব্দ শুনতে পেলাম। এটা

ঠিক উল্টো ব্যাপার হচ্ছিল ঃ অপমানিত আমি হয়েছিলাম... কাঁদা আমার উচিত ছিল। যাই হোক... আমার এমনটা মনে হল যে, ডেটিং-য়ে এসে কাঁদলে মেয়েদের সুন্দর দেখায়।

"শোন প্রিয়াঙ্কা, তোমার মা একজন মানসিক...!" আমি বলার চেষ্টা করলাম।

"না, উনি তা নন। এর জন্য তুমি দায়ী নও... ওনার মুখ্য অভিযোগ আমার পাল্টে যাওয়া নিয়ে। আমি হয়তো বয়সের কারণে কিছুটা পাল্টে গেছি... কিন্তু উনি সেটাকে তোমার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন। একটা সময় আমরা দুজন বড়ই কাছাকাছি ছিলাম... কিন্তু এখন আমার কোন কাজেই মায়ের পছন্দ হয় না।" এবার ও পুরো কান্নায় ভেঙে পড়ল। সেই কাফেতে উপস্থিত অন্য লোকেরা নিশ্চয়ই এমনটা মনে করছিল যে, আমি আমার গার্লফ্রেণ্ডকে ধোঁকা দিচ্ছি। আমি আশপাশের কিছু টেবিলে বসে থাকা মেয়েদের চোখে আমার প্রতি ঘৃণার দৃষ্টি দেখতে পেলাম।

"প্রিয়াঙ্কা, শান্ত হও। তোমার মা ঠিক কি চান ? আর তুমিও ঠিক কি চাও, আমাকে খুলে বলো।" আমি বললাম।

প্রিয়াঙ্কা মাথা নাড়ল আর মুখে কিছুই বলল না।

সত্যি মেয়েদের মুখ খোলানো উগ্রবাদীদের মুখ খোলানোর থেকে অনেক শক্ত কাজ বলে আমার মনে হয়।

"প্লীজ, আমাকে বলো।" আমি টেবিলে পড়ে থাকা ব্রাউনীর দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম। ব্রাউনীটা ততক্ষনে গলে গেছিল।

অবশেষে ও মুখ খুলল – "মা চায় যে, আমি এমন ভাব দেখাই যে, আমি ওনাকে ভালবাসি। উনি এটাও চান যে, আমি ওনাকে সুখী করে তুলি আর ওনার পছন্দমত কোন ছেলেকে বিয়ে করি।"

"আর তুমি কি চাও ?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"আমি জানি না।" ও টেবিল ক্লথটার দিকে তাকিয়ে বলল।

এসব কি ? আমি ভাবলাম। চার বছর ধরে এক সঙ্গে থাকার পরে আমি কি পেলাম – '*আমি জানি না*'?

"তুমি আমাকে ছেড়ে দিতে চাও, তাই না ? আমি ঠিক তোমাদের পরিবারের যোগ্য নই!"

"ব্যাপারটা সেটা নয়, শ্যাম! আমার মা শুধুমাত্র এক সরকারী কর্মচারী আমার বাবাকে এজন্য বিয়ে করেছিলেন... কারণ বাবাকে ওনার এক ভালো লোক বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু আমার মাসীরা আরও ভালো পাত্রদের বিয়ে করার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন আর আজ তাঁরা প্রচণ্ড ধনী। আমার সম্বন্ধে আমার মায়ের

বেশী চিন্তা সেখানে। উনি হচ্ছেন আমার মা। এমনটা নয় যে, উনি জানেন না যে, আমার ভালো কিসে হবে? আমি এমন একজনকে পাশে পেতে চাই, যে নিজের কেরিয়ারে উন্নতি করতে চায়।"

"অর্থাৎ আমাদের সম্পর্কে ফাটল ধরার জন্য শুধু তোমার মা-ই একমাত্র দায়ী নন। সেটার জন্য তুমিও কিছুটা দায়ী।"

"কোন সম্পর্ক শুধু একটা কারণেই ভেঙে যায় না... সেটার জন্য আরও বেশ কিছু কারণ থাকে। তুমি ফীডব্যাক নাও না। তুমি জীবনের প্রতি মোটেই সিরীয়াস নও। তুমি আমার উচ্চাশাকে বুঝতে চাও না। আমি কি বার-বার তোমাকে নিজের কেরিয়ারের প্রতি দৃষ্টি দিতে বলিনি?"

"গোল্লায় যাও তুমি।" আমি তীব্র স্বরে বলে উঠলাম।

আমার তীব্র কণ্ঠস্বর আশপাশের টেবিলের লোকেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ওখানে উপস্থিত আর সব মেয়েরা আমার সম্বন্ধে এই ধারণাই করে নিল যে, আমি হচ্ছি পৃথিবীর সব থেকে নোংরা পুরুষ।

প্রিয়াঙ্কা আবার একবার কাঁদতে শুরু করে দিয়েছিল। অবশ্য ও এটা লক্ষ্য করল যে, আশপাশের লোকেরা আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে আর ও নিজেকে সংযত করে নিল। চোখ থেকে বেরিয়ে আসতে থাকা কয়েক ফোটা অশ্রু টিশ্যু পেপার দিয়ে মুছে ও আবার একবার স্বাভাবিক হয়ে উঠল।

"শ্যাম! তুমি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে পারলে? বাড়ীতে মা আমাকে বুঝতে চায় না আর এখানে তুমি। তুমি এমন কি করে হয়ে পড়লে? তুমি অনেক পাল্টে গেছ, শ্যাম। তুমি আর সেই শ্যাম নেই, যার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল।" ও বলল। ওর গলাটা ভেঙে এসেছিল ঠিকই... কিন্তু শান্ত ছিল।

"আমি একটুও পাল্টাইনি। তুমিই বরং প্রতি দিন আমার মধ্যে একটা করে নতুন খুঁত খুঁজে বার করো। আমার একজন বাজে বস্ রয়েছে আর আমি আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছি, তার সঙ্গে সব থেকে ভালো ভাবে মানিয়ে চলতে। তুমিই অনেক পাল্টে গেছ। একটা সময় তুমি হাইওয়ের পাশে ট্রাক ড্রাইভারদের ধাবায় বসে খাবার খেতে পছন্দ করতে... আর আজ হঠাৎ করে তোমার এক NRI কার্ডিয়াক সার্জনের প্রয়োজন হয়ে পড়ল দু বেলা দু মুঠো ভাত জোগাড় করার জন্য!"

আমরা পরস্পরের দিকে দু সেকেণ্ড চুপ করে চেয়ে রইলাম।

"ঠিক আছে... আমারই দোষ। তুমি তো সেটাই প্রমাণ করতে চাও, তাই না? আমি এক স্বার্থপর, নীচ প্রকৃতির মেয়ে... ঠিক আছে?" ও বলল।

আমি ওর দিকে তাকালাম। আমার এটা বিশ্বাস হচ্ছিল না যে, গত চার বছর ধরে ও আর ওর এই লাল হয়ে ওঠা নাক আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। আর এখন,

এই মুহূর্তে ওর সঙ্গে চারটে কথা বলাও আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

আমি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম – "আমি ভেবেছিলাম যে, আমরা ঝগড়া করব না, একে-অপরকে দোষারোপ করব না... কিন্তু সেগুলো হয়েই পড়ল।"

"তোমার জন্য আমার খুবই চিন্তা হয়।" ও আমার হাত চেপে ধরে বলল।

"আমারও তোমার জন্য চিন্তা হয়।" আমি বললাম – "কিন্তু আমার মনে হয় যে, তার সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের নিজেদের জীবনের আরও বেশ কিছু জিনিষ নিয়েও চিন্তা করা উচিত।"

আমরা বিল চেয়ে পাঠালাম আর কিছুক্ষন আবহাওয়া, দিল্লীর ট্রাফিক ব্যবস্থা আর কাফের আভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা ইত্যলদি নিয়ে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা করলাম। আমরা কথা বলে চলেছিলাম ঠিকই... কিন্তু আমাদের দুজনের মধ্যেকার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

"আজ সন্ধ্যায় ফ্রী থাকলে আমাকে ফোন কোর।" আমি বিল মিটিয়ে উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বললাম।

ব্যাপারটা এই পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিল : এখন আমাদের পরস্পরকে ফোন করার কথা মনে করিয়ে দিতে হয়। আগে, এমন একটা ঘটাও যেত না... যখন আমরা পরস্পরকে ফোন করিনি অথবা এসএমএস পাঠাইনি।

"ঠিক আছে। ফোন করতে না পারলে এসএমএস পাঠাব।" ও বলল। কথা বলার থেকে এসএমএস পাঠানোটা অনেক বেশী সহজ।

আমরা লোক দেখানো আলিঙ্গন করলাম... আমাদের দুজনের শরীর স্পর্শ হল না বললেই চলে। কিস্ করার তো প্রশ্নই ওঠে না।

"ঠিক আছে।" আমি বললাম – "তোমার মেসেজ পেতে আমার ভালোই লাগে।"

#19

মোচা কাফে আর তার রঙ্গীন আরবিয়ান আলোর জগত থেকে আমি ডব্লিউ.এ.এস.জি.-র টিউব লাইটের জগতে ফিরে এলাম। আমি ঘড়ি দেখলাম : তখন রাত প্রায় 2-টো বাজে। আমি একটু পায়চারী করে আসার জন্য সীট ছেড়ে উঠে পড়লাম। আমি এটা ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না যে, কোন্ জিনিষটা বেশী বিরক্তিকর ? প্রিয়াঙ্কার মায়ের ব্যাপারে চিন্তা করা, না প্রিয়াঙ্কার বিয়েকে কেন্দ্র করে মেয়েদের গুলতানী শোনা। আমি ঘরের এক কোণে চলে গেলাম, যেখানে মিলিটারী আঙ্কল বসেন। আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লাম। আমি ওনার

মোনিটরে কিছু জন্তুদের ফোটো দেখতে পেলাম – শিম্পাঞ্জি, গণ্ডার, সিংহ, জলহস্তী আর হরিণের ফোটো।

"এর কি সব আপনার কাস্টমার ?" আমি বললাম আর নিজেই নিজের বলা জোক্সে হেসে উঠলাম।

মিলিটারী আঙ্কলও প্রত্যুত্তরে হাসলেন। আজ উনি ভালো মুডে ছিলেন... যেটা অত্যন্ত বিরল ছিল।

"এই সব ফোটো আমি চিড়িয়াখানায় উঠিয়েছি। আমি এগুলো আমার নাতিকে পাঠানোর জন্য স্ক্যান করেছি।"

"আপনার নাতি জন্তু-জানোয়ার ভালবাসে ?" আমি বললাম আর শিম্পাঞ্জির ফোটোটাকে আরও ভালো করে দেখার জন্য ঝুঁকে পড়লাম। অবাক কাণ্ড! ওটার সঙ্গে বক্সীর মুখের এক অলৌকিক মিল আমার চোখে ধরা পড়ল।

"হ্যাঁ, আমি এগুলো আমার ছেলেকে ই-মেল করে পাঠাতে চাইছি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই যে, আমাদের ই-মেল চার মেগাবাইট এ্যাটাচমেন্টের বেশী এ্যালাও করে না।"

আমি ওনাকে সাহায্য করব বলে ঠিক করলাম, যাতে সিস্টেমের লোকটা লাইন ঠিক করার আগে আমি নিজেদের বে-তে ফিরে যাওয়াটাকে এড়াতে পারি।

"হুম্... ম্! ফাইলটা বেশ বড়।" আমি ওনার মাউসটা নিজের হাতে নিয়ে বললাম – "আমি এগুলোকে জিপ্ করার চেষ্টা করছি – অবশ্য তাতে ছবিগুলো খুব একটা কম্প্রেসড্ হবে না। অন্য একটা উপায় হচ্ছে ছবিগুলোর রেজোল্যুশন কম করা... নয়তো আপনাকে কয়েকটা জন্তু বাদ দিতে হবে।"

মিলিটারী আঙ্কল ছবিগুলোর রেজোল্যুশন কম করতে চাইছিলেন না। ফলে আমরা ঠিক করলাম যে, হরিণ আর জলহস্তীকে বাদ দেব... কারণ ওগুলোর ওনার নাতির পছন্দের জন্তু নয়।

"অনেক ধন্যবাদ, শ্যাম!" আমি সফলতার সঙ্গে ওনার ই-মেল পাঠিয়ে দেওয়ার পরে মিলিটারী আঙ্কল বললেন। আমি ওনার মুখটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম ঃ সেখানে সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা উঁকি মারছিল। এটা বিশ্বাস করা অত্যন্ত কঠিন যে, ওনাকে শুধুমাত্র এই কারণে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, উনি নিজের পুত্রবধূর ওপরে অত্যন্ত হুকুম চালাতেন – এমনই একটা গুজব একবার রাধিকা আমাকে শুনিয়েছিল।

"কোন ব্যাপার নয়।" আমি বললাম। আমি দেখলাম যে, ক্রুম আমাকে ফিরে আসার জন্য ইশারা করছে। প্রিয়াঙ্কার বিয়ে নিয়ে মেয়েদের আলোচনা হয়তো এতক্ষনে শেষ হয়ে পড়েছে – এই আশা করে আমি নিজের ডেস্কে ফিরে এলাম।

"বক্সী প্রোপোজালের একটা কপি আমাদের পাঠিয়েছে।" ক্রুম বলল।

আমি নিজের সীটে বসে আমার ইনবক্স ওপেন করলাম। সেখানে বক্সীর পাঠানো একটা মেসেজ ছিল।

লাইন ঠিক হয়নি; সিস্টেমের লোকটা নতুন তার নিয়ে আসতে নিজের ডিপার্টমেন্টে ফিরে গেছিল।

"দেখা যাক, ও মেলটা কাকে পাঠিয়েছে?" ক্রুমের গলায় উত্তেজনা ঝরে পড়ছিল।

আমি মেলটা ওপেন করলাম এটা দেখতে যে, মেলের আসল প্রাপক কে? সেটা বোস্টনের ওয়েস্টার্ণ কম্প্যুটার্স এ্যাণ্ড এ্যাপ্লায়েন্সেসের সেলস্ ম্যানেজার, আইটি ম্যানেজার, অপারেশনস্ হেড আর আরও অনেকের নামে পাঠানো হয়েছিল। বক্সী আমাদের ক্লায়েন্ট বেসের পুরো ডায়রেক্টরীকেই মেল পাঠিয়েছিল।

"ও সবাইকে কপি পাঠিয়েছে। 'to' ফীল্ডে বোস্টনের সিনীয়র ম্যানেজমেন্টকে আর 'cc' ফীল্ডে ভারতের সিনীয়র ম্যানেজমেন্টকে।" আমি বললাম।

"ও কিন্তু একজনকে কপি পাঠাতে ভুলে গেছে – বক্সী দ্য গ্রেটকে।" ক্রুম বলল।

আমি সেই ছোট্ট ই-মেলটা পড়লাম ঃ

"Dear All,

Attached please find the much-awaited user manual of the customer service website that changed the parameters of customer service at Western Appliances. I just wrapped this up today. I would love to discuss this more when I'm in Boston...!"

আমি নিঃশব্দে শিষ দিলাম।

"বোস্টন? ঐ গাধাটা বোস্টন কি করতে যাচ্ছে?" ক্রুম বলল।

মেয়েরা আমাদের কথা শুনতে পেল।

"তোমরা কি নিয়ে কথা বলছ?" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"বক্সী বোস্টন যাচ্ছে।" ক্রুম বলল – "তোমাদের মধ্যে কেউ কি ওর সঙ্গে ঝুলে পড়তে চাও?"

"কি?" এশা বলল – "ও বোস্টন কি করতে যাচ্ছে?"

"আমাদের ওয়েবসাইট নিয়ে কথা বলতে। ওর বোধহয় বিদেশ ঘোরার খুব ইচ্ছে হয়েছিল।" আমি বললাম।

"এখানে এসব হচ্ছেটা কি ? এক দিকে আমরা খরচ কমাতে স্টাফ ছাটাই করছি আর অন্য দিকে টাকা খরচ করে বক্সীর মত মূর্খকে আমেরিকা পাঠানো হচ্ছে।" ক্রুম বলল আর টেবিলের ওপরে নিজের স্ট্রেস বলটাকে ছুঁড়ে মারল। সেটা গিয়ে ওর পেন স্ট্যাণ্ডটাকে আঘাত করল আর সব জিনিষ মাটিতে পড়ে গেল।

"সাবধানে।" এশা কিছুটা বিরক্তি মেশানো গলায় বলল... কয়েকটা পেন ওর দিকেও গড়িয়ে গেছিল। এশার হাতে ওর মোবাইল ফোনটা ছিল... ও হয়তো কাউকে ফোন করার চেস্টা করে চলেছিল।

"এসব পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়।" প্রিয়াঙ্কা নিজের মাথা নাড়তে-নাড়তে বলল। ও ইন্টারনেট সার্ফিং করছিল। আমি ভেবে পেলাম না যে, ও ঠিক কোন্ সাইট খুঁজছে – ওয়েডিং ড্রেস, আমেরিকার লাইফ স্টাইল, না কি লেক্সাসের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট!

আমি বক্সীর মেসেজ বন্ধ করতে যাচ্ছিলাম... এমন সময় ক্রুম আমাকে বাধা দিল।

"ডক্যুমেন্টটা ওপেন করো।" ক্রুম বলল – "ওর পাঠানো ফাইলস খোল।"

"ওটা হচ্ছে একই ফাইল, যেটা আমরা ওকে পাঠিয়েছিলাম। ইউজার ম্যানুয়াল।" আমি বললাম।

"তুমি কি সেটা ওপেন করেছিলে ?"

"না... প্রয়োজন কি ?"

"ওপেন করো ওটা।" ও এত জোরে বলল যে এশা আমাদের দিকে ঘুরে তাকাল। আমি এটা বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে, ও এত রাতে কাকে ফোন করছে ? কিন্তু ক্রুমের অর্ডারটা আগে পালন করার ছিল।

আমি ফাইলটা ওপেন করলাম, সেটা আমাদের ইউজার ম্যানুয়াল ছিল।

"এই দেখো... দুটোই এক।" আমি বললাম আর স্ক্রল ডাউন করতে লাগলাম। আমি যখন প্রথম পাতার একেবারে নীচে চলে এলাম... আমার চোয়াল দুটো আটকে গেল... কিছুটা আতংকে আর কিছুটা কয়েকটা কুৎসিত শব্দ শোনার তাৎক্ষনিক প্রস্তুতিতে।

Western Computers Troubleshooting Website
Project Details and User Manual
Developed by Connexions, Delhi

Subhash Bakshi
Manager, Connexions

"এটা এক ?" ক্রুম এতক্ষনে যে সমস্ত পেন মাটি থেকে কুড়িয়েছিল, সেগুলোকে টেবিলের ওপরে ছুঁড়ে দিল। একটা পেন এশার কোলের ওপরে গিয়ে পড়ল। এশা ততক্ষনে কোন একটা নাম্বার মেলাবার জন্য অন্ততঃ পক্ষে কুড়ি বার চেস্টা করে নিয়েছিল। ও ক্রুমের দিকে রাগত দৃষ্টিতে তাকাল আর পেনটাকে ক্রুমের দিকে ছুঁড়ে দিল। ক্রুম অবশ্য এশার রাগত দৃষ্টিকে দেখতে পেল না... কারণ সেই সময় ওর চোখ দুটো আমার মোনিটরের ওপরে নিবদ্ধ হয়ে ছিল।

"এটা শালা সুভাষ বক্সী তৈরী করেছে ?" ক্রুম আমার মোনিটরের ওপরে আঙুল দিয়ে টোকা মেরে বলল – "দেখো এটা। যে লোকটা কম্প্যুটার আর পিয়ানোর মধ্যে তফাৎ বুঝতে পারে না, সে এই ওয়েবসাইট আর ইউজার ম্যানুয়াল তৈরী করেছে !"

ক্রুম টেবিলের ওপরে জোরে ঘুঁষি মারল। ও রাগের চোটে টেবিলের ওপর থেকে সব জিনিষপত্র হাত দিয়ে ঝেঁটিয়ে ফেলে দিল। সব ক'টা পেন আবার একবার মাটির ওপরে এসে পড়ল।

"তোমার হয়েছেটা কি ?" এশা পেন বৃষ্টির হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য নিজের চেয়ারটাকে এক পাশে টেনে নিল। ও কোন একটা নাম্বার পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেস্টা চালিয়ে চলেছিল। শেষ পর্যন্ত ও উঠে দাঁড়াল আর কনফারেন্স রুমে চলে গেল।

"ও আমাদের করা কাজকে নিজের বলে চালিয়ে দিয়েছে, শ্যাম ! তুমি কি সেটা বুঝতে পারছ ?" ক্রুম আমার কাঁধটাকে শক্ত করে নাড়াতে-নাড়াতে বলল।

আমি আমাদের... থুড়ি, বক্সীর তৈরী ম্যানুয়ালটার প্রথম পাতায় চোখ রাখার পর থেকে বোবা হয়ে উঠেছিলাম। বক্সী সব কৃতিত্ব নিজের কোলে টেনে নিয়েছে। আমার মাথার ভেতরটা কেমন যেন করতে লাগল আর আমি শ্বাসকস্ট অনুভব করতে লাগলাম।

"আমরা দীর্ঘ 6-টা মাস এই ম্যানুয়ালটা তৈরী করতে লাগিয়েছি।" এই বলে আমি ফাইল বন্ধ করে দিলাম – "আমি স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি যে, ও এতটা নীচে নামতে পারে।"

"তো ?" ক্রুম বলল।

"তো কি ? আমি সত্যিই জানি না যে, কি করা উচিত। আমি প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়েছি। তার ওপরে, ঠিক এই মুহূর্তে আমার এই ভয়টাও হচ্ছে যে, ও আমাদের ছাঁটাইও করতে পারে।" আমি বললাম।

"আমাদের ছাঁটাই করবে ?" ক্রুম উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বলল – "আমরা এটার

ওপরে 6 মাস কাজ করেছি। আর তুমি বলছ যে, ও আমাদের ছাঁটাই করতে পারে – এই ভয়ে আমাদের হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে? শ্যাম! তুমি যদি মাউস প্যাড হয়ে ওঠো... তাহলে লোকেরা প্রতি দিন তোমার ওপর দিয়ে মাড়িয়ে যাবে। প্রিয়াঙ্কা, শ্যামকে কিছু করতে বলো। সোজা বক্সীর অফিসে যাও আর হতচ্ছাড়ার কলার চেপে ধরো।"

প্রিয়াঙ্কা আমাদের দিকে তাকাল আর সেই রাতে দ্বিতীয় বারের জন্য আমাদের চার চোখের মিলন হল। সত্যি, ওর দৃষ্টিটাই এক আলাদা প্রকারের ছিল; ওর এই দৃষ্টিটাই এর আগে আমাকে অত্যন্ত হীন অনুভব করাত।

ও মাথা নাড়ল আর আমার দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসল। আমি জানতাম যে, ওর এই হাসিটা ওর হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকেই এসেছিল। আমার ইচ্ছে করছিল যে, বক্সীর বদলে প্রিয়াঙ্কার কলারটা ধরে নেড়ে দিই। আমার বলতে ইচ্ছে করছিল – যখন তোমার এটা জানা আছে যে, তোমার জন্য লেক্সাস অপেক্ষা করে রয়েছে, তখন এই ধরণের দৃষ্টি ছুঁড়ে দেওয়াটা অত্যন্ত সহজ। কিন্তু আমি কিছুই বললাম না। বক্সীর কার্যকলাপ আমাকে প্রচণ্ড আঘাত করেছিল – এটা শুধু আমাদের দীর্ঘ 6 মাসের পরিশ্রমই ছিল না, এর সঙ্গে আমার প্রোমোশনের সম্ভাবনাও জড়িয়ে ছিল... যেটা শেষ হয়ে পড়েছে। তার অর্থ হচ্ছে – প্রিয়াঙ্কাও চলে যাচ্ছে। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে আমার চার পাশে যারা দাঁড়িয়ে রয়েছে... তারা প্রত্যেকেই চাইছে যে, আমি বক্সীর ওপরে চেঁচামেচি করি... রাগ প্রদর্শন করি। যদি আপনি এমন প্রদর্শন করেন যে, আপনি আহত হয়েছেন... তাহলে লোকেরা আপনাকে দুর্বল বলে ধরে নেবে। আমার চার পাশের লোকেরা সব সময় আমাকে শক্তিশালী দেখতে চায়... আমাকে এ্যাংরী ইয়ং ম্যান ইমেজে দেখতে চায়। হয়তো সেই জিনিসটা আমার মধ্যে নেই আর সেজন্যই হয়তো আমি টিম লীডার নই। সেজন্যই কোন মেয়ে আমার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার খুশীতে অফিসে সহকর্মীদের মিষ্টি খাওয়ায় না।

"শ্যাম! তুমি কোথায় হারিয়ে গেছ?" ক্রুম বলল – "আমাদের এখুনি এই সব লোকেদের ই-মেল পাঠিয়ে সব সত্যি কথা জানিয়ে দেওয়া উচিত।"

"শান্ত হও, ক্রুম। হীরো সাজার কোন প্রয়োজন নেই।" আমি বললাম।

"ওহো... তাই নাকি? তাহলে আমরা কি সাজব? পরাজিত পক্ষের সৈনিক? হ্যাঁ-হ্যাঁ, বলো শ্যাম... তুমি তো এই ব্যাপারে অত্যন্ত অভিজ্ঞ!" ক্রুম বলল।

ওর এই ধরণের মন্তব্যে আমি রেগে উঠলাম। "চুপ করে বোস।" আমি বললাম

– "তুমি কি করতে চাও ? বোস্টনে আরও একটা মেল পাঠাতে চাও আর ওদের এটা জানাতে চাও যে, আমাদের এখানে নিজেদের মধ্যেই লড়াই চলছে ? ওরা কার কথা বিশ্বাস করবে বলে তোমার মনে হয় ঃ যে কিছুদিনের ভেতরেই বোস্টন যাচ্ছে ওদের সঙ্গে দেখা করতে, তাকে – না কি এমন কিছু হতাশায় ভুগতে থাকা এজেন্টদের... যারা দাবী করছে যে, পুরো কাজটা তারা করেছে ? মাথা ঠাণ্ডা করে একটু ভাবার চেস্টা করো, মি. ক্রুম। এতে শুধু তুমি চাকরী থেকে ছাটাই হবে... আর কিছুই হবে না। বক্সী হচ্ছে ম্যানেজমেন্টের লোক – ও ম্যানেজ করে... হ্যাঁ, ও ম্যানেজ করে। কিন্তু শুধু নিজের কেরিয়ার ম্যানেজ করে... আমাদের নয়।" আমি এত বেশী উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম যে, আমি আমার ঠিক পাশে একটা জলের বোতল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা রাধিকাকে দেখতে পাইনি।

"ধন্যবাদ !" আমি বললাম আর ঢক-ঢক করে কয়েক চুমুক জল গলায় ঢেলে নিলাম।

"এখন একটু ভালো লাগছে ?" রাধিকা প্রশ্ন করল।

আমি হাত তুলে ওকে আর কিছু বলতে মানা করলাম – "আমি এই নিয়ে আর কোন আলোচনা করতে চাই না। এটা আমাদের দুজনের আর বক্সীর মধ্যেকার ব্যাপার। আমি চাই না যে, এই ব্যাপারে সেই সব লোকেরা নিজেদের পরামর্শ দিক, যাদের গোটা জীবনটাই হচ্ছে এক বিরাট বড় পার্টি। হ্যাঁ... আমি মানছি যে, আমাদের বস্ পুকুর চুরি করেছে। বেশীর ভাগ বসেরাই এমনটা করে থাকে। এটা তেমন কিছু বড় ব্যাপার নয়।" এই বলে আমি বসে পড়লাম। আমি ক্রুমের দিকে তাকালাম... ও-ও বসে পড়েছিল।

ক্রুম একটা নোটপ্যাড খুলে তাতে একটা 2 x 2 ম্যাট্রিক্স আঁকল।

"এটা আবার কি ?" আমি বললাম।

"আমার মনে হয় যে, আমি শেষ পর্যন্ত বক্সীকে ফাঁদে ফেলতে পেরেছি। এসো, ব্যাপারটা আমি তোমাকে একটা ডায়াগ্রামের সাহায্যে বোঝাচ্ছি।"

"আমার কোন ডায়াগ্রামের প্রয়োজন নেই।" আমি বললাম।

"আরে শোন তো।" ক্রুম বলল।

সমান্তরাল এক্সিসে ও প্রতিটা বক্সের পাশে *'ভালো'* আর *'শয়তান'* লিখল আর উল্লম্ব এক্সিসে ও *'স্মার্ট'* আর *'মূর্খ'* শব্দ লিখল।

"এই হল বক্সীর মত লোকেদের ব্যাপারে আমার থিওরী।" ক্রুম ম্যাট্রিক্সের ওপরে পেন রেখে বলল – "এই পৃথিবীতে চার প্রকারের বস্ আছে। তাদেরকে আবার দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে – (ক) তারা কতটা স্মার্ট আর কতটা মূর্খ এবং (খ) তারা ভালো না শয়তান ? ভাগ্য খুব ভালো থাকলে তুমি কোন স্মার্ট আর

ভালো বস্ পাবে। বক্সী অত্যন্ত বিপজ্জনক হলেও ও সাধারণ শ্রেণীতেই আসে। ও যে মূর্খ, সেটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু তার থেকে বড় জিনিষ হচ্ছে এই যে, ও এক শয়তান!" ব্রুম ম্যাট্রিক্সের প্রাসঙ্গিক খোপটায় পেন রেখে বলল।

"মূর্খ-শয়তান!" আমি প্রতিধ্বনি করে উঠলাম।

"হ্যাঁ, আমরা ওকে আণ্ডার এস্টিমেট করেছিলাম। ও প্রচণ্ড শয়তান। ও ঠিক কোন অন্ধ সাপের মত ঃ তুমি সেই সাপটার ওপরে করুণা করতে পারো, কিন্তু অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও ওর দংশনে মানুষ মারা যাবে। বক্সী মূর্খ আর সেজন্যই এই কল সেন্টারের এই অবস্থা। কিন্তু ও শয়তানও বটে... তাই ও এমন ব্যবস্থা করবে, যাতে ওকে বাদ দিয়ে আমাদের সবার চাকরী চলে যায়।"

আমি সম্মতিসূচক ভঙ্গীমায় মাথা নাড়লাম।

"ভুলে যাও ওসব। আমার কপালটাই খারাপ। আমি আর কি বলতে পারি?" আমি নিরাশায় ভরে ওঠা গলায় বললাম।

রাধিকা আমার টেবিল থেকে জলের বোতলটা উঠিয়ে নিল – "তোমাদের আলোচনায় বাধা দেওয়ার জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি আশা করি যে, তুমি যখন *'যাদের গোটা জীবনটাই হচ্ছে এক পার্টি'* কথাটা বলেছিলে, তখন সেই *'যাদের'* মধ্যে আমাকেও শামিল করোনি। আমার জীবনটা কোন পার্টি নয়, বন্ধু! আমার জীবনটা...!"

"ও তোমার কথা বলেনি, রাধিকা। শ্যাম সরাসরি আমার প্রতি ইঙ্গিত করেই কথাটা বলেছিল।" প্রিয়াঙ্কা রাধিকার কথার মাঝপথে বলে উঠল।

"ওহো... ভুলে যাও ওসব।" আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম। আমি নিজের ডেস্ক থেকে সরে এলাম... শুধুমাত্র এই সব বিরক্তিকর লোকেদের থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে আনতে। আমি চলে আসতে-আসতে ব্রুমের গলা শুনতে পেলাম – "আমি যদি এই বক্সীর মুখে ঘুঁষি মারার একটা সুযোগ পেতাম... আমি নিজেকে এই পৃথিবীর সব থেকে ভাগ্যশালী ব্যক্তি মনে করতাম।"

#20

আমি ডব্লিউ.এ.এস.জি. ডেস্ক থেকে দূরে সরে এলাম। আমার হাত দুটো তখনও নিশপিশ-নিশপিশ করছিল। আমার ইচ্ছে করছিল, বক্সীকে কয়েক শো টুকরো করে কাটতে আর প্রত্যেকটা টুকরো দিল্লীর রাস্তার কুকুরগুলোকে খাওয়াতে। আমি কন্‌ফারেন্স রুমের দিকে এগিয়ে গেলাম। দরজাটা বন্ধ ছিল। আমি দরজায় আওয়াজ করলাম আর কয়েকটা মুহূর্ত অপেক্ষা করলাম। ভেতরে

সব কিছু শান্ত ছিল।

"এশা ?" আমি দরজা খোলার জন্য হাতলটা ঘোরাতে-ঘোরাতে বললাম।

এশা কন্‌ফারেন্স রুমের একটা চেয়ারে বসে ছিল। ও নিজের ডান পা-টাকে অন্য আরেকটা চেয়ারের ওপরে রেখেছিল। ও নিজের পায়ের ক্ষতস্থানটাকে পরীক্ষা করছিল।

ও নিজের হাতে একটা রক্তমাখা বক্স কাটার ধরে রেখেছিল। আমি টেবিলের ওপরে একটা ব্যবহৃত ব্যাণ্ড এইড্ দেখতে পেলাম। এশার পায়ের ক্ষতস্থান থেকে তাজা রক্ত বেরিয়ে আসছিল।

"তুমি ঠিক আছো তো ?" আমি ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে বললাম।

এশা আমার দিকে ভাবশূণ্য অভিব্যক্তিতে তাকাল।

"ওহো... হাই শ্যাম !" ও অত্যন্ত শান্ত স্বরে বলল।

"তুমি এখানে একা-একা কি করছ ? ওদিকে সবাই তোমাকে খুঁজছে।"

"কেন ? সবাই আমাকে খুঁজছে কেন ?"

"কোন বিশেষ কারণে নয়। তা তুমি এখানে কি করছ ? আর তোমার পা থেকে রক্ত পড়ছে, তোমার কি কোন লোশন বা ব্যাণ্ডেজের প্রয়োজন ?" আমি অন্য দিকে তাকিয়ে বললাম। রক্ত আমি দেখতে পারি না। আমি জানি না যে, ডাক্তাররা প্রতি দিন রক্ত নিয়ে কাজ কি করে করেন ?

"না, শ্যাম। আমি ঠিক আছি। লোশন লাগালে হয়তো আর যন্ত্রণা করবে না।" এশা বলল।

"মানে ?" আমি অবাক হয়ে উঠলাম – "তুমি ঠিক কি বলতে চাইছ ? তুমি চাও যে, তোমার যন্ত্রণা ঠিক হয়ে পড়ুক... তাই তো ?"

"না।" এশা দুঃখের হাসি হেসে বলল। ও বক্স কাটারটা দিয়ে নিজের পায়ের ক্ষতস্থানের দিকে ইঙ্গিত করে বলল – "এই যন্ত্রণাটা আমার মনকে সত্যিকারের যন্ত্রণার থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শ্যাম ! তুমি কি জানো যে, সত্যিকারের যন্ত্রণা কাকে বলে ?"

এশা ঠিক কি বলতে চাইছিল, সেই ব্যাপারে আমার কোন ধারণাই ছিল না। কিন্তু আমি এটা জানতাম যে, ও যদি তাড়াতাড়ি নিজের পায়ের ক্ষতস্থানটাকে ঢাকা না দেয়, তাহলে আমি এই একটু আগে খাওয়া সেই চকোলেট কেকটাকে পুরোটাই বমি করে উগড়ে দেব।

"শোন, আমি সাপ্লায়েস রুম থেকে তোমার জন্য ফার্স্ট-এইড্ কিট নিয়ে আসছি।"

"তুমি আমার প্রশ্নের কোন উত্তর দিলে, শ্যাম। সত্যিকারের যন্ত্রণা কাকে

বলে ?"

"আমি জানি না... সেটা কাকে বলে ?" আমি বললাম। এশার মসৃণ পা থেকে আরও কয়েক ফোঁটা তাজা রক্ত ঝরে পড়তে থাকায় আমি দ্রুত অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম।

"সত্যিকারের যন্ত্রণা হচ্ছে মানসিক যন্ত্রণা।" এশা বলল।

"ঠিক বলেছ তুমি।" আমি গলায় বুদ্ধিমত্তার ছাপ ফুটিয়ে তোলার চেস্টা করে বললাম। আমি ওর পাশে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম।

"তুমি কখনো মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছ, শ্যাম ?"

"আমি ঠিক বলতে পারব না। আমার মনের গভীরতা ততটা নয়। আমি অনেক কিছুই অনুভব করি না।" আমি বললাম।

"মানসিক যন্ত্রণা আমরা সবাই ভোগ করি... কারণ আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনের একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক রয়েছে।"

"অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক ?"

"হ্যাঁ, অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক – যেটা তুমি নিজের ব্যাপারে পছন্দ করো না... যেটা তোমাকে রাগিয়ে তোলে অথবা এমন কিছু, যেটাকে তুমি ভয় পাও। এই সব কিছু মিলিয়েই আমাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক তৈরী হয়। তোমার জীবনেরও কি কোন অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক আছে, শ্যাম ?"

"ওহো... আমার তো সেরকম প্রচুর দিক আছে। প্রায় আধ ডজন হবে।" আমি বললাম।

"কখনো কি নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়েছে তোমার ? সত্যিকারের অপরাধী বলে মনে হয়েছে ?" ও বলল। ওর গলাটা ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে আসছিল।

"কি হয়েছে তোমার, এশা ?" আমি বললাম। এবার আমি এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম, যেখান থেকে আমি ওর মুখটা দেখতে পাচ্ছিলাম... কিন্তু ওর ক্ষতস্থানটা আমার দৃষ্টির বাইরে ছিল।

"তুমি কি আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারবে যে, আমি যদি তোমাকে কিছু বলি, তাহলে তুমি আমার বিচার করতে শুরু করে দেবে না ?"

"নিশ্চয়ই।" আমি বললাম – "এমনিতেও আমি খুব একটা ভালো বিচারক নই।"

"আমি একজনের সঙ্গে এক বিছানায় শুয়েছিলাম।" ও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল – "একটা মডেলিং কন্ট্র্যাক্ট হাতে পাওয়ার জন্য।"

"কি ?" আমি বললাম। আমার কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগল এটা বুঝতে যে, এশা *'এক বিছানায় শোওয়া'* বলতে ঠিক কি বলতে চাইছে ? এটার অর্থ নিশ্চয়ই

বিছানায় শুয়ে নাক ডাকানো হতে পারে না।

"হ্যাঁ... আমার এজেন্ট বলেছিল যে, সেই লোকটার হাতে বেশ কিছু মডেলিং কন্ট্র্যাক্ট আছে। এক মেজর ফ্যাশন শোয়ে ব্রেক পাওয়ার জন্য আমাকে শুধু সেই লোকটার সঙ্গে এক বিছানায় শুতে হবে। কেউ আমার ওপরে জোর খাটায়নি। আমার ইচ্ছেতেই পুরো ব্যাপারটা ঘটেছিল। কিন্তু সেই থেকে আমি এই যন্ত্রণাদায়ক অপরাধ বোধে ভুগে চলেছি। প্রতিটি মুহূর্ত ভোগ করে চলেছি। আমি ভেবেছিলাম যে, এই জিনিষটা চলে যাবে... কিন্তু সেটা যায়নি। আর সেই যন্ত্রণাটা এত বেশী যে, আমার এই পায়ের ক্ষতস্থানের যন্ত্রণা তার সামনে কিছুই নয়।" এশা বলল আর বক্স কাটার দিয়ে নিজের পায়ের ক্ষতস্থানের আশপাশের চামড়া তুলে ফেলতে লাগল।

"বন্ধ করো, এশা। তুমি করছটা কি ?" আমি বললাম আর ওর হাত থেকে বক্স কাটারটা ছিনিয়ে নিলাম – "তুমি কি পাগল হয়ে উঠেছ ? তোমার ঐ জায়গাটা গ্যাংগ্রীন হয়ে পড়তে পারে।"

"সেসব কিছুই নয়। আমি তোমাকে বলছি, কোন্ জিনিষটা সব থেকে ভয়ংকর। তোমার ভেতরের সেই আওয়াজ, যেটা তোমাকে সর্বক্ষন জানায় যে, তোমার ভেতরে এক সফল মডেল হয়ে ওঠার মত ট্যালেন্ট আছে। তুমি কি জানো, সেই লোকটা পরে কি বলেছিল ?"

"কোন্ লোকটা ?" আমি বক্স কাটারটাকে টেবিলের অন্য দিকে সরিয়ে রাখতে-রাখতে বললাম।

"যে লোকটার সঙ্গে শুয়েছিলাম – চল্লিশ বছরের এক ডিজাইনার। ও পরে আমার এজেন্টকে বলেছিল যে, র‍্যাম্প মডেল হওয়ার পক্ষে আমার উচ্চতা নাকি অনেক কম।" এশা বলল। ওর গলায় রাগ আর দুঃখ... দুটোই ছিল – "যেন সেই বেজন্মাটা আমার সঙ্গে এক বিছানায় শোওয়ার সময় আমার উচ্চতা লক্ষ করেনি।" এবার ও কাঁদতে লাগল। আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে, কোন্ ধরণের মেয়েরা বেশী খারাপ হয় – চেঁচাতে থাকা মেয়েরা, না কাঁদতে থাকা মেয়েরা। আমি অবশ্যই এই দুই ধরণের মেয়েদের মধ্যে কাউকেই সামলাতে অভ্যস্ত নই। আমি এশার কাঁধে একটা হাত রাখলাম আর যদি ওর প্রয়োজন হয়, তাহলে ওকে নিজের বুকে টেনে নেওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে রাখলাম।

"সেই বেজন্মার বাচ্চাটা পরে ক্ষতিপূরণ হিসেবে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিল।" এশা বলল। ও এখন ফোঁপাচ্ছিল – "আর আমার এজেন্ট আমাকে বলেছিল যে, এসব হচ্ছে জীবনের অঙ্গ ! হ্যাঁ, এসব জীবনের অঙ্গ ঠিকই – ব্যর্থ মডেল এশার ব্যর্থ জীবনের অঙ্গ ! আমাকে আমার বক্স কাটারটা ফিরিয়ে দাও, শ্যাম।" এশা একটা হাত

আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল।

"না, ওটা আমি দেব না। শোন... আমি জানি না যে, এই ধরণের পরিস্থিতিতে ঠিক কি করা উচিত... কিন্তু তুমি ব্যাপারটাকে সহজ ভাবে নাও।" আমি বললাম। এটা সত্যিও ছিল; কেউই আমার কাছে যৌনতায় মেতে ওঠার দাবী করবে না। সুতরাং, দবীকৃত যৌনতার পরে অপরাধী বোধ করাটা আমার কাছে সম্পূর্ণ রূপে অপরিচিত ব্যাপার ছিল।

"আমার নিজের প্রতি ঘৃণা হয়, শ্যাম। আমি নিজেকে ঘৃণা করি। আর আমি নিজের এই মুখটাকেও ঘৃণা করি আর সেই আয়নাটাকেও ঘৃণা করি, যেটা প্রতি দিন আমাকে এই মুখটা দেখায়। আমি সেই সব লোকেদের বিশ্বাস করার জন্য নিজেকে ঘৃণা করি... যারা আমাকে বলেছিল যে, এক সফল মডেল হওয়ার মত সমস্ত যোগ্যতা আমার মধ্যে রয়েছে। আমি কি নিজের এই মুখটাকে পাল্টাতে পারি না ?"

আমার এমন কোন প্লাস্টিক সার্জেনের সঙ্গে পরিচয় ছিল না... যাঁরা এক সুন্দরী মেয়েকে কুৎসিত করে তুলতে বিশেষজ্ঞ। তাই আমি চুপ করে রইলাম। নব্বই সেকেণ্ড পরে, এশা কান্না থামাল। বেশীর ভাগ মেয়েই অবশ্য এই সময়ের মধ্যে কান্না থামিয়ে নেবে... যদি আপনি তাকে উপেক্ষা করেন। এশা নিজের ব্যাগ থেকে একটা টিশ্যু পেপার বার করে আনল আর সেটা দিয়ে নিজের চোখের জল মুছে নিল।

"এবার কি আমরা যেতে পারি ? ওরা সবাই অপেক্ষা করছে।" আমি বললাম। ও উঠে দাঁড়াবার জন্য আমার হাত চেপে ধরল।

"আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোনার জন্য ধন্যবাদ।" এশা বলল। একমাত্র মেয়েরাই এই কারণে কাউকে ধন্যবাদ জানাতে পারে যে, সে তার কথা মন দিয়ে শুনেছে।

#21

আমি আর এশা যখন নিজেদের বে-তে ফিরে এলাম, তখনও সেখানে প্রিয়াঙ্কার বিয়ের ব্যাপারেই আলোচনা চলছিল... এতে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলাম।

এশা চুপচাপ বসে পড়ল।

"তুমি কোথায় ছিলে ?" প্রিয়াঙ্কা এশাকে প্রশ্ন করল।

"এখানেই ছিলাম। একটা ব্যক্তিগত ফোন করতে কিছুক্ষনের জন্য উঠে গিয়েছিলাম।" এশা বলল।

"আমি রাধিকার থেকে শাশুড়ীদের ব্যাপারে কিছু টিপস্ নিচ্ছিলাম।" প্রিয়াঙ্কা

বলল – "অবশ্য এখনই আমি ওসব নিয়ে এতটা চিন্তা করছি না। ওনাকে এখনও পর্যন্ত ভালোই মনে হচ্ছে... কিন্তু কে জানে পরে উনি কি রূপ ধরবেন ?"

"আরে বাদ দাও ওসব। প্রতিদানেও তো তুমি অনেক কিছু পাচ্ছ। গণেশের মত ভালো ছেলে পাওয়া আজকের দিনে অত্যন্ত মুশ্কিল।" রাধিকা বলল।

"আমি তো একটা লেক্সাস গাড়ীর জন্য তিনজন শাশুড়ীর অত্যাচার সহ্য করতেও রাজী আছি।" ক্রুম বলল।

রাধিকা আর প্রিয়াঙ্কা ওর কথায় হেসে উঠল।

"আমি তোমাকে মিস্ করব, ক্রুম।" প্রিয়াঙ্কা বলল। ও তখনও হেসে চলেছিল – "আমি সত্যিই তোমাকে মিস্ করব।"

"আমাকে বাদ দিয়ে তুমি এখানকার আর কাকে-কাকে মিস্ করবে ?" ক্রুম এই প্রশ্ন করল আর আমরা সবাই প্রিয়াঙ্কার উত্তরের জন্য চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

প্রিয়াঙ্কা নিজের সীটে ফিরে গেল ঃ ক্রুম ওকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছিল। আর আমি এটা ভালো করেই জানতাম যে, প্রিয়াঙ্কা আমার নাম নিতে চায় না।

"ওহো... আমি তোমাদের সবাইকেই মিস্ করব।" ও ডিপ্লোমেটিক উত্তর দিল। ও ভাবে যে, ও নিজের বোরিং উত্তরে গোটা দুনিয়াকে বোকা বানাতে পারে।

"ওহো!" ক্রুম বলল।

"যাই হোক, তিন-তিনটে শাশুড়ী পাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ কোর না, ক্রুম। সেটা তিন-তিনটে বক্সীকে পাওয়ার মত হয়ে দাঁড়াতে পারে।" রাধিকা বলল।

"তার মানে তোমার শাশুড়ী এক শয়তান।" ক্রুম বলল।

"আমি কখনো এমন বলিনি যে, আমার শাশুড়ী খারাপ। কিন্তু উনি সেই কথাগুলো বানিয়ে-বানিয়ে অনুজকে না বললেই পারতেন। অনুজ এসব শুনে কি ভাববে ?"

"কিছুই ভাববে না। ও কিছুই ভাববে না। অনুজ এটা জানে যে, ও কতটা ভাগ্য করায় তবে তোমার মত বৌ পেয়েছে।" প্রিয়াঙ্কা জোর দিয়ে বলল।

"মাঝে-মাঝে বড় খারাপ লাগে। উনি যতই হোন্, আমার নিজের মা তো নন।"

"ও কথা বোল না। আমি যে কোন লোকের মায়ের সঙ্গে অনেক ভালো ভাবে দিন কাটাতে পারব নিজের মায়ের তুলনায়। আমার মায়ের বদমেজাজ আমাকে শাশুড়ী-প্রুফ করে তুলেছে।" প্রিয়াঙ্কা বলল আর সবাই ওর কথায় হেসে উঠল। আমি অবশ্য হাসলাম না... কারণ আমার কাছে প্রিয়াঙ্কার মা ততটা মজার ব্যক্তি ছিলেন না। ওনার মত ইমোশন্যাল ব্ল্যাকমেলারদের আমার মতে জেলে পাঠিয়ে

দেওয়া উচিত আর সারাটা দিন ওনাদের টি.ভি.-তে সিরীয়াল দেখার শাস্তি দেওয়া উচিত।

"অনুজ কিছু মনে করবে না তো ? তোমরা আমাকে এটা বলো যে, ও আমাকে ঘৃণা করবে না তো ?" রাধিকা বলল।

"না !" প্রিয়াঙ্কা নিজের সীট থেকে উঠে রাধিকার কাছে গেল – "ও তোমাকে ঠিক আগের মতই ভালবাসবে।"

"তুমি কি এটা পরীক্ষা করে দেখতে চাও যে, ও তোমাকে আগের মতই ভালবাসে কি না ?" ক্রুম বলল – "আমার কাছে একটা আইডিয়া আছে।"

"কি সেটা ?" রাধিকা বলল।

আমি ক্রুমের দিকে তাকালাম। অনুজ আর রাধিকার ব্যাপারে ওর আবার কি বলার থাকতে পারে ?

"এসো, রেডিয়ো জকি খেলা যাক।" ক্রুম বলল – "ব্যাপারটা সতিই মজার।"

"রেডিয়ো জকি কি জিনিস ?" রাধিকার মাথায় কিছুই ঢুকছিল না।

"আমি অনুজকে ফোন করব আর এমন ভান দেখাব, যেন আমি কোন রেডিয়ো স্টেশন থেকে কথা বলছি। তারপর আমি ওকে বলব যে, ও একটা পুরস্কার জিতেছে – এক গুচ্ছ লাল গোলাপ আর এক বাক্স সুইস চকোলেট। সেটা ও ভারতের ভেতরে যে কোন জায়গায় এক লাভিং মেসেজের সঙ্গে সেই ব্যক্তিকে পাঠাতে পারে, যাকে ও সব থেকে বেশী ভালবাসে। তারপর আমরা সবাই শুনব যে, ও তোমার উদ্দেশ্যে কি-কি রোমান্টিক লাইন বলে।"

"ছাড়ো... এমনটা কখনোই সফল হবে না।" প্রিয়াঙ্কা বলল – "তোমার গলা কোন রেডিয়ো জকির গলা বলে মনেই হবে না।"

"আমার ওপরে ভরসা করে দেখো। আমি হচ্ছি এক কল সেন্টার এজেন্ট। আমি এক রেডিয়ো জকির সফল অভিনয় করতে পারব।"

আমি রেডিয়ো জকির ভূমিকায় ক্রুমের অভিনয় দেখার জন্য উৎসুক হয়ে ছিলাম।

"ও.কে. !" ক্রুম নিজেকে তৈরী করতে-করতে বলল – "এটা হচ্ছে শো টাইম। সবাই লাইন পাঁচের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ো। কোন শব্দ যেন না হয় ঃ সবাই যে-যার মাউথপীসের থেকে দূরে নিঃশ্বাস ফেলবে... ও.কে. ?"

রাধিকা ওকে একটা নাম্বার দিল আর আমরা সবাই লাইন পাঁচের সঙ্গে নিজেদেরকে যুক্ত করে নিলাম। ক্রুম অনুজের মোবাইল নাম্বার ডায়াল করল।

আমরা সবাই নিজেদের কানের সঙ্গে ইয়ারপীস আঠার মত আটকে নিলাম। পাঁচ বার রিং হল।

"ও ঘুমোচ্ছে।" প্রিয়াঙ্কা ফিস্‌ফিস্ করে বলল।

"শ্-শ্-শ্!" ক্রুম বলল আর আমরা কারো কল রিসীভ করার আওয়াজ শুনতে পেলাম।

"হ্যালো?" অনুজ ঘুম জড়ানো গলায় বলল।

"হ্যালো, মাই ফ্রেণ্ড। এটা কি 98101 - 46301?" ক্রুম অত্যন্ত উৎসাহে রেডিয়ো জকির গলায় বলল।

"হ্যাঁ... আপনি কে বলছেন?" অনুজ বলল।

"এটা হচ্ছে আজকের রাতে আপনার পক্ষে এক লাকি কল। আমি রেডিয়ো সিটি 93.5 এফএম থেকে আর.জে. ম্যাক্স বলছি। মাই ফ্রেণ্ড... আপনি এই মাত্র এক পুরস্কার জিতে নিয়েছেন।"

"রেডিয়ো সিটি? আপনি কি আমাকে কিছু জিনিষ গছাবার চেস্টা করছেন?" অনুজ বলল। আমার মনে হল যে, যেহেতু ও নিজে এক সেলস্‌ম্যান... তাই ও এড়াবার চেস্টা করছিল।

"না, বন্ধু। আমি আপনাকে কিছুই গছাবার চেস্টা করছি না। কোন ক্রেডিট কার্ড নয়... কোন বীমা পলিসি নয় আর কোন ফোন প্ল্যানও নয়। আমি শুধু আমাদের স্পন্সর ইন্টারফ্লোরার তরফ থেকে আপনাকে একটা ছোট্ট পুরস্কার দিতে চাইছি আর আপনি ইচ্ছে করলে আপনার প্রিয় কোন গান বাজানোর ফরমায়েশও করতে পারেন। আজকাল লোকেরা দেখছি আমাদের প্রচণ্ড সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছে।"

"স্যরি, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।" অনুজ বলল।

"আমার নাম ম্যাক্স... আপনার?" ক্রুম বলল।

"অনুজ!"

"আপনার সঙ্গে কথা বলতে পেরে আমার খুবই ভালো লাগছে, অনুজ। আপনি এই মুহূর্তে ঠিক কোথায় রয়েছেন?"

"কোলকাতা।"

"ওহো! রসগোল্লার শহরে... দারুণ! যাই হোক্... আপনি ভারতের মধ্যে যে কোন জায়গায় নিজের সব থেকে প্রিয় ব্যক্তিকে আপনার লাভিং মেসেজ সহ এক ডজন লাল গোলাপ পাঠাতে পারেন। এই কাজটা বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ফ্লাওয়ার ডেলিভারী কোম্পানী ইন্টারফ্লোরা আপনার হয়ে করে দেবে।"

ক্রুম সত্যিই অতুলনীয়... আমাকে মানতেই হবে।

"আর তার জন্য আমাকে একটা পয়সাও পকেট থেকে খরচ করতে হবে না... তাই তো? থ্যাঙ্কস্ ইন্টারফ্লোরা।" অনুজ কৃতজ্ঞতা মেশানো গলায় বলল।

আমরা সবাই নিজেদের মুখ জোর করে বন্ধ করে রেখেছিলাম আর আমাদের হেডসেটের মাউথপীস আমরা নিজেদের হাত দিয়ে চাপা দিয়ে রেখেছিলাম।

"না, বন্ধু। আপনাকে এর জন্য একটা পয়সাও খরচ করতে হবে না। তো! আপনি কি নিজের সেই প্রিয় ব্যক্তির নাম আর ঠিকানা আমাদেরকে জানাতে প্রস্তুত ?"

"হ্যাঁ... আমি সেটা আমার গার্লফ্রেণ্ড পায়লকে পাঠাতে চাই।"

আমার মনে হল..যেন আমার পায়ের নীচে মাটি কেঁপে উঠল। আমি ক্রুমের মুখের দিকে তাকালাম ঃ ওর মুখটা হাঁ হয়ে গেছিল। ও কিছুই বুঝতে না পারার ভঙ্গীতে হাত নাড়াল।

"পায়ল ?" ক্রুম বলল। ওর গলাটা এখন বেশ কিছুটা স্বাভাবিক স্তরে নেমে এসেছিল... একটু আগের সেই উৎসাহ ওর গলার মধ্যে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।

"হ্যাঁ... পায়ল আমার গার্লফ্রেণ্ড। ও দিল্লীতে থাকে। ও এক আধুনিকা যুবতী... ওকেই আমি এই ফুলের গুচ্ছ পাঠাতে চাই।" অনুজ বলল।

রাধিকা আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না।

"পায়ল ? তুমি এখুনি কোন্ নামটা বললে, অনুজ ? তোমার গার্লফ্রেণ্ড পায়ল ?" রাধিকা চেঁচিয়ে উঠল।

"কে ?... রাধিকা... ?"

"হ্যাঁ, রাধিকা। তোমার সঙ্গে সাত পাকে ঘোরা বৌ রাধিকা।"

"এসব হচ্ছেটা কি ? এই ম্যাক্স নামের লোকটা কে ? কোথায় ও ?" অনুজ বলল।

আমার মনে হল, ম্যাক্স নামক চরিত্রটা এই মাত্র মারা গেছে। ক্রুম মাথায় হাত দিয়ে ভাবছিল যে, এবার ওর কি বলা উচিত ?

"তুমি আমার সঙ্গে কথা বল, শূয়োর।" রাধিকা চেঁচিয়ে উঠে গালাগালি দিল... হয়তো অনুজের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পরে এই প্রথমবার ও নিজের স্বামীর সঙ্গে এমন ভাষায় কথা বলল – "তুমি এই শালী পায়লকে কি মেসেজ পাঠাতে চাও ?"

"রাধিকা, ডার্লিং... শোন, এসব হচ্ছে ঠাট্টা। ম্যাক্স ? ম্যাক্স ?"

"এখানে কোন ম্যাক্স নেই... আমার নাম ক্রুম।" ক্রুম আস্তে করে বলে উঠল।

"বেজন্মা... শালা!" অনুজ গালাগালি দিতে শুরু করায় রাধিকা উঠে দাঁড়িয়ে লাইন কেটে দিল। তারপর ও একটা চেয়ারে বসে পড়ল... ওকে দেখে মনে হচ্ছিল

যে, ও দুঃস্বপ্নেও এমনটা আশা করেনি। এর কয়েক সেকেণ্ড পরে ও কান্নায় ভেঙে পড়ল।

ক্রম রাধিকার দিকে তাকিয়ে বলল – "আমি দুঃখিত, রাধিকা।"

রাধিকা কোন উত্তর দিল না। ও শুধু কেঁদে চলল। এর ফাঁকে ও নিজের শাশুড়ীর জন্য বুনতে থাকা সেই আধবোনা স্কার্ফটা দিয়ে চোখের জল মুছে নিল। আমার ভেতর থেকে কেউ যেন বলে উঠল যে, রাধিকা এই স্কার্ফটা আর কোনদিনও শেষ করবে না।

এশা শক্ত করে রাধিকার হাত চেপে ধরল। আমার মনে হল যে, কান্নার ভায়রাসটা একজনের থেকে অন্যজনের মধ্যে ঢুকে গেছে। এশাও কাঁদতে শুরু করল। প্রিয়াঙ্কা উঠে গিয়ে জল নিয়ে এল। রাধিকা প্রায় এক গ্লাস চোখের জল ফেলল আর প্রিয়াঙ্কার আনা এক গ্লাস জল পান করে নিল।

"ব্যাপারটাকে সহজ ভাবে নেবার চেস্টা করো। হয়তো একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে পড়েছে।" প্রিয়াঙ্কা বলল। ও এশার দিকে তাকাল... ও এটা বুঝে উঠতে পারছিল না যে, পায়লের ব্যাপারে এশার এতটা আপসেট হওয়ার কি আছে ? আমার মনে হচ্ছিল যে, এশার সেই *'সত্যিকারের যন্ত্রণা'* হয়তো ফিরে এসেছে।

রাধিকা মাথা ধরার ট্যাবলেট বার করার জন্য নিজের হ্যাণ্ডব্যাগ হাতড়াতে লাগল। ওর হাতে একটা খালি ব্লিস্টার প্যাক এল। ও বিড়-বিড় করে কিছু গালাগালি দিল আর সেটাকে এক পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

"রাধিকা !" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"আমাকে কয়েকটা মিনিট একটু একা থাকতে দাও, প্লীজ !" রাধিকা বলল।

"মেয়েরা ! আমি কিছু কথা বলতে চাই।" এশা বলল। ততক্ষনে ও নিজের চোখের জল মুছে নিয়েছিল।

"কি ব্যাপার ?" প্রিয়াঙ্কা এশার দিকে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করল। ওদের দুজনের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হল ঃ এশা মেয়েলী টেলিপ্যাথিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে প্রিয়াঙ্কাকে টয়লেটের দিকে আসতে বলল। প্রিয়াঙ্কা রাধিকার কাঁধে একটা চাপড় মারল আর মেয়েরা সবাই উঠে দাঁড়াল।

"তোমরা এখন আবার কোথায় চললে ?" ক্রম বলল – "এই পরিস্থিতির জন্য আমিই দায়ী। তোমরা কি এখানে বসেই কথা বলতে পারো না ?"

"আমাদের কিছু ব্যক্তিগত আলোচনা করার আছে।" প্রিয়াঙ্কা দৃঢ় স্বরে ক্রমকে বলল আর ডেস্ক ছেড়ে চলে গেল।

"এশার সঙ্গে তোমার কি কথা হল ?" মেয়েরা সবাই চোখের আড়ালে চলে যাওয়ার পরে ক্রম আমাকে প্রশ্ন করল।

"কিছুই না।" আমি বললাম।

"আরে, বলো না। ও তোমাকে কনফারেন্স রুমে নিশ্চয়ই কিছু বলেছে।"

"সেটা আমি তোমাকে বলতে পারব না।" আমি নিজের মোনিটরের দিকে তাকিয়ে থেকে উত্তর দিলাম। আমি প্রসঙ্গ পাল্টানোর চেষ্টা করে বললাম – "তোমার কি মনে হয়, এশা ওর টিম মিটিং-য়ের জন্য আমাদের সহায়তা আশা করে?"

"আমার মনে হয় যে, এশা আমাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য দুঃখিত অনুভব করছে।" ক্রুম বলল।

আমি মুচকি হাসলাম।

"সেটা যদি না হয়, তাহলে ওকে এমন দুঃখিত কেন দেখাচ্ছে?" ক্রুম আমার দিকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল।

আমি শুধু কাঁধ ঝাঁকালাম।

"ও.কে.। আমি আমাদের আগের টেকনিকের প্রয়োগ করব। আমি ট্যালেন্ট যাচ্ছি সব জানতে।" ক্রুম বলল।

"না... ক্রুম, যেও না।" আমি ওর শার্ট চেপে ধরে ওকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলাম... কিন্তু ও আমার হাত ছাড়িয়ে চলে গেল।

আমি ওর পেছনে গেলাম না। ও যদি সব জেনে ফেলে, জানুক। আমার মনে হল যে, ওর সব কিছু জানা উচিত। আমি সিস্টেমস্‌কে ফোন করে জানালাম যে, এখনও পর্যন্ত আমাদের ফোন লাইন ঠিক হয়নি। ওরা পাচ মিনিটের ভেতরে নতুন তার নিয়ে আমার ডেস্কে এসে পৌঁছনোর প্রতিশ্রুতি দিল। আমি বুঝতে পারলাম যে, ওরা এখন ব্যস্ত আছে। কম্প্যুটার সাধারণতঃ মানুষকে সহায়তা করে – কিন্তু কম্প্যুটারের সংখ্যা বেশী হলে তাদেরও মানুষের সহায়তার প্রয়োজন হয়।

কেউ ডেস্কে না থাকায় আর সিস্টেম ডাউন হয়ে থাকায়, আমি ঘরের মধ্যেই একটু পায়চারী করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি মিলিটারী আঙ্কলের স্টেশনের পাশ দিয়ে গেলাম আর ওনাকে টেবিলের ওপরে মাথা রেখে ঝুঁকে থাকতে দেখলাম। এটা ওনার পক্ষে একটু অস্বাভাবিক ছিল আমি আরও কাছে এগিয়ে গেলাম। ওনার মাথাটা টেবিলের ওপরে রাখা ছিল।

"সব কিছু ঠিক আছে তো?" আমি বললাম। আজ রাতে অনেক ঘটনাই ঘটে গেছে। মিলিটারী আঙ্কল মাথা তুললে আমি ওনার মুখের দিকে তাকালাম : ওনার মুখের বলিরেখাগুলো আরও বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল... যার ফলে ওনাকে আরও বেশী বৃদ্ধ লাগছিল।

"আমার ছেলে আমার পাঠানো ই-মেলের জবাব পাঠিয়েছে।" উনি বললেন –

"আমার মনে হচ্ছে ফাইলটা অত্যন্ত বড়।"

"সত্যি? আপনার ছেলে কি বলেছে?" আমি জানতে চাইলাম।

মিলিটারী আঙ্কল মাথা নাড়লেন আর আবার একবার টেবিলের ওপরে মাথা রাখলেন। ওনার মোনিটরে ভেসে ওঠা মেসেজটা আমার চোখে পড়ল। সেটা ছিল ওনার ছেলের পাঠানো ই-মেল।

Dad...! You have cluttered my life enough, now stop cluttering my mailbox. I do not know what came over me that I allowed communication between you and my son. I don't want your shadow on him. Please stay away and do not send him any more e-mails. For literally or otherwise, we don't want your attachments.

"এটা কিছুই নয়।" আঙ্কল নিজের স্ক্রীণে সব উইণ্ডোস বন্ধ করতে-করতে বললেন – "আমাকে এবার কাজ করতে হবে। কি ব্যাপার? তোমাদের সিস্টেম কি আবার ডাউন হয়ে গেছে?"

"আজ রাতে শুধু সিস্টেমই নয়... অনেক কিছুই ডাউন হয়ে পড়েছে।" আমি বললাম আর নিজের সীটে ফিরে এলাম।

#22

"তুমি কি জানো?" ক্রুম টয়লেট থেকে ফিরে আসার পরে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল।

"কি?" আমি জানতে চাইলাম।

"এশার কাহিনীর ব্যাপারে?"

"আমি সেটা নিয়ে কোন আলোচনা করতে চাই না। সেটা ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার।"

"ও যে আমার প্রস্তাবে রাজী হয়নি, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। ও শুধু র‍্যাম্পের ওপর দিয়ে হাঁটতে চায়, তাই না? কুত্তী কোথাকার।"

"ভাষার ওপরে লাগাম লাগাও।" আমি বললাম – "সব মেয়েরা কোথায়?"

"এখুনি ফিরে আসবে। আমি ফিরে আসার সময় তোমার প্রেমিকা রাধিকাকে স্বান্তনা জানাচ্ছিল।"

"প্রিয়াঙ্কা আমার প্রেমিকা নয়, ক্রুম। এবার কি তুমি চুপ করবে?" আমি

বললাম।

"ও.কে.। আমি চুপ করছি। আর সেটাই এক ভালো কল সেন্টার এজেন্টের করা উচিত... তাই নয় কি ? তার চার পাশে নানান্ রকমের ঘটনা ঘটে যাবে... সে শুধু হেসে চলবে আর বলবে, আমি কি ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি ? যেমন ধরো, আমি যে মেয়েটাকে পছন্দ করি... তার সঙ্গে কেউ এক বিছানায় রাত কাটিয়েছে। কিন্তু সেটাও কোন ব্যাপার নয়... তাই না ?"

"মেয়েরা আসছে।" আমি ওদেরকে ফিরে আসতে দেখে বললাম – "এমন একটা ভাব ফুটিয়ে তোল, যেন তুমি এশার ব্যাপারে কিছুই জানো না।"

মেয়েরা এসে চুপচাপ যে-যার সীটে বসে পড়ল। রুম কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল... কিন্তু আমি ওকে চুপ করে থাকার ইশারা করলাম। সিস্টেমের লোকটা শেষ পর্যন্ত নতুন কিক্-প্রুফ তার নিয়ে হাজির হল আর ও আমাদের সিস্টেম আবার একবার চালু করে দিল। আবার একবার কল আসতে শুরু করায় আমি স্বস্তি অনুভব করলাম। আমেরিকানদের ওভেন আর ফ্রীজ সম্বন্ধীয় সমস্যার সমাধান করাটা আমাদের নিজেদের জীবনের সমস্যা সমাধান করার তুলনায় অনেক সহজ।

আমি একবার প্রিয়াঙ্কার দিকে তাকালাম; ও একজন কলারকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল। *'আমার প্রেমিকা'*... রুমের মন্তব্যে আমি নিজের মনেই হেসে উঠলাম। ও আর আমার প্রেমিকা নয়... ও এখন এক ধনী, জীবনে সফল ছেলেকে বিয়ে করতে চলেছে – যার সঙ্গে আমার মত হেরে যাওয়া লোকের কোন প্রতিযোগিতাই নেই। বক্সী ওয়েবসাইটের ব্যাপারে আমার পেছনে ছুরী বসিয়ে দেওয়ার পরে তো আরও নেই। কিন্তু আমি কি প্রিয়াঙ্কাকে ভুলতে পেরেছি ? *আমি কি এখনও ওর কথা চিন্তা করি ?* আমি এই ধরণের অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন মাথা থেকে ঝেরে ফেলার জন্য মাথা ঝাকালাম। আমি যদি এখনও ওর কথা চিন্তা করেই থাকি, তাতেও বা কি আসে-যায় ? আমি ওকে পাওয়ার যোগ্য ছিলাম না... আর আমি ওকে পাবও না। এটাই হচ্ছে বাস্তব ঘটনা।

টয়লেট থেকে ফিরে আসার পরেও এশা চুপচাপই হয়ে ছিল। প্রিয়াঙ্কা অবশ্য ওকে চাঙ্গা করে তোলার চেষ্টায় লেগে ছিল।

"এনগেজমেন্টের দিনে তুমি একটা লহঙ্গা পরলে ভালো করবে। কিন্তু বিয়ের দিন তুমি কি পরবে ? শাড়ী ?" কলের ফাঁকে প্রিয়াঙ্কা এশাকে প্রশ্ন করল।

"শাড়ী পরলে আমার নাভির আংটি দেখা যাবে।" এশা বলল।

আমি অবাক বিস্ময়ে মেয়েদের শান্ত হয়ে পড়ার ক্ষমতা লক্ষ্য করে চলেছিলাম। ওরা শুধু দশ মিনিটের জন্য কথা বলবে, এক-অপরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদবে – ব্যস্... তারপর ওরা আবার একবার স্বাভাবিক হয়ে পড়বে। এশা হয়তো নিজের

'সত্যিকারের যন্ত্রণা' থেকে নিজেকে অন্ততঃ পক্ষে কিছুক্ষনের জন্য সরিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছিল... যাতে ও প্রিয়াঙ্কার বিয়ের দিনের জন্য নিজের ড্রেসের ব্যাপারে আলোচনা করতে পারে।

"বেশী জমকালো পোশাক পরতে যেও না। আমি আমার মাকে বলব যে, আমার একটা সাধারণ শাড়ী চাই। উনি মানবেন না, আমি জানি। এ্যাই রাধিকা, তুমি এখন ঠিক আছো তো?" প্রিয়াঙ্কা রাধিকাকে নিজের কপালে হাত বোলাতে দেখে বলল।

"কিছুক্ষনের ভেতরেই আমি ঠিক হয়ে পড়ব। আমার মাইগ্রেনের যন্ত্রণার ট্যাবলেট শেষ হয়ে পড়েছে।" রাধিকা একটা কল এ্যাটেণ্ড করল – "ওয়েস্টার্ণ এ্যাপ্লায়েন্সেস। রেজিনা বলছি। আমি আপনাকে কি ভাবে সহায়তা করতে পারি?"

ল্যাণ্ডলাইনের রিং টোন সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

"এটা আমার কল। আমি জানি যে, সিস্টেম এখন কাজ করছে... কিন্তু তবুও কি আমি এই কলটা নিতে পারি?"

"অবশ্যই। আজ রাতে কলের সংখ্যা তেমন একটা বেশী নয়।" ল্যাণ্ডলাইন ফোনটা লাগাতার বেজে চলায় ক্রুম বলল।

প্রিয়াঙ্কা রিসীভার তোলার জন্য হাত বাড়ালে আমি ওদের কথা শোনার জন্য নিজের স্ক্রীণের অপ্‌শন চালু করে দিলাম।

"ডার্ক মুন মাইকাও ভালো কালার।" প্রিয়াঙ্কা রিসীভার তুলে নিতে ক্রুম বলল।

"কি?" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"আমি লেক্সাস ওয়েবসাইট দেখেছি। ডার্ক মুন মাইকা হচ্ছে ওদের সব থেকে ভালো কালার।" ক্রুম বলল।

আমি ক্রুমের দিকে এক বিরক্তিভরা দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলাম।

"আমার অন্ততঃ সেটাই মনে হয়েছে।" আমার চোখে চোখ পড়তে ক্রুমের গলাটা নীচের দিকে নেমে এল।

"হ্যালো, ডার্লিং!" গণেশের গম্ভীর গলা প্রিয়াঙ্কার আর আমার ফোনে ভেসে এল।

"হাই গণেশ!" প্রিয়াঙ্কা অনুত্তেজিত গলায় বলল।

"কি হচ্ছে, প্রিয়া? তোমাকে কেমন যেন গম্ভীর লাগছে।" গণেশ বলল। লোকেদের ওর নামটাকে ছোট করে 'প্রিয়া' বলে ডাকটাকে প্রিয়াঙ্কা একেবারে পছন্দ করে না। অবশ্য সেটা এই গাধার জানার কথা নয়।

"কিছু না। আজকের দিনটা... দুঃখিত – রাতটা খুব একটা ভালো কাটছে না।

আর হ্যা, দয়া করে আমাকে প্রিয়াঙ্কা বলে ডেকো।" ও বলল।

"এদিকে আমার অফিসের সবাই আমাদের বিয়েকে কেন্দ্র করে প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। ওরা শুধু 'আমাদের বিয়েটা কবে হচ্ছে ?' আর 'আমরা হনিমুনে কোথায় যাচ্ছি ?' – এই সব জানতে চাইছে।"

"হ্যা, গণেশ। বিয়ের তারিখের ব্যাপারে...।" প্রিয়াঙ্কা বলল – "আমার মা আমাকে একটু আগেই ফোন করেছিল।"

"উনি ফোন করেছিলেন ? ওহো... না ! আমি ভেবেছিলাম যে, আমি তোমাকে নিজে এই শুভ সংবাদটা জানাব।"

"কি শুভ সংবাদ ?"

"সেটা হচ্ছে এই যে, আমি পরের মাসে ইণ্ডিয়া আসছি। আমরা তখনই বিয়েটা সেরে নেব। তুমি কি বলো... সেখান থেকেই সোজা হনিমুনে যাবে ? লোকেরা বলে যে, বাহামাস হনিমুনের পক্ষে নাকি আদর্শ জায়গা। কিন্তু আমার বরাবরই হনিমুনে প্যারিস যাওয়ার ইচ্ছা। কারণ প্যারিসের থেকে বেশী রোমান্টিক জায়গা আমার মতে এই পৃথিবীতে আর কোন জায়গা হতে পারে না।"

"গণেশ !" প্রিয়াঙ্কা বলল। ওর গলাটা কেমন যেন শোনাচ্ছিল।

"কি ?"

"আমি কি কিছু বলতে পারি ?"

"নিশ্চয়ই পারো। কিন্তু তার আগে এটা বলো যে, প্যারিস, না বাহামাস ?"

"গণেশ।"

"প্লীজ বলো না, তুমি কোথায় যেতে চাও ?"

"প্যারিস। এবার কি আমি কিছু বলতে পারি ?" প্রিয়াঙ্কা বলল।

প্রিয়াঙ্কার মুখে '*প্যারিস*' শব্দটা শুনে এশা আর রাধিকার ভ্রু কুঁচকে উঠল। ওদের এটা বুঝতে একটুও অসুবিধা হল না যে, হনিমুনের প্ল্যানিং চলছে।

"হ্যা-হ্যা... বলো, তুমি কি বলতে চাও ?" গণেশ বলল।

"তোমার কি এমনটা মনে হচ্ছে না যে, এসব একটু বেশী তাড়াহুড়োয় হচ্ছে ?"

"কি ?"

"আমাদের বিয়ে। আমরা দুজন দুজনকে খুব বেশী হলে এক সপ্তাহ ধরে চিনি। আমি জানি যে, আমি একটু বেশী কথা বলি... তবুও।"

"তুমি এই বিয়েতে মত দিয়েছিলে, মনে আছে ?" গণেশ বলল।

"হ্যা, কিন্তু...।"

"তাহলে অপেক্ষা করার কি আছে ? আমি এখানে বেশী দিনের ছুটি পাব না।

আর যেহেতু এখন আমি প্রতিটা মুহূর্তে শুধু তোমার কথাই চিন্তা করে চলি... তাই আমি তোমাকে যত তাড়াতাড়ি হয় পাশে পেতে চাই।"

"কিন্তু এটা একটা বিয়ের ব্যাপার, গণেশ। এটা কোন ছুটি কাটানো নয়। আমাদের দুজনের দুজনকে এই ব্যাপারে নিজেকে তৈরী করার জন্য সময় দেওয়া উচিত।" প্রিয়াঙ্কা আঙুলে চুলের গোছা ঘোরাতে-ঘোরাতে বলল। আমাদের যখন সম্পর্ক ছিল, তখন আমি ওর চুল নিয়ে খেলা করতে পছন্দ করতাম।

"কিন্তু।" গণেশ বলল – "তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে কথা বলেছ... ঠিক আছে ? তাহলে তুমি এটাও নিশ্চয়ই জানো যে, পরের মাসে আমাদের বিয়ে হওয়ার খবরে উনি কতটা আনন্দ পেয়েছেন। আমার পরিবারের লোকেরাও যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। বিয়ে জিনিষটা এক পারিবারিক উৎসবও হয়... তাই না ?"

"আমি সেটা জানি। শোন, আজ রাতটা খুব একটা ভালো কাটছে না। আমাকে একটু সময় দাও ভাবার জন্য।"

"ঠিক আছে, তুমি সময় নাও। কিন্তু তুমি কি রং-য়ের ব্যাপারে কিছু ভাবনা-চিন্তা করেছ ?"

"কিসের রং ? গাড়ীর ?"

"হ্যাঁ, আমি কাল এ্যাডভান্স দিতে যাচ্ছি... যাতে তুমি যখন এখানে আসবে, তখন সেটার ডেলিভারী হয়ে পড়ে – অবশ্য যদি তুমি পরের মাসে বিয়েতে রাজী হও।"

"আমি এই মুহূর্তে ঠিক বলতে পারছি না। দাঁড়াও, আমি শুনেছি যে, ডার্ক ব্লু মাইকা রংটা নাকি ভালো।"

"তাই ? আমার অবশ্য কালো রং পছন্দ।" গণেশ বলল।

"ঠিক আছে, তাহলে কালো রং-ই নাও। আমাকে... !" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"না-না। ডার্ক ব্লু মাইকাই নেব। আমারও ঐ রংটা ভালো লাগে। আমি ডীলারকে বলে দেব যে, এই রংটা আমার বৌয়ের পছন্দ।"

'আমার বৌ' শব্দ দুটো আমার ভেতরটাকে ভাজা-ভাজা করে তুলল... ঠিক যে ভাবে ম্যাকডোনাল্ডে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ভাজা হয়। আমি কয়েক সেকেণ্ড চোখ বন্ধ করে রইলাম। অন্য কোন লোক প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে এই ভাবে কথা বলুক, সেটা আমার একেবারেই সহ্য হচ্ছিল না।

"গণেশ ! এখানে এখন রাত 2:25 বাজে। রাত 2:30-টার সময় বসের সঙ্গে মীটিং আছে। আমরা কি পরে কখনো কথা বলতে পারি ?" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"ও.কে. ! আজ আমি একটু তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে পারি। পুলের জন্য নতুন টাইলস্ পছন্দ করতে হবে। আমি বাড়ী ফিরে তোমাকে ফোন করব... ঠিক

আছে ?"

"পুল ?" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"হ্যাঁ, আমাদের বাড়ীতে একটা ছোট্ট স্যুইমিং পুল আছে।"

"আমাদের বাড়ী ? তার মানে তোমাদের একটা প্রাইভেট পুল আছে ?"

"হ্যাঁ। তুমি সাঁতার কাটতে জানো ?"

"আমি জীবনে কখনো স্যুইমিং পুলে পা রাখিনি।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"ঠিক আছে... আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব। আমার মনে হয় যে, জলের নীচে অনেক মজাদার সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে।"

আমার ভেতরে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইগুলো বেশী ভাজা হয়ে যাওয়ার কারণে ততক্ষণে আলকাতরার মত কালো হয়ে উঠেছিল।

"বাই গণেশ!" প্রিয়াঙ্কা মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল – "তোমরা পুরুষ মানুষেরা সবাই একই রকম।"

ও ফোন নামিয়ে রাখল।

"কি ব্যাপার ?" এশা নেল কাটার দিয়ে নখ ঘষতে-ঘষতে প্রশ্ন করল।

"তেমন কিছু নয়। সেই একই ব্যাপার। তার আগে তুমি আমাকে এটা বলো যে, তুমি ঠিক আছো তো ?"

"আমি ঠিক আছি। দয়া করে আমার মনটাকে একটু অন্য দিকে ঘুরিয়ে রাখো। আমি যেন প্যারিসের নাম শুনলাম।"

"হ্যাঁ, হনিমুন ডেস্টিনেশন। আর সেই পরের মাসে বিয়েতে রাজী হওয়ার জন্য চাপ। আমি চাইছি না... কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়তো আমাকে রাজী হয়ে যেতে হবে।"

"হ্যাঁ... যদি আজ কিংবা কাল প্যারিসে যেতেই হয়, তাহলে আজ যাওয়াই ভালো।" এশা আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল – "তোমরা কি বলো, ছেলেরা ?"

"অবশ্যই।" ব্রুম বলল – "তোমার কি মত, শ্যাম ?"

বোকা গাধা! ব্রুমের প্রতি আমার ঘৃণা হতে লাগল।

"আমি ?" সবাই আমার দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকায় আমাকে মুখ খুলতেই হল। এশা লাগাতার পাঁচ সেকেণ্ড ধরে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি ছেলেমানুষী করতে চাইছিলাম না, তাই আমি বললাম।

"নিশ্চয়ই। শুভ কাজ যত তাড়াতাড়ি হয়, সেরে ফেলা উচিত। তারপর প্যারিস বা বাহামাস – যেখানে খুশী যাও।"

কথাগুলো আমার মুখ থেকে বেরোনোর জন্য আমি নিজেকে অভিশাপ দিতে লাগলাম। প্রিয়াঙ্কা আমার কথা শুনে আমার দিকে তাকাল।

"শ্যাম! তুমি এখুনি কি বললে ?" প্রিয়াঙ্কা আমার দিকে সরাসরি তাকিয়ে

থেকে ধীরে বলল... ওর নাক আবার একবার লাল হয়ে উঠছিল।

"কিছুই না।" আমি ওর চোখের থেকে চোখ সরিয়ে এনে বললাম – "আমি শুধু যত তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে নিয়ে তোমাকে প্যারিস ঘুরতে যেতে বলেছি।"

"না... তুমি বাহামাসও বলেছ। তুমি এটা কি করে জানলে যে, গণেশ বাহামাস যাওয়ার কথা বলেছিল ?"

আমি চুপ করে রইলাম।

"আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, শ্যাম। গণেশ বাহামাসের নামেরও প্রস্তাব দিয়েছিল... কিন্তু আমি সেটা কাউকে জানাইনি। তাহলে তুমি সেটা কি করে জানতে পারলে ?"

"আমি কিছুই জানি না। আমি এমনিই বলে দিয়েছি।" আমি নিজের বক্তব্যটাকে যতটা সম্ভব গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার কাঁপতে থাকা আওয়াজ আমার মুখোশ খুলে দিচ্ছিল।

"তুমি কি... লুকিয়ে আমাদের কথা শুনছিলে ? শ্যাম, তুমি কি ফোনটার সঙ্গে কিছু কারচুপি করেছ ?" প্রিয়াঙ্কা উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বলল। ও ল্যাণ্ডলাইন ফোনটাকে তুলে সেটাকে টেবিলের ওপর থেকে টেনে নিল। তারও ফোনটার সঙ্গে-সঙ্গে উঠে এল। ও টেবিলের তলায় উঁকি মারল আর তারগুলোকে ধরে টান মারল। একটা ছোট্ট তারের টুকরো আমার টেবিল পর্যন্ত এসেছিল।

"শ্যাম !" প্রিয়াঙ্কা যত জোরে সম্ভব চেঁচিয়ে উঠল আর ল্যাণ্ডলাইন ফোনটাকে টেবিলের ওপরে ছুঁড়ে ফেলল।

"হ্যাঁ।" আমি যতটা সম্ভব শান্ত গলায় বললাম।

"এখানে এসব হচ্ছেটা কি ? আমি ভাবতেও পারছি না যে, তুমি এতটা নীচে নামতে পারো। এটা অভদ্রতার উচ্চতম পর্যায়।" ও বলল।

এতদিনে আমি কোন একটা ব্যাপারে উচ্চতম পর্যায়ে পৌঁছতে পেরেছি – আমি মনে-মনে চিন্তা করলাম।

রাধিকা আর এশা আমার দিকে তাকাল। আমি নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে শূণ্যে হাত ছুঁড়লাম।

কুম উঠে দাঁড়িয়ে প্রিয়াঙ্কার কাছে গেল। ও প্রিয়াঙ্কার কাঁধে হাত রেখে বলল – "কাম অন্, প্রিয়াঙ্কা। ব্যাপারটাকে সহজ ভাবে নেওয়ার চেষ্টা করো। আমাদের কারোরই সময় ভালো যাচ্ছে না।"

"চুপ করো তুমি... এসব পাগলামী।" প্রিয়াঙ্কা আমার দিকে ফিরে বলল – "আমার প্রাইভেট কল ট্যাপ করার সাহস তোমার হল কি করে ? তুমি জানো, আমি এই ব্যাপারে তোমার নামে নালিশ করলে তোমার চাকরী চলে যেতে পারে ?"

"তাহলে সেটাই করো।" আমি বললাম – "কিসের জন্য অপেক্ষা করছ তুমি ?- আমার চাকরী চলে যাওয়ার ব্যবস্থাই করো... তোমার যা প্রাণ চায়, তাই করো।"

কুম একবার প্রিয়াঙ্কার দিকে তাকাল আর একবার আমার দিকে। ও যে এই ব্যাপারে কিছুই করতে পারবে না, সেটা বুঝতে পেরে ও নিজের সীটে ফিরে গেল।

এশা প্রিয়াঙ্কার হাত ধরে টেনে ওকে বসানোর চেষ্টা করতে লাগল।

"ও কি করে..." প্রিয়াঙ্কা রাগে কাঁপতে-কাঁপতে বলল – "কেউ কি নিজের সহকর্মীদের থেকে এতটুকু ভদ্রতাও আশা করতে পারে না ?"

আমি এখন ওর কাছে শুধুমাত্র সহকর্মী ছিলাম... এক অভদ্র সহকর্মী।

"বলো কিছু।" প্রিয়াঙ্কা আমার উদ্দেশ্যে বলল।

আমি চুপ করেই রইলাম আর ন্যাওলাইন টাপ করা তারটাকে খুলে দিলাম। আমি ওকে সেই ছেঁড়া তারটা দেখালাম আর সেটা টেবিলের ওপরে ছুঁড়ে দিলাম।

আমাদের আবার একবার দৃষ্টি বিনিময় হল। আমরা মুখে কিছু না বললেও আমাদের চার চোখের মধ্যে বার্তা বিনিময় হল।

আমার চোখ ওর উদ্দেশ্যে বলল – "তুমি আমাকে এই ভাবে সবার সামনে অপমান কেন করলে, প্রিয়াঙ্কা ?"

ওর চোখ আমার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল – "তুমি এমন কাজ কেন করলে, শ্যাম ?"

আমার মনে হয় মুখে কথা বলার থেকে চোখ দিয়ে কথা বলাটা অনেক বেশী কার্যকর হয়। আমাদের মাঝে-মাঝে মুখ বন্ধ রেখে চোখ দিয়ে কথা বলা উচিত। কিন্তু প্রিয়াঙ্কা চুপ করে থাকার মুডে ছিল না।

"কেন, শ্যাম... কেন ? তুমি এমন ছেলেমানুষের মত কাজ কেন করলে ? আমি ভাবছিলাম যে, আমরা আমাদের মধ্যের ব্যাপারটাকে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নেব। আমরা কিছু শর্তে রাজীও হয়েছিলাম... তাই নয় কি ?"

আমি সবার সামনে আমাদের শর্ত নিয়ে আলোচনা করতে চাইলাম না। আমি চাইছিলাম যে, প্রিয়াঙ্কা চুপ করে যাক। অবশ্য ভুলটা আমারই ছিল... ঠিক যেমন ভুল কোন গাড়ীর ড্রাইভার কোন সাইকেল আরোহীকে ধাক্কা মেরে করে। চুপ করে থাকা ছাড়া আমার আর করার কিছুই ছিল না। আমাকে আমার '*ছেলেমানুষী*'-র মূল্য তো চোকাতেই হবে।

"আমরা বলেছিলাম যে, আমরা এক সঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে পারি। আমরা নিজেদের মধ্যেকার সম্পর্ক শেষ করে ফেললেও আমাদের বন্ধুত্ব একই রকম থাকবে। কিন্তু এসব ?" ও টেবিলের ওপরে পড়ে থাকা ফোনের তার তুলে ধরে প্রশ্ন

করল আর তারপর সেগুলোকে নীচে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

"স্যরি।" আমি ফিসফিস্ করে বললাম।

"কি ?" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"স্যরি।" আমি আবার একবার বললাম। এবার বেশ পরিস্কার গলায় বললাম। ও যখন আমাকে সবার সামনে অপমান করার চেষ্টা করে, তখন আমার সেটা একেবারেই পছন্দ হয় না। কেউ যখন একবার তোমার কাছে '*স্যরি*' বলে নিয়েছে, তখন তোমার সেটাকে মেনে নেওয়া উচিত।

"তুমি আমার একটা বিরাট বড় উপকার করবে ? দয়া করে আমার জীবন থেকে তুমি নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখো। থাকবে কি ?" প্রিয়াঙ্কা বলল।

আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লাম। আমি মনে-মনে ওকে আর গণেশকে ওদের নতুন কেনা লেক্সাস গাড়ীতে বসালাম... গাড়ীটাকে টেলিফোনের তার দিয়ে আষ্টেপৃষ্টে জড়ালাম আর সেটাকে গণেশদের প্রাইভেট স্যুইমিং পুলে ডুবিয়ে দিলাম।

ক্রম চাপা হাসি হাসল... যদিও ও তখনও নিজের মাউস নিয়ে নাড়াচাড়া করে চলেছিল। এশা আর রাধিকার মুখেও আমি ব্যঙ্গাত্মক হাসি লক্ষ্য করলাম।

"এতে এত মজা পাওয়ার কি আছে ?" প্রিয়াঙ্কা বলল। ওর মুখটা তখনও লাল হয়ে ছিল।

"প্রিয়াঙ্কা। তুমি কি এটাকে এক *ঠাঠা* হিসেবে নিতে পারো না ?" ক্রম বলল।

"একদমই না।" প্রিয়াঙ্কা বলল – "এটা আমার কাছে মোটেই *ঠাঠার* ব্যাপার নয়।"

"রাত 2:30 বাজে, বন্ধুরা!" এশা হাততালি দিয়ে বলল – "বক্সীর অফিসে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে।"

নিজেদের সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর আগে প্রিয়াঙ্কা আর আমি একে-অপরের দিকে এক চূড়ান্ত দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলাম।

"মিলিটারী আঙ্কলের যাওয়ার কোন প্রয়োজন আছে কি ?" এশা জানতে চাইল।

"না। শুধু ভয়েস এজেন্টদের ডাকা হয়েছে।" আমি ঘরের এক কোণে মিলিটারী আঙ্কলের টেবিলের দিকে তাকিয়ে বললাম। আমি ওনাকে চাট হেল্পলাইনে ব্যস্ত হয়ে থাকতে দেখলাম।

"চলো রাধিকা... যাওয়া যাক।" ক্রম বলল।

"তোমার কি মনে হয় ? অনুজ পায়েলকে ভালবাসে ? নাকি এটা শুধুই সেক্স ? ওদের মধ্যে শুধুই কি সেক্সের সম্পর্ক ?" রাধিকা বলল।

"তুমি ঠিক আছো তো, রাধিকা ?" আমি বললাম।

"হ্যাঁ... আমি একেবারে ঠিক আছি। আর সেটা দেখে আমি অত্যন্ত অবাক হয়ে উঠেছি। আমি ভেবেছিলাম যে, এসব জানার পরে আমি প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পাব। অথবা হয়তো কেউ আমাকে সেই শিক্ষা দেয়নি যে, এমন পরিস্থিতির তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া ঠিক কেমনটা হওয়া উচিত ? আমার স্বামী আমার সঙ্গে ধোঁকাবাজী করছে। এমন অবস্থায় আমি কি করব ? চেঁচাব ? কাঁদব ? ঠিক কি করা উচিত আমার ?"

"এই মুহূর্তে কিছুই করবে না তুমি। আমাদের বক্সীর মীটিং এ্যাটেণ্ড করতে হবে।" ক্রম বলল আর আমরা সবাই বক্সীর অফিসের দিকে এগিয়ে চললাম।

আমার মাথায় তখনও প্রিয়াঙ্কার বলা শব্দগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছিল - *'আমরা কিছু শর্তে রাজী হয়েছিলাম'*। যেন আমাদের ছাড়াছাড়ি এক ব্যবসায়িক চুক্তি ছিল। আমরা যখন বক্সীর অফিসের দিকে এগিয়ে চলেছিলাম, আমার মাথার ভেতরে আমার আর প্রিয়াঙ্কার শেষবার ডেটিং-য়ের দৃশ্যগুলোর পুনঃপ্রসারণ হয়ে চলেছিল.। আমরা পিজ্জা হাটে গিয়েছিলাম আর সেদিনের মত পিজ্জার স্বাদ আমি আর কখনো পাইনি।

#23

প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে আমার আগের ডেটগুলো - V

পিজ্জা হাট, সাহারা মল, গুড়গাঁও
আজকের রাতের থেকে চার মাস আগে

সেদিন ও ঠিক সময়ে এসেছিল। কারণ, সেদিন ও এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল। এটা কোন ডেট ছিল না - আমরা সেদিন পাকাপাকি ভাবে একে অপরের থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য মিলিত হয়েছিলাম। আসলে আমাদের সম্পর্কে আর এমন কিছুই অবশিষ্ট ছিল না, যেটাকে ভুলে যেতে হবে। তবুও আমি রাজী হয়েছিলাম... শেষবারের মত ওর মুখটাকে দেখার জন্য। ও এটাও আলোচনা করতে চাইছিল যে, এর পরে আমরা একে-অপরের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করব আর জীবনে এগিয়ে চলব। আলোচনা, ব্যবহার করা আর জীবনে এগিয়ে চলা - আপনি যখন এমন শব্দের ব্যবহার করতে শুরু করেন, তখন আপনি এটা ভালো করেই জেনে যান যে, আপনাদের সম্পর্ক শেষ হয়ে পড়েছে।

আমরা পিজ্জা হাটকে শুধু এজন্য বেছে নিয়েছিলাম, কারণ এই জায়গাটা সুবিধাজনক ছিল। সম্পর্ক ভেঙে দেওয়ার ক্ষেত্রে পরিবেশের থেকে বেশী প্রাথমিকতা পায় স্থান। ও এর আগেও সাহারা মলে এসেছিল – যেখানে যে কোন ছুটির দিনে দিল্লীর প্রায় অর্দ্ধেক জনসংখ্যা এসে উপস্থিত হয়।

"হাই!" ও নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল – "দেখো, আজ আমি ঠিক সময়েই এসেছি। তুমি কেমন আছো?" ও নিজের শার্টের কলার তুলে ভেতরে কিছুটা হাওয়া ঢোকার রাস্তা করে দিল – "আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না যে, জুলাই মাসে দিল্লীতে এত গরম!"

প্রিয়াঙ্কা অস্বস্তিকর নীরবতাকে একেবারে সহ্য করতে পারে না। ও নীরবতা ভঙ্গ করতে কিছু-না-কিছু বলতেই থাকে।

"এর নাম হচ্ছে দিল্লী। তুমি এর থেকে বেশী কি আশা করো?" আমি বললাম।

"আমার মনে হয়, যেসব লোকেরা মলে আসে... তাদের ভেতরে বেশীর ভাগই এয়ার কণ্ডিশনারের ঠাণ্ডা হাওয়ার জন্য...।"

"আমরা কি নিজেদের কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে নিতে পারি না?" আমি ওর কথার মাঝখানেই বললাম। লোকেরা কেন মলে আসে, সে ব্যাপারে আমার এতটুকু আগ্রহ ছিল না।

"হ্যাঁ।" ও আমার কথায় একটু চমকে উঠল।

ওয়েটার এসে আমাদের অর্ডার নিয়ে গেল। আমি দুটো ছোট সাইজের চীজ-মাশরুম পিজ্জার অর্ডার দিলাম। আমি একটা বড় সাইজের পিজ্জা ওর সঙ্গে ভাগাভাগি করে খেতে চাইছিলাম না। যদিও দুটো ছোট পিজ্জার তুলনায় একটা বড় পিজ্জা নিলে পয়সা কম দিতে হত।

"দেখো, আমি এই সব ব্যাপারে ততটা ভালো নই। তাই ব্যাপারটাকে টেনে লম্বা না করাই ভালো।" আমি বললাম – "আমরা এখানে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে মিলিত হয়েছি। তো... আমাকে কি কোন বিশেষ লাইন বলতে হবে?"

ও দু সেকেণ্ড আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি ওর নাকটার ওপর থেকে নিজের দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলাম। কেন জানি না, ওর নাকটাকে সব সময় আমার নিজস্ব সম্পত্তি বলে মনে হয় আমার।

"আমার মনে হয় যে, আমরা এই কাজটাকে আরও হাসিখুশী পরিবেশে সারতে পারি। আমরা দুজনে এর পরেও বন্ধু হয়ে থাকতে পারি, ঠিক আছে?" ও বলল।

আমার মাথায় এটা ঢুকল না যে, মেয়েরা 'বয়ফ্রেণ্ড' আর 'শুধুই বন্ধু'-র মধ্যে পরিস্কার সিদ্ধান্ত কেন নিতে পারে না?

"আমার তেমন মনে হয় না। আমাদের দুজনেরই ইতিমধ্যেই প্রচুর বন্ধু রয়েছে।"

"তোমার এই জিনিষটাই আমার ঠিক পছন্দ হয় না। তোমার এই ধরণের কথা...।" ও বলল।

"আমার যতদূর মনে পড়ছে, আমরা আজ একে-অপরের দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আমি এখানে আমাদের সম্পর্ক ভেঙে ফেলতে এসেছি... কাউকে বন্ধু বানাতে নয় অথবা আমার আচরণের বিশ্লেষণ করতেও আসিনি।"

আমাদের টেবিলে পিজ্জা এসে পৌঁছনো পর্যন্ত ও চুপ করেই রইল। পিজ্জা আসার পরে আমি এক টুকরো তুলে মুখে দিলাম।

"তুমি হয়তো এটা ভুলে গেছ যে, আমাদের এক সঙ্গে কাজ করতে হয়। সেটা এই জিনিষটাকে একটু বেশী জটিল করে তুলেছে।"

"কি ভাবে?"

"কাজের জায়গায় যদি আমাদের মধ্যে টেনশন থাকে, তাহলে কাজ করাটা মুশ্কিল হয়ে উঠবে – আমাদের পক্ষে এবং তার সাথে-সাথে অন্যদের পক্ষেও।"

"তাহলে তুমি ঠিক কি করতে বলো? আমাদের সম্পর্ক তো ভেঙেই গেছে... এবার কি আমি চাকরীটাও ছেড়ে দেব?" আমি বললাম।

"আমি তা বলিনি। যাই হোক, আমি এই চাকরীতে আর মাত্র 9-টা মাস আছি। পরের বছর আসতে-আসতে আমি বি-এড করার পক্ষে যথেষ্ট টাকা জমিয়ে নিতে পারব আশা করি। তখন পরিস্থিতি আপনা থেকেই ঠিক হয়ে পড়বে। কিন্তু আমরা যদি কিছু নির্দিষ্ট শর্তে রাজী হই... যেমন ধরো, আমরা বন্ধুত্বের সম্পর্কটাকে চালিয়ে যাব...।"

"আমি জোর করে বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে থাকতে পারব না। যে কোন সম্পর্কের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গীটা একটু আলাদা। যদি সেটা তোমার কাছে ব্যবহারিক না লাগে, তার জন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু আমি ভান করতে পারব না।"

"আমি তোমাকে ভান করতে বলছি না।" ও বলল।

"ভালো কথা। তুমি আমাকে এতক্ষন ধরে বলে এসেছ যে, আমাদের কি করা উচিত। এবার আমাদের ব্যাপারটাকে মিটিয়ে ফেলা উচিত। আমাদের ঠিক কি বলা উচিত? আমি কি আমাদের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে বলে মনে করতে পারি?"

আমি নিজের প্লেটটাকে একটু ঠেলে দিলাম। আমার খিদে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছিল।

"কি হল... কিছু একটা বলো।" প্রিয়াঙ্কা প্রায় দশ সেকেণ্ড চুপ করে থাকায় আমি ওর উদ্দেশ্যে বলে উঠলাম।

"আমি জানি না, কি বলা উচিত।" ও বলল। ওর গলাটা ভেঙে আসছিল।

"সত্যি ? কোন পরামর্শ দেবে না ? তোমার এই 'অকর্মার ঢেঁকি' বয়ফ্রেণ্ডকে কোন শেষ মুহূর্তের পরামর্শ দেবে না ? কাম অন্ প্রিয়াঙ্কা, হেরে যাওয়া ব্যক্তিকে শেষ আঘাত হানার এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া কোর না।"

ও নিজের ব্যাগটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। ব্যাগ থেকে একটা একশো টাকার নোট বার করে ও টেবিলের ওপরে রাখল – পিজ্জার দামটা শেয়ার করার জন্য।

"ও.কে.! ও আবার একবার নীরবে প্রস্থান করল। আবার একবার আমাকে খোঁচা সহ্য করতে হল।" আমি এতটা জোরে বিড়বিড় করে উঠলাম, যাতে সেটা ওর কান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছয়।

"শ্যাম!" ও নিজের কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বলল।

"বলো।" আমি বললাম।

"তুমি সব সময় এমনটা বলো যে, তোমার দ্বারা কোন কাজই ভালো ভাবে হয় না। আমি সেটাকে সত্যি বলে মানি না। কারণ কিছু কাজে তুমি বেশ ভালোমতনই দক্ষ।" ও বলল।

"কি সেটা ?" আমি,বললাম। আমি ভাবলাম যে, হয়তো ও আমার প্রশংসা করে আমার ব্যথা ভোলানোর চেষ্টা করবে।

"তুমি লোকেদের মনে আঘাত দিতে ভালোই পারো। চালিয়ে যাও।"

এই বলে আমার প্রাক্তণ প্রেমিকা ঘুরে দাঁড়াল আর চলে গেল।

#24

আমরা রাত 2:30 মিনিটে বক্সীর অফিসে পৌঁছলাম। এই এক বেডরুমের ফ্ল্যাটের অফিসটা বোধহয় এই পৃথিবীর একমাত্র অফিস ছিল, যেখানে কোন কাজই হয় না। ঘরের এক কোণে ওর টেবিলে একটা ফ্ল্যাট স্ক্রীণ পিসি রাখা রয়েছে। টেবিলের পেছনে ম্যানেজমেন্টের বই-তে ভরা এক শেল্ফ রয়েছে। সেই সব বইগুলোর মধ্যে কয়েকটা বই এত ভারী যে, সেগুলোকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এর আগের টীম মীটিংসগুলোয় আমার মাথায় এই চিন্তাটা বেশ কয়েকবার উঁকি মেরেছে যে, আমি যদি ঐ মোটা বইগুলোর মধ্যে একটা দিয়ে বক্সীর মাথায় সজোরে আঘাত করতে পারতাম!

ঘরের আরেক কোণে এক কন্‌ফারেন্স টেবিল রয়েছে আর 6-টা চেয়ার রয়েছে। টেবিলের ঠিক মাঝখানে একটা স্পীকার ফোন রয়েছে অন্য অফিসগুলোর সঙ্গে মাল্টি-পার্টি কলের জন্য।

আমরা ওখানে পৌঁছে বক্সীকে ওর অফিসে দেখতে পেলাম না।

"গেল কোথায় গাধাটা ?" ক্রুম বলল।

"হয়তো টয়লেটে গেছে।" আমি বললাম।

"এক্সিক্যুটিভ টয়লেটের ব্যাপারই আলাদা হয়।" ক্রুম বলল আর আমি ওর কথায় সম্মতি প্রকট করলাম।

আমরা সবাই কন্‌ফারেন্স টেবিলের চার পাশে বসে পড়লাম। আমরা সবাই নোট বুক সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম। আমরা সেগুলোকে কখনোই ব্যবহার করিনি... কিন্তু মীটিং-য়ে বসার সময় সামনে নোট বুক খুলে রাখাটা প্রয়োজন হয়।

"কোথায় ও ?" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"আমি জানি না। কে জানতে চায় ?" ক্রুম উঠে দাঁড়াল – "এাই শ্যাম! বক্সীর কম্‌প্যুটার চেক্‌ করতে চাও ?" ও বক্সীর টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল।

"কি ?" আমি বললাম – "তুমি কি ক্ষেপেছ ? ও যে কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে। এত কম সময়ে তুমি কি-ই বা দেখতে পারবে ?"

"শুধু মজার জন্য। তুমি কি জানতে চাও যে, বক্সী কোন্‌-কোন্‌ ওয়েবসাইট সার্ফ করে ?" ক্রুম বক্সীর কী-বোর্ডের ওপরে ঝুঁকে পড়ে বলল। ও ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ওপেন করল আর Ctrl + H বাটনে চাপ দিল সম্প্রতি ভিজিট করা ওয়েবসাইটগুলোর ব্যাপারে জানতে।

"তুমি কি পাগল হয়ে গেছ ? ফালতু ঝামেলায় ফেঁসে যাবে তুমি।" আমি বললাম।

"ক্রুম, ফিরে এসো।" এশা বলল।

"ও.কে., আমি একটা প্রিন্টআউট দিয়েছি।" ক্রুম বলল আর এক ছুটে ঘরের অন্য দিকে বক্সীর প্রিন্টারের কাছে পৌঁছে গেল। ও প্রিন্টআউটটা টেনে নিল আর লাফাতে-লাফাতে কন্‌ফারেন্স টেবিলের কাছে ফিরে এল।

"তুমি কি মূর্খ ?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"দেখো সবাই এটাকে।" ক্রুম নিজের সামনে A-4 শীটটাকে ঝুলিয়ে ধরে বলল – "Timesofindidia.com, rediffmail.com আর তারপর রয়েছে Harvard Business Review Website, Boston Weather Website, Boston Places To See, Boston Real Estate... !"

"... ও বোস্টনের ব্যাপারে এত খোঁজ-খবর কেন নিচ্ছে ?" এশা বলল।

"ও খুব শীঘ্রই ওখানে এক বিজনেস ট্রিপে যাচ্ছে।" রাধিকা এশাকে মনে করিয়ে দিল।

"আর অন্য ওয়েবসাইটগুলো ?" আমি বললাম।

"আরও আছে। আহা... এটাই তো আমি খুঁজছিলাম : awesomeindia.com – ভারতীয় মেয়েদের সব থেকে ভালো পর্ন সাইট, adultfriendfinder.com – এক সেক্স পার্সোনাল সাইট, cabaretlounge.com – বোস্টনের এক স্ট্রিপ ক্লাব, porn-inspector.com... লিস্টটা বেশ লম্বা!"

"ওর আর বোস্টনের মধ্যে কিসের সম্পর্ক?" আমি এশার কথার পুনরাবৃত্তি করলাম।

"কে জানে?" ভ্রুম হাসতে-হাসতে বলল – "এটা দেখো : ভিয়াগ্রার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট... এখন থেকে 6 ঘন্টা আগে এই সাইট ভিজিট করা হয়েছে।"

"আমি ওকে বোস্টনের ব্যাপারে প্রশ্ন করব।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

আমরা বক্সীর পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম আর ভ্রুম দ্রুত প্রিন্টআউটের পাতাটাকে মুড়ে ফেলল। আমরা সবাই চুপ করে গেলাম আর নিজেদের নোট বুক খুলে বসলাম।

বক্সী দ্রুত পায়ে অফিসে ঢুকে এল।

"স্যরি মাই টিম! আমাকে একটু কম্প্যুটার বে টিম লীডার্সদের কাছে কিছু ম্যানেজেরিয়াল কাজে যেতে হয়েছিল। তো, আজকের রাতটা সবার কেমন কাটছে?" বক্সী একমাত্র খালি পড়ে থাকা চেয়ারটায় বসতে-বসতে বলল।

আমরা কেউই ওর কথায় সাড়া দিলাম না। আমি শুধু মাথা নেড়ে এটুকু জানালাম যে, আমার ভালোই কাটছে...' কিন্তু বক্সী আমার দিকে মোটেই তাকিয়ে ছিল না।

"টিম! আমি আজ তোমাদের এখানে এজন্য ডেকে পাঠিয়েছি, যাতে কনেকশন্সে হতে চলা কিছু ভাবী পরিবর্তনের ব্যাপারে তোমাদের জানাতে পারি। আমাদের কিছু স্টাফ কমাতে হতে পারে।"

"তাহলে কিছু লোকের চাকরী চলে যাচ্ছে? গুজবটা তাহলে সত্যি ছিল?" ভ্রুম বলল।

রাধিকার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে পড়ল। প্রিয়াঙ্কা আর এশার মুখ দেখে মনে হল, ওরাও শক্ পেয়েছে।

"আমরা কখনোই লোকেদের চাকরী কেড়ে নিতে চাই না, মি. ভিক্টর! কিন্তু কখনো-কখনো বাধ্য হয়ে এমনটা করতে হয়।"

"কেন? যখন সমস্যার সমাধান অন্য কোন ভাবে করা যেতে পারে, তখন লোকেদের চাকরী কেন কেড়ে নেওয়া হবে?" ভ্রুম বলল।

"আমরা সকল প্রকারের বিকল্পের ওপরে ভালো করে ভাবনা-চিন্তা করে দেখে নিয়েছি।" বক্সী বলল আর একটা পেন হাতে নিল। আমরা সকলে নার্ভাস ভাবে

চেয়ারে পেছিয়ে বসলাম। আমরা ঠিক এই মুহূর্তে বক্সীর আঁকা আরেকটা ডায়াগ্রাম দেখতে চাইছিলাম না।

"খরচ কমানোই হচ্ছে একমাত্র বিকল্প।" বক্সী বলল আর কিছু একটা আঁকতে শুরু করল। ওর পেনটা কাজ করছিল না। ও পেনটা ধরে ঝাঁকাতে লাগল... বল পেনের ক্ষেত্রে যেটা কোন কাজেই করে না। পেনটা ওকে সহযোগ প্রদান করতে রাজী হল না... ওটাও হয়তো বক্সীর দ্বারা আর অপমানিত হতে চাইছিল না।

আমি নিজের পেনটা এগিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম... কিন্তু আমার পাশে বসে থাকা এশা আমার গতিবিধির ব্যাপারে আগাম অনুমান করে আমার কনুইতে গুঁতো মারল বাধা দেওয়ার জন্য। বক্সী ভাষণ দিয়েই চলল। ও লাগাতার 6 মিনিট (অথবা 96 শ্বাস-প্রশ্বাস) কথা বলে চলল। ও নানান্ রকমের ম্যানেজমেন্ট ফিলোজোফী, স্কুলস অফ্ থটস্, কর্পোরেট গভর্নেন্স মেথড আর অন্যান্য গভীর জটিল ব্যাপারে কথা বলে চলল... যেগুলো আমার মাথায় এতটুকু ঢুকল না। ওর বক্তব্য ছিল এই যে, আমাদের এই কোম্পানীকে আরও সুযোগ্য করে তুলতে হবে। কিন্তু ওর সেটা বলার ভঙ্গীমাটা মোটেই যোগ্য ছিল না।

ক্রুম আমাকে কথা দিয়েছিল যে, ও আজ রাতে বক্সীর সামনে ওয়েবসাইটের প্রসঙ্গ ওঠাবে না... অন্ততঃ পক্ষে ততক্ষন নয়, যতক্ষন না লে-অফ্ শেষ হচ্ছে। অবশ্য সেটা ওকে বক্সীর ওপরে হামলা করা থেকে আটকাতে পারল না।

"স্যার! আমাদের যদি সেলস্ গ্রোথ না থাকে, তাহলে খরচ কমানোটা কোন কাজেই আসবে না। আমাদের আরও বেশী ক্লায়েন্টের প্রয়োজন।" বক্সী নিজের কথা শেষ করার পরে ক্রুম বলল। আমার মনে হল যে, ক্রুমের মধ্যে এমন কোন আশাবাদী ব্যক্তিত্ব বাসা বেঁধে রয়েছে, যেটা এমন আশা করে যে, বক্সী ওর কথায় কর্ণপাত করবে।

"আমরা সকল প্রকারের বিকল্পের ওপরে ভাবনা-চিন্তা করে নিয়েছি।" বক্সী বলল – "সেলস্ ফোর্স প্রচণ্ড খরচসাপেক্ষ ব্যাপার।"

"স্যার! আমরা নিজেরাই সেলস্ ফোর্স সৃষ্টি করতে পারি। আমাদের হাজার-হাজার এজেন্ট রয়েছে। আমি এই ব্যাপারে নিশ্চিত যে, তাদের মধ্যে কেউ-কেউ সেলসে ভালো। আমরা প্রতি দিন কাস্টমারেদের সঙ্গে কথা বলি, তাই আমরা এটা জানি যে, তাঁরা ঠিক কি চান... ?"

"কিন্তু আমাদের ক্লায়েন্টেরা সবাই আমেরিকায় রয়েছেন... আমাদের সেখানে বিক্রী করতে হবে।"

"তাতে কি হয়েছে ? আমরা আমেরিকায় কিছু এজেন্ট পাঠাব সেখানে আমাদের ক্লায়েন্ট বেস বাড়াতে। কি বলো তোমরা ?" ক্রুম এই বলে আমাদের দিকে তাকাল,

যেন আমরা তৎক্ষনাত সম্মতিসূচক মাথা নাড়াব। একমাত্র আমিই সব শুনছিলাম... কিন্তু আমি চুপ করে রইলাম।

রাধিকা নিজের নোট প্যাডে আঁকিবুঁকি কাটছিল। ও একটা প্যাটার্ণ আঁকছিল, যেটা অনেকটা এই রকম ছিল :

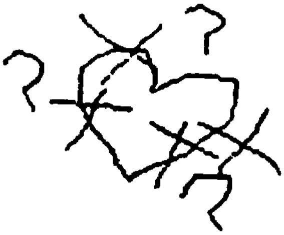

প্রিয়াঙ্কা নিজের নোট প্যাডে নামতার মত কিছু একটা লিখছিল। আমার মনে হচ্ছিল যে, ও ক্যালেণ্ডার তৈরী করছিল এটা দেখার জন্য যে, যে দিন ওর বিয়ে হতে চলেছে... সেদিনটা কি বার? আমার ওর নোট বুকটাকে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলার ইচ্ছে হচ্ছিল। এশা নোট বুকে নিজের পেনটাকে এত জোরে চেপে ধরেছিল, যেন ও পেনটাকে কাগজটার অন্য দিক দিয়ে বার করতে চায়।

"আমেরিকায় এজেন্ট পাঠাব? তাদেরকে বোস্টনে সরিয়ে নিয়ে যাব?" বক্সী হাসতে-হাসতে বলল।

"হ্যাঁ... কয়েকজনকে। ট্রায়াল বেসিসে। ওদের মধ্যে কয়েকজন সত্যিই কাজের। কে জানে, ওরা হয়তো এমন এক ক্লায়েন্ট খুঁজে পাবে, যে ক্লায়েন্ট আমাদের মধ্যে একশো জনের চাকরী বাঁচিয়ে নেবে। আমি ঠিক বলছি তো, শ্যাম?" ক্রুম বলল।

"এ্যাঁ?" আমি নিজের নামটা শুনে চমকে উঠলাম।

"মি. ভিক্টর! এক ফীডব্যাক-ওরিয়েন্টেড ম্যানেজার হিসেবে আমি আপনার ইনপুটের সত্যিই প্রশংসা করি। কিন্তু আমার মনে হয় না যে, এতে কাজ হবে।" বক্সী বলল।

"কেন নয়?" ক্রুম ঠিক কোন প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রের মতই সরলতার সঙ্গে জানতে চাইল।

"কারণ যদি এতে কাজ হত, তাহলে আগেই কেউ এটা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করত। এটাই দেখুন না, এমনটা এর আগে আমার মাথাতে কেন আসেনি?" বক্সী বলল।

"ওহো!" ক্রুম বলল। ওকে নিরাশ দেখাচ্ছিল। আমি বক্সীর মুখে এমন কথা এর আগে অনেক বার শুনেছি... ফলে এসবে আমার আর কোন অনুভূতিই হয় না।

আমি বক্সীর শরীরের ভেতরের সব লাল, সাদা আর কালো রক্ত কোশিকাগুলো সম্বন্ধে অবহিত ছিলাম।

"তো, স্যার! আমরা কখন এটা জানতে পারব যে, কে-কে ছাঁটাই হচ্ছে?" আমি বললাম।

"খুব শীঘ্রই। আমরা লিস্ট তৈরী করছি... কিন্তু তোমাদের আমরা সেটা আজ সকালে অথবা কাল রাতে জানাব।" বক্সী বলল। আমি ওকে চ্যালেঞ্জ না করায় ওর কপালে স্বস্তির রেখা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল।

"ঠিক কতজন লোক চাকরী খোওয়াবে, স্যার? পার্সেন্টেজটা ঠিক কি হবে?" রাধিকা বলল... এই মীটিং-য়ে আসার পরে এটাই ওর প্রথম কথা ছিল।

"বর্তমান প্ল্যান অনুসারে ত্রিশ থেকে চল্লিশ শতাংশ।" বক্সী শান্ত স্বরে বলল।

"তাও প্রায় একশো লোক।" রুম বলল। ও যেন এক বিরাট বড় অঙ্কের সমাধান করে নিয়েছে।

"এটাই হচ্ছে কর্পোরেট লাইফ, বন্ধু!" বক্সী উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বলল। ওর উঠে দাঁড়ানো এই জিনিষটার সংকেত ছিল যে, মীটিং শেষ হয়ে গেছে – "তোমরা কি জানো, এই দুনিয়াটাকে জঙ্গল বলা হয়?" আমার ঠিক জানা ছিল যে, এমনটা কে বা কারা বলেছে... কিন্তু বক্সীর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার এমনটা মনে হল যে, সেই জঙ্গলে কিছু ভাঁড়ও রয়েছে।

মেয়েরা নিজেদের নোট বুক তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। রুম আর কয়েক সেকেণ্ড বসে রইল। ও বক্সীর প্রিণ্টার থেকে বার করা প্রিন্টআউটটাকে দুমড়ে-মুচড়ে নিজের প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে নিল।

"থ্যাঙ্ক য়্যু, স্যার!" এশা বলল।

"য়্যু আর ওয়েলকাম! তোমরা সকলেই এটা জানো যে, আমার দরজা তোমাদের জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত। এখানেই হোক্ বা বোস্টনে... তোমরা যে কোন সময়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো।"

আমরা যখন দরজার কাছ পর্যন্ত পৌঁছে গেছিলাম, ঠিক সেই সময় প্রিয়াঙ্কা প্রশ্ন করল।

"স্যার! আপনি কি খুব তাড়াতাড়ি বোস্টন যাচ্ছেন?"

ততক্ষনে বক্সী নিজের টেবিলে ফিরে গেছিল। ও ফোন হাতে তুলে নিয়েছিল... কিন্তু প্রিয়াঙ্কার প্রশ্ন শুনে ও থেমে গেল – "হ্যাঁ। তোমাদের তো আসল কথাটা বলাই হয়নি। আমাকে খুব শীঘ্র বোস্টনে ট্রান্সফার করা হচ্ছে... হয়তো এক মাসের ভেতরেই।"

"বোস্টনে ট্রান্সফার ?" রুম, রাধিকা, এশা, প্রিয়াঙ্কা আর আমি – প্রত্যেকে এক সঙ্গে বলে উঠলাম।

"হ্যাঁ। দেখো, আমি নিজের ঢাক নিজে পেটানো মোটেই পছন্দ করি না। তবে, আমার মনে হয় ম্যানেজমেন্ট কোম্পানীর ভ্যালু-এ্যাডিশন সাইকেলে আমার অবদানকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে।" বক্সী বলল। ওর ঠোঁটে এক মৃদু হাসি ফুটে উঠল। আমার ইচ্ছে করছিল, পুরো বুক শেল্ফটাকে ওর ওপরে উল্টে দিতে।

"কিন্তু ডিটেলস্ পরে আসবে। আর হ্যাঁ, তোমরা যদি কিছু মনে না করো, আমাকে একটা ফোন করতে হবে। আরও যদি কোন খবর আসে, আমি সেটা তোমাদের জানাব।"

বক্সী আমাদের যাবার সময় দরজাটা বন্ধ করে দিতে বলল। আমি দরজা বন্ধ করতেই আমার মনে হল, কেউ যেন আমার গালে সজোরে চড় কষিয়ে দিয়েছে। ধীর পদক্ষেপে আমরা সবাই ওর অফিস থেকে ফিরে আসতে লাগলাম।

#25

আমরা বক্সীর সঙ্গে মীটিং শেষ করে ডব্লিউ.এ.এস.জি.-তে ফিরে এলাম। পঞ্চাশ কল বেজে উঠল... কিন্তু কেউই সেই কল এ্যাটেণ্ড করল না। আমি নিজের সীটে বসে আমার ই-মেল ওপেন করলাম। আমি কিছুই পড়তে পারছিলাম না... কারণ আমার মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল।

আমি ঘড়ি দেখলাম। রাত তখন 2:45!

রুম নিজের ডেস্কে বসে বিড়বিড় করে বক্সীকে গালাগাল দিতে লাগল। ও নিজের কম্প্যুটারে কনেকশন্সের ইন্টার্নাল ওয়েব পেজ ওপেন করল। সেটায় আমেরিকার ম্যাপ ছিল। রুম পেন দিয়ে ইউএস ইস্ট কোস্টের জায়গায় চেপে ধরল।

"এই হচ্ছে বোস্টন।" ও বলল আর পেনটাকে শক্ত করে চেপে ধরল – "এই হচ্ছে সেই জায়গা, যেখানে আর কিছুদিনের ভেতরে আমাদের বস্ ঘুরে বেড়াবে আর সেই সময় আমরা নতুন চাকরীর সন্ধানে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াব।"

আমরা সবাই চুপ করে রইলাম।

"আমি কি এটা জানতে পারি যে, তোমরা সবাই এমন চুপ করে আছো কেন ?" রুম বলল।

"আমার মনে হয়, এখন আমাদের কিছু কল নেওয়া উচিৎ।" আমি বললাম।

"একদম না।" রুম বলল আর পেনটা মোনিটরের ওপরে জোরে চেপে ধরল। একটা জোরালো শব্দে সবাই চমকে উঠল। রুমের মোনিটরের কাচ ভেঙে এক ৪ ইঞ্চি

বিস্তৃত মাকড়শার জালের মত ডিজাইন তৈরী হয়ে পড়েছিল। ওর বাকী স্ক্রীনটা আগের মতই কাজ করে চলেছিল, যেন কিছুই হয়নি।

"কি হল ?" মেয়েরা সবাই ক্রুমের কম্প্যুটারের চার পাশে ভীড় করে দাঁড়াল।

"চুলোর দোরে যাক।" ক্রুম হাতের পেনটাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল। পেনটা মাটিতে পড়ে দু টুকরো হয়ে পড়ল। কেউ-কেউ আপসেট হয়ে পড়লে কান্নায় ভেঙে পড়ে আর কেউ-কেউ নিজের চারপাশের সব জিনিসপত্র ভাঙতে থাকে।

"ওহো, না। এই মোনিটরটা তো শেষ হয়ে পড়েছে।" এশা বলল। ও ক্রুমের কাঁধে হাত রেখে প্রশ্ন করল – "তুমি ঠিক আছো তো ?"

"তুমি আমাকে স্পর্শ করার মত সাহস পেলে কোত্থেকে, নোংরা মেয়েছেলে কোথাকার ?" ক্রুম এশাকে ধাক্কা মেরে দূরে সরিয়ে দিয়ে বলল।

"কি ?" এশা বলল – "তুমি এই মাত্র কি বললে ?"

"কিছু না। আমাকে একা ছেড়ে দাও। যাও... গিয়ে নিজের চাকরীর জন্য প্রার্থনা করো অথবা যা খুশী করো।" ক্রুম নিজের চেয়ারটাকে এশার থেকে দূরে সরিয়ে নিল।

কয়েক সেকেণ্ড মেয়েরা সবাই হতবাক হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ধীরে-ধীরে যে-যার সীটে ফিরে গেল।

"ওর হয়েছেটা কি ?" প্রিয়াঙ্কা ফিসফিস করে এশাকে প্রশ্ন করল, যেটা অবশ্য আমরাও শুনতে পেলাম।

"আমি তোমাকে বলেছি যে, ও আবার একবার আমাকে প্রোপোজ করেছিল। ও হয়তো আমার প্রত্যাখ্যানটাকে সহজ ভাবে নিতে পারেনি।"

"তাই নাকি ?" ক্রুম উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল – "তুমি ভাবছ, আমি এমনটা তোমার দ্বারা বাতিল হয়ে পড়ার জন্য করছি ? আমি যেন তোমার ব্যাপারে কিছুই জানি না ? শ্যাম, রাধিকা, প্রিয়াঙ্কা – এখানকার সবাই জানে। তুমি ভেবেছিলে আমি কিছুই জানতে পারব না। আমি যদি এসব আগে জানতে পারতাম, তাহলে আমি তোমার মত এক নোংরা মেয়েকে কখনোই প্রোপোজ করতাম না... যে পয়সার জন্য সব কিছু করতে রাজী থাকে।"

এশা আমাদের সবার দিকে শকিং দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ওর চোখে জল এসে গেছিল। ওর সর্বশরীর কাঁপতে লেগেছিল। রাধিকা ওকে ধরে বসাল। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কাঁদার থেকে কোথাও বসে কাঁদাটা অনেক ভালো হয়।

প্রিয়াঙ্কা ক্রুমের সীটের কাছে গেল। ও ক্রুমের দিকে তাকাল, ওর মুখটা ক্রমশঃ লাল হয়ে উঠেছিল। চটাক ! ও ক্রুমের গালে এক সজোরে থাপ্পড় কষিয়ে দিল।

"মেয়েদের সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয়, আগে সেটা শেখো। এর পরে তুমি

এশার সম্বন্ধে আর একটা বাজে কথা বললে আমি তোমার বারোটা বাজিয়ে ছাড়ব... বুঝতে পেরেছ ?" প্রিয়াঙ্কা বলল।

ক্রুম প্রিয়াঙ্কার দিকে তাকিয়ে রইল। ও একটা হাত দিয়ে নিজের গাল চেপে ধরে রেখেছিল। ও কি করবে, ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। আমি ওদের দুজনের মাঝখানে নিজেকে নিয়ে গিয়ে বললাম – "এবার কি আমরা একটু শান্তিতে কাজ করতে পারি ? এমনিতেই সব কিছু গুবলেট হয়ে গেছে। প্লীজ সবাই যে-যার সীটে বসে পড়ো আর একটু অন্ততঃ কাজে মন দাও।"

"আমার পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়। আমি তো এটাও জানি না যে, আর কয়েক ঘন্টা পরে এখানে আমার চাকরী থাকবে কি না ?" প্রিয়াঙ্কা এই বলে নিজের সীটের দিকে ফিরে গেল। ও তখনও এক দৃষ্টিতে ক্রুমের দিকেই তাকিয়ে ছিল।

"অন্ততঃ বসে তো পড়ো।" আমি বললাম।

"আমি চাই যে, ক্রুম এশার কাছে ক্ষমা চাক। ইডিয়টটার এটা বোঝা উচিত যে, ও কি বলেছে।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

এশা তখনও কেঁদে চলেছিল আর রাধিকা লাগাতার ওকে স্বান্তনা দিয়ে চলেছিল।

"চাকরী থাকুক বা নাই থাকুক – তাতে তোমার কি আসে-যায় ? তুমি তো বিয়ে করতে চলেছ। মেয়েদের কাছে এসব কোন ব্যাপারই নয়।" ক্রুম বলল।

"কি ? দেখো, আমার সঙ্গে লাগার চেষ্টা কোর না।" ও নিজের সীটের কাছে পৌঁছে গেছিল... কিন্তু সীটে বসতে চাইছিল না – "তোমার কি মনে হয়, এদের কাছে চাকরী চলে যাওয়াটা কোন ব্যাপার নয় ?" ও আঙুল দিয়ে এশা আর রাধিকার দিকে ইঙ্গিত করল।

ক্রুম চুপ করে গেল আর নীচের দিকে চেয়ে রইল।

"রাধিকা আজ জানতে পেরেছে যে, ওর স্বামী ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। ও কিন্তু সেই স্বামী আর পরিবারের জন্য দিন-রাত খেটে চলেছে। আর এশা যতক্ষন না কোন মেয়েদের শরীর-লোভী কোন পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হচ্ছে, ততক্ষন ও কোন ভালো ব্রেক পাবে না। কিন্তু ওরা কেউ মোনিটর ভাঙছে না বা অন্যদের গালাগালিও দিচ্ছে না, ক্রুম। আমরা যেহেতু চিৎকার-চেঁচামেচি করি না... তার অর্থ এটা নয় যে, চাকরী চলে গেলে আমাদের কিছুই যায়-আসে না।" প্রিয়াঙ্কা প্রচণ্ড জোরে-জোরে বলল।

"আমরা কি দুটো মিনিট শান্ত হয়ে থাকতে পারি না ? ঠিক আছে, তোমরা কেউ কল এ্যাটেণ্ড কোর না... কিন্তু অন্ততঃ পক্ষে শান্ত হয়ে থাকো।" আমি বললাম।

রাধিকা এক গ্লাস জল নিয়ে আসায় এশা কান্না থামাল। প্রিয়াঙ্কা বসে পড়ল

আর ওর নিজের তৈরী ক্যালেণ্ডার বার করল। ক্রুমও চুপচাপ হয়ে নিজের ডেস্কে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকা কাঁচের টুকরোগুলোকে দেখতে লাগল।

এই নীরবতা আমাকে বক্সীর মীটিংটার ওপরে আলোকপাত করার সুযোগ করে দিল। *আমার চাকরী যদি চলে যায়, তাহলে আমি কি করব ? অন্য কোন জায়গায় আবার এজেন্ট হব ?* আমাকে বোধহয় টীম লীডার হওয়ার স্বপ্ন ভুলে যেতে হবে।

"আমি দুঃখিত।" ক্রুম বিড়বিড় করে বলল।

"কি ?" এশা বলল।

"আমি দুঃখিত, এশা।" ক্রুম নিজের গলা পরিস্কার করে নিয়ে বলল – "আমার এমনটা বলা উচিত হয়নি। আমি প্রচণ্ড ডিস্টার্বড্ হয়ে ছিলাম। প্লীজ আমাকে ক্ষমা করে দাও।"

"ঠিক আছে, ক্রুম। তোমার কথায় আমি এজন্য আঘাত পেয়েছি... কারণ সেগুলোয় সত্যের ছোঁওয়া ছিল।" এশা দুঃখের হাসি হেসে বলল।

"আসলে আমি ঐ কথাগুলো নিজের উদ্দেশ্যে বলতে চেয়েছিলাম। কারণ..." ক্রুম টেবিলের ওপরে পর-পর দুটো ঘুঁষি মেরে বলল – "কারণ বাজারের পণ্য আমি হয়ে উঠেছি... তুমি নও।"

"কি ?" আমি বললাম।

"হ্যাঁ, এই মহিলেটা আমাকে বাজারের মাল করে তুলেছে। প্রতি দিন রাতে আমি এখানে আসি আর সবার করুণার পাত্র হই।" ক্রুম ফোনের হেডসেটটা হাতে তুলে নিয়ে বলল – "শালা আমেরিকানরা এটার মাধ্যমে এক রাতে অন্ততঃ পক্ষে একশো বার আমাকে গালাগালি করে। বক্সী ম্যানেজমেন্ট থিওরী শোনায়, পেছন থেকে ছুরী মারে আর চাকরী চলে যাওয়ার ভয় দেখায়। আর সব থেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে এটা যে, আমি ওদের সেসব করে যেতে দিই। শুধুমাত্র কয়েকটা টাকার জন্য... চাকরীর সুরক্ষার জন্য আমি এমনটা হতে দিই। এসো, আমাকে আরও কয়েকটা গালাগালি শুনিয়ে দিয়ে যাও।" ক্রুম নিজের হেডসেটটাকে টেবিলের ওপরে ছুঁড়ে মারল।

"তোমার কি জল লাগবে ?" রাধিকা বলল আর ওর হাতে এক গ্লাস জল তুলে দিল।

ক্রুম এক ঢোকে পুরো জলটা শেষ করে দিল। আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে, এবার ও খালি গ্লাসটা মাটিতে আছড়ে না ফেলে। ভাগ্য ভালো, ও গ্লাসটাকে শুধু সজোরে টেবিলের ওরে রেখে দিল।

"থ্যাঙ্কস্!" ক্রুম বলল – "আমার এটার প্রয়োজন ছিল। আসলে, আমার একটা ব্রেক চাই... নয়তো আমি পাগল হয়ে যাব। আমি এসব আর সহ্য করতে

পারছি না।"

"আমারও একটা ব্রেকের প্রয়োজন আছে।" প্রিয়াঙ্কা বলল – "ক্রুম... শিফ্‌ট শেষ হতে আর মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা বাকী আছে।"

"না... আমার এখুনি ব্রেক চাই। আমি ড্রাইভে যেতে চাই। এসো সবাই... সকলে মিলে ঘুরে আসি। আমি কোয়ালিসের ব্যবস্থা করছি।" এই বলে ক্রুম উঠে দাঁড়াল।

"এখন? এখন প্রায় 3:00 বাজে।" আমি বললাম।

"হ্যাঁ... এখন। কলের পরোয়া কে করে? আর কয়েক ঘণ্টা পরে হয়তো তোমার এই চাকরীটাই থাকবে না। উঠে পড়ো।"

"শোন, তোমরা যখন যাচ্ছ... তোমরা কি আমার জন্য 24 আওয়ার কেমিস্ট শপ থেকে কয়েকটা মাথার যন্ত্রণার ট্যাবলেট এনে দিতে পারবে?"

"আমরা সবাই যাচ্ছি।" ক্রুম বলল – "উঠে পড়ো, শ্যাম। তুমি এলে সবাই আসবে।"

"আমি আসছি।" এশা বলল।

"ও.কে., আমিও আসছি। একটু খোলা হাওয়ার বড়ই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

আমি ওদের দিকে তাকালাম। সবাই যে-যার দুঃখের হাত থেকে কয়েক সেকেণ্ডের হলেও বেরিয়ে আসতে চাইছে। আর আমি বক্সী, গণেশ আর কনেকশনের হাত থেকে মুক্তি পেতে চাইছিলাম।

"ও.কে., আমরা যেতে পারি। কিন্তু আমাদের তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হবে।" আমি বললাম।

"আমরা যাচ্ছিটা কোথায়?" এশা বলল – "আমি শুনেছি যে, নতুন লাউঞ্জ বার বেড্‌টা নাকি কাছেই।"

"না... আমরা ড্রাইভে যাচ্ছি...।" আমি বললাম, কিন্তু ক্রুম আমার কথার মাঝখানেই বলে উঠল।

"দারুণ আইডিয়া! আমরা সবাই বেডে যাব – দারুণ জায়গা।"

"আমার একটা সত্যিকারের বেডের প্রয়োজন ঘুমোবার জন্য।" রাধিকা আড়মোড়া ভেঙে বলল।

আমরা সবাই উঠে দাঁড়ালাম। আমরা ঠিক করলাম যে, লোকেদের সন্দেহ এড়াতে আমরা এক-এক করে বেরিয়ে যাব।

"মিলিটারী আঙ্কল... উঠে পড়ুন।" ক্রুম ওনার ডেস্কের কাছে গিয়ে বলল।

"হ্যাঁ।" আঙ্কল উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বললেন। অন্য সময় হলে হয়তো উনি ক্রুমকে বকাবকি করতেন... কিন্তু আমার মনে হল যে, উনি নিজের ছেলের ই-মেলের আঘাত থেকে নিজেকে এখনও স্বাভাবিক করে তুলতে পারেননি।

"আমরা সবাই এক ড্রাইভে যাচ্ছি। অন্যরা আপনাকে সব কিছু খুলে বলবে। আমি কোয়ালিসের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি।" এই বলে ক্রুম আঙ্কলের মনিটরের সুইচ অফ্ করে দিল।

#26

রাত ঠিক 3:00-টের সময় আমরা কনেকশন্সের মেন গেটের বাইরে ছিলাম। একটা সাদা রং-য়ের কোয়ালিস আমাদের ঠিক সামনে এসে দাঁড়াল।

"উঠে পড়ো সবাই।" ক্রুম দরজা খুলে দিতে-দিতে বলল।

"বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। তোমার এত দেরী হল কেন?" এশা সামনের সীটে উঠে বসতে-বসতে বলল।

"এই গাড়ীর ঘুমন্ত ড্রাইভারকে তুলে অন্য কোয়ালিসে পাঠাতে একটু সময় লেগে গেল।" ক্রুম বলল।

রাধিকা, প্রিয়াঙ্কা আর আমি মাঝের সীটে উঠে বসলাম। মিলিটারী আঙ্কল সাধারণতঃ পেছনের সীটে একা বসাটাই পছন্দ করেন। ওনাকে কেমন হতবম্বের মত দেখতে লাগছিল... অবশ্য আমাদের সবাইকেই প্রায় একই রকম লাগছিল।

বক্সী এক্সিকিউটিভ পার্কিং এরিয়ার পাশ দিয়ে গাড়ী ছোটাল আর আমরা কনেকশন্স ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। আমরা বক্সীর সাদা মিৎসুবিশী ল্যান্সার গাড়ীটাকে দেখতে পেলাম।

"বক্সীর গাড়ীটা তো দারুণ!" এশা বলল।

"নিশ্চয়ই কোম্পানীর পয়সায় কেনা।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

ক্রুম কোয়ালিসকে ল্যান্সার গাড়ীটার কাছে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল। তারপর ও কোয়ালিসের হেডলাইট জ্বেলে দিল। বক্সীর গাড়ীটা কোয়ালিসের হেডলাইটের আলোয় চমকে উঠল।

"আমি কি একটা প্রশ্ন করতে পারি? লোকেদের গাড়ীর তলায় চাপা দেওয়ার শাস্তি কি?" ক্রুম বলল।

"আমি ঠিক বুঝলাম না।" আমি বললাম।

"আমরা যদি এই কোয়ালিস দিয়ে বক্সীকে চাপা দিই, তাহলে কি হবে? আমরা এই কাজটা সকালে সেই সময় করতে পারি, যখন বক্সী নিজের গাড়ী নিতে

আসবে। কত বছরের জেল হতে পারে ?" ক্রম বলল।

এটা বোকার মত প্রশ্ন ছিল... কিন্তু প্রিয়াঙ্কা ওর প্রশ্নের উত্তর দিল।

"সেটা আদালতের ওপরে নির্ভর করছে। ওরা যদি এটাকে এক দুর্ঘটনা বলে মনে করে আর কোন ইচ্ছাকৃত ঘটনা বলে মনে না করে, তাহলে দু বছরের মত।" ও বলল।

ক্রম আবার গাড়ী স্টার্ট দিল আর বাইরে বেরোবার গেটের দিকে গাড়ী ছোটাল।

"দু বছর এমন কিছু বেশী সময় নয়। আমরা কি সেই দুটো বছরকে আমাদের 6 জনের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারি ? একেকজনের ভাগে চার মাস করে পড়বে।" ক্রম বলল।

"আমি জানি না... কোন উকিলকে জিজ্ঞাসা করে দেখো।" প্রিয়াঙ্কা কাঁধ ঝাঁকিয়ে উত্তর দিল।

"চার মাসের জেল এই পৃথিবীকে বক্সীর মত লোকের হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য কিছুই নয়।" এশা নিজের ঠোঁটের ওপরে এসে পড়া এক গুচ্ছ চুলকে ফুঁ দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলল।

"মাত্র ষোলটা সপ্তাহের বলিদান। আমাদের কাজের দিনগুলো জেলের থেকে কোন অংশে কম হয় না।" ক্রম বলল – "তোমরা কি বলো ? কাজটা করা উচিত ?"

ততক্ষনে আমরা কল সেন্টার ছেড়ে হাইওয়েতে উঠে এসেছিলাম। কয়েকটা ট্রাক ছাড়া, রাস্তা খালিই ছিল। ভারতবর্ষে একশো কোটি লোকের বাস... কিন্তু রাতের বেলা 99% শতাংশ লোকই ঘুমিয়ে থাকে। এই দেশটা তখন মুষ্টিমেয় কিছু লোকের দখলে চলে যায় ঃ ট্রাক ড্রাইভার, রাতের শিফ্টে কাজ করতে থাকা কর্মচারী, ডাক্তার, হোটেল স্টাফ আর কল সেন্টার এজেন্ট। এরাই তখন এই দেশ আর রাস্তার ওপরে রাজত্ব করে বেড়ায়। ক্রম ক্যোয়ালিসের গতি ঘন্টায় 80 কিমি পর্যন্ত বাড়িয়ে দিল।

"আমার মনে হয় না যে, শাস্তিটাকে ভাগ করা যেতে পারে। ড্রাইভারকেই পুরো সময় জেল খাটতে হয়।" প্রিয়াঙ্কা বলল। ও তখনও বক্সীকে খুন করার মূর্খতাপূর্ণ টপিক নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে চলেছিল – "তাছাড়া আদালত যদি এটা জানতে পারে যে, এটা পূর্বপরিকল্পিত ছিল... তাহলে তোমার দশ বছরেরও বেশী শাস্তি হতে পারে।"

"হুম্ম্... ম্! দশ বছর সময়টা একটু বেশী। তুমি কি বলো, শ্যাম... বক্সীর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পক্ষে এতটাও মেনে নেওয়া যেতে পারে... কি বলো ?"

"অনেক হয়েছে।" আমি বললাম – "আমার মনে হয়, তুমি আমাদের কোন

বারে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলে।"

"আমি শুধু... !" ক্রুম স্টিয়ারিং হুইল থেকে একটা হাত উঠিয়ে নিয়ে বলল।

"চুপ করো আর গাড়ী চালাও। আমার একটা ড্রিংকের প্রয়োজন আছে।" আমি বললাম।

"আগে আমার ওষুধ, প্লীজ! আমরা কি কোন ওষুধের দোকানে দাঁড়াতে পারি?" রাধিকা নিজের কপালে হাত দিয়ে ম্যাসাজ করতে-করতে বলল।

আমরা বক্সীকে খুন করার প্রসঙ্গ ত্যাগ করলাম। অবশ্য যদি এই দেশের আইন আমাকে একটা খুন করার অনুমতি দিত, তাহলে আমি নিশ্চিত বক্সী আমার লিস্টের সবার ওপরে থাকত। না-না, দাঁড়ান... আমি আমার প্রাক্তণ প্রেমিকার মায়ের কথা তো ভুলেই গেছিলাম। আমি সত্যিই জানি না যে, ঠিক কাকে খুন করা উচিত। হয়তো আইন আমার কেসটাকে এক স্পেশাল কেস হিসেবে বিবেচনা করে আমাকে একটা নয়... দুটো খুন করার অনুমতি দেবে।

ক্রুম ডান দিকে টার্ন নিয়ে সেই রাস্তায় চলে এল, যে রাস্তাটা 24 আওয়ার কেমিস্ট শপের দিকে গেছে।

রাধিকা চুপ করে বসে ছিল... আমার মনে হল যে, পায়ল ওর মনের অর্দ্ধেকটা দখল করে নিয়েছিল; আর বাকী অর্দ্ধেকটা ওর মাথার যন্ত্রণা।

"ঐ যে কেমিস্ট শপ।" নিওন আলোর রেড-ক্রশ দেখে এশা বলে উঠল।

"আমার ওপরে বিশ্বাস রাখতে পারো তোমরা... এই এলাকাটা আমার ভালো চেনা।" ক্রুম ক্যোয়ালিসের গতিকে 100 কিমি / প্রতি ঘণ্টা করে দিয়ে বলল – "রাতের খালি রাস্তা আর সঙ্গে সুন্দরী মেয়ে – দারুণ মজা!"

"তুমি মানসিক রূপে অসুস্থ!" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"দুঃখিত... কিন্তু কিচ্ছু করার নেই।" ক্রুম বলল।

ক্রুম কেমিস্ট শপের কাছে গাড়ী দাঁড় করাল। বছর সতেরোর এক ছেলে আধা ঘুমন্ত অবস্থায় দোকানে বসে ছিল। ওর সামনের কাউন্টারে কিছু মেডিক্যাল এন্ট্রান্স পরীক্ষার গাইড বই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে ছিল। মাছি তাড়ানোর একটা পাখা বুকমার্কের কাজ করছিল। ছেলেটা বিজনেসের থেকে বেশী লোকেদের সঙ্গ পাওয়ায় আমাদের কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকাল।

ক্রুম আর রাধিকা ক্যোয়ালিস থেকে নেমে গেল। আমিও পা দুটোকে একটু ছড়াবার উদ্দেশ্যে নেমে এলাম।

রাধিকা দ্রুত পায়ে ছেলেটার দিকে এগিয়ে গেল।

"তোমার ঠিক কি চাই, রাধিকা? স্যারিডন?" আমরা কাউন্টারের কাছে গিয়ে পৌঁছবার পরে ক্রুম জানতে চাইল।

"না।" রাধিকা মাথা নেড়ে বলল। ও ছেলেটার দিকে ঘুরে বলল – "তিন পাতা ফ্লুওক্সেটিন আর পাঁচ পাতা করে সেট্রালাইন আর প্যারোক্সেটাইন। একটু তাড়াতাড়ি।" ও কাউন্টারের ওপরে অস্থির ভাবে টোকা মারতে-মারতে বলল।

ছেলেটা রাধিকার মুখের দিকে তাকাল। তারপর ও ঘুরে ওষুধ রাখা তাকগুলো হাতড়াতে লাগল।

ক্রুম আর আমি ওষুধের গন্ধ এড়াতে কয়েক পা পেছিয়ে এলাম। ক্রুম একটা সিগারেট ধরাল আর আমরা সিগারেটে কয়েকটা টান মারলাম।

ছেলেটা বেশ কিছু ওষুধ নিয়ে ফিরে এল আর সেগুলো কাউন্টারের ওপরে রাখল। রাধিকা হাত বাড়াল... কিন্তু ছেলেটা ডান হাত দিয়ে ওষুধগুলো রাধিকার নাগালের বাইরে সরিয়ে নিয়ে গেল – "এগুলো অত্যন্ত কড়া ওষুধ, ম্যাডাম! আপনার কাছে কি প্রেস্‌কৃপশন আছে ?" ও প্রশ্ন করল।

"এখন রাত তিনটে বাজে।" রাধিকা বিরক্তি মেশানো গলায় বলল – "কাজ করতে-করতে আমার ট্যাবলেট শেষ হয়ে পড়েছে। এই সময়ে আপনি আমার কাছে প্রেস্‌কৃপশনের আশা কি করে করছেন ?"

"স্যরি, ম্যাডাম। অনেক সময় আপনার বয়সী ছেলে-মেয়েরা ডিস্কোয় যাওয়ার আগে এই ধরণের ওষুধ কিনতে আসে।"

"আমাকে দেখে কি পার্টিতে যাওয়া টিনএজার বলে মনে হচ্ছে আপনার ?" রাধিকা নিজের মুখের দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করে বলল।

না... আমার রাধিকাকে দেখে পার্টিতে যাওয়া টিনএজার বলে মনে হচ্ছিল না – বরং ওকে দেখে অসুস্থ বলে মনে হচ্ছিল। ওর চোখের নীচে কালো ছোপ পড়ে গেছিল। আমি আশা করলাম যে, ছেলেটা রাধিকাকে ওষুধগুলো দিয়ে দেবে।

"কিন্তু ম্যাডাম... আপনার এই সব কড়া ওষুধের কি প্রয়োজন পড়ল ? আপনার কি হয়েছে ?" ওষুধের দোকানের ছেলেটা প্রশ্ন করল।

"তাতে আপনার কি ?" রাধিকা দোকানের কাঁচের কাউন্টারের ওপরে জোরে ঘুঁষি মেরে বলল। কাঁচটা যদিও ভাঙল না... কিন্তু রাধিকার দুটো লাল কাঁচের চুড়ি ভেঙে গেল। কাউন্টারের ওপরে কয়েক টুকরো চুড়ি ছড়িয়ে পড়ল।

ছেলেটা কিছুটা ভয় পেয়ে গেল; ও লাফিয়ে দু পা পেছনের দিকে সরে গেল। ক্রুম সিগারেট নিভিয়ে দিল আর আমরা দুজন কাউন্টারে রাধিকার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

"আমাকে ক্ষমা করবেন, ম্যাডাম!" ছেলেটা বলল।

"তুমি জানতে চাইছিলে না যে, আমার কি হয়েছে ? এইটুকু ছোঁড়া... তুমি জানতে চাইছিলে যে, আমার কি হয়েছে ?"

"কি হয়েছে, রাধিকা ? সব ঠিক আছে তো ?" ক্রুম বলল।

"এই ছেলেটা জানতে চায় যে, আমার কি হয়েছে ?" রাধিকা ছেলেটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল – "ও কে সেটা জানার ? ও আমার সম্বন্ধে কি জানে ?"

"শান্ত হও, রাধিকা।" আমি বললাম, কিন্তু আমার কথা হয়তো রাধিকার গলায় ঢুকল না। এটাই হচ্ছে আমার জীবনের ট্রাজেডী; আমার বলা অর্দ্ধেক কথাই লোকেদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে না।

"ঠিক-ভুলের তুমি কি জানো ? আমার জীবনের কিছুই ঠিক নয়। আমার স্বামী অন্য মেয়ের চক্করে পড়েছে। এবার খুশী তো ?" রাধিকা বলল। ওর মুখটা ওর ভেঙে যাওয়ার চুড়িগুলোর থেকেও বেশী লাল হয়ে উঠেছিল। ও কয়েক মুহূর্ত নিজের কপালটাকে চেপে ধরে রইল। তারপর ও কপাল থেকে হাত সরিয়ে এনে ওষুধগুলোকে চেপে ধরল। কাউন্টারের ছেলেটা এবার আর কোন প্রতিবাদ করল না।

"জল... আমি কি একটু জল পেতে পারি ?" রাধিকা বলল।

ছেলেটা দোকানের ভেতরের দিকে ছুটে গেল আর এক গ্লাস জল নিয়ে ফিরে এল।

রাধিকা এক সঙ্গে কয়েকটা ট্যাবলেট ছিঁড়ে নিল। এক-দুই-তিন – ও এক সঙ্গে তিন-তিনটে ট্যাবলেট গিলে নিল।

"463 টাকা, ম্যাডাম।" ছেলেটা বলল। ওর গলাটা ভয়ে কাঁপছিল।

"এগুলোর জন্যই আমি এখনও বেঁচে আছি। বেঁচে থাকার জন্য আমার এগুলোর প্রয়োজন... পার্টিতে মস্তি করার জন্য নয়।" রাধিকা বলল।

ও ওষুধের দাম মিটিয়ে দিল আর ক্যোয়ালিসের দিকে ফিরে চলল। ক্রুম আর আমি ওর থেকে কয়েক পা পেছনে ওকে অনুসরণ করলাম।

"ওগুলো কিসের ওষুধ ছিল ?" আমি জানতে চাইলাম।

"আমি কি করে জানব ? আমি কোন ডাক্তার নই।" ক্রুম বলল।

"তোমার কি মনে হয়, এগুলোর জন্য ওর কাছে কোন প্রেসক্রিপশন আছে ?" আমি আবার বললাম।

"সাহস থাকলে ওকেই জিজ্ঞাসা করে দেখো।" ক্রুম বলল।

"বাদ দাও। এবার লাউঞ্জ বারে চলো... কুইক !"

"সব ঠিক আছে তো ?" আমরা ক্যোয়ালিসে উঠে বসার পরে এশা বলল – "আমরা এখান থেকে তর্ক শুনতে পাচ্ছিলাম।"

"কিছু না। বক্সীর ভাষায়, ওটা কম্যুনিকেশন ইস্যু ছিল। কিন্তু এবার লাউঞ্জ বার।" ক্রুম বলল আর ক্যোয়ালিস ঘোরাল।

রাধিকা ওষুধগুলো নিজের ব্যাগে পুরে রাখল। ওষুধ পেটে যাওয়ায় এখন ওর

মুখটা অনেকটাই স্বাভাবিক দেখাচ্ছিল।

ক্রুম গতি বাড়িয়ে 110 কিমি / প্রতি ঘণ্টা করে দিল... এর থেকে বেশী গতি বাড়ালে হয়তো ইঞ্জিন ক্ষমা চাইবে।

"গাড়ী স্লো করো, ক্রুম।" এশা বলল।

"স্লো আর ক্রুম – এই দুটো শব্দকে এক বাক্যে এক সঙ্গে কখনো ব্যবহার কোর না।" ক্রুম বলল।

"দারুণ সংলাপ... তালি দেব কি ?" আমি বললাম।

একটা মাল ভরা ট্রাক আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমাদের গাড়ীর হেডলাইটে ট্রাকে চাপানো চটের বস্তাগুলো অন্ধকারেও চমকে উঠল।

"দেখো... ট্রাকটাও আমাদের থেকে বেশী স্পীডে যাচ্ছে। আমি এক প্রশিক্ষিত ড্রাইভার।" ক্রুম বলল।

"স্যরি, বন্ধুরা!" রাধিকা বলল। ওষুধের প্রভাব শুরু হওয়ায় ওর গলাটা অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল – "ওষুধের দোকানে সীন ক্রিয়েট করার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত।"

"তুমি কি ওষুধ কিনেছ, রাধিকা ? ওষুধের দোকানের ছেলেটা আপত্তি কেন করছিল ?" আমি নিজের কৌতূহল আর চাপা দিয়ে রাখতে পারছিলাম না।

"এন্টি-ডিপ্রেস্যান্টস্। এগুলো প্রেস্‌কৃপশন ড্রাগ হওয়ার কারণে ওষুধের দোকানদাররা প্রেস্‌কৃপশন দেখতে চায়। আবার অনেক সময় দেখতে চায় না।"

"ওহো!" ক্রুম বলল – "প্রোজাকের মত ওষুধ।"

"হ্যাঁ... ফ্লুওক্সেটিন হচ্ছে প্রোজাকেরই ভারতীয় সংস্করণ। এটা দামেও সস্তা।"

"ঠিক আমাদের মত।" ক্রুম নিজের বলা জোকে নিজেই হেসে উঠল।

"কিন্তু এগুলো প্রেস্‌কৃপশন ছাড়া নেওয়াটা বিপজ্জনক।" প্রিয়াঙ্কা বলল – "এগুলো কি এ্যাডিক্টিভ নয় ?"

"এগুলো ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না আর হ্যাঁ... এগুলো সত্যিই বিপজ্জনক। কিন্তু আমার জীবনের বাস্তবিকতার মুখোমুখি হওয়ার থেকে এগুলো গেলা অনেক ভালো।" রাধিকা বলল।

"এসব খাওয়া ছেড়ে দাও, রাধিকা – এতে তোমার সত্যিই ক্ষতি হতে পারে।" মিলিটারী আঙ্কল এতক্ষন পরে এই প্রথম বার মুখ খুললেন।

"আমি অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছি, মিলিটারী আঙ্কল। কিন্তু অনেক সময় এগুলো আমাকে সাহায্যও করে। তোমরা কেউ কি প্রসঙ্গ পাল্টাতে পারো। বেড আর কতদূর ?"

"এখান থেকে আর মাত্র দু কিলোমিটার। আমি চালালে 90 সেকেণ্ড আর শ্যাম চালালে আরেকটু বেশী।" ক্রুম আমাদের দিকে না তাকিয়েই উত্তর দিল। আমি ওর মন্তব্যের কোন উত্তর দিলাম না... কারণ আমি চাইছিলাম যে, ও রাস্তার দিকেই বেশী মনোযোগ দিক। কিছু মাতাল ট্রাক ডাইভার আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল।

"আমি শুনেছি যে, ওখানে ড্রেস নিয়ে একটু বেশী কড়াকড়ি করা হয়।" প্রিয়াঙ্কা বলল – "আমার পোশাকটা একেবারে উপযুক্ত নয়।" ও নিজের সালোয়ার-কামিজ ঠিক করতে-করতে বলল। আমি ওর গাঢ় সবুজ শিফন দুপট্টার ধারে চমকাতে থাকা স্টোন-ওয়ার্ক লক্ষ্য করলাম।

"তোমাকে খুব ভালো দেখাচ্ছে।" এশা ওকে আশ্বাস দিয়ে বলল – "বরং আমারই বেশী চিন্তিত হওয়া উচিত।"

"তুমি একেবারে চিন্তা কোর না, এশা। নাভিতে আংটি লাগানো কোন মেয়েকে কখনো কোন ডিস্কোতে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় না।" ক্রুম বলল।

"আমার মনে হয় যে, ওরা আমার মত বোরিং গৃহবধূকেই বরং ঢুকতে দেবে না।" এবার রাধিকার বলার পালা ছিল।

"চিন্তা কোর না। আমাদের পকেটে যতক্ষন খরচ করার মত টাকা আছে, ওরা আমাদের স্বাগতই জানাবে। আর তাছাড়া, ওখানকার DJ আমার স্কুলের-সহপাঠী ছিল।" ক্রুম বলল।

"তোমার সব স্কুলমেটরা কি এমন কাজই করে?" আমি বললাম।

"সেটাই হচ্ছে সমস্যা। ওদের সবার বাবাই প্রচণ্ড ধনী। ওদের জীবনযাত্রার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য আমাকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়েছে।" ক্রুম বলল – "বন্ধুরা, আমি তোমাদের সবাইকে বেড়ে স্বাগত জানাচ্ছি। আর তোমাদের এই ড্রাইভারের সৌজন্যে তোমরা 3:23-য়ের মধ্যেই পৌঁছে গেছ।" ও গাড়ীর হেডলাইট একটা বোর্ডের ওপরে ফেলল। সেই বোর্ডটায় লেখা ছিল – *'বেড লাউঞ্জ এ্যাণ্ড বার : আপনার ব্যক্তিগত স্থান'*।

"ওহো... আমি বুঝতেই পারিনি যে, আমরা পৌঁছে গেছি।" এশা বলল। ও নিজের পার্স থেকে একটা আয়না বার করে আনল আর নিজের *ঠোঁটের* রং পরীক্ষা করে নিল। আমি ভাবছিলাম – *আয়না আবিস্কার হওয়ার আগে মেয়েরা কি করে ম্যানেজ করত?*

"আমার চুল ঠিক আছে তো?" প্রিয়াঙ্কা রাধিকাকে প্রশ্ন করল।

আমি ওর লম্বা কোঁকড়ানো চুলের দিকে তাকালাম। প্রিয়াঙ্কা সব সময় বলে যে, ওর চুল নাকি *'পৃথিবীর সব থেকে বোরিং চুল'* আর ও এটাকে সামলাতে হিমসিম খেয়ে যায়। আমার মাথায় কোনদিনও এই জিনিষটা ঢোকেনি... কারণ ওর

চুল আমার খুবই পছন্দের ছিল; আসলে আমি ওর চুলকে ভালবাসতাম। আমার ইচ্ছে হল ওর মাথার চুলে হাত বোলাতে... যেমনটা এক সময় আমি করতে অভ্যস্ত ছিলাম। কিন্তু এখন আর সেটা সম্ভব নয়... কারণ আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ পর থেকে আমার পরিবর্তে গণেশ এই কাজটা করবে। আমার ভেতরটা আবার একবার জ্বলে-পুড়ে মরতে লাগল।

"তোমার চুল একেবারে ঠিক আছে। তাছাড়া বারের ভেতরটায় অন্ধকার থাকবে। চলো, যাওয়া যাক।" রাধিকা বলল – "আসুন মিলিটারী আঙ্কল, আমরা ভেতরে যাচ্ছি।"

#27

আমরা সবাই ক্রমের পেছন-পেছন কালো রং-য়ের এক বিরাট বড় দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। এক বাউন্সার আর এক অপুষ্টি রোগে ভুগতে থাকা মহিলা দরজার ঠিক পাশে দাঁড়িয়েছিল।

"আপনি কি এখানকার মেম্বার, স্যার ?" সেই মহিলা ক্রমকে প্রশ্ন করল। মহিলা কালো রং-য়ের পোশাক পরে ছিল। ওর উচ্চতা 5' 4"-র মত ছিল... কিন্তু ওর রোগা শরীর আর পায়ের উঁচু হিলের জুতোর কারণে ওকে অনেক বেশী লম্বা লাগছিল।

"না... আমরা এখানে এক কুইক ড্রিংকের জন্য এসেছি।" ক্রম নিজের ক্রেডিট কার্ডটা বার করে বলল – "আমার কাছে এটা আছে।"

"দুঃখিত, স্যার... আজকের রাতটা কেবলমাত্র মেম্বারদের জন্য।" মহিলা বলল। ও আমাদের সবার দিকে ঠিক বক্সীর দৃষ্টিতে একবার দেখে নিল।

"এখানকার মেম্বার হতে গেলে কি করতে হবে ?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"আপনাকে এক ফর্ম ভরতে হবে আর বাৎসরিক মেম্বারশিপ ফী 50,000 টাকা দিতে হবে।" সেই মহিলা বলল। ওর গলাটা এতটা শান্ত ছিল... যেন ও আমাদের কাছে কয়েকটা খুচরো পয়সা দাবী করেছে।

"কি ? এই জায়গার মেম্বারশিপ ফী পঞ্চাশ হাজার টাকা ?" প্রিয়াঙ্কা আঙুল দিয়ে সেই কালো দরজাটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল।

"আমার মনে হয়, তাহলে আপনারা অন্য কোথাও গেলেই ভালো করবেন।" সেই মহিলা প্রিয়াঙ্কার দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল।

"আপনি আমার দিকে এই ভাবে তাকাবেন না।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"এ্যাই প্রিয়াঙ্কা, শান্ত হও।" ক্রম বলল আর সেই মহিলার দিকে ঘুরে বলল

"আচ্ছা, DJ জ্যাস কি ভেতরে আছে ? ও আমার পরিচিত।"

"কি... ?" সেই বাউন্সার এমন ভাবে চমকে উঠল, যেন বেশ কয়েক মাসের মধ্যে এমন চ্যালেঞ্জিং প্রশ্ন ওকে কেউ করেনি।

"আপনি জ্যাসকে চেনেন ?" মহিলার গলার স্বরে এখন অনেক বেশী উষ্ণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল।

"আমরা স্কুলে এক সঙ্গে সাত বছর কাটিয়েছি। ওকে গিয়ে বলুন যে, ক্রুম এসেছে।" ক্রুম বলল।

"আরে... এটা আগে কেন বলেননি,. ক্রুম ?" মহিলা ক্রুমের দিকে এক ছেনালীপূর্ণ হাসি ছুঁড়ে দিয়ে বলল। ও এবার ভেলভেটের দড়ি খুলে দেওয়ার জন্য ঝুঁকে পড়ল আর তার ফলে ওর কঙ্কালসার শরীরের ওপরের অংশটা আরও বেশী দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠল। ওর যদি কখনো হাড় ভেঙে যায়, ওর এক্স-রে করানোর প্রয়োজন হবে না।

"এবার কি আমরা ভেতরে যেতে পারি ?" এশা সেই মহিলাকে প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তবে ক্রুম, দয়া করে এর পরের বার আপনার বন্ধুদের এখানকার উপযুক্ত ড্রেস পরে আসতে বলবেন।" সেই মহিলা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে রাধিকা আর প্রিয়াঙ্কার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল।

"আমার ইচ্ছে করছিল, ওর ঐ প্যাকাঠির মত ঘাড়টাকে ধরে মুচড়ে দিতে। একবার মোচড় দিলেই ওর ঘাড়টা মুর্গীর হাড়ের মত ভেঙে যাবে।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

আমরা ভেতরে ঢোকার সময় বাউন্সার আমাকে আর ক্রুমকে পরীক্ষা করল... এতক্ষনে আমরা ওর অস্তিত্বের ব্যাপারে বুঝতে পারলাম। আমাদের পরে ও প্রিয়াঙ্কার দিকে এগোল।

"কি ব্যাপার ?" আমি ওকে প্রশ্ন করলাম।

"আমি এই মহিলাকে পরীক্ষা করে দেখতে চাই।" ও বলল – "ওনার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে উনি ঝামেলার সৃষ্টি করতে পারেন।" ও প্রিয়াঙ্কার দিকে এগোল... প্রিয়াঙ্কা পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ছিল।

আর তারপর, আমি জানি না কি করে, আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল – "তুমি ওর গায়ে হাত দেবে না... বুঝতে পেরেছ ?"

বাউন্সার অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে ঘুরে তাকাল। ওর বাইসেপের সাইজ আমার ঊরুর সাইজের মতই ছিল। আমি মনে-মনে এটাই ভাবছিলাম যে, ও যদি আমার মুখে একটা ঘুঁষি বসিয়ে দেয়, তাহলে আমার ঠিক কতটা আঘাত লাগবে ?

"আবার কি হল ?" সেই মহিলা আমাদের দিকে এগিয়ে এল।

"কিছু না। শুধু আপনার এই মি. টারজানকে এই শিক্ষা দিন যে, মহিলাদের

সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয়।" আমি এই বলে প্রিয়াঙ্কার হাত ধরে ওকে নিজের দিকে টেনে নিলাম। এর এক মুহূর্তের ভেতরে আমরা বেডের ভেতরে ছিলাম।

বেডের আভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা অনেকটা কোন মোগল সম্রাটের হারেমের মতই ছিল। আল্ট্রা-ভায়োলেট বাল্ব আর মোমবাতি ছিল আলোর একমাত্র উৎস। সেই আধা আলো-আধা অন্ধকারে আমার চোখ দুটো অভ্যস্ত হয়ে পড়ার পরে আমি লক্ষ করলাম যে, 6-টা বেডের দুটো রো রয়েছে। মাত্র পাঁচটা বেডে লোক রয়েছে। আমি বুঝে উঠতে পারলাম যে, ভেতরটা এত খালি থাকা সত্ত্বেও বাইরে গেটে এই কড়াকড়ি কেন ? আমার মনে হল যে, লোকেদের পক্ষে বিছানায় পৌঁছনোটা এতটা সহজ হয় না।

আমরা এক কোণের দিকের বেড বেছে নিলাম। তার ঠিক পাশেই দুটো হুঁকো রাখা ছিল।

"ঐ মহিলা এত নীচ প্রকৃতির কেন ছিল ?" এশা বিছানায় উঠে বসতে-বসতে প্রশ্ন করল। ও নিজের দুটো কনুই-য়ের তলায় দুটো কুশন রাখল – "তোমরা কেউ শুনেছিলে ?· *'আপনারা অন্য কোথাও গেলেই ভালো করবেন'* এমন ভাবে কেউ নিজেদের কাস্টমারের সঙ্গে কথা বলে ?"

"এটাই হচ্ছে ওদের চাকরী। এর জন্যই ওদেরকে মাইনে দেওয়া হয়।" ক্রম একটা হুঁকো জ্বালিয়ে নিয়ে বলল। আমি হুঁকোর ভেতরের লাল-গরম কয়লার দিকে তাকালাম আর আমার গণেশের কথা মনে পড়ে গেল। আমার কেন জানি না মনে হল যে, কয়েকটা কয়লা ওর প্যান্টের ভেতরে ঢুকিয়ে দিলে ভালো মজা হবে।

"আমি এমন একটা চাকরী চাই, যেখানে এমন শয়তানী করার জন্য আমাকে মাইনে দেওয়া হবে। কল সেন্টারে সবাই আমাদের বলে *'ভদ্র হও-নম্র হও-সভ্য হও!'* – শয়তান হওয়াটা আরও বেশী মজার।" রাধিকা বলল আর একটা লম্বা কুশনের ওপরে হেলান দিয়ে বসল। এমন ব্যক্তি হিসেবে, আজকের রাতটা যার একেবারে ভালো কাটেনি – ওকে ভালোই দেখাচ্ছিল; অবশ্য আমার মতে আল্ট্রা-ভায়োলেট আলোয় আর মোমবাতির আলোয় কাউকেই কুৎসিত দেখায় না। আমি ভেবে পাচ্ছিলাম যে, অনুজ নামের সেই গাধাটা একে ছেড়ে অন্য মেয়ের চক্করে কি করে পড়তে পারে ? !

একমাত্র এশা আর রাধিকা শুয়ে পড়ল... বাকীরা বিছানার ওপরে পা মুড়ে বসে রইলাম।

ক্রম ফ্রেঞ্চ-আফ্রিকান-ইণ্ডিয়ান ফ্যুশন মিউজিক বাজাতে থাকা DJ জ্যাসের সঙ্গে দেখা করতে গেছিল। ফেরার পথে ও বারো পেগ কামিকাজে নিয়ে এল। মিলিটারী আঙ্কল প্রত্যাখ্যান করে দিলেন আর আমরা এজন্য বিরোধিতা করলাম

না, কারণ অতিরিক্ত এ্যালকোহল আমাদের প্রয়োজন ছিল। ক্রুম আঙ্কলের পেগটাও নিজের ভাগে টেনে নিল আর অত্যন্ত দ্রুত শেষও করে দিল।

আমরা সবে আমাদের ড্রিংক শেষ করেছি... এমন সময় আরও একজন রোগা মহিলা আরও 6 পেগ ড্রিংক নিয়ে আমাদের কাছে এল।

"লং আয়ল্যাণ্ড !" সেই মহিলা বলল – "DJ জাসের তরফ থেকে।"

"বাহ ! ক্রুম... ঠিক জায়গাতেই তোমার বন্ধু রয়েছে।" রাধিকা বলল আর ও লং আয়ল্যাণ্ডের গ্লাসে এমন ভাবে চুমুক দিল, যেন ও জলের গ্লাসে চুমুক দিয়েছে। যখন কেউ নিয়মিত রূপে ড্রিংক করতে পারে না, সে সুযোগ পেলে এমনই ক্ষেপে ওঠে।

"এই লং আয়ল্যাণ্ড একটু বেশী কড়া।" আমি কয়েক চুমুক গলায় ঢেলে বললাম। আমি বুঝতে পারছিলাম যে, আমার মাথা ঘুরছে। "আস্তে, বন্ধুরা।" আমি সবার উদ্দেশ্যে বললাম – "আমাদের শিফট কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। আমরা এখানে একটা ক্যুইক ড্রিংকের জন্য এসেছিলাম... তাই আমাদের তাড়াতাড়ি ফেরা উচিত।"

"আরে... একটা শেষ ড্রিংক।" ক্রুম আরও এক সেট ককটেলের অর্ডার দিয়ে বলল।

"আমার নেশা হয়ে পড়েছে।" প্রিয়াঙ্কা বলল – "আমি এই সব প্রচণ্ড মিস্ করব... আমি তোমাদেরকে মিস্ করব।"

"হ্যাঁ... ঠিকই বলেছ তুমি। এই নাও বন্ধুরা, এটা টেস্ট করে দেখো – এটা হচ্ছে এ্যাপল ফ্লেভার।" ক্রুম হুঁকোয় এক লম্বা টান মেরে বলল। ও হুঁকোটাকে আমাদের দিকে এগিয়ে দিল আর আমরা প্রত্যেকে *(মিলিটারী আঙ্কলকে বাদ দিয়ে... উনি প্রতিটা মিনিট কাটার সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে আরও বেশী গুটিয়ে নিচ্ছিলেন)* পালা করে হুঁকোয় টান মারতে লাগলাম। হুঁকোর ধোঁওয়ার সাথে-সাথে DJ জাসের মিউজিকও আমাদের মাথার ভেতরে ঢুকে যাচ্ছিল।

আমাদের বিছানার ঠিক সামনে দুটো ফ্ল্যাট এলসিডি স্ক্রীণ টি.ভি. রাখা ছিল। একটায় MTV. চ্যানেল চলছিল, অন্যটায় CNN চ্যনেল। MTV চ্যানেলে 'ইউথ পশাল' প্রোগ্রামের অন্তর্গত হিন্দী সিনেমার একটা গান চলছিল। একটা মেয়ে গান ত এগোচ্ছিল, এক-এক করে নিজের শরীরের পোশাক খুলে ফেলছিল। CNN নেলে ব্রেকিং নিউজ এটা ছিল যে, আমেরিকা ইরাকের বিরুদ্ধে আরেকবার যুদ্ধ রু করার ব্যাপারে ভাবনা-চিন্তা করছে। আমি দেখলাম ক্রুম মন দিয়ে CNN চ্যানেল খছে।

"আমেরিকানরা মানসিক রূপে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।" ক্রুম টি.ভি.-তে যুদ্ধের

সপক্ষে বক্তব্য রাখতে থাকা আমেরিকান রাজনীতিজ্ঞের দিকে ইশারা করে বলল - "দেখো ওকে... ওর কথা চললে ওরা গোটা দুনিয়াটাকেই উড়িয়ে দিতে পারে।"

"না, গোটা দুনিয়া নয়। আমার মনে হয় না যে, ওরা চীনকে ওড়াবে।" প্রিয়াঙ্কা বলল - "কারণ ওদের সস্তা দরে শ্রমিক চাই।"

"তাহলে আমার মনে হয় ওরা গুড়গাঁও-কেও ছেড়ে দেবে। ওদের এখানকার কল সেন্টারগুলোর প্রয়োজন রয়েছে।" রাধিকা বলল।

"তাহলে আমরা সুরক্ষিত।" এশা বলল - "এটা ভালো খবর। গুড়গাঁও... পৃথিবীর সব থেকে সুরক্ষিত শহরে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই।"

মেয়েরা সবাই হাসতে লাগল... এমন কি মিলিটারী আঙ্কলও মুচকি হেসে উঠলেন।

"এটা মজার কথা নয়, মেয়েরা! আমাদের সরকার এটা বুঝতে পারছে না যে, আমেরিকানরা আমাদের ব্যবহার করছে। আমরা ওদের কল সেন্টারগুলো চালাবার জন্য নিজেদের একটা গোটা প্রজন্মের বলিদান দিচ্ছি।" শ্রুম বলল। ওর কথা শুনে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে পড়ল যে, একদিন ও ঠিক রাজনীতিজ্ঞ হয়ে উঠবে।

কেউই ওর কথায় সায় দিল না।

"তোমাদের কি আমার কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না?" শ্রুম বলল।

"তুমি কি এই সব আলোচনা বন্ধ...!" আমি বলতে শুরু করলাম আর যথারীতি আমাকে মাঝপথে চুপ করিয়ে দেওয়া হল।

"কাম অন্, শ্রুম... কল সেন্টারগুলো আমাদের কাছেও জরুরী।" এশা বলল - "তুমি এটা ভালো করেই জানো যে, বাইরে ভালো মাইনের চাকরী পাওয়াটা কতটা কঠিন। আর এখানে আমরা এয়ার-কণ্ডিশনড ঘরে বসে ফোনে কথা বলে মাইনে পাচ্ছি। আর শুধু আমরাই নয়... এই দেশের হাজার-হাজার ছেলে-মেয়েরা ঐ করে খাচ্ছে। এতে খারাপের কি আছে শুনি?"

"কারখানা এয়ার-কণ্ডিশনড হলেও সেটা কারখানাই থেকে যায়। আসলে, সেটা আরও খারাপ হয়... কারণ সেখানে শ্রমিকদের শরীর থেকে ঝরে পড়া ঘাম কারো চোখে পড়ে না। কেউ এটা দেখতে পায় না যে, দিনের-পর-দিন তাদের মগজটা নষ্ট হয়ে পড়ছে।" শ্রুম বলল।

"তাহলে তুমি এই চাকরী ছেড়ে দিচ্ছ না কেন? তুমি এখনও এখানে পড়ে রয়েছ কেন?" আমি বললাম।

"কারণ আমার টাকার প্রয়োজন রয়েছে। আমাকে আমার অন্য বন্ধুদের লাইফ স্টাইলের সঙ্গে পাল্লা দিতে হয়। টাকার জোরেই আমি এমন জায়গায় আসতে পারি।" শ্রুম বলল।

"তোমার এমন কথার মূলে রয়েছে বক্সী। তুমি বক্সীর ওপরের রাগটা কল সেন্টারের ওপরে ফলাচ্ছ।" আমি বললাম।

"গোল্লায় যাক বক্সী। বক্সী এই পৃথিবীর একমাত্র খারাপ বস্ নয়। এই গোটা পৃথিবীটাই এক খারাপ-মূর্খ-শয়তান বস্ দ্বারা চালিত হচ্ছে।" ও CNN চ্যানেলের দিকে ইঙ্গিত করে বলল – "দেখো ওদের। ওরা সবাইকেই বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে চায়। আমরা যখন সারা রাত ধরে ফোনে কথা বলে চলি... বাকীরা তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়।"

"রাতে কাজ করার ব্যাপারে অভিযোগ করা বন্ধ করো। শুধু আমরা একাই রাতে কাজ করি না... ডাক্তাররা করে, হোটেল স্টাফেরা করে, এরোপ্লেনের পায়লটরা করে, রাতের শিফটে কাজ করতে থাকা কারখানার শ্রমিকরা করে – এমন কি এখানকার গেটে দাঁড়িয়ে থাকা ঐ মেয়েটাও রাত জেগে কাজ করে।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"রাতে কাজ করার মধ্যে খারাপের কিছুই নেই। আর আমি এটাও মানছি যে, মাইনেটাও ভালোই পাওয়া যায়। কিন্তু তফাৎটা হল এই যে, আমরা সেই চাকরী করি না... যেটা আমাদের নিজেদের সত্যিকারের সম্ভাবনা অনুসারে কাজ করার সুযোগ করে দেবে। আজ আমাদের দেশটার ওপরে একটু নজর দাও। আমরা আমেরিকানদের তুলনায় কত পেছিয়ে রয়েছি... যদিও আমরা এটা ভালো করেই জানি যে, আমরা ওদের থেকে কোন অংশেই কম নই।" ক্রুম টি.ভি. স্ক্রীণটার দিকে রাগত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল।

"তো ? এখানে আর কি ধরণের কাজ থাকতে পারে ?" এশা একটা হেয়ারক্লিপ দাঁত দিয়ে চেপে ধরে বলল। ও আবার একবার যথারীতি অভ্যাস অনুযায়ী চুল খোলা আর নতুন করে বাঁধা শুরু করে দিয়েছিল।

"অনেক রকমের কাজ রয়েছে। আমরা রাস্তা তৈরী করতে পারি, পাওয়ার প্ল্যান্ট বানাতে পারি, প্রতিটা শহরে এয়ারপোর্ট, টেলিফোন নেটওয়ার্কস আর মেট্রো ট্রেন তৈরী করতে পারি। আর সরকার এই ব্যাপারে উদ্যোগী হলে ছেলে-মেয়েরা কাজ পেতে পারে। আমি এসব কাজে দিনের মধ্যে 24 ঘন্টা কাজ করতেও রাজী আছি... কারণ আমি অন্ততঃ এটা ভেবে আনন্দিত হব যে, আমি নিজের দেশের উন্নতির জন্য... দেশের ভবিষ্যতের জন্য কাজ করছি। কিন্তু আমাদের দেশের সরকার সত্যিকারের ভালো কোন কাজে বিশ্বাস করে না... তাই তারা এই সব BPO খোলার অনুমতি দিয়েছে আর এমনটা করেই সরকার ভাবছে যে, তারা দেশের যুবা প্রজন্মের কথা চিন্তা করছে। ঠিক যেমন এই মূর্খ MTV চ্যানেল ভাবে যে, আণ্ডারওয়্যার পরা এই মেয়েটার নাচ দেখালেই প্রোগ্রামটা '*ইউথ স্পেশাল*' হয়ে উঠবে। তোমাদের কি

মনে হয় যে, ওরা সত্যি-সত্যি ভাবনা-চিন্তা করে ?"

"কারা ?" আমি বললাম – "MTV না সরকার ?" আমি উঠে দাঁড়ালাম আর চেক্ আনতে বললাম *(বারে সর্বদা 'চেক্' চাইবেন – কখনোই 'বিল' চাইবেন না)*। রাত তখন 3:50 এবং আমি ক্রুমের লেকচার অনেক শুনে নিয়েছিলাম। এবার আমি যত শীঘ্র সম্ভব কল সেন্টারে ফিরতে চাইছিলাম।

ক্রুম নিজের ক্রেডিট কার্ড দিয়ে এখনকার মত পেমেন্ট করে দিল আর আমরা সবাই কথা দিলাম যে, আমরা যে-যার ভাগের টাকা হিসেব করে ক্রুমকে মিটিয়ে দেব।

আমরা যখন বেরিয়ে আসছিলাম, সেই বাউন্সার আর সেই মহিলা আমাদেরকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখল।

#28

ক্রুম আমাদেরকে বাইরে বার করে আনল আর আমরা খুব তাড়াতাড়িই হাইওয়েতে ছিলাম। ক্রুম প্রচণ্ড গতিতে এঁকে-বেঁকে গাড়ী ছোটাতে লাগল।

"সাবধানে।" এশা বলল – "তুমি ঠিক আছো তো, ক্রুম ?"

"আমি ঠিক আছি। আই লভ্ ড্রাইভিং।" ক্রুম উত্তর দিল।

"তুমি বললে আমি চালাতে... !" আমি বললাম।

"বললাম তো, আমি ঠিক আছি।" ক্রুম দৃঢ় স্বরে বলল। এর কয়েক মিনিট পরে, যখন আমরা গুড়গাঁও-য়ের সব থেকে বড় শপিং মল সাহারা মলের ঠিক কাছে এসে পৌঁছলাম, ক্রুম হঠাৎ করে গাড়ী থামিয়ে দিল।

"আমার বমি পাচ্ছে।" ক্রুম বলল। আমার মনে হল, ক্রুমের এই ভাবে এলোপাথাড়ি গাড়ী চালানোর কারণে আমাদের সবারই বমি-বমি পাচ্ছিল।

"তুমি যাই করো না কেন, গাড়ীর ভেতরে কোর না। তাহলে ড্রাইভার তোমাকে খুন করে ফেলবে।" এশা বলল।

ক্রুম স্টিয়ারিং হুইলের ওপরে মাথা রাখলে হর্ণের প্রচণ্ড আওয়াজে রাস্তায় ঘুমিয়ে থাকা কুকুরেরা জেগে উঠল।

"চলো, ক্রুম... একটু পায়চারী করে আসা যাক।" আমি ক্রুমের কাঁধে চাপড় মেরে বললাম আর আমরা দুজনে ক্যোয়ালিস থেকে নেমে এলাম।

আমি ক্রুমকে সঙ্গে নিয়ে সাহারা মলের চৌহদ্দির মধ্যে পায়চারী করতে লাগলাম। আমরা বেশ কিছু বিজ্ঞাপন হোর্ডিং-য়ের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে লাগলাম, যেসব হোর্ডিং-য়ে বিভিন্ন ধরণের লোকেদের মুখ দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল ঃ এক দম্পতি

এক টুথব্রাশ কেনার আনন্দে 32 পাটি দাঁত বার করে হাসছিল; এক দল যুবক-যুবতী নিজেদের মোবাইল ফোন নিয়ে খেলায় মেতে উঠেছিল; এক দম্পতি নিজেদের সন্তানকে আনন্দের সঙ্গে জাংক ফুড খাওয়াচ্ছিল; এক যুবা গ্রাজুয়েট নিজের ক্রেডিট কার্ডটাকে উঁচুতে তুলে ধরে আনন্দে লাফাচ্ছিল; একটা মেয়ে হাতে সাতটা শপিং ব্যাগ তুলে ধরেছিল। সব ক'টা বিজ্ঞাপনেই একটা জিনিস কমন ছিল। বিজ্ঞাপনগুলোয় প্রত্যেককেই অত্যন্ত খুশী দেখাচ্ছিল।

"ওদের এতটা খুশী হয়ে ওঠার কারণটা কি?" ক্রুম বলল – "ঐ টুথব্রাশের এ্যাডটার দম্পতিকে দেখো। আমার মা-বাবাকে আমি টুথব্রাশ কেনার জন্য এতটা খুশী হতে কখনো দেখিনি।"

"ওসব বাদ দিয়ে গভীর শ্বাস নাও আর সোজা লাইনে হাঁটার চেষ্টা করো, ক্রুম। তোমার নেশা হয়ে গেছে।" আমি বললাম।

"আমি ঠিক আছি।" ও বলল – "কিন্তু আমার মা আর বাবা... শ্যাম, ওরা দুজন দুজনকে এতটা ঘৃণা কেন করে?"

"আমাদের থেকে ওনারা আরও বেশী জটিল। কখনো ওনাদের আচরণের বিশ্লেষণ করার চেষ্টা কোর না।" আমি বললাম।

ক্রুম হাঁটা থামিয়ে দিল আর সোজা হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল। ও আমাকেও থামার জন্য বলল আর নিজের কথা বলে চলল – "একটা জিনিষ চিন্তা করে দেখো। যাঁরা আমাকে জন্ম দিয়েছেন, তাঁরা দুজনে পরস্পরকে প্রচণ্ড ঘৃণা করেন। তাহলে আমার সম্বন্ধে লোকেদের মধ্যে কি ধারণার সৃষ্টি হবে? আমার ভেতরের অর্দ্ধেক অংশ বাকী অর্দ্ধেক অংশের সঙ্গে সর্বদা লড়াই করে চলেছে। সেজন্যই তো আমি এমনটা হয়ে উঠেছি।"

"বাদ দাও এসব... চলো, যাওয়া যাক।" আমি ওর কাঁধে চাপড় মেরে বললাম।

ও দ্রুত পায়ে হেঁটে আমার থেকে কিছুটা আগে এগিয়ে গেল।

সাহারা মলের এক কোণে আমরা পিজ্জা হাটের পাশ দিয়ে গেলাম। ওটা ততক্ষনে বন্ধ হয়ে গেছিল। ক্রুম সেটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আমার মনে হল যে, ক্রুমের মাথাটা সত্যি-সত্যি খারাপ হয়ে গেছে। ও কি এই সময় পিজ্জা পাওয়ার আশা করছে?

আমরা প্রবেশ দ্বারের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাদের ডান দিকে এক কোলা কোম্পানীর 30 ফুটে লম্বা ধাতব হোর্ডিং ছিল। বলিউডের এক প্রথম শ্রেণীর নায়িকা এক বোতল পানীয় হাতে ধরে রেখে আমাদের দিকে আমন্ত্রণমূলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। যেন এক বোতল পানীয় তাকে বিছানায় টেনে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে

পর্যন্ত ছিল।

ক্রম সেই নায়িকার মুখের খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

"করছটা কি তুমি?" আমি বললাম।

"একে দেখেছ?" ক্রম সেই নায়িকার দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করে বলল।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

"এ এমন ভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, যেন ও আমাদের সব থেকে ভালো বন্ধু। তোমার কি মনে হয়, ও আমাদের জন্য চিন্তা করে?"

"আমি ঠিক বলতে পারব না। তবে ও দেশের যুবা প্রজন্মের কাছে এক আইকন।" আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম।

"হ্যাঁ, ইউথ আইকন। ও কিন্তু টাকা ছাড়া আর কিছুই চেনে না। ও আমাদের কথা একেবারেই চিন্তা করে না। ও শুধু এইটুকু চায় যে, আমরা সবাই ওর রূপে ভুলে গিয়ে এই কালো প্রস্রাব কিনি।" ক্রম কোলার বোতলটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল।

"কালো প্রস্রাব?" আমি ওর কথায় মুচকি হাসলাম। আমি কাছের এক সিঁড়িতে বসে পড়লাম।

"তুমি কি জানো, এই পানীয়ের একটা বোতলে কতটা পরিমাণ শুগার থাকে?" ক্রম বলল।

আমি মাথা নেড়ে অজ্ঞতা প্রকট করলাম।

"প্রতিটা বোতলে আট চামচ – তবুও ওরা এমনটা প্রকাশ করতে চায় যে, এটা অত্যন্ত জরুরী... তাই নয় কি?"

ক্রম আশপাশে চোখ ঘুরিয়ে এক ঢিবি ইঁট দেখতে পেল। ও একটা ইঁট তুলে নিল আর কোলা হোর্ডিংটার ওপরে ছুঁড়ে মারল। ব্যাং!! ইঁটটা সোজা সেই নায়িকার গালে গিয়ে আঘাত করল আর এমন একটা চিহ্নের সৃষ্টি করল, যেটা দেখে যে কেউ নায়িকার গালের টোল বলেই মনে করবে। হোর্ডিং-য়ের নায়িকা কিন্তু তখনও হেসে চলল।

"কি করছ কি? চলো ফিরে যাই। কেউ দেখে ফেললে আমরা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ব।"

"আমি পরোয়া করি না। এখানে কে কার জন্য চিন্তা করে?" ক্রম বলল – "শালা সরকার দেশের জনতার জন্য চিন্তা করে না। এমন কি সেই *'ইউথ স্পেশাল চ্যানেল'* – সেটাও কারো জন্য চিন্তা করে না। তারা শুধু চায় যে, পিজ্জা হাট, কোক আর পেপসী এদেশে আসুক আর নিজেদের বিজ্ঞাপন দিক। তারা এমনটা বলে যে, আমরা যদি আমাদের মাসের মাইনেটা পিজ্জা আর কোক কিনে খরচা করি, তাহলে আমরা জীবনে সুখী হয়ে উঠব। যেন আমাদের মস্তিস্ক বলে কিছু নেই। ওরা

আমাদের যেমনটা বলবে, আমরা ঠিক তেমনটাই করে চলব।"

ক্রুম পিজ্জা হাটের সিঁড়ির সামনে বসে পড়ল – "শ্যাম! এবার আমি বমি করব।"

"ওহো, না।" আমি ওর থেকে তিন ফুট দূরে সরে গেলাম।

"আহ্ হ হ...!" ক্রুম বমি করে ফেলল।

"এখন কি কিছুটা ভালো লাগছে?" আমি ওকে সহায়তা করতে-করতে বললাম আর ক্রুম মাথা নেড়ে সায় দিল।

ও উঠে দাঁড়াল আর নিজের কাঁধটা আমার সহায়তার থেকে মুক্ত করে নিল। ও আরও একটা ইঁট উঠিয়ে নিল। ও ইঁটটাকে পিজ্জা হাটের দিকে জোরে ছুঁড়ে দিল। কড়াক্!! একটা জানলা ভেঙে পড়ল আর কাঁচের টুকরোগুলো এক সুন্দর আইস ফাউন্টেনের মত ওপর থেকে নীচে নেমে আসতে লাগল। ততক্ষনে একটা এ্যালার্ম বাজতে শুরু করে দিয়েছিল।

"ক্রুম! তুমি কি পাগল হয়ে গেছ? চলো, এখান থেকে কেটে পড়ি।"

এ্যালার্মের আওয়াজে ক্রুমও হতবাক হয়ে উঠেছিল।

"চলো, পালাই।" ক্রুম বলল আর আমরা ক্যোয়ালিসের দিকে ছুটে চললাম।

"আমি ভাবতাম যে, তুমি পিজ্জা খুব পছন্দ করো।" আমরা ক্যোয়ালিসের কাছে এসে পৌঁছলে আমি বললাম।

"হ্যাঁ, আমি পিজ্জা পছন্দ করি। আমি জীনস্, মোবাইল আর পিজ্জা পছন্দ করি। আমি রোজগার করি, খাই আর মারা যাই। আমার এছাড়া আর কোন কাজ নেই।" ক্রুম নিজের পেট চেপে ধরে বলল। ওকে দেখে খুব একটা সুস্থ মনে হচ্ছিল না।

"সিরীয়াসলী বলছি... এবার আমাকে চালাতে দাও।" ক্রুম গাড়ীর সামনের দরজা খুললে আমি বললাম। ক্রুম প্রচণ্ড জোরে-জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল।

"কক্ষনো না।" ক্রুম এই বলে আমাকে ধাক্কা দিয়ে এক পাশে সরিয়ে দিল।

ক্রুম গাড়ী গীয়ারে থাকা অবস্থায় স্টার্ট করার চেস্টা করলে গাড়ীটা এক ঝট্কা মেরে এগিয়ে গেল।

"তুমি কি ঠিক আছো?" এশা জানতে চাইল।

ক্রুম মাথা নাড়ল আর ক্ষমা চাইবার ভঙ্গীতে একটা হাত তুলে ধরল। ও কয়েকটা সেকেণ্ড অপেক্ষা করার পর এবার সাবধানে গাড়ী স্টার্ট করল। ও কথা দিল যে, ও গাড়ী ধীরে চালাবে আর তার কিছুক্ষনের মধ্যেই আমরা মেইন্ রোডে ছিলাম।

"বেড তোমাদের পছন্দ হয়েছে?" ক্রুম প্রসঙ্গ পাল্টানোর চেস্টা করে বলল।

"দারুণ জায়গা।" এশা বলল – "এমন একটা জায়গাই আমি খুঁজছিলাম।

এ্যাই ক্রুম, গাড়ীতে কি কোন মিউজিক আছে?"

"অবশ্যই আছে... আমাকে দেখতে দাও।" ক্রুম বলল আর ও গ্লোভ বক্স হাতড়াতে লাগল। ও একটা টেপ তুলে ধরে বলল – "মুসাফির লাউঞ্জ চলবে?"

"বাহ!" এশা আর রাধিকা বলল।

"না।" প্রিয়াঙ্কা আর আমি প্রায় এক সঙ্গে বলে উঠলাম।

"আরে! তোমরা দুজন শুধু পরস্পরকেই অপছন্দ করো না... তোমাদের অপছন্দের জিনিষও দেখছি এক!" ক্রুম মুচকি হেসে বলল। ও টেপটা চালিয়ে দিল। *'রাধা'* গানটা বাজতে শুরু করল।

আমরা আগের মতনই পোজিশনে বসে ছিলাম... শুধু এবার আমি প্রিয়াঙ্কার পাশে বসে ছিলাম। গানের প্রতিটা তালের সাথে-সাথে আমি আমার শরীরের ডান দিকের অংশে বৈদ্যুতিক স্পার্কের মতই ওর শরীরের স্পর্শ অনুভব করছিলাম। আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ওকে জড়িয়ে ধরার... কিন্তু আমি নিজেকে অনেক কষ্টে আটকে রাখলাম। আমি তাজা হাওয়ার জন্য জানলা খুলে দিলাম।

"জানলা খুলো না... বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা।" এশা বলল।

"মাত্র এক মিনিট।" আমি বললাম আর কিছুটা ঠাণ্ডা হাওয়াকে ভেতরে ঢুকে আসতে দিলাম।

আমি গানটার কথাগুলোর ওপরে মনোযোগ দিলাম। গায়িকা এটা বলার চেষ্টা করছিল যে, কেন তার জীবনে কোন প্রিয় ব্যক্তির আগমন হওয়া উচিত নয়। যদি কেউ তার জীবনে আসে, তাহলে সে বরাবরের মতই থেকে যাবে... আর কখনো ফিরে যাবে না। গানের কথাগুলো বড়ই মর্মস্পর্শী ছিল। অবশ্য আমি পরের গানটাকে নিয়ে আরও বেশী চিন্তিত হয়ে উঠেছিলাম। সেটা ছিল *'মাহী বে'* – যেটা আমার ভেতরে 32 মাইলস্টোন পার্কিং লটের স্মৃতিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারে।

আমি আড়চোখে প্রিয়াঙ্কার মুখে আসা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। ও-ও পরের গানটাকে নিয়ে কিছুটা নার্ভাস অনুভব করছিল।

"আমি এই গানটা পছন্দ করি।" আমরা দুজন যে গানটাকে নিয়ে ভয় পাচ্ছিলাম, সেই গানটা বাজতে শুরু করলে ক্রুম বলল।

গানটার কথাগুলো আমার কানে এসে পৌঁছলে আমি আমার মস্তিষ্কের রিওয়াইণ্ড-এ্যাণ্ড-প্লে বাটনে চাপ দিলাম। 32 মাইলস্টোনের প্রতিটা মুহূর্ত ভেসে উঠতে লাগল। আমার মনে পড়ে গেল, প্রিয়াঙ্কা কেমন ভাবে আমার কোলের ওপরে এসে বসেছিল, আমার গুপ্তাঙ্গের ওপরে আঘাত করে বসেছিল আর গাড়ীর ছাদে কি ভাবে নিজের মাথা দিয়ে ঠোকর মেরেছিল। ওর প্রেম প্রকাশের প্রতিটা মুহূর্ত আমার মনে পড়তে লাগল। আমি ওর নিশ্বাসের উষ্ণতা অনুভব করতে লাগলাম, ও

যখন আমার কানে কামড় মেরেছিল... সেই সময়কার অসহ্য যন্ত্রণাও আমি অনুভব করতে লাগলাম। *সঙ্গীতের মধ্যে এমন কি জাদু আছে, যেটা আপনাকে ভুলে যাওয়া স্মৃতিও ফিরিয়ে দেয়?* আমার মনে হল, আমার যদি প্রোমোশন হত। আমার মনে হল, প্রিয়াঙ্কা যদি আমাকে ছেড়ে চলে না যেত... তাহলে হয়তো আমার পৃথিবীটা আরও সুখের হয়ে উঠত।

আমি মুখ ঘুরিয়ে বাইরে তাকালাম। বাইরে হাওয়াটা আমার কাছে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লাগল... বিশেষ করে আমার গালের ওপরটা। আমি হাত দিয়ে নিজের মুখ স্পর্শ করলাম। হে ঈশ্বর... আমার বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে, আমি কাঁদছি।

"জানলাটা কি দয়া করে বন্ধ করে দেবে? হাওয়ায় আমার চুল উড়ছে।" এশা বলল।

আমি জানলা বন্ধ করে দিলাম। আমি নিজের চোখ দুটোকেও বন্ধ করে রাখার যথাসম্ভব চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু আমি সেটা পারলাম না, কারণ আমার চোখ দিয়ে লাগাতার জল বেরিয়ে আসছিল। আমি প্রচণ্ড অপ্রস্তুতে পড়ে গেলাম।

আমি প্রিয়াঙ্কার দিকে তাকালাম। হয়তো সেটা আমার কল্পনা ছিল... কিন্তু আমার কেমন যেন মনে হল যে, ওর চোখ দুটোও জলে ভিজে উঠেছে। ও-ও আমার দিকে ফিরে তাকাল আর তারপর অত্যন্ত দ্রুত চোখ ঘুরিয়ে নিল। আমার পক্ষেও এই মুহূর্তে ওর চোখে চোখ রাখা সম্ভব হচ্ছিল না... ওর নাকের ওপরে তো নয়ই।

রুম টিশ্যু বক্স থেকে দুটো টিশ্যু পেপার বার করে আনল আর আমাদের দিকে এগিয়ে ধরল।

"কি ব্যাপার?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"এটা ভুলে যেও না যে, গাড়ীতে একটা রিয়ার ভিউ মিরর আছে। আমি সব দেখতে পাচ্ছি।" ও বলল।

"আমরাও সব দেখেছি।" রাধিকা আর এশা এক সঙ্গে বলে উঠল আর হাসিতে ফেটে পড়ল।

"তুমি শুধু গাড়ী চালাবার দিকে দৃষ্টি দাও... ঠিক আছে?" আমি একটা টিশ্যু পেপার হাতে নিয়ে বললাম আর সেটা দিয়ে নাক মোছার ভান করে চোখের জল মুছে নিলাম। প্রিয়াঙ্কাও একটা টিশ্যু পেপার নিয়ে নিজের চোখ মুছে নিল।

এশা নিজের সীট থেকেই পেছনের দিকে ঘুরে প্রিয়াঙ্কার হাতে হাত বুলিয়ে দিল।

"তোমরা বড়ই মজার! এসব আমাকে সেটা মনে করিয়ে দিল যে, তোমরা কলেজ লাইফে কি ভাবে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলে?" রুম বলল।

"ভুলে যাও ওসব।" আমি বললাম।

"কাম অন্, শ্যাম! বল না শুনি... তোমরা এসব আমাকে কোনদিনও বলোনি।" রাধিকা বলল।

"ক্যাম্পাস ফেয়ারে।" আমি আর প্রিয়াঙ্কা এক সঙ্গে বলে উঠলাম।

আমি প্রিয়াঙ্কার দিকে তাকালাম আর পরস্পরকে এক লৌকিকতার হাসি উপহার দিলাম।

"তুমি বলো।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"না... তুমি বললেই ভালো হবে।" আমি বললাম।

প্রিয়াঙ্কা সেই গল্পটা শোনানোর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগল, যে গল্পটা এর আগে আমরা লোকেদের অন্ততঃ পক্ষে একশো বার শুনিয়েও ক্লান্ত হইনি।

"আমরা সেকেণ্ড ইয়ারে ক্যাম্পাস ফেয়ারে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। আমরা দুজনেই স্টল দিয়েছিলাম। আমার স্টলটা নারী জাগরুকতার ওপরে ছিল। তাতে ভারতের গ্রামীণ মহিলাদের যেসব সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়, সেসবের ওপরে স্লাইডস্ ছিল। শ্যাম একটা ভিডিয়ো গেম কাউন্টার দিয়েছিল। যদিও আমাদের দুজনের স্টলই খালি যাচ্ছিল... সবাই খাবারের স্টলগুলোতেই ভীড় করেছিল।"

"তারপর ?" এশা বলল। ওর চোখ দুটো প্রিয়াঙ্কার মুখের ওপরে নিবদ্ধ হয়ে ছিল।

"তারপর আমি আর শ্যাম এক চুক্তি করি যে, আমরা দুজনে দিনের মধ্যে 6-বার একে-অপরের স্টলে যাব। শ্যাম এসে আমার স্টলের স্লাইড দেখবে আর আমি ওর স্টলে গিয়ে প্লে স্টেশনে ডুম II গেম খেলব। ফেয়ার শেষ হওয়ার পরে আমি এই খেলায় এতটা দক্ষ হয়ে উঠেছিলাম যে, আমি ওকে হারিয়ে দিতে পারতাম।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"কক্ষনো না।" আমি বললাম – "আমি যে কোন দিন, যে কোন সময় তোমাকে ডুম II গেমে হারাতে পারি।"

"যাই হোক্ – সেই তিনটে দিন আমরা তিন ডজন বার একে-অপরের স্টলে গেছিলাম। আর ফেয়ার শেষ হওয়ার পরে আমাদের এমন অনুভব হল...!" প্রিয়াঙ্কা বলতে-বলতে মাঝপথে থেমে গেল।

"কি ?" রাধিকা প্রশ্ন করল।

"আমরা এমনটা অনুভব করলাম যে, দুটো স্টলই আমাদের। আর আমরা যতক্ষন এক সঙ্গে রয়েছি, ততক্ষন আর কারো সেই দুটো স্টল ভিজিট করার কোন প্রয়োজন নেই।" প্রিয়াঙ্কা বলল... ওর গলাটা কেমন যেন ধরে এসেছিল।

আমার গলার ভেতরে যেন একটা আস্ত কমলা লেবু ঢুকে গেছিল। আমি মুখে কিছু না বলে শুধু ঘাড় নেড়ে প্রিয়াঙ্কার বক্তব্যে সায় দিলাম।

আমরা চুপ করে ছিলাম। আমি আশা করছিলাম যে, এবার প্রিয়াঙ্কা হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠবে।

"জীবনে সব কিছুই পাল্টায়... কিন্তু জীবন নিজের গতিতেই এগিয়ে চলে।" ক্রুম বলল।

ক্রুমের প্রতি আমার ঘৃণা হতে লাগল। প্রিয়াঙ্কা যে মুহূর্তে কিছুটা হলেও ভেঙে পড়ছিল... ঠিক সেই মুহূর্তে ক্রুমের কথাগুলো ওকে আবার একবার বাস্তব দুনিয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে এল। ও নিজেকে সামলে নিল আর আলোচনার প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল।

"আমরা কতদূর এলাম ?" প্রিয়াঙ্কা প্রশ্ন করল।

আমি নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকালাম।

"ক্রুম... 4:00 বেজে গেছে। আর কত দূর ?"

"আমরা কল সেন্টারের 5 কিমি দূরত্বের মধ্যে এসে গেছি। আমি এবার আস্তে চালাচ্ছি। তোমরা কি চাও যে, আমি জোরে চালাই ?"

"না !" আমরা সবাই চেঁচিয়ে উঠলাম।

"আমাদের কিন্তু দেরী হয়ে যাচ্ছে। বক্সী ক্ষেপে উঠবে।" আমি বললাম।

"আমি একটা শর্টকাট নিতে পারি।" ক্রুম বলল।

"শর্টকাট ?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"পরের বাঁ দিকের রাস্তাটায় কাজ চলছে। ওটা কয়েকটা মাঠের ভেতর দিয়ে গেছে। ঐ রাস্তায় গেলে প্রায় 2 কিমি রাস্তা বেঁচে যাবে।"

"রাস্তাটায় কি আলো আছে ?" এশা বলল।

"না... কিন্তু গাড়ীর হেডলাইট আছে। আমি ঐ রাস্তাটায় এর আগেও কয়েকবার গেছি। এসো, ওটা দিয়েই যাওয়া যাক।" ক্রুম বলল।

এর এক কিলোমিটার পরে ক্রুম বাঁ দিকে গাড়ী ঘোরাল।

"আউচ্ !" এশা চেঁচিয়ে উঠল – "তুমি তো এটা বলোনি যে, রাস্তাটা এত এবড়ো-খেবড়ো ?"

"মাত্র কয়েকটা মিনিট একটু সহ্য করতে হবে।" ক্রুম বলল – "আসলে গতকালের বৃষ্টিতে মাঠটা ভিজে গেছে। তাই রাস্তাটা অসমতল হয়ে পড়েছে।"

আমরা অন্ধকারের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চললাম... গাড়ীর হেডলাইট আমাদের রাস্তা দেখানোর চেষ্টা করে চলেছিল। আমরা মাঠ আর সিমেন্ট, ইঁট আর লোহার রডে ভর্তি কন্সট্রাকশান সাইটের ভেতর দিয়ে চলেছিলাম। কয়েকটা জায়গায় গভীর

গর্তও ছিল... বিল্ডাররা এখানে সুপার-হাই রাইজ এ্যাপার্টমেন্টের ভিত তৈরী করছিল। আমার মনে হচ্ছিল যে, গোটা দিল্লীটাই এবার গুড়গাঁও-য়ের দিকে এগিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

"আর মাত্র একটা বাঁক আর তারপরই আমরা হাইওয়েতে পৌঁছে যাব।" ক্রম ডান দিকে গাড়ী ঘুরিয়ে বলল।

হঠাৎ ক্যোয়ালিসের চাকা স্লিপ করল। গাড়ীটা রাস্তা থেকে নেমে এল।

"সাবধানে!" সবাই চেঁচিয়ে উঠল আর হাতের কাছে যা পাওয়া গেল, সেটাকেই আঁকড়ে ধরল। গাড়ীটা ক্রমশঃ নীচের দিকে নেমে আসছিল। ক্রম গাড়ীর ওপরে নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেস্টা করতে লাগল... কিন্তু গাড়ীর চাকা মাটি আঁকড়ে ধরতে পারছিল না। মাতাল ব্যক্তির মত গাড়ীটা এক হাই-রাইজ কন্সট্রাকশন প্রোজেক্টের দিকে এগিয়ে চলেছিল।

#29

ঢালানটা শেষ হয়ে পড়লেও আমাদের গাড়ী তখনও সামনের দিকে গড়িয়ে চলেছিল। বেশ কিছু লোহার কন্সট্রাকশন রডের সামনে এসে আমাদের গাড়ী ধীর হয়ে পড়ল আর এক সময় থেমে গেল।

"শ... শালা।" ক্রম বলল।

আমরা সবাই চুপচাপ বসে ছিলাম।

"ভয় পেও না, বন্ধুরা।" ক্রম এই বলে আবার গাড়ী স্টার্ট করলে ক্যোয়ালিস প্রচণ্ড নড়ে উঠল।

"ইগনিশন... বন্ধ... করো... ক্রম।" আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। আমি ক্যোয়ালিসের তলায় তাকালাম। আমাদের পায়ের নীচে লোহার ফ্রেমটা প্রচণ্ড রকম ভাবে নড়ছিল।

ক্রম কাঁপা হাতে গাড়ীর ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল। আমার মনে হল যে, ওর শরীরে অবশিস্ট এ্যালকোহল প্রভাব দেখাতে শুরু করে দিয়েছে।

"আমরা ঠিক কোথায় রয়েছি ?" এশা বলল আর গাড়ীর জানলা খুলে দিল। ও জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল – "ওহো... না!"

"কি হয়েছে ?" আমি আবার একবার বাইরের দিকে তাকিয়ে বললাম। এবার আমি চারপাশটা আরও বেশী সতর্কতার সঙ্গে দেখলাম। আমার চোখে যা পড়ল, সেটা সত্যি ভয় পাইয়ে দেওয়ার মত ছিল ঃ আমরা একটা বিল্ডিং-য়ের ফাউণ্ডেশন হোলের ওপরে ঝুলে ছিলাম আর আমাদের ওপরে ধাতব রডের একটা ফ্রেম ছিল। গর্তটা প্রায় 50 ফুটের মত গভীর ছিল আর লোহার রডের একটা ফ্রেম আমাদের

গাড়ীটাকে সাপোর্ট দিয়ে রেখেছিল। আমরা একটু নড়ামাত্র কোয়ালিস লাফিয়ে উঠছিল... কারণ সেই রডগুলো স্প্রিং-য়ের মত লাফাচ্ছিল। আমি সবার মুখে-চোখে ভয়ের চিহ্ন স্পষ্ট দেখতে পেলাম... এমন কি মিলিটারী আঙ্কলের মুখেও।

"আমরা একটা গার্তের ওপরে ঝুলে রয়েছি আর খড়কুটো আমাদের সাপোর্ট দিয়ে রেখেছে। আমরা এবার শেষ।" রাধিকা আমাদের সবাইকে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বলল।

"আমরা কি করতে চলেছি?" এশা বলল। ওর গলার আতংক সবাইকে নার্ভাস করে তুলল।

"আর যাই করো, নড়াচড়া কোর না।" ক্রুম বলল।

কয়েকটা মিনিট কেটে গেল। গাড়ীর ভেতরে 6-জন লোকের নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল না।

"আমাদের কি সহায়তার জন্য পুলিশ বা ফায়ার ব্রিগেড অথবা কল সেন্টারকে খবর দেওয়া উচিত?" এশা নিজের ব্যাগ থেকে মোবাইল ফোন বার করে এনে বলল।

ক্রুম মাথা নেড়ে সায় দিল। ওর মুখে ভয়ের ভাব স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল।

"ওহো... নো রিসেপশন।" এশা বলল – "কারো কাছে কি এমন কোন মোবাইল আছে, যেটা কাজ করে?"

প্রিয়াঙ্কা আর রাধিকার মোবাইলও কাজ করল না। মিলিটারী আঙ্কলের কাছে মোবাইল ফোন নেই। ক্রুম নিজেরটা বার করল।

"নেটওয়ার্ক নেই।" ও বলল।

"তোমার ফোনটাও কাজ করছে না, শ্যাম।" এশা এই বলে সেটা ড্যাশবোর্ডের ওপরে রেখে দিল।

"তাহলে আমরা এই পৃথিবীর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম।" রাধিকা বলল।

আমাদের নীচে একটা রড ভেঙে পড়ায় কোয়ালিস ডান দিকে কয়েক ইঞ্চি ঝুঁকে পড়ল। রাধিকা আমার দিকে পড়ে গেল; ক্রুম সন্তুলন বজায় রাখতে স্টিয়ারিং হুইলটাকে শক্ত করে চেপে ধরল। ও ড্রাইভারের সীট বোধবুদ্ধিহীন ভাবে বসে ছিল। আরেকটা রড ভেঙে পড়ল আর তারপর আরেকটা। কোয়ালিস এক দিকে 30° ডিগ্রী ঝুঁকে পড়ল আর তারপর স্থির হয়ে পড়ল।

আমরা সবাই এত বেশী আতংকিত হয়ে উঠেছিলাম যে, আমরা চেঁচাতেও পারলাম না।

"কারো মাথায় কি কোন আইডিয়া আসছে না?" ক্রুম বলল।

আমি এক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করে নিলাম। আমি মনে-মনে নিজের মৃত্যু কল্পনা করছিলাম। আমি এটা ভেবে পেলাম না যে, লোকেরা কখন আর কি ভাবে আমাদেরকে খুঁজে পাবে? হয়তো কাল বা কয়েক দিন পরে মজুররা আমাদের খুঁজে পাবে।

"*ক্রম সেন্টারের 6-জন দায়িত্বজ্ঞানহীন এজেন্টের মৃতদেহ উদ্ধার.... প্রত্যেকের শরীরেই এ্যালকোহল ছিল।*" – এমনটাই হেডলাইন হবে।

"ক্রুম... দরজা খোলার চেষ্টা করো।" মিলিটারী আঙ্কল বললেন।

ক্রুম ওর দিকে দরজা খুললে ক্যোয়ালিস প্রচণ্ড দুলে উঠল আর ক্রুম তৎক্ষনাত দরজা বন্ধ করে দিল।

"পারছি না।" ক্রুম বলল – "সন্তুলন নষ্ট হয়ে পড়ছে। আর দরজা খুলেই বা কি হবে? আমরা তো বাইরে পা রাখতে পারব না... তাহলে আমরা সোজা নীচে পড়ে যাব।"

আমি পেছনের জানলা দিয়ে দেখার জন্য ঘুরলে আমাদের থেকে পেছনে কয়েক ফুট দূরে একটা ঝোপ দেখতে পেলাম।

"বাঁ দিকে সরে যাও সবাই... ডান দিকে কোন ওজন যেন না থাকে। কাল সকালে কেউ আমাদের দেখতে পাওয়া পর্যন্ত আমাদের সন্তুলন বজায় রাখতেই হবে।" ক্রুম বলল।

আমি ঘড়ি দেখলাম। তখন মাত্র 4:14 বাজে। সকাল হতে তখনও তিন ঘণ্টা বাকী ছিল। সকাল হওয়ামাত্রই যে আমরা লোকেদের চোখে পড়ব... সেটাও নিশ্চিত ছিল না।

"তা না হলে? তা না হলে কি?" এশা প্রশ্ন করল।

"তা না হলে আমরা মারা যাব।" ক্রুম বলল।

আমরা প্রত্যেকে এক মিনিট চুপ করে রইলাম।

"সবাইকেই একদিন-না-একদিন মরতে হবে।" নীরবতা ভঙ্গ করার জন্য আমি বলে উঠলাম।

"এমনটা বলতে খুবই সহজ লাগে। মৃত্যুর মোকাবিলা না করে জীবন শেষ করে দেওয়া।" ক্রুম বলল।

আমি মাথা নেড়ে ওর কথায় সায় দিলাম। আমার কেমন যেন নার্ভাস লাগছিল এবং আমি এটা দেখে আনন্দিত হয়ে উঠছিলাম যে, ক্রুম সংক্ষেপে নিজের বক্তব্য রাখছিল।

"আমার মূল প্রশ্ন হচ্ছে এটা যে, যদি আমাদের মৃত্যুর পরেও কেউ আমাদের খুঁজে না পায়, তাহলে কি হবে?" ক্রুম প্রশ্ন করল।

"চিল-শকুনেরা আমাদের ঠিকই খুঁজে নেবে। তারা এই কাজে কখনো ব্যর্থ হয় না... আমি ডিস্কভারী চ্যানেলে দেখেছি।" আমি উত্তর দিলাম।

"ঠিক এই জিনিষটাই আমাকে অস্বস্তিতে ফেলে। আমি এটা কখনোই চাইব না যে, মৃত্যুর পরে কোন ছুঁচোল ঠোঁঠ আমার মাংস ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খাক। তাছাড়া, আমার শরীর থেকে নারকীয় দুর্গন্ধ বেরোতে থাকবে। তার থেকে আমি সম্মানজনক ভাবে আগুনে পোড়াকে পছন্দ করব আর ধোঁওয়া হয়ে আকাশে উঠে যেতে চাইব।"

"তোমরা কি দয়া করে এই উল্টোপাল্টা আলোচনা বন্ধ করবে? চুপ করো সবাই।" এশা বলল আর দু হাতের মুঠি বন্ধ করে নিল।

ক্রুম এশার দিকে তাকিয়ে হাসল আর তারপর আমার দিকে ফিরে বলল - "আমার মনে হয় না যে, এশার শরীর থেকে খুব একটা গন্ধ বেরোবে। ওর ক্যালভিন ক্লেন পারফ্যুম ওকে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত তরোতাজা করে রাখবে।"

আমাদের নীচে আরও দুটো রড ভেঙে পড়ল।

"ওহো, না!" প্রিয়াঙ্কা বলল। ঠিক ওর নীচে আমরা আরও একটা রড ভেঙে যাওয়ার আওয়াজ শুনতে পেলাম।

গাড়ীর ড্যাশবোর্ডে একটা আলো জ্বলে উঠল।

আমার মোবাইল ফোন ভাইব্রেট করে উঠতে সবার দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হল।

"আমার ফোন।" আমি বললাম।

ফোনটা বাজতে শুরু করে দিয়েছিল।

"নেটওয়ার্ক ছাড়া রিং হচ্ছে কি করে?" এশা বলল... ওর গলাটা অত্যন্ত নার্ভাস লাগছিল।

"কার ফোন?" রাধিকা বলল।

"ফোনটা ওঠাও।" আমি হাত বাড়ালাম... কিন্তু আমার হাত ড্যাশবোর্ড পর্যন্ত পৌঁছল না।

এশা ফোন উঠিয়ে নিল। ও স্ক্রীণের দিকে তাকিয়ে ঢোঁক গিলল।

"কার ফোন?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"তুমি কি *'ঈশ্বর'* নামে কাউকে চেনো? এটা ঈশ্বরের ফোন।" এশা বলল।

#30

এশার হাতের আঙুলগুলো প্রচণ্ড কাঁপছিল। ও স্পীকার মোডে কল নেওয়ার জন্য বাটনে চাপ দিল।

"হ্যালো! এত পরে ফোন করার জন্য আমি দুঃখিত!" ফোনটা থেকে এক

উৎফুল্ল কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

"ক... কে আপনি?" এশা বলল।

"আমি ঈশ্বর বলছি।" সেই কণ্ঠস্বরটা বলল।

"ঈশ্বর? আপনি ঈশ্বর?" রাধিকা বলল আর আমরা সবাই ভয়ের দৃষ্টিতে ফোনটার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

"হ্যাঁ... আমি ঈশ্বর। আমি এখানে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি দেখতে পেলাম। তাই ভাবলাম যে, তোমাদের খোঁজ নেওয়াটা দরকার।"

"কে আপনি? এটা কি কোন ঠাঠা?" ক্রুম দৃঢ়তার সঙ্গে প্রশ্ন করল।

"কেন? এটাকে তোমাদের ঠাঠা বলে মনে হচ্ছে কেন? আমি এখুনি তোমাদেরকে বলেছি যে, আমি হচ্ছি ঈশ্বর।"

আমি নিজের চোখ দুটোকে কুঁচকে আনলাম। ঈশ্বর মোবাইল ফোন ব্যবহার করছেন, সেটা যেমন অস্বাভাবিক... ঠিক তেমনই আমি নিজের জীবনটাকে এতটা গুরুত্বপূর্ণ কখনো ভাবিনি যে, ঈশ্বর আমাকে ফোন করবেন।

"ঈশ্বর সাধারণতঃ ফোন করেন না। আপনি এটা প্রমাণ করুন যে, আপনি ঈশ্বর। আপনি কি আমাদের কোন সহায়তা করতে পারেন?" ক্রুম বলল।

"আমি কি করে প্রমাণ করব যে, আমিই হচ্ছি ঈশ্বর? আমি কি এই মোবাইল ফোনটাকে শূণ্যে ভাসিয়ে দেব? অথবা আমি কি এখুনি ঝড়-বৃষ্টির সৃষ্টি করব? নাকি আমাকে কিছু জাদু দেখাতে হবে? স্পেশাল এফেক্ট কিছু দেখাব?" ঈশ্বর বললেন।

"আমি জানি না। ঐ রকমই কিছু একটা...।" ক্রুম বলল।

"তাহলে তোমাদের খুশী করতে আমাকে আমারই তৈরী কিছু নিয়ম ভাঙতে হবে? আমি দুঃখিত... আমি সেটা পারব না। আমি তোমাদের সাহায্য করতে চেয়েছিলাম... কিন্তু আমি অসহায়। চলি!" ঈশ্বর বললেন।

"না-না, দাঁড়ান। প্লীজ আমাদের সাহায্য করুন।" এশা কাতর স্বরে বলে উঠল আর ও একটু সরে বসল, যাতে ও ফোনটাকে আমাদের সকলের মাঝখানে ধরতে পারে।

রাধিকা নিজের ঠোঁটের ওপরে আঙুল রেখে ক্রুমকে চুপ করে থাকতে বলল।

"ঠিক আছে, আমি আছি।" ঈশ্বর উৎফুল্ল স্বরে বললেন – "এবার তোমরা আমাকে এটা বলো যে, কেমন চলছে সব?"

"আমাদের এখান থেকে উদ্ধার করুন। আর কয়েকটা রড ভেঙে পড়লে আমরা সবাই মারা পড়ব।" আমি বললাম।

"সেটা নয়... আমি জানতে চাইছি, এসব ছাড়া তোমাদের জীবন কেমন

চলছে ?" ঈশ্বর বললেন।

এই ধরণের প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা আমার পক্ষে সত্যিই মুশ্কিল হয়।

"কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা ফেঁসে গেছি... ।" আমি বললাম এবং ঈশ্বর আমার কথার মাঝখানেই বলে উঠলেন।

"ভয় পেও না। তোমাদের গাড়ী কোথাও যাবে না।"

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ভেতরে টেনে নিলাম। আর সবাই চুপ করে ছিল।

"হ্যাঁ... আমার প্রশ্নে ফিরে আসি। তোমাদের জীবন কেমন কাটছে ? তুমি সবার আগে যেতে চাও, তাই না রাধিকা ?" ঈশ্বর বললেন।

"আপনি হচ্ছেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আপানার কাছে তো অজানা কিছুই নেই। আমার জীবনটা নরক হয়ে উঠেছে।" রাধিকা বলল।

"হ্যাঁ, আমি সবই জানি। আমি শুধু এটা জানতে চাইছিলাম যে, তুমি কেমন অনুভব করছ ?"

"আমি আপনাকে জানাচ্ছি যে, আমরা কেমন অনুভব করি। এটা একেবারে যাচ্ছেতাই। আমরা কি অন্যায় করেছি, বলতে পারেন ? আমাদের জীবনটা এই ভাবে নরককুণ্ড কেন হয়ে পড়েছে ?"

ঈশ্বর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন - "আচ্ছা, তোমরা আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও। তোমরা প্রতি দিন কতগুলো কল এ্যাটেণ্ড করো ?"

"একশো... ব্যস্ত দিনে দুশো।" ক্রুম বলল।

"ঠিক আছে। তোমরা কি এটা জানো যে, এই পৃথিবীতে সব থেকে জরুরী কল কোন্‌টা ?"

"না।" ক্রুম বলল আর আমরাও সবাই মাথা নাড়লাম।

"অন্তরাত্মার আওয়াজ।" ঈশ্বর বললেন।

"অন্তরাত্মার আওয়াজ ! ?" আমরা সবাই প্রায় এক সঙ্গে বলে উঠলাম।

"হ্যাঁ... সেই আওয়াজ, যেটা তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়। কিন্তু তোমরা একমাত্র তখনই সেই আওয়াজ শুনতে পাবে, যখন তোমরা শান্তিতে থাকবে – তখনও সেই আওয়াজ শোনাটা মুশ্কিল হয়। কারণ আজকের আধুনিক জীবনে, নেটওয়ার্ক সব সময় ব্যস্ত হয়ে থাকে। সেই আওয়াজটা তোমাদের সেটা জানায় যে, তোমরা ঠিক কি চাও ? আমি কি বলছি, তোমরা বুঝতে পারছ ?"

"কিছুটা।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"সেটা হচ্ছে আমার আওয়াজ।" ঈশ্বর বললেন।

"সত্যি ?" এশা বলল। ওর মুখটা বিস্ফারিত হয়ে পড়েছিল।

"হ্যাঁ। আর সেই আওয়াজটাকে উপেক্ষা করাটাও অত্যন্ত সহজ। কারণ তোমরা

সবাই ব্যস্ত। ঠিক আছে... উপেক্ষা করে চলো – যতদিন না তোমরা নিজেদের জালে নিজেরাই জড়িয়ে পড়ছ। তারপর তোমরা ঠিক আজকের মত পরিস্থিতিতে পড়বে... যেখানে জীবন তোমাদেরকে শেষ প্রান্তে এনে হাজির করবে আর সেখানে এক গভীর গর্ত ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।"

"আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে না পারলেও আমার এমনটা মনে হচ্ছে যে, আপনার কথার মধ্যে যুক্তি রয়েছে।" আমি নিজের মনেই বললাম।

"আমার এই গলাটাকে কেমন যেন চেনা-চেনা লাগছে। মাঝে-মাঝে এই আওয়াজটা ভেতর থেকে আমাকে চিমটি কাটতে থাকে।" ক্রুম বলল।

"সেই আওয়াজটা কি বলে, ক্রুম?" ঈশ্বর বললেন।

"আওয়াজটা এটাই বলে যে, শুধুমাত্র টাকা রোজগার করার জন্য আমার কোন চাকরী করা উচিত নয়। কল সেন্টারগুলো ভালো মাইনে দেয় ঠিকই... কিন্তু সেটা শুধুমাত্র এজন্য, কারণ এক্সচেঞ্জ রেটটা আমেরিকানদের পক্ষেই যায়। তারা শুধু কিছু উদ্বৃত্ত খুচরো পয়সা আমাদের দিকে ছুঁড়ে দেয়। সেটাই আমাদের কাছে অনেক টাকা বলে মনে হয়। কিন্তু যেসব চাকরীতে মাইনে কম পাওয়া যায়, সেগুলো ভালো হতে পারে। সেই সব চাকরী আমাকে কিছু শিখতে আর নিজের দেশকে সাহায্য করার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আমি এই কথা বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিই যে, টাকাই হচ্ছে জীবনে উন্নতি করার সোপান... কিন্তু সেটা সত্য নয়। উন্নতি হচ্ছে এমন কিছু তৈরী করা, যেটা ভবিষ্যতেও টিকে থাকবে।" ক্রুমের গলা শুনে মনে হল, যেন কিছু একটা ওর গলার মধ্যে ফেঁসে রয়েছে। ও দু হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে নিল।

এশা ক্রুমের একটা কাঁধে হাত রাখল।

"আরে... তোমরা তো দেখছি প্রচণ্ড ভাবুক হয়ে উঠছ। তোমরা এই কাজটার থেকে অনেক ভালো কাজ করতে পারো। তোমরা সবাই যোগ্য ব্যক্তি।" ঈশ্বর বললেন।

এই প্রথমবার কেউ আমার সম্বন্ধে *'যোগ্য'* শব্দটার ব্যবহার করল।

"আমরা পারব?" আমি বললাম।

"নিশ্চয়ই পারবে। শোন, আমি তোমাদের সঙ্গে একটা চুক্তি করব। আমি আজ তোমাদের প্রাণ রক্ষা করব... কিন্তু প্রতিদানে তোমাদেরও আমাকে কিছু দিতে হবে। তোমরা সবাই তিন মিনিটের জন্য নিজেদের চোখ বন্ধ করে রাখো। এটা চিন্তা করো যে, তোমরা ঠিক কি চাও আর সেটাকে পাওয়ার জন্য তোমাদের নিজেদের জীবনে কোন্-কোন্ জিনিষটার পরিবর্তন করা প্রয়োজন? তারপর তোমরা যখন এখান থেকে বাইরে বেরিয়ে যাবে, সেই পরিবর্তনগুলো করার চেষ্টা করো। তোমরা এই

কাজটা করো আর আমি এই মরণ ফাঁদ থেকে বেরোতে তোমাদের সহায়তা করব। রাজী আছো তোমরা ?"

"হ্যাঁ, রাজী আছি।" আমি বললাম। অন্যরাও সবাই মাথা নেড়ে সায় দিল।

আমরা নিজেদের চোখ বন্ধ করে নিলাম আর কয়েকটা দীর্ঘশ্বাস ভেতরে টেনে নিলাম।

আমি আপনাদের জোরের সঙ্গে এটা বলতে পারি যে, তিন মিনিট চোখ বন্ধ করে থাকা আর জাগতিক পৃথিবী সম্বন্ধে একেবারে চিন্তা না করাটা অত্যন্ত শক্ত কাজ। আমি নিজের মনোযোগ একাগ্র করার চেষ্টা করলাম... কিন্তু আমার মনে শুধু প্রিয়াঙ্কা, বক্সী, আমার প্রোমোশন আর গণেশ – এসব জিনিসই বার-বার ঘুরে-ঘুরে আসতে লাগল।

"তোমরা এবার চোখ খুলতে পারো।" তিন মিনিট পরে ঈশ্বর বললেন।

আমরা চোখ খুললাম... আমাদের প্রত্যেকের মুখে এক অদ্ভূত শান্ত ভাব ছেয়ে ছিল।

"তোমরা রেডী ?" ঈশ্বর প্রশ্ন করলেন।

আমরা সবাই মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

"এবার তোমরা এক-এক করে নিজেদের মনের ইচ্ছে আমাকে জানাও। রুম, তুমি আগে বলো।" ঈশ্বর বললেন।

"আমি এক অর্থপূর্ণ জীবন কাটাতে চাই... তা সেই জীবনে যদি আমি নিয়মিত রূপে বেড অথবা পিজ্জা হাটে নাও যেতে পারি, তাও চলবে। আমি এই কল সেন্টারের চাকরী ছাড়তে চাই।"

রুমের পরে প্রিয়াঙ্কা বলতে শুরু করলে আমার কান দুটো অত্যন্ত সতর্ক হয়ে উঠল।

"আমি আমার মাকে সুখী করতে চাই। কিন্তু মাকে সুখী করতে গিয়ে আমি নিজেকে শেষ করে ফেলতে পারি না। আমার মায়ের এটা বোঝা উচিত যে, আমার জীবনের লক্ষ্য আমার নিজের জীবন আর আমি জীবনে কি চাই, সেটার ওপরেই নিবদ্ধ হয়ে থাকবে।" প্রিয়াঙ্কা বলল। আমার আশা ছিল যে, ও হয়তো নিজের উত্তরে কোথাও অন্ততঃ পক্ষে একবার আমার নাম নেবে... কিন্তু আমার তেমন ভাগ্য কোথায় ? আমার মনে হল যে, প্রিয়াঙ্কার মস্তিস্কের 90% ভাগ অংশই ওর মায়ের দ্বারা অধিগৃহীত অথবা সঞ্চালিত।

প্রিয়াঙ্কার পরে মিলিটারী আঙ্কলের পালা এল। আর উনি আজ যত কথা বললেন, তত কথা আমি ওনার মুখে এর আগে কখনো শুনিনি।

"আমি আমার ছেলে আর নাতির সঙ্গে থাকতে চাই। প্রতি মুহূর্তে আমার ওদের

কথা মনে পড়ে। আজ থেকে দু বছর আগে, আমি ওদের সঙ্গেই থাকতাম। কিন্তু আমার পুত্রবধূ সেই কাজটা করত, যেটা আমার একেবারেই পছন্দ নয় – ও পার্টিতে যেত, আমার মতের বিপক্ষে ও চাকরী করার সিদ্ধান্ত নিল... আমি ওদের বিরোধিতা করায় ওরা আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিল। আমি এখন বুঝতে পারছি যে, ভুলটা আমারই ছিল। এটা তাদের জীবন আর নিজের প্রাচীন চিন্তাধারা দিয়ে ওদেরকে বিচার করার কোন অধিকারই আমার নেই। আমি নিজের এই অহংকার থেকে মুক্তি পেতে চাই আর আমেরিকায় গিয়ে ওদের সঙ্গে মিলিত হতে চাই।"

এর পরে এল রাধিকার পালা। ও কথা বলার সময় জোর করে চোখের জল আটকে রাখার চেষ্টা করে চলল – "আমি আমার বিয়ের আগের জীবনে ফিরে যেতে চাই... যখন আমি নিজের মা-বাবার সঙ্গে থাকতাম। আমি অনুজকে ডিভোর্স দিতে চাই। আমি আর কোনদিনও আমার শাশুড়ীর মুখদর্শন করতে চাই না। হ্যাঁ... আমি এটা স্বীকার করে নিচ্ছি যে, অনুজকে বিয়ে করাটা আমার জীবনের এক অত্যন্ত ভুল সিদ্ধান্ত ছিল।"

রাধিকার পরে এশা বলল – "আমি চাই আমার মা-বাবা আগের মতই আবার একবার আমাকে ভালবাসুক। আমি শুধুমাত্র এক মূক মডেল হতে চাই না। আমি নিশ্চিত যে, আমার সৌন্দর্যকে আমি এর থেকে ভালো কাজে ব্যবহার করতে পারব। যে পেশায় আপনাকে নিজের মূল্যবোধের সঙ্গে সমঝোতা করতে হয় অথবা যেখানে এক ইঞ্চি কম উচ্চতার জন্য আপনাকে বাতিল করে দেওয়া হয়, সেই পেশায় আমি যেতে চাই না।"

এবার সবাই আমার দিকে তাকাল... কারণ এবার একমাত্র আমিই রয়ে গেছিলাম।

"আমি ? আমাকে কি বাদ দেওয়া যায় না ?" আমি বললাম।

সবাই আমার দিকে কড়া দৃষ্টিতে তাকাল। অনেক সময় লোকেদের সঙ্গে নিজের উল্টোপাল্টা চিন্তা ভাগ করে নেওয়া ছাড়া আপনার সামনে আর কোন পথ খোলা থাকে না।

"ঠিক আছে। আমার কথাগুলো হয়তো বোকার মত শোনাবে... কিন্তু আমি নিজের কাজের ওপরে কিছু বলতে চাই। আমার এমনটা মনে হয়েছিল যে, যদি আমি আর ব্রুম এক সঙ্গে মিলে কাজ করি, তাহলে আমরা এক ছোট্ট ওয়েব ডিজাইন কোম্পানী খুলতে পারি। কিন্তু সেটা হয়তো কোনদিনও বাস্তবে রূপায়িত হবে না... কারণ আমি যা কিছু চিন্তা করি, সেগুলোর বেশীর ভাগই বাস্তবায়িত হয় না। তবুও...!"

"তবুও কি, শ্যাম ?" ঈশ্বর আমার কথার মাঝখানেই বলে উঠলেন।

"ক... কিছু না।" আমি বললাম।

"শ্যাম, কথা ঘুরিও না।" ঈশ্বর বললেন।

আমার মনে হয়, ঈশ্বরকে বোকা বানানো সম্ভব নয়। আমি চারপাশ একবার দেখে নিলাম আর তারপর বললাম।

"আমি নিজেকে প্রিয়াঙ্কার যোগ্য করে তুলতে চাই। আজ হয়তো আমি ওর যোগ্য নই আর আমি সেটা স্বীকারও করে নিচ্ছি...।"

"শ্যাম, আমি কিন্তু কখনো বলিনি...।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"প্লীজ আমাকে শেষ করতে দাও, প্রিয়াঙ্কা।" আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বললাম।

প্রিয়াঙ্কা আমার মুখের দিকে তাকাল আর চুপ করে গেল। আমি এটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম যে, আমার কন্ঠস্বরের দৃঢ়তায় ও কিছুটা শক্ পেয়েছে।

আমি বলে চললাম – "কিন্তু একদিন-না-একদিন আমি ওর মত কোন মেয়ের যোগ্য হয়ে উঠতে চাই। এমন কোন ব্যক্তি হয়ে উঠতে চাই, যে বুদ্ধিমান হবে... চালাক-চতুর হবে... যে সহজেই বন্ধুত্বের সঙ্গে প্রেম-ভালবাসাকে মিশিয়ে ফেলতে পারবে। আর হ্যাঁ... একদিন আমি নিজেকে এক সফল ব্যক্তি হিসেবেও দেখতে চাই।"

আমাদের সবার কথা বলার পালা শেষ হয়ে গেছিল। ঈশ্বর চুপ করে ছিলেন।

"ঈশ্বর... কিছু বলুন। আমরা নিজেদের হৃদয়ের গভীরতম রহস্য আপনার সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছি।" এশা বলল।

"আমার সত্যিই কিছু বলার নেই। আমি অবাক হয়ে উঠেছি এবং সঙ্গে-সঙ্গে খুশীও হয়ে উঠেছি। তোমরা সবাই কি হতে চাও, সেটা জানা হয়ে গেছে। এবার তোমরা কি সেই মত চলতে প্রস্তুত?" ঈশ্বর বললেন।

আমাকে বাদ দিয়ে বাকী সবাই মাথা নেড়ে সায় দিল।

"শ্যাম, তুমি রেডী?" ঈশ্বর বললেন।

আমি ছোট্ট করে মাথা নাড়লাম।

"শ্যাম, আমি কি তোমার বন্ধুদের সামনে তোমার জীবনের কিছু ব্যক্তিগত কথা বলতে পারি?" ঈশ্বর বললেন – "কারণ সেটা তোমাদের সকলের পক্ষেই ভালো হবে।"

"নিশ্চয়ই।" আমি বললাম। তবুও আমার জীবনটা কারো তো কাজে আসবে।

"তুমি জীবনে সফল হতে চাও, তাই না?" ঈশ্বর বললেন।

"হ্যাঁ।" আমি উত্তর দিলাম।

"জীবনে সফল হতে গেলে কোন ব্যক্তির চারটে জিনিষের প্রয়োজন হয়। আমি প্রথম দুটো জিনিষের উল্লেখ করছি। প্রথম, মাঝারী মাত্রার বুদ্ধিমত্তা আর দ্বিতীয়,

কিছুটা কল্পনা। ঠিক আছে ?"

"হ্যাঁ।" সবাই বলল।

"আর তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এই দুটো জিনিষ আছে।" ঈশ্বর বললেন।

"তৃতীয় আর চতুর্থ জিনিষটা কি ?" রুম প্রশ্ন করল।

"তৃতীয় জিনিষ হচ্ছে সেটা, যেটা শ্যাম হারিয়ে বসেছে।" ঈশ্বর বললেন।

"কি সেটা ?" আমি জানতে চাইলাম।

"আত্মবিশ্বাস। জীবনে সফল হতে গেলে তৃতীয় যে জিনিষটার প্রয়োজন হয়, সেটা হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। কিন্তু শ্যাম সেটা হারিয়ে ফেলেছে। ও একশো শতাংশ নিশ্চিত হয়ে পড়েছে যে, ও হচ্ছে এক অকর্মার ঢেঁকি।"

আমি মাথা নীচু করে বসে রইলাম।

"তুমি কি জানো যে, তোমার ভেতরে এমনটা কি ভাবে সৃষ্টি হয়েছে ?" ঈশ্বর বললেন।

"কি ভাবে ?"

"বক্সীর জন্য। এক খারাপ বস্ আত্মার রোগের মত হয়। তুমি যদি এমন বসের সঙ্গে লম্বা সময় ধরে থাকো, তাহলে তোমার ভেতরে এমন অনুভূতির সৃষ্টি হয়ে পড়বে, যে তুমি কোন কাজের নও। যদিও তুমি এটা জানো যে, বক্সী হচ্ছে সত্যিকারের পরাজিত পক্ষ... কিন্তু তোমার নিজের প্রতিও এক সন্দেহের সৃষ্টি হয়ে পড়ে। আর ঠিক সময় তেমার আত্মবিশ্বাসও হারিয়ে যায়।"

ঈশ্বরের কথাগুলো আমার ভেতরটাকে ঠিক সেই ভাবে নাড়া দিল... ঠিক যেমন ভাবে কয়েক মিনিট আগে আমাদের কোয়ালিস নড়ছিল।

"ঈশ্বর ! আমি আমার আত্মবিশ্বাসকে ফিরে পেতে চাই।" আমি বললাম।

"ভালো কথা। ভয় পেও না... তুমি সেটা ঠিকই ফেরত পাবে। আর তারপর তোমাকে আর কেউ আটকে রাখতে পারবে না।" ঈশ্বর বললেন।

আমি এমনটা অনুভব করলাম, যেন আমার কান দুটো লাল হয়ে উঠেছে। আমার হৃদ্‌পিণ্ডটা অত্যন্ত জোরে-জোরে স্পন্দিত হচ্ছিল আর আমি কল সেন্টারে ফিরে যেতে চাইছিলাম। একই সময়ে, বক্সীর মুখটা মনের মধ্যে ভেসে ওঠায় আমি রেগেও উঠছিলাম। আমি সেই লোকটার ওপরে বদলা নিতে চাইছিলাম, যে আমার ভেতরের একটা অংশকে খুন করে ফেলেছে... যে গোটা কল সেন্টারটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

"সফলতার চতুর্থ উপাদানটা কি ?" রুম বলল।

"চতুর্থ উপাদানটা হচ্ছে সব থেকে যন্ত্রণাদায়ক। আর সেটা এখনও তোমাদের সবাইকে শিখতে হবে। কারণ সেটা হচ্ছে সব থেকে জরুরী জিনিষ।" ঈশ্বর

বললেন।

"কি সেটা ?" আমি বললাম।

"ব্যর্থতা !" ঈশ্বর বললেন।

"কি ? আমার তো মনে হচ্ছে, আপনি সফলতার ব্যাপারে কথা বলছিলেন।" ক্রুম বলল।

"হ্যাঁ। কিন্তু জীবনে সত্যিকারের সফল হতে গেলে তোমাকে ব্যর্থতার মুখোমুখিও হতে হবে। তোমাকে ব্যর্থতার অভিজ্ঞতাও নিতে হবে, সেটাকে অনুভব করতে হবে, সেটার স্বাদ চেখে দেখতে হবে, সেটাকে ভোগ করতে হবে। একমাত্র তাহলেই তুমি জীবনে সফলতার মুখ দেখতে পাবে।" ঈশ্বর বললেন।

"কেন ?" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"কারণ একবার যদি তুমি ব্যর্থতার স্বাদ চেখে দেখো, তাহলে তোমার আর কোন ভয় থাকবে না। তখন তুমি আর নিজের কমফর্ট জোনে আবদ্ধ থাকতে চাইবে না... তুমি তখন আকাশে পাখনা মেলে ওড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়বে। আর সফলতার আরেক নাম হচ্ছে আকাশে ওড়া।" ঈশ্বর বললেন।

"ঠিক !" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"তো ব্যর্থতাকে কখনো ভয় পেও না। যদি তোমাদের জীবনে ব্যর্থতা আসে, তার মানে পরে তুমি সফল হওয়ার সত্যিকারের সুযোগ পাবে।" ঈশ্বর বললেন।

"দারুণ !" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"ধন্যবাদ !" ঈশ্বর বললেন।

"কিন্তু আপনি যদি ভারতকে আমেরিকার মত সমৃদ্ধ করে তুলতেন।" ক্রুম বলল।

"কেন ? তোমার ভারতকে পছন্দ হয় না ?" ঈশ্বর জানতে চাইলেন।

"তা নয়। ভারত এক গরীব দেশ... কিন্তু তার অর্থ এটা নয় যে, কেউ ভারতকে ভালোবাসবে না। এটা আমাদের দেশ। তবুও, আমেরিকার কাছে অনেক কিছু রয়েছে।" ক্রুম বলল।

"আমেরিকাকে নিয়ে এত বড়-বড় কথা বলার কোন অর্থ হয় না। হ্যাঁ... আমেরিকানদের কাছে অনেক কিছু আছে, সেটা সত্যি কথা... কিন্তু তারাই এই পৃথিবীর সব থেকে সুখী মানুষ নয়। যুদ্ধপাগল কোন দেশ কখনো সুখী হতে পারে না।" ঈশ্বর বললেন।

"সত্যি কথা।" রাধিকা বলল।

"আর ওদের অনেকের মগজে অনেক প্রকারের আইডিয়া আছে... যেগুলো একমাত্র কল সেন্টারের এজেন্টরাই জানতে পারে। আর তোমরা আজ রাতে নিজেদের

কল সেন্টারকে বাঁচাতে সেগুলোর ব্যবহার করতে পারো।"

"আমেরিকান লোকেদের মগজ আমাদের কল সেন্টারকে বাঁচাবে?" ব্রুম, রাধিকা আর আমি প্রায় এক সঙ্গে বলে উঠলাম।

"হ্যাঁ। ওদের দুর্বল জায়গাগুলো সম্বন্ধে ভাবো আর তাহলে তোমরা জিততে পারবে।" ঈশ্বর বললেন।

"কি ভাবে? ওরা মোটা আর সব সময় শুধু ডিভোর্স করে!" এশা বলল।

"আরও অনেক কিছু আছে। আমি তোমাদের একটা হিন্ট দিচ্ছি। সব রকমের যুদ্ধের ভাবনা-চিন্তার পেছনে কি থাকে?" ঈশ্বর বললেন।

"ভয়। হ্যাঁ, ওরা হচ্ছে এই পৃথিবীর সব থেকে ভীত মানুষ।" আমি বললাম।

"আমরা ওদের ভয় দেখাব।"

"এখন তোমরা চিন্তা করছ। আসলে, তোমরা বক্সীর ওপরে বদলা নেওয়ার রাস্তাও খুঁজে পেতে পারো। পুরোপুরি বদলা হয়তো তোমরা নিতে পারবে না... কিন্তু কিছুটা অবশ্যই পারবে।"

প্রত্যেকে মুচকি হাসল।

"আমরা কি সত্যি-সত্যি বক্সীকে শিক্ষা দিতে পারি?" আমি বললাম।

"নিশ্চয়ই। মনে রেখো, বক্সী তোমার বস্ নয়... সবার বস্ হচ্ছি আমি। আর আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি। তাহলে তোমরা এত ভয় কেন পাচ্ছ?" ঈশ্বর বললেন।

"মাফ করবেন। কিন্তু আপনি তো সব সময় আমাদের সঙ্গে থাকবেন না।" রাধিকা বলল।

ঈশ্বর কিছু বলার আগে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন – "আমার মনে হয়, তোমাদের এটা জানা উচিত যে, আমার সিস্টেম ঠিক কি ভাবে কাজ করে? দেখো, সকল মানুষের সঙ্গেই আমার যোগাযোগ আছে। তোমরা ভালো কাজ করে চলো... আমিও মাঝে-মাঝে তোমাদের পেছনে এসে দাঁড়াব। কিন্তু শুরুটা তোমাদেরই করতে হবে। নাহলে আমি এটা বুঝতে পারব না যে, কার সব থেকে বেশী সহায়তার প্রয়োজন?"

"ঠিক কথা।" ব্রুম বলল।

"তাহলে আমি যদি নিজের অন্তরাত্মার আওয়াজ শুনি আর ভালো কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিই... আপনি আমার পাশে থাকবেন?" আমি বললাম।

"অবশ্যই। কিন্তু এবার আমাকে যেতে হবে। আরও একজন আমার কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করছে।" ঈশ্বর বললেন।

"দাঁড়ান। তার আগে আমাদের এই গর্ত থেকে বেরোতে সাহায্য করুন।" এশা

বলল।

"ওহো হ্যাঁ... নিশ্চয়ই। আমাকে তোমাদের এই গর্ত থেকে বেরোতে সাহায্য করতে হবে।" ঈশ্বর বললেন – "ঠিক আছে। ক্রুম, তোমরা এখন কয়েক রডের ওপরে ঝুলে রয়েছ। এমন পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচার জন্য দুটো উপায় আছে।"

"কি ?"

"প্রথম, রিভার্স গীয়ারের কথা মাথায় রাখা আর দ্বিতীয়, রডগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্ব করা। ওদের সঙ্গে লড়তে যেও না। রডগুলোকে রেলওয়ে লাইনের মত ব্যবহার করো... দেখবে, রডগুলোই তোমাদের বাইরে বেরোবার রাস্তা বলে দেবে। চার পাশের সব কিছু নাড়তে থাকলে তোমরা সোজা নীচে পড়ে যাবে।"

ক্রুম জানলা দিয়ে বাইরে মাথা বার করল – "কিন্তু এই রডগুলো তো আমার হাতের আঙুলগুলোর মত সরু। আমরা এগুলোর বান্ধ কি করে বানাব ?"

"ওগুলোকে এক সঙ্গে বাঁধো।" ঈশ্বর বললেন।

"কি ভাবে ?" ক্রুম বলল।

"আমাকে কি তোমাদের সব কিছু বলে দিতে হবে ?" ঈশ্বর বললেন।

"দুপট্টা। আমার দুপট্টা দিয়ে বাঁধো।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"আমার ব্যাগে অর্দ্ধেক বোনা স্কার্ফটাও আছে।" রাধিকা বলল।

"আশা করি, এবার তোমরা সব কিছু বুঝে গেছ। চলি এখন। মনে রেখো, যখনই আমাকে তোমাদের প্রয়োজন হবে... আমি তোমাদের ভেতরেই মজুদ রয়েছি।"

"হ্যাঁ।" ক্রুম ফোনটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল।

"বায় ঈশ্বর!" মেয়েরা এক-এক করে বলল।

"বিদায়!" এই বলে ঈশ্বর ফোন কেটে দিলেন। আমি ফোনটার উদ্দেশ্যে বিদায় জানানোর ভঙ্গীতে হাত নাড়লাম। আমরা সকলে আবার একবার নীরবতায় ডুবে গেলাম।

"ওটা... কি... ছিল ?" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"আমি জানি না। আমাকে কি দুপট্টাগুলো দেবে ?" ক্রুম বলল – "মিলিটারী আঙ্কল! আপনি কি পেছনের দরজা খুলে চাকার নীচের রডগুলোকে বাঁধতে পারবেন ? ইচ্ছে করলে আপনি দুপট্টা ছিঁড়েও নিতে পারেন।"

ক্রুমের শেষ কথাটা শুনে প্রিয়াঙ্কা এক সেকেণ্ডের জন্য দ্বিধা দেখাল... কিন্তু আমরা সেই শেষবার ওর দুপট্টা আর রাধিকার অর্দ্ধেক বোনা স্কার্ফটাকে দেখেছিলাম। ক্রুম আর মিলিটারী আঙ্কল চাকার নীচের রডগুলোকে বেঁধে ফেলল। ওদেরকে এই কাজে বেশ কয়েকবার নীচের দিকে ঝুঁকে পড়তে হল আর সেই সময় ওদের চোখের সামনে বিরাট গর্তটা হাঁ করে চেয়ে ছিল। আমি এই ভেবে খুশী হয়ে উঠেছিলাম যে,

এই কাজটা আমাকে করতে হচ্ছে না... নয়তো গর্তটাকে দেখামাত্রই আমি মারা যেতাম।

"ও.কে.!" ক্রুম নিজের সীটে বসে হাত মুছতে-মুছতে বলল – "শক্ত করে ধরে থাকো।"

ক্রুম গাড়ী স্টার্ট করল। কোয়ালিস কেঁপে উঠল আর আমাদের নীচে রডগুলোও আবার একবার কেঁপে উঠল।

"ক্রু... ম্! আমি পড়ে যাচ্ছি।" এশা গ্লোভ বক্সের হাতলটাকে চেপে ধরার চেষ্টা করতে-করতে চেঁচিয়ে উঠল।

এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ে ক্রুম কোয়ালিসকে রিভার্স গীয়ারে ঠেলে দিল আর পেছনের দিকে চালিয়ে নিয়ে গেল। আমরা সকলে নিজেদের মাথা কিছুটা নীচের দিকে করে নিলাম... কিছুটা ক্রুমের দেখার সুবিধা করে দেওয়ার জন্য, কিন্তু বেশীর ভাগটাই ভয়ে।

কোয়ালিস এমন ভাবে নড়ে উঠল, যেন সেটা কোন পাহাড়ের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ছে। আমরা অবশ্য পড়লাম না। আমার দুটো চোয়াল এমন ভাবে পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খেতে লাগল যে, আমার কয়েকটা দাঁত হারানোর ভয় হচ্ছিল।

6 সেকেণ্ডের মধ্যে সব কিছু শেষ হয়ে পড়ল। আমরা গর্তের থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম আর কাদামাখা রাস্তার ওপরে উঠে এসেছিলাম।

"কাজ হয়েছে। আমার মনে হয়, আমি বেঁচে আছি।" ক্রুম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল। ও ঘুরে তাকিয়ে বলল – "আর কেউ কি বেঁচে আছো?"

#31

সবাই প্রায় এক সঙ্গে নিঃশ্বাস ফেলল মেয়েরা একে-অপরকে জড়িয়ে ধরল। ক্রুম আমার পিঠে এত জোরে চড় কষাল যে, আমার মনে হল আমার মেরুদণ্ডটা বোধহয় ভেঙে গেল।

ক্রুম ইউ-টার্ন নিয়ে হাইওয়েতে উঠে আসা পর্যন্ত ফার্স্ট গীয়ারে অত্যন্ত আস্তে-আস্তে গাড়ী চালাতে লাগল।

"আমরা সফল হয়েছি।" এশা নিজের চোখের জল মুছে নিয়ে বলল। প্রিয়াঙ্কা হাত জোড় করে কয়েকবার ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানাল।

"আমার মনে হয়েছিল যে, আমরা মারা পড়ব।" রাধিকা বলল।

"ঐ কলটা কি ছিল?" এশা বলল।

"বড়ই অদ্ভুত ! আচ্ছা, আমরা কি এই ব্যাপারে কথা না বলার চুক্তি করতে পারি না ?" আমি বলায় সবাই মাথা নাড়ল... যেন আমার কথাটা ওদের মাথাতেও ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এটা সত্যি ছিল। সেই কলটা নিয়ে আমার আর আলোচনা করার ইচ্ছে হচ্ছিল না।

"ওটা যাই হোক্ না কেন... আমরা এখন সুরক্ষিত। আর আমরা কিছুক্ষণের ভেতরে অফিসেও পৌঁছে যাব।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"এখন মাত্র 4:40 বাজে আর আমরা অফিস থেকে মাত্র 2 কিমি দূরে রয়েছি।" ক্রুম বলল। ও খুব দ্রুত নিজের আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল আর ঘন্টায় 60 কিমি গতিতে গাড়ী ছোটাল।

"আমি অত্যন্ত ভাগ্যবতী যে, আমি নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি... অফিস কখন পৌঁছব, সেটা নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই।" এশা বলল।

"কিন্তু আমি তাড়াতাড়ি পৌঁছতে চাই আর ছাটাই-য়ের ব্যাপারে জানতে চাই। অবশ্য, আমি এমনিতেই এই চাকরী ছেড়ে দিচ্ছি।" ক্রুম বলল।

"তুমি চাকরী ছেড়ে দিচ্ছ ?" এশা বলল।

"হ্যাঁ... অনেক হয়েছে।" ক্রুম বলল।

"তুমি কি করবে ?" প্রিয়াঙ্কা প্রশ্ন করল।

"আমার দীর্ঘমেয়াদী কোন পরিকল্পনা আপাতত: নেই। হয়তো আবার একবার সাংবাদিকতার লাইনে ফিরে যেতে পারি। কিন্তু তাৎক্ষনিক স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য হিসেবে, আমি এই কল সেন্টারটাকে বাঁচাতে চাই।" ক্রুম বলল।

"এ্যাই... তুমি কি আমার সঙ্গে এক ওয়েব ডিজাইনিং কোম্পানী খুলতে আগ্রহী ?" আমি বললাম।

"তোমার সঙ্গে ?" ক্রুম পেছন ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে বলল।

"হ্যাঁ... আমিও এই চাকরী ছেড়ে দিচ্ছি।" আমি বললাম।

"সত্যি ?" প্রিয়াঙ্কার চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল। ও আমার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাল, যেন কোন সাত বছরের শিশু এইমাত্র মাউন্ট এভারেস্টে ওঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

"হ্যাঁ। আমি ঐ গর্তটায় মৃত্যুর খুবই কাছাকাছি পৌঁছে গেছিলাম। আমি হয়তো জীবনে কোন কিছু করার চেষ্টা না করে ওখানেই মারা যেতাম। আমি আরামদায়ক বিকল্পে হাঁফিয়ে উঠেছি। এবার সত্যিকারের পৃথিবী দেখার সময় এসে গেছে... সেটা যন্ত্রণাদায়ক হলেও। আমি আকাশে ওড়ার চেষ্টা করে ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়াটাকে বেশী পছন্দ করব বাড়ীতে পড়ে-পড়ে ঘুমোনোর থেকে।"

আমার কথায় সবাই ঘাড় নাড়ল। এটা দেখে আমি শক্ পেলাম; লোকেরা এই

প্রথম আমার কথা মন দিয়ে শুনল।

"তাছাড়া, আমি নিজের প্রতি আরও একটা প্রতিশ্রুতি করেছি।" আমি বললাম।

"কি সেটা ?" ক্রুম আর প্রিয়াঙ্কা এক সঙ্গে বলে উঠল।

"সেটা হচ্ছে এই যে, আমি কোন ইডিয়টের আণ্ডারে আর কাজ করব না...অন্য কোন জায়গায় এর থেকে কম মাইনে পেলেও। আমি দিনে এক বেলা খাবার খেতে... রাতে অভুক্ত অবস্থায় ঘুমোতে রাজী আছি, কিন্তু কোন গাধার হয়ে খাটতে আমি আর রাজী নই।"

"মন্দ বলনি।" ক্রুম বলল – "মনে হচ্ছে, আমাদের ভাবী টিম-লীডারের বুদ্ধি হচ্ছে।"

"আমি জানি না যে, আমার বুদ্ধি হচ্ছে কি না... কিন্তু আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দেখা যাক্, কি হয়। কিন্তু আপাততঃ, আমার একটা স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য রয়েছে।"

"কি রকম ?" ক্রুম বলল – "যেন এটা বোল না যে, সেটা হচ্ছে কল ডক্যুমেন্টেশন বা সেরকম কিছু।"

"না। আমি বক্সীর একটা ব্যবস্থা করতে চাই। যেহেতু আমাদের কিছু হারাবার নেই... তাই ওকে শিক্ষা দেওয়াটা অত্যন্ত জরুরী।" আমি বললাম।

ক্রুম ক্যোয়ালিসকে হঠাৎ করে থামিয়ে দিতে আমরা সবাই সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম।

"আবার কি হল ?" আমি বললাম।

"দাঁড়াও। বক্সীকে শিক্ষা দেওয়ার একটা আইডিয়া আমার মাথায় এসেছে।"

"কি ?"

"আহা... দারুণ আইডিয়া।" ক্রুম নিজের মনেই হেসে বলল।

"কি সেটা, সেটা তো বলবে।" আমি বললাম।

ক্রুম পেছন ফিরে আমার কানে ফিস্‌ফিস্‌ করে কিছু একটা বলল।

"এটা কি করে সম্ভব ?" আমি বললাম।

"সেটা আমি তোমাকে অফিসে ফিরে বলব। ডব্লিউ.এ.এস.জি. কন্‌ফারেন্স রুমে আমরা সবাই মিলিত হব।" এই বলে ও এ্যাক্সিলেটরে চাপ দিল। আমরা 4:45 মিনিটে কনেকশন্সে প্রবেশ করলাম। আমরা আবার একবার বক্সীর গাড়ীটার পাশ দিয়ে গেলাম।

"গাড়ীটায় কি আঁচড় ধরাতে চাও ?" আমি ক্রুমের উদ্দেশ্যে বললাম।

"সেই চিন্তাটা আমার মাথাতেও এসেছিল।" ক্রুম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল

– “কিন্তু আমার মনে সব রকম গাড়ীর প্রতিই প্রেম রয়েছে। এই ন্যাসাকটা ইতিমধ্যেই বক্সীর অত্যাচার সহ্য করছে। ভয় পেও না... আমরা ভেতরে ওর ব্যবস্থা করব।”

ক্রুম ক্যোয়ালিসকে পার্কিং লটে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল। আমাদের ড্রাইভার অন্য আরেকটা গাড়ীতে ঘুমোচ্ছিল, তাই আমরা নিঃশব্দে সেন্টার পাশে ক্যোয়ালিস পার্ক করে দিলাম। আমরা চাইছিলাম যে, ও নিজের কাদামাখা গাড়ীটাকে দেখার আগে কয়েকটা ঘন্টা আরামে ঘুমিয়ে নিক।

“চলো সবাই... 4:46 বাজে।” ক্রুম বলল আর গাড়ী থেকে এক লাফে নেমে এল।

আমাদের ডেস্কে, আমি আমার মোনিটরে এক A4 সাইজের শীট চিপকে থাকতে দেখলাম, যাতে বড়-বড় অক্ষরে কিছু লেখা ছিল।

“পড়ো এটা।” আমি বললাম। সেটা বক্সীর হাতের লেখা ছিল।

WHERE IS EVERYONE? PLEASE CALL / REPORT TO MY OFFICE ASAP. WHERE ARE MY BOARD MEETING AGENDA COPIES? WHAT HAPPENED TO THE XEROX MACHINE? AGENT VICTOR'S MONITOR?

ক্রুম নোটিশটা পড়ে হেসে উঠল – “ও ওর প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে, ওকে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। চলো, সবাই কন্‌ফারেন্স রুমে যাই।”

আমরা সবাই কন্‌ফারেন্স রুমের ভেতরে পা রাখলাম আর ক্রুম ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

“শোন সবাই। এম.বি.এ. টাইপ কথা বলার জন্য ক্ষমা করে দিও। কিন্তু আমার মনে হয় যে, আগামী কয়েক ঘন্টার জন্য আমাদের তিন সূত্রীয় এজেণ্ডা রয়েছে। এক, এই কল সেন্টারকে বাঁচানো আর দুই, বক্সীকে শিক্ষা দেওয়া। ঠিক আছে ?”

“আর তিন নম্বর এজেণ্ডাটা কি ?” রাধিকা প্রশ্ন করল।

“সেটা আমার আর শ্যামের ব্যাপার... ব্যক্তিগত। শোন সবাই...।”

ক্রুম নিজের প্ল্যান জানাল। (ক) এই কল সেন্টারকে বাঁচানো আর (খ) বক্সীকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া। প্রথম বার শোনার পরে আমরা সবাই যে যার সীট থেকে লাফিয়ে উঠেছিলাম। তারপর ক্রুম ধীরে-ধীরে আমাদেরকে সব বুঝিয়ে বলল। হাসি আর গভীর মনোসংযোগের মাঝে আমরা সবাই প্ল্যানটাকে আরও সূক্ষ্ম করে তোলার

চেষ্টা করলাম। 5:10 মিনিটে আমাদের মীটিং শেষ হল আর আমরা ডব্লিউ.এ.এস.জি. কন্‌ফারেন্স রুম থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

"সব কিছু ঠিক আছে?" ক্রুম বলল।

"অবশ্যই।" আমরা সবাই এক সঙ্গে বলে উঠলাম।

"গুড! স্টেপ 01 : বক্সীকে ওর অফিসের বাইরে বার করা।" ক্রুম বলল - "এশা, তুমি রেডী?"

"হ্যাঁ।" এশা বলল আর আমাদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল।

ও ফোন তুলে নিল, বক্সীর নাম্বার ডায়াল করল আর এক বৃদ্ধা মহিলার গলা নকল করল।

"স্যার! মেইন্ বে থেকে এলিনা বলছি। স্যার, আমার মনে হয়, আপনার জন্য বোস্টন থেকে একটা কল এসেছিল।" এশা সেক্রেটারিয়াল কণ্ঠস্বরে বলল।

"না স্যার। আমি সেটা আপনাকে ট্রান্সফার করার চেষ্টা করেছিলাম... কিন্তু লাইন যায়নি। স্যার! আমি এখানে নতুন জয়েন করেছি, তাই আমি এটা ঠিকমত জানি না যে, ফোনগুলো ঠিক কি ভাবে কাজ করে? স্যার, আমি দুঃখিত... আপনি কি একটু আসতে পারবেন? ইয়েস স্যার।" এই বলে এশা ফোন নামিয়ে রাখল।

"কাজ হয়েছে?" আমি জানতে চাইলাম।

"গাধটা বোস্টনের ব্যাপারে সব কিছু করতে রাজী আছে। ও এখুনি আসছে। কিন্তু ও মাত্র কয়েকটা মিনিটই বাইরে থাকবে... তাড়াতাড়ি চলো।"

#32

আশা অনুযায়ীই আমরা যখন বক্সীর অফিসে ঢুকলাম, তখন সেটা খালিই ছিল।

ক্রুম সোজা বক্সীর কম্‌প্যুটারের কাছে পৌঁছে গেল আর ওর ই-মেল ওপেন করল।

রাধিকা, প্রিয়াঙ্কা আর আমি বক্সীর কন্‌ফারেন্স টেবিলে বসলাম।

"তাড়াতাড়ি করো।" রাধিকা দরজার দিকে চোখ রেখে বলল।

"এক মিনিট।" ক্রুম বক্সীর কী-বোর্ডে অত্যন্ত দ্রুত টাইপ করতে-করতে বলল।

আমি জানতাম যে, আমরা যেটা করছি - সেটা অন্যায়... কিন্তু এই অন্যায়টা এশার সেই *'সত্যিকারের যন্ত্রণা'*-র সঙ্গে কোন ভাবেই যুক্ত হয়ে ছিল না। আসলে, আমাদের বেশ ভালোই লাগছিল। টাইপিং শেষ হলে ক্রুম বক্সীর প্রিন্টারে সেটার

বেশ কয়েকটা কপি প্রিন্ট করে নিল।

"পাঁচ কপি।" ও বলল – "আমাদের প্রত্যেকের জন্য একটা করে। এটাকে মুড়ে সুরক্ষিত ভাবে রেখে নাও সবাই।"

আমি আমার কপিটাকে মুড়ে জামার পকেটে ঢুকিয়ে নিলাম।

এর কুড়ি সেকেণ্ড পরে বক্সী এসে পৌঁছল।

"আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে, আমাদের টেলিফোন সিস্টেমটা এত আউট-ডেটেড হয়ে পড়েছে।" বক্সী নিজের অফিসে পা রাখতে-রাখতে নিজের মনে-মনে বিড়-বিড় করছিল। ও আমাদেরকে কন্‌ফারেন্স টেবিলে দেখতে পেল।

"ওহো... তোমরা। তোমরা সবাই কোথায় ছিলে ? আর জেরক্স মেশিন আর এজেন্ট ভিক্টরের মোনিটরের কি হল ?" বক্সী বলল। ও নিজের বুকের ওপরে দুটো হাত রেখে অত্যন্ত দ্রুত আমাদের সকলের দিকে তাকাল।

"আপনি কি একটু শান্ত হয়ে বসবেন, বক্সী ?" ক্রুম নিজের পাশের চেয়ারটার পিঠের ওপরে হাত দিয়ে চাপড় মারতে-মারতে বলল।

"কি ?" ক্রুম ওকে নাম ধরে ডাকায় বক্সী প্রচণ্ড শক পেল – "সিনীয়রদের কি ভাবে সম্বোধন করতে হয়, সেটা তোমার শেখা উচিত।"

"সে যাই হোক, বক্সী।" ক্রুম বক্সীর মীটিং টেবিলের ওপরে নিজের একটা পা তুলে দিয়ে বলল।

"এজেন্ট ভিক্টর ! তুমি এইমাত্র কি বললে আর তুমি এই মুহূর্তে ঠিক কি করতে চাইছ ?"

"আহ হ !" ক্রুম বলল – "এটা ততটা আরামদায়ক নয়। লোকেরা এই ভাবে কেন বসে না ?" ক্রুম এবার টেবিলের ওপরে দুটো পা-ই তুলে দিল।

"আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না যে, তুমি ঠিক সেই সময় অভদ্রতা করছ... যখন আমাকে স্টাফ ছাঁটাইয়ের ব্যাপারে সুপারিশ...।" বক্সী বলতে লাগল, কিন্তু ক্রুম ওর কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল – "আপনি চুলোর দোরে যান, বক্সী।"

"এক্সকিউজ মী... এজেন্ট ভিক্টর, তুমি এইমাত্র কি বললে ?"

"তাহলে আপনি শুধু বোবাই নন... আপনি কালাও বটে। আপনি কি ক্রুমের কথাগুলো শুনতে পাননি ?" এশা জোর করে হাসি চাপার চেষ্টা করে বলল।

"এখানে এসব হচ্ছেটা কি ?" বক্সী আমার দিকে শূণ্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল... যেন আমি সেই গাধাটার দোভাষী।

ক্রুম বক্সীর দিকে একটা প্রিন্ট আউট ঠেলে দিল।

"এটা কি ?" বক্সী বলল।

"পড়েই দেখুন। এটা আপনাকে শেখাবে যে, এম.বি.এ. কোর্স কি ভাবে

পড়তে হয়।"

সেই ই-মেলটা এই রকম ছিল :

From : Subhash Bakshi

To : Esha Singh

Sent : 05:04 am

Subject : Just One Night

Dear Esha,

Don't be upset. My offer is simple. Just spend one night with me. You make me happy... I'll save you from the right-sizing. My pleasure for your security. I think it is a fair deal. And who knows, you might enjoy it too. Let me know your decision soon.

Your admiror,

Bakshi.

বক্সীর মুখটা ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে পড়ল। সেই ই-মেলটা বার-বার পড়তে-পড়তে ওর মুখটা পাঁচ ইঞ্চি ঝুলে গেল।

"এসব কি ?" বক্সী বলল। ওর কণ্ঠস্বরের মত ওর হাত দুটোও থরথর করে কাঁপছিল। ওর মুখটা তখনও ঝুলেই ছিল আর এমন ভাবে কাঁপছিল, যেন সেটা ব্যাটারীতে চলে।

"আপনিই বলুন। এটা আপনার মেলবক্স থেকে পাওয়া গেছে, বোবা গাধা !" ক্রুম বলল।

"কিন্তু আমি এটা পাঠাইনি।" বক্সী বলল। ওর গলায় হতাশার ভাব স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল – "এটা আমার লেখা নয়।"

"সত্যি ?" ক্রুম একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল – "আপনি এটা কি করে প্রমাণ করবেন যে, এই মেলটা আপনার লেখা নয় ? আপনি কি এটা বোস্টন অফিসের লোকেদের প্রমাণ করতে পারবেন যে, আপনি এটা লেখেননি ?"

"কি বলছ কি ? এসবের সঙ্গে বোস্টনের কি সম্পর্ক ?" বক্সী বলল... ওর তৈলাক্ত মুখটা ঘামে ভিজে উঠেছিল।

"আমরা যদি এর একটা কপি বোস্টনে মেল করে দিই, তাহলে কি হবে ? সেই সব লোকেদের, যাদের আপনি ওয়েবসাইট ম্যানুয়াল পাঠিয়েছেন ? আমি নিশ্চিত যে, ওরা এমন লোকেদের পছন্দ করবে, যারা 'ফেয়ার ডীল' করে।" আমি

বললাম।

"এটা আমার লেখা নয়।" বক্সী আর কোন কথা খুঁজে পাচ্ছিল না।

"অথবা আমরা পুলিশের কাছে এর একটা কপি পাঠাতে পারি।" ক্রুম বক্সীর মুখের ওপরে বেশ কিছুটা ধোঁওয়া ছেড়ে বলল – "আর তার সঙ্গে আমার কিছু সাংবাদিক বন্ধুদেরও। আপনি কি কালকের কাগজের হেডলাইন হতে ইচ্ছুক, বক্সী ? এটা আপনার পক্ষে এক ভালো সুযোগ হতে পারে।" ক্রুম নিজের মোবাইল বার বলল – "ওহো... দাঁড়ান। আমি আপনাকে টি.ভি.-তেও মুখ দেখানোর সুযোগ করে দিতে পারি।"

"টি.ভি. ?" বক্সী বলল।

"হ্যাঁ। হেডলাইনটা কল্পনা করুন : *'কল সেন্টার বস্ মহিলা কর্মচারীকে চাকরী বাঁচানোর প্রতিদানে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে।'* এনডিটিভি এটার ওপরে পুরো একটা সপ্তাহ লাইভ প্রোগ্রাম দেখাতে পারবে। ওহো... আমি তো দেখছি ভালো সাংবাদিক হতে পারতাম।" ক্রুম হাসতে-হাসতে বলল।

"কিন্তু আমি কি করেছি ?" বক্সী নিজের ডেস্কের দিকে ছুটে গেল। ও নিজের ই-মেল ওপেন করে *'সেণ্ড আইটেম'* ফোল্ডার চেক্ করল।

"এটা কে লিখেছে ?" বক্সী নিজের স্ক্রীণে সেই মেলটা দেখে বলল।

"আপনি লেখেননি ?" প্রিয়াঙ্কা এমন একটা ভাব দেখাল, যেন ও সত্যি কিছু বুঝতে পারছে না।

"মি. বক্সী। আমি আপনাকে অনেক উঁচু আসনে বসিয়েছিলাম। আজ আপনার প্রতি আমার সেই বিশ্বাস ভেঙে চুরচুর হয়ে গেল।" এশা বলল আর দু হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে নিল। ওকে দেখে আমার এমনটা মনে হল যে, এ্যাক্টিং লাইনে গেলে ও ভালোই করবে।

"না। আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি, এটা আমার লেখা নয়।" বক্সী নিজের মাউস আর কী-বোর্ড চালাতে-চালাতে বলল।

"তাহলে এটা কে লিখেছে ? সান্টা ক্লজ ?" ক্রুম উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল – "আপনার যা বলার, আপনি পুলিশ, সাংবাদিকদের বলবেন আর বোস্টনের লোকেদের ভিডিয়ো কন্‌ফারেন্সে বলবেন।"

"হা-হা ! আমি এটা ডিলীট করে দিয়েছি।" বক্সী মুচকি হেসে বলল।

"কাম অন্, বক্সী।" ক্রুম এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল – "ওটা এখনও আপনার *'ডিলীটেড আইটেম ফোল্ডার'*-তে রয়েছে।"

"ওহো !" বক্সী আবার একবার মাউসে হাত দিল। কয়েকবার ক্লিক্ করার পরে ও বলল – "এবার ওটা চলে গেছে... আর কোন ই-মেল নেই।"

ক্রুম হেসে উঠে বলল – "আপনাকে আরও একটা টিপস্ দিচ্ছি, বক্সী। ডিলীটেড আইটেমসে যান, টুল মেনু সিলেক্ট করুন আর 'রিকভার ডিলীটেড আইটেমস্' অপশন সিলেক্ট করুন। আপনার মেলটা সেখানে রয়েছে।"

বক্সীর মুখে আবার একবার আতংক ফুটে উঠল। ও ক্রুমের দ্বারা জানানো জটিল নির্দেশগুলো পালন করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল।

"ওহো, দাঁড়ান। মেলটা আমার ইনবক্সেও রয়েছে। তাছাড়া ক্রুম সেটার বেশ কয়েকটা প্রিন্ট আউটও বার করে নিয়েছে।" এশা বলল।

"এ্যাঁ!" ক্রুমের মুখটা ঠিক কোন ভয় পাওয়া খরগোশের মত লাগছিল – "তোমরা এর ফল ঠিকই ভুগবে। এশা, তুমি তো জানো যে, আমি এটা লিখিনি। তুমি নাইট স্কার্ট আর টপ পরে অফিসে আসতে... কিন্তু আমি সেগুলো দূর থেকেই দেখতাম। এমন কি তুমি যখন অর্দ্ধেক কোমর বার করা জীনস্ পরে আসতে, তখনও আমি...।"

"চুপ করুন!" এশা বলল।

"তোমরা পার পাবে না।" বক্সী বলল।

"আমাদের কাছে পাঁচজন সাক্ষী আছে, বক্সী। তারা সবাই এশার হয়ে সাক্ষ্য দেবে।" আমি বললাম।

"এছাড়াও আমাদের কাছে আরও কিছু প্রমাণ আছে। এশার ড্রয়ারে একটা প্যাকেটে কিছু টাকা রাখা আছে... সেই প্যাকেটে আপনার আঙুলের ছাপ আছে... অবশ্য আপনি যদি সেই স্তর পর্যন্ত যেতে চান।" ক্রুম বলল।

বক্সীর হাতে আঙুলগুলো কাঁপতে লাগল, যেন ও ড্রাম বাজানোর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছে।

"আপনি যেসব পর্নোগ্রাফিক ওয়েবসাইট ভিজিট করেন, আমাদের কাছে সেগুলোর প্রিন্ট আউটও আছে।" রাধিকা বলল।

"এশা... তুমি জানো যে, এটা আমার কাজ নয়। আমি নিজেকে ঠিকই নির্দোষ প্রমাণ করে নেব।" বক্সী বলল। ওর গলাটা ঠিক কোন অসহায় ভিখারীর মত শোনাচ্ছিল। ওর চোখে প্রায় জল এসে গেছিল।

"হতে পারে। কিন্তু এই পাব্লিসিটি আপনার কেরিয়ার শেষ করে দিতে পারে। গুড বাই, বোস্টন!" আমি বক্সীর উদ্দেশ্যে বিদায় জানানোর ভঙ্গীতে হাত নাড়লাম। অন্যরাও হাত তুলে বক্সীকে বিদায় জানাল।

বক্সী আতংকিত দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাল আর তারপর বসে পড়ল। ওর ফ্যাকাশে মুখটা এখন লাল... না-না, গোলাপী হয়ে উঠেছিল। আমার ওকে আরও কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছে হল। আমি ওর বই-য়ের তাক থেকে একটা মোটা ম্যানেজমেন্টের

বই বার করে আনলাম।

বইটা হাতে নিয়ে আমি ওর ঠিক পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

"তুমি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কেন করছ ? আমি তোমাকে ছেড়ে বোস্টনে চলে যাব।" বক্সী বলল।

"বোস্টন ?" আমি বললাম – "আপনি ভটিণ্ডাতে পোস্টিং পাওয়ারও যোগ্য নন। আপনার কোন চাকরীই পাওয়া উচিত নয়। অনেকে এমনটাও বলতে পারে যে, আপনি বেঁচে থাকারও যোগ্য নন। আপনি শুধু এক খারাপ বসই নন... আপনি এক আগাছা ঃ আমাদের কাছে, কোম্পানীর কাছে, এই দেশের কাছে। চুলোর দোরে যান আপনি।"

আমি সেই মোটা ম্যানেজমেন্টের বইটা দিয়ে সজোরে ওর মাথায় আঘাত করলাম। বক্সীর মাথাটা ফাঁপা হওয়ায় প্রচণ্ড জোরে একটা আওয়াজ হল। আমার মনটা খুশীতে ভরে উঠল। এই পৃথিবীতে খুব কম লোকই নিজের বসকে আঘাত করতে পারে... কিন্তু যারা পারে, তারা আপনাকে এমনটাই জানাবে যে, এই জিনিসটা যৌন আনন্দের থেকেও বেশী সুখের।

"তোমরা কি চাও ? তোমরা আমাকে ধ্বংস করতে চাও !" বক্সী নিজের মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে বলল – "আমার পরিবার আছে... দুটো বাচ্চা আছে। অনেক কষ্টে আমি নিজের কেরিয়ার গড়ে তুলেছি। আমার বৌ অবশ্য আমাকে ছেড়ে দিতে চায়। আমাকে শেষ করে দিও না... আমিও এক রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ।"

বক্সীর শেষ কথাটায় আমি রাজী হতে পারলাম না। আমার কখনোই মনে হয় না যে, ও-ও মানুষ।

"আপনাকে শেষ করতে পারলে আমরা মজাই পেতাম।" ক্রুম বলল – "কিন্তু আমাদের সেন্টার থেকেও বড় লক্ষ্য রয়েছে। আমি আপনার সঙ্গে একটা চুক্তি করতে চাই। আমরা এই প্রসঙ্গটাকে চাপা দিয়ে দেব আর তার প্রতিদানে আপনাকেও আমাদের জন্য কিছু কাজ করতে হবে।"

"কি ধরণের কাজ ?" বক্সী বলল।

"এক, আমি পরের দু ঘন্টার জন্য এই কল সেন্টারের সমস্ত দায়িত্ব নিজের হাতে পেতে চাই। আমি মাস স্পীকারটা ব্যবহার করতে চাই।"

"যেটা ম্যানেজমেন্ট ফায়ার ড্রিল ঘোষণা করার কাজে ব্যবহার করে।" আমি বললাম।

"ফায়ার ড্রিল স্পীকারটা সবার সঙ্গে কথা বলার কাজে ব্যবহার করা হয়। তোমরা ওটা কেন চাইছ ? তোমরা কি ওটা দিয়ে এই ই-মেলের ব্যাপারে সবাইকে

জানাবে ?" বক্সী বলল।

"না, মূর্খ গাধা! ওটা কল সেন্টারের লোকেদের চাকরী বাঁচাবে। আমি কি স্পীকারটা পেতে পারি ?"

"হ্যাঁ... আর কিছু ?"

"আমি চাই যে, আপনি শ্যাম আর আমার হয়ে রেজিগনেশন লেটার লিখবেন। আমাদের ছাঁটাই করা হোক্ বা না হোক্... আমরা কনেকশন্স ছেড়ে দিচ্ছি।"

"তোমরা এখুনি চাকরী ছেড়ে দেবে ?" মেয়েরা বলল।

"হ্যাঁ, আমি আর শ্যাম এক ছোট্ট ওয়েব ডিজাইনিং কোম্পানী শুরু করব। ঠিক তো, শ্যাম ?" ক্রুম বলল।

"হ্যাঁ।" আমি বললাম।

"গুড! আর এবার আমাদের ওয়েবসাইটের জন্য কোন মূর্খ কৃতিত্ব নেবে না।" ক্রুম এই বলে বক্সীর গালে সজোরে একটা চড় কষিয়ে দিল। চড়টা এত জোরে ছিল যে, বক্সীর মুখটা এক পাশে 60° ডিগ্রী ঘুরে গেল। ও নিজের গাল চেপে ধরে চুপ করে বসে রইল। ওর মুখের ভাবে 90% যন্ত্রণা আর 10% লজ্জা ছিল।

"আমিও কি ?" আমি বললাম।

"সংকোচ কোর না।" ক্রুম বলল।

চটাক্! আমিও বক্সীর গালে সজোরে চড় কষালাম। এবার ওর মুখটা অন্য দিকে 60° ডিগ্রী ঘুরে গেল। সেটা ছিল আমার জীবনের সব থেকে মজার মুহূর্ত।

"তাহলে আপনি রেজিগনেশন লেটার দুটো লিখছেন... ঠিক আছে ?" ক্রুম বলল।

"ঠিক আছে।" বক্সী গালে হাত বোলাতে-বোলাতে বলল – "কিন্তু এশাকে নিজের ইন্ বক্স থেকে মেলটা ডিলীট করে দিতে হবে।"

"দাঁড়ান। আমাদের কথা এখনও শেষ হয়নি। আমাদের বিজনেস শুরু করার জন্য কিছু মূলধনের প্রয়োজন হবে। সেজন্য আমরা 6 মাসের মাইনের প্যাকেজ চাই। বুঝতে পেরেছেন ?" ক্রুম বলল।

"সেটা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। এটা নিয়মের বাইরে।" বক্সী বলল।

"এনডিটিভি অথবা টাইমস অফ্ ইণ্ডিয়া – পছন্দ আপনার।" ক্রুম ফোন তুলে নিতে-নিতে বলল।

"না-না... তেমনটা হতে পারে। ভালো ম্যানেজার নিয়ম ভাঙতেও পারে।" বক্সী বলল। আমার মনে হয় যে, ও আর চড় সহ্য করতে চাইছিল না।

"ভালো। সবার শেষে আমি চাই যে, আপনি স্টাফ ছাঁটাই করার প্রস্তাবটা বাতিল করবেন। বোস্টনে ফোন করে ওদেরকে ছাঁটাই বাতিল করতে বলুন আর

কনেকশনের জন্য এক নতুন সেলস্-ড্রিভন রিকভারী প্ল্যান ট্রাই করতে বলুন।"

"আমি সেটা করতে পারি না।" বক্সী বলল।

ক্রুম নিজের মোবাইল ফোনটা বক্সীর মুখের কাছে ধরল।

"আমি চেষ্টা করব, যাতে গোটা ভারত কালকের মধ্যে আপনার আসল রূপটা জেনে যায়।" ক্রুম বলল – "শুনুন। আমি এই চাকরীর পরোয়া করি না... কিন্তু অন্য এজেন্টদের পরিবার, সন্তান আর অনেক রকমের দায়িত্ব রয়েছে। আপনি তাদেরকে এই ভাবে ছাঁটাই করতে পারেন না। এখন বলুন, কোন্ চ্যানেলটা আপনার পছন্দ ?"

"আমাকে আধ ঘন্টা সময় দাও। আমি বোস্টনের সঙ্গে কথা বলে দেখি।" বক্সী বলল।

"গুড ! আমরা ই-মেলটা চেপে যাব। কিন্তু আপনি যত শীঘ্র সম্ভব এই কল সেন্টার, এই শহর আর এই দেশ ছেড়ে চলে যান। আমাদের এক নতুন বসের প্রয়োজন। আমরা এক স্বাভাবিক, ভদ্র, প্রেরক ব্যক্তিকে আমাদের বস্ হিসেবে চাই...।"

বক্সী লাগাতার নিজের মুখ থেকে ঘাম মুছে নিতে-নিতে মাথা নাড়ল।

"গুড ! আর কিছু ? হ্যাঁ... আপনি আমার মোনিটরের ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করছিলেন না ?" ক্রুম বলল।

"মোনিটর ? কোন্ মোনিটর ?" বক্সী বলল।

#33

বক্সী ক্রুমকে স্পীকার রুমের চাবি দিয়ে দিল। শীঘ্রই, বক্সী নিজের ফোনে কথা বলছিল। ও ফোনে বোস্টন অফিসে ম্যানেজমেন্ট মীটিংয়ের ব্যবস্থা করার জন্য বলছিল। এর আগে আমি ওকে কখনো এতটা যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করতে দেখিনি।

ক্রুম ব্রডকাস্ট রুমে গেল আর মাইকগুলো অন্ করে দিল। আমি মেইন্ কম্প্যুটার্স বে-তে গেলাম সাউণ্ড কোয়ালিটি চেক্ করার জন্য।

"হ্যালো, এভরিওয়ান। দয়া করে আপনারা আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনুন। আমি ক্রুম বলছি, স্ট্র্যাটেজিক গ্রুপ থেকে।"

ক্রুমের গলা গোটা কনেকশনে গুঞ্জরিত হতে থাকল। সব এজেন্টরা নিজেদের কাস্টমারের সঙ্গে কথা বলতে-বলতেও মুখ তুলে স্পীকারের দিকে তাকাল।

"আপনাদের কাজে বাধা দেওয়ার জন্য দুঃখিত... কিন্তু এটা অত্যন্ত জরুরী। এটা

স্টাফ ছাঁটাইয়ের ব্যাপারে। আপনারা কি নিজেদের সব কল ডিস্‌কোনেক্ট করতে পারবেন ?" স্পীকারে ক্রুমের আওয়াজ ভেসে উঠল।

সবাই 'ছাঁটাই' শব্দটা শুনল আর বেশ কয়েক হাজার কল এক সঙ্গে ডিস্‌কোনেক্ট হয়ে পড়ল। নতুন কল স্ক্রীণে ভেসে উঠল... কিন্তু কেউই কল এ্যাটেণ্ড করল না।

ক্রুম বলে চলল : "এত দিন ধরে কিছু মূর্খ এই কল সেন্টার চালিয়ে এসেছে... যার জন্য আজ রাতে আমাদের সমস্যায় পড়তে হয়েছে। তাদের ভুলের জন্য আপনাদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ লোক চাকরী হারাতে চলেছেন। এটা আমার কাছে ঠিক বলে মনে হয়নি। আপনাদের কাছে কি সেটা ঠিক বলে মনে হচ্ছে ?"

কেউ উত্তর দিল না।

"আমি আপনাদের উত্তর জানতে চাই। আমি কি এই কল সেন্টার আর আপনাদের চাকরী বাঁচানোর কাজে আপনাদের সমর্থন পাব ?"

সব এজেন্টরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল... ওদের তখনো হয়তো পুরোপুরি বিশ্বাস হচ্ছিল না। ওদের মধ্যে অনেকে মৃদু স্বরে 'হ্যাঁ' বলল।

"সবাই এক সঙ্গে বলুন আর জোরে বলুন। আমার প্রতি কি আপনাদের সমর্থন আছে ?" ক্রুম বলল।

"হ্যাঁ।" এবার এক সামূহিক স্বর ভেসে এল।

আমি মেইন্ বে-র কোণের হল ঘরে দাঁড়িয়েছিলাম। প্রতিটি এজেন্ট তাদের চোখ ফায়ার ড্রিল স্পীকারের ওপরে নিবদ্ধ করে রেখেছিল। ক্রুম বলে চলল... এবার বেশ দৃঢ় স্বরে।

"ধন্যবাদ, বন্ধুরা ! আনি প্রচণ্ড ক্ষেপে আছি। কারণ প্রতি দিন আমি আমাদের দেশে পৃথিবীর কিছু শক্তিশালী আর বুদ্ধিমান লোকেদের দেখতে পাই। আমি তাদের ভেতরের সম্ভাবনাকে দেখতে পাই... কিন্তু সেই সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে পড়ছে। এক পুরো প্রজন্ম সারা রাত ধরে কিছু সাদা গাধাদের বেঁচে থাকার জন্য সহায়তা করে আসছে। আর তারপর বড় কোম্পানীরা আনাদের এটা বোঝাতে আসে যে, জাংক ফুড, রঙীন জল, ক্রেডিট কার্ড আর দামী জুতো কেনার জন্য আমাদের নাকি তাদের দেওয়া এই চাকরী করতেই হবে। তারা এটাকে ইউথ কালচার বলে। তারা কি এই দেশের যুবাদের এমনটাই মনে করে ? আজ থেকে দুই প্রজন্ম আগে, এই দেশের যুবা সম্প্রদায় দেশকে স্বাধীন করে তুলেছিল। সেটা কিছুটা অর্থপূর্ণ ছিল। কিন্তু তারপর কি হয়েছে ? আমরা হাই-স্পেণ্ডিং ডেমোগ্রাফিকে পরিণত হয়েছি। যুবাশক্তি হিসেবে ওরা শুধু আমার খরচ করার ক্ষমতাকে দেখে।" ক্রুম বলল। ওর কথাকে সকল এজেন্টরা যে ভাবে মনোযোগ দিয়ে শুনছিল, সেটা দেখে আমিও অবাক হয়ে উঠলাম।

ক্রুম বলে চলল ঃ "এই ফাঁকে আমাদের বোকা বস্ আর আমেরিকানরা আমাদের দেশের সব থেকে বেশী উৎপাদনশীল প্রজন্মের শরীর থেকে রক্ত টেনে বার করে নিতে লাগল। কিন্তু আজ রাতে আমরা তাদেরকে দেখিয়ে দেব। আর তার জন্য আমার আপনাদের সমর্থন চাই। আপনারা আমাকে এটা বলুন যে, আপনারা কি পরের দুটো ঘণ্টা কঠিন মেহনত করতে রাজী আছেন?"

"হ্যাঁ।" সবাই এক সঙ্গে বলে উঠল। ক্রুম শ্বাস নেওয়ার জন্য থামলে গোটা কল সেন্টার কেঁপে উঠল।

"গুড! শুনুন তাহলে। এই কল সেন্টার একমাত্র তখনই টিকে থাকবে, যখন আমাদের কল ট্রাফিক বেড়ে উঠবে। আমার প্ল্যান হচ্ছে আমেরিকানদের নিয়মিত রূপে আমাদের কল করার জন্য ভয় দেখানো। ওদেরকে এটা জানান যে, উগ্রবাদীরা এক নতুন কম্প্যুটার ভায়রাস নিয়ে আমেরিকাকে আঘাত হেনেছে, যেটা ওদের দেশকে নীচে নামিয়ে নিয়ে আসবে। ওরা একটা মাত্র উপায়ে সুরক্ষিত থাকতে পারে... যদি ওরা আমাদেরকে নিয়মিত রূপে ফোন করে নিজেদের অবস্থা জানায়। আমরা এই জিনিষটা এই ভাবে করব ঃ আপনাদের কাছে যত কাস্টমারের নাম্বার আছে, বার করে নিন আর তাদেরকে ফোন করুন। আমি আপনাদের ই-মেলে একটা কল স্ক্রিপ্ট পাঠাচ্ছি। সেটা পাঁচ মিনিটের ভেতরে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। ততক্ষন আপনারা নাম্বার বার করুন।" ক্রুম বলল।

মেইন্ বে-তে কোলাহল বেড়ে উঠল, কারণ প্রায় কয়েক শো লোক এক সঙ্গে কথা বলতে লাগল। লোকেরা পাগলের মত নিজেদের ডাটাবেস থেকে কাস্টমারদের নাম্বারের প্রিন্ট আউট বার করতে লাগল। কেউই এই ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল না যে, এই প্ল্যানটা সফল হবে কি না... কিন্তু ছাটাই এড়ানোর জন্য কিছু একটা করতে তৎপর হয়ে উঠেছিল।

ক্রুম আর আমি নিজেদের বে-তে ফিরে এলাম। ক্রুম নিজের কম্প্যুটারে অত্যন্ত দ্রুত কিছু একটা টাইপ করল আর কয়েক মিনিট পরে আমার কাঁধে চাপড় মারল।

"তোমার ই-মেল চেক্ করো।" ক্রুম আমার স্ক্রীণটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল।

আমি আমার ইন্বক্স ওপেন করলাম। ক্রুম কল সেন্টারের প্রত্যেককে মেল পাঠিয়েছিল।

Subject : Operation Yankee Fear

Dear All,

Operating Yankee Fear's single aim is to increase the incoming call traffic in the Connexions call center, capitalizing on Americans

being the biggest cowards on the planet. This will prevent the planned mass-layoffs and help us buy more time to fix things around the place, including a marketing effort to get new clients.

Operation Yankee Fear cannot succeed without your 100% cooperation. So, please read the instructions below carefully and relentlessly focus on making calls for the next two hours. When you call each customer, the key message you have to deliver is as follows :

01. Start by saying you are sorry to disturb them on Thanksgiving Day.

02. State that 'evil forces' of the World have unleashed a computer virus that threatens to pervade every computer in America. This way the evil forces will monitor every Americans and eventfully destroy the American economy. Tell them that, according to your information, the virus has hit their computer.

03. If asked what the 'evil forces' are, give vague explanations like 'forces that want to harm the US' or 'organizations that threaten freedom and liberty' etc. Remember, the more vague you are, the greater the amount of fear you can create. Try to inject genuine panic into your voice.

04. To check whether the virus has hit them or not, make them do an MSWord test. Tell them to open an empty MSWord file, and type in =rand (200,99) and press enter. If a lot of text pops comes out, that means there is a virus. (Don't worry : the text WILL pop out - it is a bug in MSWord). Once that happens, your customers might start shaking in fear.

05. Tell them you can save them from this virus as (a) you are from India, and all Indians are good at computers (b) India has faced terrorism for years and (c) they are valued clients and you believe in customer service.

06. However, if they want our help, they must keep calling the Connexions call center every six hours. Even if nothing happens,

they should just call to say things are okay. (The shorter the calls, the better for us anyway).

07. Once calls rise, I will speak to Boston about the sudden rise in traffic and recommend to postpone the layoffs for two months. After that, we can implement a revival strategy.

Cheers,
Varun @ WASG

আমি ই-মেলটা পড়া শেষ করতে ক্রুম আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল আর চোখ টিপল।

"এমএসওয়ার্ড ট্রিকটা কেমন ?" আমি বললাম।

"ট্রাই করে দেখো... একটা ওয়ার্ড ফাইল ওপেন করো।" ক্রুম বলল।

আমি একটা খালি ওয়ার্ড ডক্যুমেন্ট ওপেন করলাম আর =rand (200,99) টাইপ করলাম।

আমি ENTER-তে চাপ দেওয়ামাত্র 200 পেজ টেক্সট্ বেরিয়ে এল। সেই টেক্সট্টা এই রকম ছিল ঃ

The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps...!

"অবিশ্বাস্য ! এসব কি ?" আমি বললাম।

"আমি তোমাকে বলেছিলাম, এটা হচ্ছে এমএসওয়ার্ডের ভাইরাস। এবার শুধু মজা দেখে যাও।" ক্রুম বলল।

ক্রুমের পাঠানো ই-মেল প্রায় এক হাজার মেল বক্সে পৌঁছে গেছিল আর এজেন্টরা সেটাকে তৎক্ষনাত পড়েও নিয়েছিল।

টিম লীডার্সরা এজেন্টদের সন্দেহ দূর করতে সহায়তা করলেন আর কয়েক

মিনিটের ভেতরে, এজেন্টরা সেই কাজটা করতে শুরু করে দিল, যে কাজটায় ওরা অত্যন্ত দক্ষ ছিল : যত দ্রুত সম্ভব লোকেদের ফোন করে তাদেরকে এক মেসেজ পৌঁছে দেওয়া। আমি আমাদের বে ছেড়ে এগিয়ে চললাম আর মেইন্ বে পার করে গেলাম। আমি টেলিফোন কথোপকথনের লাগাতার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম।

"হ্যালো, মি. উইলিয়াম! থ্যাঙ্কসগিভিং ডে-তে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। আমি ওয়েস্টার্ণ কম্প্যুটার্স থেকে এক জরুরী পরিস্থিতির ব্যাপারে আপনাকে জানাতে চাই। আমেরিকার ওপরে এক কম্প্যুটার ভায়রাসের এ্যাটাক হয়েছে।" একজন এজেন্ট বলল।

"ইয়েস স্যার! আমাদের রেকর্ড অনুসারে আপনার কম্প্যুটার প্রভাবিত হয়ে পড়েছে।" অন্য আরেকজন এজেন্ট বলল।

"আমাদের মনে হয় যে, কোন শয়তানী শক্তি আপনাকে টার্গেট বানিয়েছে।" এক 18 বছরের এজেন্ট বলল – "কিন্তু আমরা আপনাকে রক্ষা করতে পারি।"

"আপনি আমাদের কল করতে থাকুন... প্রতি 4 থেকে 6 ঘন্টা বাদে-বাদে।" এক মহিলা এজেন্ট এই বলে কল শেষ করল।

কিছু-কিছু এজেন্ট আরও একটু এগিয়ে গিয়ে বলল – "আমি চাই যে, আপনি এই ব্যাপারে নিজের সব বন্ধু আর আত্মীয়দেরও জানান। হ্যাঁ, তাঁরাও আমাদের কল করতে পারেন।"

কিছু-কিছু কাস্টমার ভয় পেয়ে গেল আর এজেন্টরা তাদেরকে আশ্বাস দিল, – "কোন ব্যাপার নয়। আমরা আপনাদের দেশকে বাঁচিয়ে নেব। শয়তানী শক্তি সফল হবে না।"

এক হাজার এজেন্ট, চার মিনিটের একটা কল – আমরা দু ঘন্টায় ত্রিশ হাজার কল এ্যাটেণ্ড করতে পারি। ওরা যদি প্রতি 6 ঘন্টা পরে-পরে ফোন করে, তাহলে আমরা প্রতি দিনে একশো হাজারেরও বেশী কল পাব। এমনটা যদি এক সপ্তাহ ধরেও চলে, তাহলে আমরা পরের দু মাসের টার্গেট কভার করে নিতে পারব। আশা করা যায় যে, এক নতুন ম্যানেজার আর অতিরিক্ত সেলস্ এফর্টের কারণে কনেকশন্স রিকভার করে যাবে। আর আপাততঃ কাউকে চাকরী হারাতে হবে না।

ক্রম আমার খোঁজে মেইন্ বে-তে এল। আমরা ডব্লিউ.এ.এস.জি.-তে ফিরে গেলাম। ক্রম কন্‌ফারেন্স রুমে আসতে বলল।

"ভালোই সাড়া পাওয়া গেছে। আমরা ত্রিশ মিনিট কল করেছি আর কল ট্রাফিক ইতিমধ্যেই পাঁচ গুণ বেড়ে উঠেছে।" ক্রম বলল।

"বাহ... দারুণ!" আমি বললাম – "তুমি আমাকে আমাদের ওয়েব ডিজাইনিং কোম্পানীর প্রতি আশ্বস্ত করে তুলেছ। এবার ডেস্কে যাওয়া যাক... তুমি

আমাকে এখানে ডেকে এনেছ কেন ?"

"আমাদের তৃতীয় ব্যক্তিগত এজেণ্ডার ওপরে আলোচনা করার আছে।"

"কি সেটা ?" আমি বললাম।

"তৃতীয় এজেণ্ডাটা হচ্ছে তোমার ব্যাপারে। তুমি কি প্রিয়াঙ্কাকে ফিরে পেতে চাও না ?"

#34

"না। প্রিয়াঙ্কা আর আমি পরস্পরের থেকে আলাদা হয়ে পড়েছি।" আমি বললাম।

"নিজের হৃদয়ের প্রতি সৎ হও, শ্যাম! তুমি ঈশ্বরকে সব কিছু খুলে জানিয়েছ।"

আমি নীচের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ক্রুম আমি মুখ খোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করে রইল।

"আমি চাই কি না, তাতে কিছুই যায়-আসে না। আমার প্রতিযোগীকে একবার দেখো। আমি মি. পারফেক্ট গণেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কি করে এঁটে উঠব ?"

"দেখো, এটাই হচ্ছে আমাদের সমস্যা। আমরা সবাই গণেশকে মি. পারফেক্ট হিসেবে মেনে নিয়েছি। কিন্তু এই জগতে কেউই পারফেক্ট নয়।"

"হ্যাঁ... ঠিক কথা। সুইমিং পুল সমেত বাড়ী, আমার দশ বছরের মাইনের থেকেও বেশী দামের গাড়ী, পৃথিবীর টপ্ কোম্পানীর চাকরী – আমি তো এসবের মধ্যে পারফেক্ট না হওয়ার মত কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।"

"সবার মধ্যেই কিছু-না-কিছু খুঁত থাকে। আমাদের গণেশের ভেতরের খুঁতটাকে খুঁজে বার করতে হবে।"

"আমরা সেটা কি করে খুঁজে বার করব ? আর যদি আমরা সেটা খুঁজেও পাই, তাতেও কি হবে ? ও এত ভালো যে, প্রিয়াঙ্কা ওকেই বিয়ে করবে।" আমি বললাম।

"অন্ততঃ পক্ষে প্রিয়াঙ্কার তো এটা জানা উচিত যে, ও সব থেকে ভালো ছেলেকে বিয়ে করতে যাচ্ছে না।" ক্রুম বলল।

আমি দুটো মিনিট চুপ করে রইলাম। তারপর বললাম – "হ্যাঁ। কিন্তু আমরা এখন গণেশের খুঁত কি করে বার করব ?" এই বলে আমি হাতঘড়ির দিকে তাকালাম। তখন বাজে ভোর 5:30!

"একটা-না-একটা উপায় ঠিকই হবে।" ক্রুম বলল।

"আমাদের শিফট্ আর 90 মিনিটের ভেতরে শেষ হয়ে পড়বে আর তারপর

প্রিয়াঙ্কা বাড়ী চলে যাবে। তুমি ঠিক কি করতে চাইছ ?" আমি বিরক্তি মেশানো গলায় বললাম।

"হাল ছেড়ে দিও না, শ্যাম।" ক্রুম আমার কাঁধে চাপড় মেরে বলল।

"আমি প্রিয়াঙ্কাকে ভুলতে চাইছি। কিন্তু তুমি যদি আমার ভেতরটায় খুঁজে দেখো, সেখানে এখনও যন্ত্রণা রয়েছে। সেই যন্ত্রণাকে আর বাড়িয়ে তুলো না, ক্রুম।"

"বাহ... দারুণ নাটুকেপনা! আমার ভেতরে খুঁজে দেখো, সেখানে এখনও যন্ত্রণা রয়েছে।" ক্রুম হেসে উঠে বলল।

"আমার মন্তব্যের জন্য দুঃখিত। চলো, বে-তে ফিরে যাওয়া যাক।" আমি বললাম।

"এক মিনিট দাঁড়াও। তুমি এই মাত্র *'খুঁজে দেখো'* বলেছিলে।"

"হ্যাঁ, আমার ভেতরে খুঁজে দেখো... সেখানে এখনও যন্ত্রণা রয়েছে। আমি জানি, যন্ত্রণা আছে। কেন ?" আমি বললাম।

"খুঁজে দেখা। আমরা সেটা করতেই পারি। গুগল আমাদের হয়ে গোয়েন্দাগিরি করবে। এসো, গণেশের ব্যাপারে একটু খুঁজে দেখি আর কি বেরোয়, দেখা যাক।"

"কি ? তুমি গণেশের ব্যাপারে খুঁজে দেখতে চাও ?"

"হ্যাঁ, কিন্তু তার জন্য আমাদের ওর পুরো নামের প্রয়োজন। এসো, ওর কলেজটাকে খুঁজি। আমার মনে হয়, ও আমেরিকা থেকে কম্প্যুটারে মাস্টার্স ডিগ্রী করেছে।" ক্রুম বলল আর আমার জামাটাকে চেপে ধরল – "এসো।"

"কোথায় ?" আমি বললাম।

"ডব্লিউ.এ.এস.ডি. বে-তে।" ক্রুম বলল।

প্রিয়াঙ্কা ফোনে আমেরিকানদের ভয় দেখাতে ব্যস্ত হয়ে ছিল। আমার মনে হল, ও চাইলে নিজের কণ্ঠস্বরে এমন একটা ভাব তুলে ধরতে পারে, যেটাকে অবিশ্বাস করাটা কঠিন হয়ে ওঠে। আমার এটাও মনে হল যে, ও এই গুণটা নিজের মায়ের থেকে পেয়েছে। ও একটা কল শেষ করার পরে ক্রুম ওর সঙ্গে কথা বলল।

"প্রিয়াঙ্কা, তোমাকে একটা প্রশ্ন করার ছিল। আমার সম্পর্কে এক ভাই-ও আমেরিকা থেকে কম্প্যুটারে মাস্টার্স ডিগ্রী করেছে। আচ্ছা, গণেশ কোন্ কলেজে যেত ?"

"আমার মনে হয়, উইসকন্সিন।"

"তাই ? আমি এখুনি আমার সেই ভাইকে ই-মেল করে জেনে নিচ্ছি যে, ও-ও একই কলেজ থেকে মাস্টার্স ডিগ্রী করেছে কি না ? হ্যাঁ, গণেশের পুরো নামটা যেন কি ?"

"গণেশ গুপ্তা।" প্রিয়াঙ্কা আরও একটা কল করার প্রস্তুতি নিতে-নিতে

বলল।

"বাহ ! মিসেস্ প্রিয়াঙ্কা গুপ্তা।" এশা হেসে উঠে বললে প্রিয়াঙ্কা ওর দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকাল। প্রিয়াঙ্কার এই নতুন নামটা আমার পাঁজরে এক নতুন যন্ত্রণার সৃষ্টি করল।

"ও.কে.! তোমরা নিজেদের কাজ চালিয়ে যাও।" ব্রুম এই বলে নিজের সীটে ফিরে এল।

ব্রুমের মোনিটর ভেঙে যাওয়ার কারণে ও আমার কম্প্যুটারে বসল। ও গুগল.কম্ সার্চ করতে শুরু করল :

ganesh gupta drunk Wisconsin
ganesh gupta fines Wisconsin
ganesh gupta girlfriend

বিভিন্ন প্রকারের লিংক বেরিয়ে আসতে লাগল, কিন্তু সেগুলোর একটাও আমাদের কাজের ছিল না। এবার আমরা গণেশের ক্লাসমেটদের নামের লিস্ট সার্চ করা শুরু করলাম আর দেখলাম যে, ও বোস্টনে ডীনের লিস্টে ছিল।

"ওহো... প্রচণ্ড বোরিং লোক। আমি অন্য ভাবে চেষ্টা করি।" ব্রুম এই বলে আরও কিছু সার্চ করতে লাগল।

ganesh gupta fail
ganesh gupta party
ganesh gupta drugs

এবারও সেরকম কিছুই বেরিয়ে এল না।

"বাদ দাও। ও হয়তো স্কুলে হেড বয় ছিল।"

"বাজী ধরবে ? ও স্যারেদের প্রিয় স্টুডেন্ট ছিল।" ব্রুম এক হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল – "আমি হার মেনে নিচ্ছি। আমি নিশ্চিত যে, আমি যদি এই রকম কিছু টাইপ করি, তাহলে অনেক কিছুই বেরিয়ে আসবে।"

ganesh gupta microsoft award

আরও বেশ কিছু লিংক বেরিয়ে এল। আমরা সেগুলোর মধ্যে কয়েকটায় ক্লিক্ করলাম আর তারপর আমরা ওর ফোটোসমেত একটা লিংকে হিট করলাম। সেটা ছিল গণেশের অন্লাইন এ্যালবাম।

"দেখো, এই হচ্ছে ও... নিজের বন্ধুদের সঙ্গে।" ব্রুম ফিস্ফিস্ করে বলল আর সেই লিংকটায় ক্লিক্ করল – "এসো, এটা দেখা যাক, ওর বন্ধুরা কতটা কুৎসিত ?"

সেই লিংকটা 'মাইক্রোসোফ্ট এ্যাওয়ার্ড পার্টি ফোটোস' নামে একটা ওয়েব পেজ

ওপেন করল। পার্টিটা গণেশের বাড়ীতেই ছিল। গণেশ মাইক্রোসোফ্টে কোন সাইডি ডেভেলপার এ্যাওয়ার্ড জিতেছিল। ওর কয়েকজন বন্ধু ওর বাড়ীতে এসেছিল আনন্দোৎসবে যোগ দিতে।

"স্লাইড শো করো।" আমি বলায় ক্রম সেই অপ্‌শনটাকে সিলেক্ট করল। আমরা একবার এটা দেখে নিলাম যে, মেয়েরা সবাই নিজেদের কলে ব্যস্ত হয়ে রয়েছে।

স্ক্রীণে ছবিটা ভেসে ওঠায় আমরা দেখলাম যে, সেটা হচ্ছে সব ভারতীয়দের নিয়ে এক গার্ডেন পার্টির ছবি। টেবিলে একটা ছোট লোকালয়ের পেট ভরানোর পক্ষে পর্যাপ্ত প্রচুর খাবার রয়েছে। আমরা গণেশের বাড়ী আর ওর সেই প্রাইভেট স্যুইমিং পুল দেখতে পেলাম। সেটা এক বড় আকারের বাথটবের মতই ছিল। কিন্তু গণেশ ওটার কথা এমন ভাবে বলেছিল, যেন অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন সাঁতারুরা সেই পুলেই প্র্যাক্টিশ করে।

"আমার মনে হচ্ছে, আমরা কিছু একটা খুঁজে পেয়েছি।" ক্রম বলল। ও ফোটোগুলোর মধ্যে একটার দিকে ইশারা করে দেখাল, যে ফোটোটায় গণেশ এক গ্লাস বীয়ার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

"এতে এমন কি আছে ?" আমি বললাম। বীয়ারের গ্লাস হাতে নেওয়ার মধ্যে স্ক্যাণ্ডালের কি আছে ? বিনা পয়সায় পাওয়া গেলে প্রিয়াঙ্কাও দশ গ্লাস বীয়ার গিলে নিতে পারে।

"গণেশের মাথাটাকে দেখো।" ক্রম বলল।

"কি ?" আমি বললাম আর আরও একটু কাছ থেকে দেখার চেস্টা করলে আমি সেটা দেখতে পেলাম।

"ওহো... না।" আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠছিলাম... কোন রকমে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে আমি আমার আওয়াজটাকে আস্তে করে নিলাম।

ছবিতে গণেশের মাথার ঠিক মাঝখানে একটা টাক পড়ার চিহ্ন ছিল। সেটা হ্যাপী মীল বার্গারের আকারের ছিল আর ক্যামেরার ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় চমকাচ্ছিল।

"অবিশ্বাস্য...!" আমি বললাম।

"শ্‌-শ্‌-শ্‌!" ক্রম বলল – "তুমি-এটা লক্ষ্য করেছিলে কি যে, স্ট্যাচু অফ্‌ লিবার্টির সামনে তোলা ফোটোটায় ওর মাথায় এই চিহ্নটা ছিল না।"

"এই এ্যালবামের সব ফোটোগুলো কি এই রকম ?" আমি বললাম।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার।" ক্রম বলল আর একটার পরে আরেকটা ফোটো দেখে যেতে লাগল – বেশীর ভাগ ফোটোতেই মুখভর্তি আর প্লেটভর্তি খাবারসহ লোকেদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। তবে সব ফোটোতেই একটা জিনিষ কমন ছিল : যেখানেই

গণেশ রয়েছে, সেখানেই সেই টাক মাথার চিহ্নটা রয়েছে।

ক্রুম কম্প্যুটারের মাউসটাকে দূরে ঠেলে দিল। ও এক গর্বিত ভঙ্গীতে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বলল – "আমি আগেই বলেছিলাম যে, এই পৃথিবীতে কেউই পারফেক্ট নয়... অবশ্য গুগলকে বাদ দিয়ে।"

আমি কম্প্যুটার স্ক্রীণ আর ক্রুমের মুখটার দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম।

"এবার ?" আমি বললাম।

"এবার আমরা মেয়েদের এটা দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাব।" ক্রুম মুচকি হেসে বলল।

"না, সেটা ঠিক হবে না...।" আমি বললাম... কিন্তু ততক্ষনে অনেক দেরী হয়ে গেছিল।

"এশা, রাধিকা, প্রিয়াঙ্কা। তোমরা কি গণেশের আরও কিছু ছবি দেখতে চাও ? তাহলে এখুনি এখানে চলে এসো।" ক্রুম বলল।

মেয়েরা নিজেদের ফোন কল বন্ধ করে দিয়ে আমাদের দিকে তাকাল। এশা আর রাধিকা উঠে দাঁড়াল।

"কোথায়... কোথায় ? আমাদের দেখাও।" এশা বলল।

"তোমরা কি ব্যাপারে কথা বলছ ?" প্রিয়াঙ্কা আমাদের কাছে এসে বলল।

"ইন্টারনেটের শক্তির ব্যাপারে। আমরা ইন্টারনেটে একটা অন্‌লাইন এ্যালবাম খুঁজে পেয়েছি। এসো, তোমাকে তোমার নতুন বাড়ী দেখাই।" ক্রুম বলল। ও গণেশের মাথার টাকের ব্যাপারটা চেপে গেল, যাতে সেটা মেয়েরা নিজেরাই আবিস্কার করতে পারে। আমি প্রিয়াঙ্কার মুখে-চোখে উত্তেজনা আর উৎসুকতার মিশ্রণ লক্ষ্য করলাম।

"দারুণ!" এশা সুইমিং পুলের পেছনে বার-বি-কিউ দেখে বলল – "কিন্তু গণেশ কোথায় ? দাঁড়াও, আমাকে খুঁজে দেখতে দাও।" ও মোনিটরের ওপরে আঙুল রেখে বলল – "এই যে... না, এটা নয়। এর মাথায় তো টাক রয়েছে। গণেশের কি কোন বড় দাদাও আছে ?"

প্রিয়াঙ্কা আর রাধিকা আরও কাছ থেকে দেখল।

"না, ওটাই গণেশ।" প্রিয়াঙ্কা বলল আর গণেশের মাথায় টাক দেখে ওর মুখটা হাঁ হয়ে উঠল। আমার এমনটা মনে হল, যেন ওর ফুসফুস থেকে সমস্ত হাওয়া বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

"কিন্তু প্রিয়াঙ্কা আমাদের গণেশের যে ফোটোটা দেখিয়েছিল, তাতে তো আমি টাক দেখতে পাইনি...।" এশা বলল। রাধিকা এশার হাতটাকে চেপে ধরল আর এশা কথা থামিয়ে নিজের ভ্রূ কুঞ্চিত করে তুলল।

প্রিয়াঙ্কা কম্প্যুটারের আরও কাছে এগিয়ে এল আর ঝুঁকে পড়ে ছবিগুলোকে আরও ভালো করে দেখার চেস্টা করতে লাগল। ও এটা জানতেও পারছিল না যে, ঝুঁকে পড়ার সময় ওর মাথার চুল আমার কাঁধের ওপরে এসে পড়ছিল। আমার বেশ ভালোই লাগছিল।

অবশ্য প্রিয়াঙ্কার একটুও ভালো লাগছিল না। ও সেই স্ট্যাচু অফ্ লিবার্টির সামনে তোলা ফোটোটা নিয়ে এল আর আমরা সেটা আবার একবার ভালো করে দেখলাম। এতে গণেশের মাথায় টাক ছিল না।

"হয়তো এই অন্‌লাইন এ্যালবামের লোকটা গণেশের বড় দাদা হবে।" রাধিকা বলল।

"না, গণেশের কোন ভাই নেই। ওরা এক ভাই-এক বোন।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

আমরা সবাই কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইলাম।

"অবশ্য এতে তেমন কিছুই যায়-আসে না, তাই না ? দুটো আত্মার ভালবাসার মাঝে একটুখানি টাক কোন ব্যবধানই সৃষ্টি করতে পারে না।" ক্রুম বলল। আমি হাসি চাপার জন্য নিজের চোয়াল দুটোকে জোর করে বন্ধ করে রাখলাম।

"চলো, অনেক মজা হয়েছে... এবার যে-যার কাজে ফেরা যাক।, কলের ব্যাপারে ভুলে যেও না।" ক্রুম বলল।

প্রিয়াঙ্কা অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে নিজের সীটের দিকে এগিয়ে গেল। ও নিজের সীটে বসে নিজের মোবাইল ফোনটা বার করে নিল। ও একটা লম্বা নাম্বার মেলাল... হয়তো লং ডিসট্যান্ট নাম্বার। এই কলটা মজার হতে পারে আর আমি ভাবলাম, যদি এই কলটাকে ট্যাপ করতে পারতাম।

"হ্যালো গণেশ। শোন, আমি বেশীক্ষন কথা বলতে পারব না। আমি কিছু জিনিষ জানতে চাই... হ্যাঁ, মাত্র একটা প্রশ্ন... আসলে এখুনি আমি ইন্টারনেটে সার্ফিং করছিলাম...।" প্রিয়াঙ্কা বলল আর নিজের সীট থেকে উঠে দাঁড়াল। ও ঘরের এক কোনে চলে গেল... ফলে ওর কথা আমি আর শুনতে পাচ্ছিলাম না।

আমি কয়েকটা কল করলাম আর আরও কিছু আমেরিকানদের ভয় পাইয়ে দিলাম। প্রিয়াঙ্কা দশ মিনিট পরে নিজের সীটে ফিরে এল আর মোবাইল ফোনটাকে নিজের ডেস্কের ওপরে ছুঁড়ে দিল।

এশা নিজের ভ্রু দুটোকে ওপর-নীচ করল, যেন ও এটা জানতে চাইছে – "কি ব্যাপার ?"

"অন্‌লাইন এ্যালবামে গণেশের ফোটোই ছিল।" প্রিয়াঙ্কা বলল – "আসলে ওর বলার মত তেমন কিছুই ছিল না। ও বলল যে, ওর মা স্ট্যাচু অফ্ লিবার্টির সামনে তোলা ফোটোয় ওর চুলে কিছুটা টাচ-আপ্ করে নিতে বলেছিল... যাতে

এ্যারাঞ্জড ম্যারেজ মার্কেটে সহায়তা পাওয়া যায়।"

"ওহো... না।" এশা বলল।

"ও বেশ কয়েকবার ক্ষমা চেয়েছে। ও বলছিল যে, ও এসবের পক্ষে ছিল না... কিন্তু ওর মা চাপ দেওয়ায় ওকে শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে হয়েছিল।"

"ওর কি নিজস্ব কোন মত নেই?" এশা বলল।

"হে ঈশ্বর! এখন আমি কি করব?" প্রিয়াঙ্কা নিজের মনেই বলল।

"ওর কথাগুলো কি তোমার কাছে সত্যি বলে মনে হয়েছে?" রাধিকা বলল।

"হ্যাঁ, আমার তো সেরকমই মনে হল। ও বলছিল যে, ও আমার মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছে। ও এই ব্যাপারে আমার পরিবারের লোকেদের কাছেও ক্ষমা চাইতে রাজী আছে।"

"তাহলে তো ঠিকই আছে। টাকে কি যায়-আসে? ওর টাক নিয়ে তোমার ভেতরে কি কোন প্রকারের দ্বিধা আছে?" রাধিকা বলল।

"তাছাড়া সব পুরুষের মাথাতেই একদিন-না-একদিন টাক পড়বে। এটা নিয়ে তোমার তো এখন আর করার কিছুই নেই।" এশা বলল।

"সেটা সত্যি।" প্রিয়াঙ্কা খুবই আস্তে বলল। আমি ওর গলার স্বরে অনুতাপের ছোঁওয়া লক্ষ্য করলাম আর আমি ভ্রুমের দিকে ঘুরে বসলাম।

"হ্যাঁ... করার আর কিছুই নেই। শুধু এটা দেখো, বিয়ের সময় ও যেন মাথায় টুপী পরে থাকে। নয়তো তোমাদের বিয়ের সব ফোটোতেই টাচ-আপ্ করাতে হবে।" ভ্রুম বলল। এশা আর আমি হাসি চাপতে নীচের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

"শাট আপ্, ভ্রুম।" রাধিকা বলল।

"স্যারি। আমার এমনটা বলা উচিত হয়নি। সত্যি কথা বলতে গেলে, এটা কোন ব্যাপারই নয়। প্রিয়াঙ্কা, এই পৃথিবীতে কেউই পারফেক্ট নয় আর আমরা সবাই সেটা জানি, তাই না? চলো, এবার কাজে ফেরা যাক।" ভ্রুম বলল।

#35

পরের আধ ঘণ্টা আমরা একটা কাজই করে চললাম – কনেকশন্সকে বাঁচাতে আমেরিকানদের ভয় দেখানো।

6:30-টার সময় আমি মেইন্ বে-তে গেলাম। টীম লীডার্সরা আমাকে ঘিরে ধরে খবরটা দিল। ইনকামিং কলের সংখ্যা ইতিমধ্যেই প্রচণ্ড রকম বেড়ে উঠেছিল... যদিও আমরা এমনটা আরও 6 ঘণ্টা পরে হওয়ার আশা করেছিলাম। ডিনারে টার্কী খেতে থাকা সত্ত্বেও আমেরিকানরা কম্প্যুটার ভায়রাসের ব্যাপারে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে

গেছিল। কেউ-কেউ তো এক ঘন্টার ভেতরেই আমাদের বেশ কয়েকবার কল করেছে।

ভ্রুম আর আমি কিছু সিনীয়র টীম লীডার্সদের সঙ্গে নিয়ে বক্সীর অফিসে গেলাম। বক্সী বোস্টন অফিসের সঙ্গে এক জরুরী ভিডিয়ো কন্‌ফারেন্স কলের ব্যবস্থা করেছিল। আমরা নতুন কল ডাটা পেশ করার পরে বক্সী আমাদের সমর্থন জানাল। ও অবশ্য কল ট্রাফিক ভল্যুম দেখে সম্ভাব্য নতুন রাজস্বের ব্যাপারে চিন্তা করেই আমাদের সমর্থন জানিয়েছিল। কুড়ি মিনিটের ভিডিয়ো ডিস্‌কাশনের পরে, বোস্টন দু মাসের জন্য ছাটাই মুলতুবী রাখতে রাজী হল। ওরা কিছু টপ টীম লীডার্সদের শর্ট-টার্ম সেনস্ এ্যাসাইনমেন্টে বোস্টনে পাঠানোর ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতেও রাজী হল। অবশ্য, তার জন্য টীম লীডার্সদের পরের কয়েক সপ্তাহের ভেতরে এক পরিস্কার প্ল্যান পেশ করতে হবে।

''আমরা এসব কি করে করলাম? আমি স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি যে, এই প্ল্যানটা খেটে যাবে।'' আমি বক্সীর অফিস থেকে বেরিয়ে আসার সময় ভ্রুমকে প্রশ্ন করলাম।

''তুমি আমেরিকানদের ভবিষ্যতে বেশ কিছু ডলার প্রাপ্তির সম্ভাবনার কথা জানাও... ওরা তোমার সব কথা শুনবে। মাত্র দুটো মাস... কিন্তু সেটাও এখনকার পক্ষে অনেক।'' ভ্রুম বলল।

এই ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পরে যে, কনেকশন্স আপাততঃ সুরক্ষিত... আমি নিজের ডেস্কে ফিরে এলাম। ভ্রুম বাইরে গেছিল ড্রাইভার ঘুম থেকে ওঠার আগে কোয়ালিসটাকে পরিস্কার করতে। আমি ভ্রুমকে বলেছিলাম যে, আমি চুপচাপ কেটে পড়তে চাই – কোন বিদায় সম্ভাষণ নয়, কোন আলিঙ্গন নয়, কোন প্রতিশ্রুতি নয় – বিশেষ করে প্রিয়াঙ্কার সামনে। ভ্রুম আমার কথায় রাজী হয়েছিল আর ও বলেছিল যে, ও 6:50-য়ের আগেই বাইরে নিজের বাইক নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

মেয়েরা 6:45-টায় ওদের কল শেষ করল... আমাদের শিফ্‌ট শেষ হয়ে পড়েছিল। সবাই তাড়াহুড়ো করতে লাগল, যাতে ওরা ঠিক সময় কোয়ালিসে পৌঁছতে পারে, যেটা ঠিক 7:00-টার সময় গেটের সামনে অপেক্ষা করবে।

''আমার প্রচণ্ড উত্তেজনা হচ্ছে। রাধিকা এবার আমার সঙ্গে যাচ্ছে।'' এশা নিজের মোনিটর স্যুইচ অফ্ করতে-করতে বলল। ও নিজের হ্যাণ্ডব্যাগ খুলল আর ভেতরের সব জিনিষপত্র নতুন করে গুছিয়ে নিতে লাগল।

''সত্যি?'' আমি প্রশ্ন করলাম।

''হ্যাঁ, সত্যি।'' রাধিকা বলল – ''আর মিলিটারী আঙ্কল আমাকে ওনার এক

উকিল বন্ধুর নাম-ঠিকানা দেবেন। আমার এক ভালো ডিভোর্স ল'-ইয়ারের প্রয়োজন।"

"তুমি ব্যাপারটাকে মিটিয়ে নিচ্ছ না কেন?" প্রিয়াঙ্কা মিষ্টির বাক্সটাকে নিজের ব্যাগে রাখতে-রাখতে বলল।

"আমি সমঝোতা করার মুডে নেই। আর এই মুহূর্তে আমি ঐ বাড়ীটিতেও ফিরে যাচ্ছি না। আজ আমার শাশুড়ী নিজের ব্রেকফাস্ট নিজেই বানাবেন।"

"আর তারপর, আমি রাধিকাকে চণ্ডীগড় নিয়ে যাব উইকএণ্ড কাটাতে।" এশা হেসে উঠে বলল।

সবাই প্ল্যান বানাতে ব্যস্ত হয়ে ছিল। আমি ওয়াটার কুলার থেকে জল খাওয়ার অজুহাতে নিজেকে সরিয়ে আনলাম... যাতে আমি সেখান থেকেই অফিস ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে পারি।

#36

6:47-টায় আমি ওয়াটার কুলারের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। এই কল সেন্টারে শেষ বার জল পান করার জন্য আমি কলের দিকে ঝুঁকে পড়লাম।

আমি জল খেয়ে সোজা হতেই পেছনে প্রিয়াঙ্কাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম।

"হাই!" ও বলল – "যাচ্ছ?"

"ওহো... হাই। হ্যাঁ, আমি ব্রুমের বাইকে চেপে...।" আমি মুখ মুছতে-মুছতে বললাম।

"আমি তোমাকে মিস্ করব।" ও আমার কথার মাঝখানে বলে উঠল।

"এ্যাঁ... কোথায়? ক্যোয়ালিসে?" আমি ব্যঙ্গ করে বললাম।

"না, শ্যাম। আমি তোমাকে এমনিতেই মিস্ করব। সব কিছু যেভাবে ঘটল, তার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত।"

"দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই।" আমি রুমাল দিয়ে হাতের আঙুলগুলোকে মুছতে-মুছতে বললাম – "আমার দোষই বেশী ছিল। আমি জীবনযুদ্ধে এক পরাজিত সৈনিকের মতই অভিনয় করছিলাম।"

"শ্যাম! তুমি ব্রুমের কথাগুলো লক্ষ্য করেছিলে – ভারত গরীব দেশ হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, তুমি নিজের দেশকে ভালবাসা বন্ধ করে দেবে।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"কি?" আমি প্রসঙ্গ পাল্টে যাওয়ায় কিছুটা চমকে উঠলাম – "ওহো, হ্যাঁ...। আমি ওর সঙ্গে একমত। যতই হোক্, এটা আমাদের দেশ।"

"হ্যাঁ, আমরা ভারতকে ভালবাসি... কারণ এটা আমাদের দেশ। কিন্তু আরও একটা কারণে আমরা ভারতকে ভালবাসা বন্ধ করে দিতে পারি না... তুমি জানো,

সেই কারণটা কি?"

"কি?"

"আমরা যে আজ এত পেছিয়ে রয়েছি, তার জন্য শুধু ভারতই দায়ী নয়। হ্যাঁ, আমাদের অতীতের কিছু নেতা আরও ভালো কিছু কাজ অবশ্যই করতে পারতেন... কিন্তু এখন আমাদের মধ্যে সেই ট্যালেন্ট রয়েছে আর আমরা সেটা জানি। আর ক্রমের কথামত একদিন আমরা সেটা গোটা দুনিয়াকে দেখিয়েও দেব।"

"ভালো বলেছ।" আমি বললাম। ওর মুখে সক্কালবেলা দেশপ্রেমের কথা আমার কানে কেমন যেন অদ্ভুত শোনাল... আর সেটাও এমন সময়, যেটা হয়তো আমাদের শেষ সাক্ষাৎ ছিল।

আমি মাথা নাড়লাম আর ওর থেকে দূরে সরে যেতে লাগলাম'- "আমার মনে হয়, ক্রুম আমার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে।"

"দাঁড়াও... আমার কথা এখনও শেষ হয়নি।" ও বলল।

"কি?" আমি থমকে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকালাম।

"আমি এই একই যুক্তি আরও একজনের ওপরে প্রয়োগ করেছিলাম।" ও বলল – "আমি তাকেও আমার শ্যামের মতই ভেবেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল যে, আমার শ্যাম হয়তো এই মুহূর্তে জীবনে ততটা সফল নয়... কিন্তু তার অর্থ এটা নয় যে, তার ভেতরে ট্যালেন্ট নেই। আর এটার অর্থ এই নয় যে, আমি শ্যামকে ভালবাসা বন্ধ করে দেব।"

আমি পাথরের মূর্তির মতই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলাম। এমনটা আমার আশার বাইরে ছিল। আমি প্রথমে কথা খুঁজে পেলাম না আর তারপর কাঁপা গলায় বললাম – "প্রিয়াঙ্কা! তুমি এত ভালো-ভালো কথা বললে যে, সারাটা রাত ধরে তোমাকে ঘৃণা করে আসার পরেও এখন আর আমি তোমাকে ঘৃণা করতে পারছি না। কিন্তু আমি এটা জানি যে, আমার তোমাকে ঘৃণা করা উচিত আর এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। কারণ আমি তোমাকে সেসব কিছুই দিতে পারব না, যেগুলো মি. মাইক্রোসোফট দিতে পারে...।" আমার গলাটা অত্যন্ত নার্ভাস শোনাচ্ছিল।

"গণেশ।" ও আমার কথার মাঝখানে বলে উঠল।

"কি?" আমি বললাম।

"ওর নাম হচ্ছে গণেশ... মি. মাইক্রোসোফট নয়।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"হ্যাঁ।" আমি এক নিঃশ্বাসে বলে চললাম – "আমি তোমাকে সেসব কিছুই দিতে পারব না, যেগুলো গণেশ দিতে পারে। আমি কোনদিনও লেক্সাস গাড়ী কিনতে পারব না। হয়তো কোনদিন একটা মারুতী 800 কিনতে পারি...।"

ও হাসল।

"সত্যি ? 800 ? এসি না এসি ছাড়া ?" ও বলল।

"চুপ করো। আমি গম্ভীর কিছু কথা বলার চেষ্টা করছি আর সেটায় তুমি মজা পাচ্ছ ?" আমি বললাম।

ও আবার হেসে উঠল, অবশ্য এবারে ও আস্তে হাসল। আমি আমার ডান চোখ থেকে এক বিন্দু চোখের জল মুছে নিলাম আর ও হাত বাড়িয়ে আমার বাঁ চোখের জলটা মুছিয়ে দিল।

"যাই হোক, এটা আমাদের দুজনের ব্যাপার। আর আমি সেটা জানি। আমি এটাকে যত দ্রুত সম্ভব ভুলে যেতে চাই, প্রিয়াঙ্কা।" আমি অনেকটা নিজের সঙ্গেই কথা বললাম।

আমি নিজেকে সামলে নেওয়া পর্যন্ত ও অপেক্ষা করে রইল। আমি জল দিয়ে মুখ ধোওয়ার জন্য নীচের দিকে ঝুঁকলাম।

"যাকগে... তোমার বিয়েটা কোথায় হচ্ছে। তোমার মা নিশ্চয়ই নিজের শেষ টাকা-পয়সা খরচ করেও এক বিরাট বড় পার্টি দেবেন।" আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বললাম।

"কোন ফাইভ স্টার হোটেলে হবে নিশ্চয়ই। আমার মা এরপর বহু বছর ধরে লোন শোধ করে চলবেন... কিন্তু আমার বিয়ের দিনে উনি স্টেজটাকে অবশ্যই সোনা দিয়ে মুড়ে দেবেন। তুমি আসবে তো ?"

"আমি ঠিক জানি না।" আমি বললাম।

"জানি না মানে কি ? তুমি সেখানে উপস্থিত না থাকলে সেটা বড়ই অদ্ভূত দেখাবে।"

"আমি ওখানে এসে অপ্রস্তুতে পড়তে চাই না। আর আমি উপস্থিত না থাকলে অদ্ভূত দেখাবে কেন ?"

"বারে! নিজের বিয়েতে যদি বরই উপস্থিত না থাকে, সেটা অদ্ভূত দেখাবে না ?" প্রিয়াঙ্কা বলল।

ওর কথা শুনে আমি এক মুহূর্তের জন্য পাথর হয়ে উঠলাম। আমি নিজের মাথার ভেতরে ওর শেষ বাক্যটাকে বার-বার ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে শুনতে লাগলাম।

"কি ? তুমি এইমাত্র কি বললে ?" আমি প্রশ্ন করলাম।

ও আমার গালে চিমটি কেটে আমাকে ভেংচে উঠে বলল – "কি ? তুমি এইমাত্র কি বললে ?"

আমি পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

"কিন্তু তুমি এটা ভেবো না যে, আমি তোমাকে এত সহজে ছেড়ে দেব। আমার একদিন এয়ার কণ্ডিশনড মারুতী 800 অবশ্যই চাই।" ও এই বলে হেসে উঠল।

"কি ?" আমি বললাম।

"তুমি আমার কথা ঠিকই শুনতে পেয়েছ। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই, শ্যাম।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

ওর কথাগুলো আমার যেন ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। আমার আনন্দে লাফাতে ইচ্ছে হচ্ছিল... কিন্তু আমি কেমন যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে উঠেছিলাম। আমার একই সময়ে কাঁদতে, ওকে বুকে টেনে নিতে আর প্রচণ্ড জোরে হাসতে ইচ্ছে হচ্ছিল... কিন্তু আমার ভেতর থেকে এক পাহারাদার আমাকে সাবধান করে দিচ্ছিল – '*এসব কি ? আমার জীবনটা যতই নারকীয় হোক্ না কেন... আমি কারও করুণা চাই না।*'

"তুমি এসব কি বলছ, প্রিয়াঙ্কা ? তুমি গণেশের জায়গায় আমাকে বেছে নিচ্ছ ? তুমি কি আমার ওপরে করুণা করছ ?"

"নিজের ব্যাপারে চিন্তা করাটা এবার দয়া করে বন্ধ করো তুমি। আমি নিজের জীবনের সব থেকে বড় সিদ্ধান্ত কারো ওপরে করুণা করে নিতে পারি না। আমি এটা নিয়ে অনেক চিন্তা করেছি। গণেশ জীবনে সফল ঠিকই, কিন্তু...।"

"কিন্তু কি ?" আমি বললাম।

"ওর ফোটোয় টাচ-আপ করা ব্যাপারটা আমাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। ও নিজের জোরে জীবনে সাফল্য পেয়েছে... তাহলে আমার কাছে ও মিথ্যে কথা কেন বলল ?"

"টেকো বলে তুমি ওকে বাতিল করে দিচ্ছ ? আমার চুলও কিন্তু পাতলা।" আমি বললাম আর সেটা সত্যিও ছিল। প্রতি বার স্নান করার পর তোয়ালেতে আমার মাথার থেকে বেশী সংখ্যায় চুল দেখতে পাওয়া যায়।

"না, আমি ওকে টেকো বলে বাতিল করছি না। বেশীর ভাগ পুরুষেরই একদিন মাথায় টাক পড়বে... আমি সেটা জানি।" ও আমার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বলল – "ও তোমার থেকে অনেক দিক ভালো হতে পারে... কিন্তু আমার কাছে পরিষ্কার হল, ও আমাকে মিথ্যে কথা বলেছে। আর সেটা ওর চরিত্র সম্বন্ধে আমাকে সন্দিহান করে তুলেছে। আসলে, আমি আমার বাকী জীবনটা এমন কোন লোকের সঙ্গে কাটাতে চাই না, যাকে আমি এখনও ভালো করে চিনি না আর এটাও আমার সিদ্ধান্তের একটা দিক। এছাড়াও আরও একটা বড় কারণ আছে।"

"কি সেটা ?" আমি জানতে চাইলাম।

"সেটা হচ্ছে এই যে, আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি হচ্ছ এই পৃথিবীর একমাত্র পুরুষ, যার সঙ্গে আমি নিজের মিল দেখতে পাই। আর তুমিই হচ্ছ সেই একমাত্র পুরুষ, যে আমার সব দোষ-ত্রুটি জানা সত্ত্বেও এখনও আমাকে সম্পূর্ণ

হৃদয় দিয়ে ভালবাসে।" প্রিয়াঙ্কা কাঁপা গলায় বলল।

আমি কিছুই বললাম না।

ও আবার বলল – "আর যদিও সবাই আমাকে ঠাণ্ডা মেয়ে বলে... কিন্তু আমার ভেতরেও সেন্টিমেন্টাল আর রোমান্টিক দিক আছে। আমি কি সত্যিই টাকা-পয়সার ব্যাপারে চিন্তা করি? না... আমি ফাইভ স্টার হোটেলের পরিবর্তে হাইওয়ের ধারের ধাবাগুলোকে বেশী পছন্দ করব। শ্যাম... আমি আমার মাকে চিনি আর তুমি তবুও বলবে যে, আমি তোমার জন্য চিন্তা করি না?"

"আমি সে কথা কখনো বলিনি।" আমি এই বলে ওর কাঁধ দুটোর ওপরে হাত রাখলাম।

"আমি দুঃখিত, শ্যাম। আমি এত খারাপ যে, আমি তোমাকে টাকা-পয়সা দিয়ে বিচার করেছিলাম।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

ও ফোঁপাতে লাগল। ওর লাল হয়ে ওঠা নাকটা আজ আমার কাছে সব থেকে সুন্দর লাগছিল।

"নিজেকে সামলাও, প্রিয়াঙ্কা।" আমি ওর চোখের জল মুছিয়ে দিলাম।

"শ্যাম! ভেতর থেকে আমি একজন মেয়ে, যে নিজের পছন্দের ছেলের সঙ্গে জীবনে সুখী হতে চায়। তোমার মতই সেও নিজের প্রিয় পুরুষের থেকে প্রচুর ভালবাসা পেতে চায়।"

"ভালবাসা? আমি প্রচুর ভালবাসা পেতে চাই?" আমি বললাম।

"নিশ্চয়ই তুমি চাও। এই জগতের সবাই সেটাই চায়। মজার কথা হচ্ছে এটা যে, আমরা মুখ ফুটে সেটা কখনো বলি না। যদি আমাদের ক্ষিধে লাগে, তাহলে আমরা সবার সামনে চেঁচিয়ে বলি – 'আমার ক্ষিধে পেয়েছে'। আমাদের ক্লান্তি লাগলে আমরা সবার সামনে বলি – 'আমার ঘুম পাচ্ছে।' কিন্তু আমরা এমনটা বলি না – 'আমার আরও কিছুটা ভালবাসার প্রয়োজন।' আমরা এমনটা কেন বলি না, শ্যাম? এটা আমাদের এক জরুরী প্রয়োজন।"

আমি ওর দিকে চেয়ে দেখলাম। ও যখনই এই রকম দার্শনিক লাইনগুলো আওড়ায়... আমি কেন জানি না, ওর প্রতি আরও বেশী করে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। আমার ভেতরের সেই পাহারাদার আবার একবার আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলল – 'দৃঢ় হও!'

"প্রিয়াঙ্কা!"

"বলো।" ও বলল... ও তখনও ফোঁপাচ্ছিল।

"আই লভ্ ফ্রু!"

"আই লভ্ ফ্রু টু!" ও বলল।

"থ্যাঙ্কস্! তবে, প্রিয়াঙ্কা… আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারব না। এমনটা বলার জন্য আমি দুঃখিত… কিন্তু তোমার প্রস্তাবে আমার উত্তর হচ্ছে '*না*'।" আমি বললাম।

"কি?" প্রিয়াঙ্কা বলল। ওর চোখ দুটো আমার কথার প্রতি অবিশ্বাসে বিস্ফারিত হয়ে পড়ল। আমার ভেতরের পাহারাদার ততক্ষনে আমার ওপরে পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে নিয়েছিল।

"না, প্রিয়াঙ্কা… আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারব না। আজ রাত থেকে আমি এক সম্পূর্ণ নতুন মানুষ। আর এই নতুন মানুষটা নতুন করে জীবন গড়ে তুলতে চায় আর নিজের জন্য নতুন সম্মান খুঁজে নিতে চায়। তুমি গণেশকেই বিয়ে করো… ও সত্যিই তোমার উপযুক্ত। তোমার সামনে নতুন জীবন শুরু করার এক ভালো বিকল্প রয়েছে। আমাকে তোমার আর কোন প্রয়োজন নেই। তাই এটাই ভালো।" আমি বললাম।

"আমি তবুও তোমাকেই ভালবাসি, শ্যাম… একমাত্র তোমাকে। প্লীজ এমনটা কোর না তুমি…।" ও এই বলে আমার খুব কাছে চলে এল।

"স্যরি!" আমি তিন পা পেছিয়ে গেলাম – "আমি পারব না। আমি তোমার স্পেয়ার হুইল নই। তুমি আমার কাছে ফিরে এসেছ, তার জন্য আমি তোমার প্রশংসা করি… কিন্তু আমার মনে হয় যে, আমার এবার যাওয়া উচিত।"

ও সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল। আমার ভেতরটা কেমন যেন দুর্বল হয়ে আসতে লাগল… কিন্তু আমার হৃদয় শক্তই ছিল।

"বাই, প্রিয়াঙ্কা!" আমি ওর কাঁধে আস্তে করে চাপড় মেরে সেখান থেকে চলে এলাম।

#37

"তোমার এতক্ষন কিসে দেরী হল?" ক্রম প্রশ্ন করল। ও মেইন্ গেটে বাইক নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করে ছিল। ও আমাকে নিজের হাতঘড়িটা দেখাল, তখন বাজে সকাল 6:59।

"স্যরি! ওয়াটার কুলারের কাছে প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে দেখা হয়ে পড়েছিল।" আমি বাইকের পেছনের সীটে উঠে বসতে-বসতে বললাম।

"আর?" ক্রম বলল।

"কিছুই না। এমনি বিদায় সম্ভাষণ। ওহো হ্যাঁ… ও আমার কাছে ফিরে আসতে চাইছিল – আমাকে বিয়ে করতে চাইছিল। তোমার বিশ্বাস হয়?"

ক্রুম পেছন ফিরে আমার দিকে তাকাল।

"সত্যি ? তা তুমি কি বললে ?"

"আমি মানা করে দিয়েছি।" আমি অত্যন্ত ঠাণ্ডা গলায় বললাম।

"কি ?" ক্রুম বলল।

আমরা যখন কথা বলছিলাম... সেই সময় রাধিকা, এশা আর মিলিটারী আঙ্কল মেইন্ গেট দিয়ে শীতের রোদে বেরিয়ে এল।

"আরে... তোমরা এখনও এখানে ?" রাধিকা বলল।

"শ্যাম এইমাত্র প্রিয়াঙ্কার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে। প্রিয়াঙ্কা শ্যামকে বিয়ে করতে চেয়েছিল... কিন্তু শ্যাম রাজী নয়।"

"কি ?" রাধিকা আর এশা এক সঙ্গে বলে উঠল।

"এ্যাই শোন, আমার জীবনটাকে কিছুটা অন্ততঃ সম্মানজনক করে তুলতে যেটা করা প্রয়োজন ছিল, আমি ঠিক সেটাই করেছি। তোমরা সেটা নিয়ে বেশী চিন্তা কোর না।" আমি বললাম।

ক্যোয়ালিসের ড্রাইভার এসে হর্ন বাজাল।

"আমরা তোমার ব্যাপার নিয়ে মোটেই চিন্তা করছি না। এটা তোমার জীবন – চলো, এশা... যাওয়া যাক।" রাধিকা আমার দিকে এক ঘৃণাভরা দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে বলল। ও এশার দিকে ঘুরল আর ওরা ক্যোয়ালিসের দিকে এগিয়ে চলল।

"প্রিয়াঙ্কা ম্যাডাম কোথায় ? আমাদের দেরী হচ্ছে।" ড্রাইভার বলল।

"ও আসছে। ও ফোনে নিজের মায়ের সঙ্গে কথা বলছে। গণেশের মা-বাবা ব্রেকফাস্টে ওঁদের বাড়ীতে আসছে। প্রিয়াঙ্কার মা ওনাদের জন্য গরমাগরম পরোটা বানাচ্ছেন।" রাধিকা এতটা জোরে বলল, যাতে আমি ওর কথাগুলো শুনতে পাই। পরোটার কথা শুনে আমার ক্ষিধে পেয়ে গেল... কিন্তু আমার মনে হল যে, আমাকে নিশ্চয়ই এই আসরে নিমন্ত্রণ জানানো হবে না।

"সব দেখে-শুনে আমার এমনটা মনে হচ্ছে, যেন ওদের দুটো পরিবার পরস্পরের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে।" ক্রুম বলল। ও বাইক স্টার্ট করার আগে একটা সিগারেট জ্বালিয়ে দ্রুত কয়েকটা টান মেরে নিল।

ড্রাইভার ক্যোয়ালিস স্টার্ট করল। এশা আর রাধিকা মাঝের সীটে বসল আর মিলিটারী আঙ্কল যথারীতি পেছনের সীটে।

প্রিয়াঙ্কা ছুটতে-ছুটতে এল। ও আমার অস্তিত্বকে এড়িয়ে গেল আর সোজা ক্যোয়ালিসের সামনের সীটে গিয়ে বসে পড়ল। ড্রাইভার ক্যোয়ালিস ঘোরালে গাড়ীর পেছন দিকটা আমাদের চোখের সামনে ছিল।

ক্যোয়ালিস চলতে শুরু করলে মিলিটারী আঙ্কল জানলা দিয়ে বাইরের দিকে

তাকিয়ে কিছু একটা বললেন। আমি শুধু ওনার ঠোঁট নড়াটা দেখতে পেলাম। আমার মনে হল, উনি আমার উদ্দেশ্যে বলছেন – "মূর্খ পাঁঠা কোথাকার...।"

আমি কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার আগেই ক্যোয়ালিস আমার দৃষ্টির বাইরে চলে গেছিল।

ক্রুম নিজের সিগারেট নিভিয়ে দিল।

"সত্যিই আমি একটা মূর্খ পাঁঠা... আমি ওকে চলে যেতে দিলাম।" আমি বললাম।

"ক... কি?" ক্রুম মাথায় হেলমেট লাগাতে-লাগাতে বলল।

"তোমার কি মনে হয় যে, আমি সত্যিই বোকা?"

"সেটা তুমিই ভালো বলতে পারবে।" ক্রুম বাইকটাকে টানতে-টানতে এগিয়ে নিয়ে গেল।

"ক্রুম, আমি কি করে বসলাম? ও যদি বাড়ী পৌঁছে গণেশের পরিবারের লোকেদের সঙ্গে বসে পরোটা খায়, তাহলে সব কিছু শেষ হয়ে পড়বে। আমি সত্যিই একটা গাধা!" আমি লাফিয়ে বাইকের পেছনের সীটে উঠে বসতে-বসতে বললাম।

"বেশী নাচানাচি কোর না। আমাকে ঠিক ভাবে চালাতে দাও।" ক্রুম কিক্ প্যাডেলে পা রাখতে-রাখতে বলল।

"ক্রুম, আমাদের ক্যোয়ালিসকে ধরতে হবে। তুমি কি জোরে চালিয়ে ওটাকে ধরতে পারবে?"

ক্রুম মাথা থেকে হেলমেট খুলে ফেলে হাসল।

"তুমি কি আমাকে অপমান করছ? তুমি কি ভাবছ যে, আমি ঐ গাড়ীটাকে ধরতে পারব না। আমি তোমার কথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছি।"

"ক্রুম! প্লীজ, বাইক চালাও।" আমি ওর কাঁধে চাপড় মেরে বললাম।

"না, তার আগে আমার ড্রাইভিং যোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ করার জন্য ক্ষমা চাও।"

"আমি দুঃখিত, বস্... আমি সত্যিই দুঃখিত!" আমি হাত জোড় করে বললাম – "এবার চালাও, শ্যুমাচার।"

ক্রুম বাইক স্টার্ট করল। কয়েক সেকেণ্ডের ভেতরে আমরা কল সেন্টারের বাইরে ছিলাম। সকাল হয়ে পড়ায় মেইন্ রোডে ভালোই ট্রাফিক ছিল। ক্রুম তবুও ঘণ্টায় 90 কিমি স্পীডে বাইক ছোটাল। আমরা বেশ কিছু গাড়ী, স্কুটার, অটো, স্কুল বাস আর নিউজপেপার হকারদের সাইকেলকে পাশ কাটিয়ে দিল্লীর রাস্তায় চলে এলাম।

এর চার মিনিট পরে, আমি কিছুটা দূরে একটা সাদা রং-য়ের ক্যোয়ালিসকে দেখতে পেলাম।

"ওটাই নিশ্চয়ই সেটা।" আমি আঙুল দিয়ে ইশারা করে বললাম।

ক্রুম এগোতেই এক পাল ছাগল রাস্তা পার করার জন্য রাস্তায় উঠে এল। ওরা সংখ্যায় 15-টা ছিল আর ওরা আমাদের রাস্তা আটকাচ্ছিল।

"ওফ্ হো... এগুলো আবার কোথেকে এসে হাজির হল?" আমি বলে উঠলাম।

"গুড়গাঁও কিছুদিন আগে পর্যন্তও গ্রাম ছিল; হয়তো ছাগলগুলোই আমাদের প্রশ্ন করছে যে, আমরা কোথা এসে এসেছি?" ক্রুম বলল।

"বাজে কথা বন্ধ করো আর কিছু একটা করো।" আমি বললাম।

ক্রুম বাইক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল... কিন্তু বাইক একটা ছাগলের শিং-য়ের সঙ্গে ধাক্কা খেল। ক্রুম ভাবল রাস্তার ডান দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে... কিন্তু সেদিক দিয়ে প্রচুর সংখ্যায় ট্রাক আসছিল।

"এখন একটাই বিকল্প খোলা আছে।" ক্রুম হেলমেটের ভেতর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

"ক... কি?" আমি বলার আগেই ক্রুম বাইককে রোড ডিভাইডারের ওপরে তুলে দিয়েছিল।

"তুমি কি ক্ষেপে গেছ?" আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

"আমি নয়... তুমিই ক্ষেপে গিয়ে ওকে চলে যেতে দিয়েছিলে।" ক্রুম রোড ডিভাইডারের ওপর দিয়ে বাইক চালাতে লাগল। ছাগলগুলো আর অন্যান্য গাড়ীর লোকেরা আমাদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। ক্রুম বেশ কয়েকটা স্ট্রীট লাইটকেও পাশ কাটিয়ে গেল... যতক্ষন না আমরা ছাগলের পালকে পার করে যাচ্ছি। আবার একবার রাস্তায় নেমে আসার পরে ক্রুম বাইকের স্পীড ঘন্টায় 100 কিমি করে দিল। এক মিনিট পরে, এক রেডলাইটে আমরা ক্যোয়ালিসকে ধরে ফেললাম। আমি বাইক থেকে নেমে ক্যোয়ালিসের সামনের জানলায় টোকা মারলাম। প্রিয়াঙ্কা অন্য দিকে তাকিয়ে রইল। এবার আমি হাতের পাতা দিয়ে কাঁচের ওপরে জোরে চাপড় মারলাম।

ও জানলা খুলল – "কি চাই? আমি কিছু কিনতে চাই না।" প্রিয়াঙ্কা বলল, আমি যেন রাস্তার ধারের ফেরিওয়ালা।

"আমি একটা বোকা।" আমি বললাম।

"তো?" প্রিয়াঙ্কা বলল।

ক্যোয়ালিসের সবাই আমাকে দেখার জন্য জানলা খুলে নিল।

"আমি একটা গাধা। আমি এক বোকা আর পাগল। প্লীজ প্রিয়াঙ্কা... আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।"

"সত্যি ? তাহলে সেই লোকটার কি হবে, যে সম্মান চায় ?" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"আমি কি বলেছি, আমি জানি না। শুধু সম্মান নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাব ? আমি তো সেটাকে পকেটে পুরে ঘুরতে পারব না।" আমি বললাম।

"তাহলে তুমি আমাকে নিজের পকেটে পুরে ঘুরে বেড়াতে চাও ?" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"তুমি ইতিমধ্যেই আমার সব পকেটে রয়েছ – আমার জীবনের... আমার হৃদয়ের... আমার মনের... আমার আত্মার – প্লীজ, ফিরে এসো। ফিরে আসবে কি ?" সিগন্যালের লাল আলো হলুদ হয়ে পড়ায় আমি বললাম।

"হুম্ম্... ম্! দেখা যাক।" প্রিয়াঙ্কা বলল।

"প্রিয়াঙ্কা! প্লীজ, তাড়াতাড়ি উত্তর দাও।"

"আমি জানি না। আমাকে ভাবতে দাও। পরের রেডলাইটে আমার সঙ্গে দেখা করো... ও.কে. ? চলুন, ড্রাইভার জী!" ট্রাফিক সিগন্যাল সবুজ হতে ও বলল। ক্যোয়ালিসের ড্রাইভার প্রচণ্ড স্পীডে গাড়ী এগিয়ে নিয়ে গেল... যেন ও-ও আমার অবস্থায় মজা পাচ্ছিল।

"ও কি বলল ?" আমি বাইকের কাছে ফিরে এলে ক্রম জানতে চাইল।

"ও পরের রেডলাইটে নিজের সিদ্ধান্ত জানাবে... চলো।"

পরের রেডলাইটে একটা ছোট ট্রাফিক জাম ছিল। আমি বাইক থেকে নেমে এলাম আর ছুটে কয়েকটা গাড়ীকে পার করে ক্যোয়ালিসের কাছে এসে পৌঁছলাম। আমি আবার একবার জানলায় টোকা মারলাম। কিন্তু গাড়ীতে প্রিয়াঙ্কা ছিল না।

"প্রিয়াঙ্কা কোথায় ?" আমি ড্রাইভারকে প্রশ্ন করলে ও নিজের কাঁধ ঝাঁকাল।

আমি ক্যোয়ালিসের ভেতরটা ভালো করে দেখলাম। রাধিকা আর এশাও নিজেদের কাঁধ ঝাঁকাল; প্রিয়াঙ্কা সেখানে ছিল না।

হঠাৎ কেউ একজন পেছন থেকে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল।

"আমি তো আগেই বলেছি যে, আমাদের কিছু কেনার নেই। তবুও তুমি আমাদের বিরক্ত কেন করছ ?"

আমি পেছন ফিরলে প্রিয়াঙ্কাকে দেখতে পেলাম।

"আমি জানি না যে, আমি ওয়াটার কুলারের কাছে কি করছিলাম।" আমি বললাম।

"চুপ করো আর আমাকে জড়িয়ে ধরো।" প্রিয়াঙ্কা নিজের দুটো হাত দু পাশে ছড়িয়ে দিয়ে বলল।

আমাদের চার চোখের মিলন হল আর আমি যদিও মুখে অনেক কিছু বলতে

চাইছিলাম... আমাদের চারটে চোখই সব কথা বলে দিল। আমি কয়েক সেকেণ্ড ওকে নিজের বুকে জড়িয়ে রাখলাম আর তারপর ও আমাকে কিস্ করল। আমার দুজনের ঠোঁট পরস্পরের সঙ্গে কিছুক্ষন পর্যন্ত চিপ্‌কে রইল। ট্রাফিক জ্যামে ফেঁসে থাকা লোকেরা আমাদের দিকে তাকিয়ে মর্ণিং শো-র মজা উপভোগ করতে লাগল। রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে কিস্ করাটা আমাকে অত্যন্ত অপ্রস্তুতে ফেলে দিচ্ছিল... কিন্তু আমি নিজেকে ওর থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে আসতে পারছিলাম না। আমরা দীর্ঘ 6 মাস পরে একে-অপরকে কিস্ করছিলাম। ক্রুম আর ক্যোয়ালিসের অন্যান্য আমাদের ঘিরে দাঁড়াল। শীঘ্রই, ওরা শিষ দিতে আর তালি বাজাতে শুরু করে দিল। রাস্তার গাড়ীগুলো শিষ আর তালির তালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হর্ন বাজাতে লাগল। কিন্তু আমি কিছুই শুনতে বা দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমি শুধু প্রিয়াঙ্কাকে দেখতে পাচ্ছিলাম আর শুধু নিজের অন্তরাত্মার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম, যেটা বলছিল – *'ওকে কিস্ করো... কিস্ করো... আরও কিস্-করো!'*

#38

বন্ধুরা! এই হল সেই রাতের পুরো ঘটনা আর এর সঙ্গেই আমার কাহিনীও এখানেই শেষ হল। আমরা কেউই এটা জানতাম না যে, ভবিষ্যতে কখন কি ভাবে আর কেমন ঘটনা ঘটবে। আর কিছুটা এখনও জানি না। এটাই হচ্ছে জীবন – অনিশ্চিত... কিন্তু মজার। এবার আমি আপনাদের এটা জানাচ্ছি যে, সেই রাতের এক মাস পরে আমরা কোথায় ছিলাম। ক্রুম আর আমি বক্সীর দেওয়া টাকার ওপরে ভর করে এই ওয়েবসাইট ডিজাইনিং কোম্পানী শুরু করেছিলাম। আমরা আমাদের কোম্পানীর নাম দিয়েছিলাম – *'ম্যাক শীপ ওয়েব ডিজাইন কোম্পানী।'* এক মাসে, আমরা মাত্র একটা লোকাল অর্ডার পেয়েছিলাম। এখনও পর্যন্ত আমরা কোন আন্তর্জাতিক অর্ডার পাইনি... কিন্তু আমরা হাল ছেড়ে দিইনি।

এশা মডেল হওয়ার স্বপ্ন দেখা ছেড়ে দিয়েছে আর ও এখনও কল সেন্টারেই কাজ করে চলেছে। অবশ্য ও দিনের বেলায় এক NGO-র সঙ্গে কাজ করে। ওর কাজটা হচ্ছে কর্পোরেটদের থেকে চাঁদা তোলা। আমি শুনেছি যে, ও ভালোই কাজ করছে। আমার মনে হয় যে, যখন কোন সেক্সী যুবতী কোন মহৎ কাজের জন্য পুরুষ এক্সিকিউটিভদের কাছে চাঁদা চাইতে যায়... তখন পুরুষ এক্সিকিউটিভরা 'না' বলতে পারে না। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ এক্সিকিউটিভই চেক্ সই করার সময় হয়তো এশার নাভি-আংটির দিকে চেয়ে থাকে। এছাড়াও, ক্রুম এশাকে পরের

সপ্তাহে এক কফি সেমি-ডেট (সেমির অর্থ যাই হোক্ না কেন)-তে আমন্ত্রণ জানিয়েছে আর এশাও আসতে রাজী হয়েছে।

মিলিটারী আঙ্কল আমেরিকা যাওয়ার ভিসা পেয়ে গেছেন আর উনি নিজের ছেলের সঙ্গে মিটমাট করতে আমেরিকা চলে গেছেন। উনি এখনও ফিরে আসেননি, তার মানে ওনাদের মধ্যে সমঝোতা হয়ে গেছে। রাধিকা নিজের স্বামীর সঙ্গে ডিভোর্স কেস লড়ছে আর ও এখন এশার সঙ্গে থাকে। ও কয়েক দিনের জন্য নিজের মা-বাবার কাছ থেকে ঘুরে আসার প্ল্যানও বানাচ্ছে। অনুজ ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে... কিন্তু রাধিকা অনুজকে ক্ষমা করার মুডে নেই।

প্রিয়াঙ্কাও কনেকশনে কাজ করছে... কিন্তু 6 মাসের মধ্যে ও এক বছরের বি-এড কোর্স করার জন্য কলেজ জয়েন করবে। আমরা আমাদের বিয়েটাকে অন্ততঃ পক্ষে 2 বছর পেছিয়ে দিয়েছি। আপততঃ, আমরা প্রায়ই মিলিত হই... কিন্তু আমাদের প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের কেরিয়ার। প্রিয়াঙ্কা গণেশকে বিয়ে করতে রাজী না হওয়ায় ওর মা তিন বার হার্ট এ্যাটাক হওয়ার ভান করেছিলেন... কিন্তু প্রিয়াঙ্কা গণেশের ফাইলটাকে বরাবরের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে।

সুতরাং, আমাদের সময় এই ভাবেই কেটে যাচ্ছে। একজন ব্যক্তি হিসেবে, আমি নিজেকে এখনও সেই আগের মতই অনুভব করি... তবে, কিছুটা পার্থক্য অবশ্যই *এসেছে*। এর আগে আমি নিজেকে '*অকর্মার ঢেঁকি*' বলেই মনে করতাম... কিন্তু সেটা সত্যি নয়। যতই হোক্, আমি এক *কল সেন্টারে* বেশ কিছু লোকের চাকরী বাঁচিয়ে নিয়েছি, আমাদের খারাপ বস্‌কে উচিত শিক্ষা দিয়েছি, নিজের আলাদা কোম্পানী শুরু করেছি, প্রেমের বাজারে এক NRI পাত্রকে পেছনে ফেলে দিয়েছি আর এখন আমি একটা পুরো বই-ও লিখে ফেলেছি। এর *অর্থ* হচ্ছে : (i) আমি সত্যিই যা চাই, সেটা আমি করতে পারি, (ii) *ঈশ্বর সর্বদা* আমার পাশে আছেন এবং (iii) আমার ভেতর থেকে সেই হেরে যাওয়া শ্যামের অস্তিত্বটা এখন শেষ হয়ে পড়েছে।

উপসংহার

“বাহ!” আমি বললাম – “সত্যিই দারুণ কাহিনী।” যুবতী মাথা নাড়ল আর নিজের জলের বোতল থেকে এক চুমুক জল গলায় ঢেলে নিল। চলন্ত ট্রেনে জল খাওয়ার সময় যাতে জল জামা-কাপড়ে না পড়ে... সেজন্য যুবতী জলের বোতলটাকে শক্ত করে চেপে ধরে রেখেছিল।

“ধন্যবাদ!” আমি বললাম – “আপনার কাহিনী রাতটাকে খুব তাড়াতাড়ি পার করে দিল।”

আমি ঘড়িতে সময় দেখলাম, সকাল প্রায় সাতটা বাজতে চলেছিল। আমাদের সফরও প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। দিল্লী আর এক ঘন্টার মত সফর ছিল। ট্রেনটা সারাটা রাত প্রচণ্ড গতিতে ছুটেছে আর আমি দিকচক্রবালে এক গেরুয়া আভা দেখতে পাচ্ছিলাম।

“গল্পটা তাহলে আপনার পছন্দ হয়েছে?”

“হ্যাঁ... বেশ মজার কাহিনী। তার সাথে-সাথে কাহিনীটা আমাকে চিন্তা করতেও বাধ্য করে তুলেছে। আমিও নিজের ব্যক্তিগত জীবনে আর কর্মক্ষেত্রে একবার শ্যামের মতই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলাম। আমি যদি সেই সময় এই গল্পটা জানতাম, তাহলে ভালো হত। তাহলে হয়তো আমি সব কিছু অন্য ভাবে করতে পারতাম অথবা আমাকে এতটা খারাপ অনুভব করতে হত না।”

“আপনি ঠিকই বলেছেন। এই গল্পটা হচ্ছে সেই সব অত্যন্ত বিরল গল্পগুলোর মধ্যে একটা... যেটার মধ্যে মজাও আছে, আবার যেটা আপনাকে সহায়তাও করবে। আর এজন্যই আমি আপনাকে এটার ওপরে বই লিখতে বলেছি। আপনি কি এটার ওপরে বই লিখতে প্রস্তুত?” যুবতী জলের বোতলের ছিপি আটকাতে-আটকাতে বলল।

“আশা করি, আপনার মনের ইচ্ছে পূরণ হবে। তবে, তার জন্য সময় লাগবে।” আমি বললাম।

“সময় নিন। আমি আপনাকে সকল চরিত্রের সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য দেব। আপনি যখন ইচ্ছে হবে, ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আচ্ছা, আপনি কার মুখ দিয়ে গল্পটা লোকেদের শোনাবেন?”

“শ্যাম! আমি আগেই বলেছি যে, শ্যামের চরিত্র আর গল্প অনেকটা আমার সঙ্গে মেলে। আমি ওকে অনেকটা নিজের কাছাকাছি পাই, আমারও ওর মত সমস্যা হয়েছিল। সেটা হচ্ছে আমার জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক।”

“সত্যি? বেশ মজার ব্যাপার তো?” যুবতী বলল – “এটা সত্যি যে, আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনে একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক আছে... সেটা হচ্ছে এমন কিছু, যেটাকে আমরা ঠিক পছন্দ করি না... এমন কিছু, যেটা আমাদেরকে রাগিয়ে তোলে

বা এমন কিছু, যেটা আমরা নিজেদের জীবনে বদলাতে চাই। পার্থক্য হচ্ছে শুধু এটা যে, আমরা সেটার মোকাবিলা কি ভাবে করতে পছন্দ করব ?''

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম। ট্রেনটা এক স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে চলেছিল। কয়েক মিনিট আমরা দুজনেই চুপ করে থাকার পর আমি নীরবতা ভঙ্গ করলাম।

"শুনুন! এই গল্পে একটা জিনিষ এমন আছে, যেটা পাঠকেরা হয়তো খুব একটা পছন্দ করবে না।"

"কি ?"

"ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন।"

যুবতী মুচকি হাসল।

"কেন ? এতে এমন কি হয়েছে ?"

"হয়তো কিছু লোক এজন্য বইটা কিনবে না। যে কোন গল্পেই একটা বাস্তবতা থাকা উচিত। পাঠকেরা সব সময় এমনটা বলে – আমাদের এটা বলুন যে, আসলে কি হয়েছিল ? সুতরাং সেদিক থেকে বিচার করলে, ঈশ্বরের ফোন আসাটা কতটা যুক্তিযুক্ত হবে ?"

"কেন ? আপনার কি মনে হয় না যে, এমনটা হতে পারে ?" যুবতী নিজের সীটে নড়ে-চড়ে বসে বলল। ওর গায়ের ওপরের কম্বলটা সরে যেতে একটা বই দেখতে পাওয়া গেল... যেটা আমি এতক্ষন লক্ষ্য করিনি।

"আমি ঠিক জানি না। তবে এমনটা খুব বেশী ঘটে না। আমি বলতে চাইছি যে, সব কিছুরই একটা যুক্তিযুক্ত, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাকা উচিত।"

"সত্যি ? আমাদের জীবনের সব কিছুই কি সেই ব্যাখ্যা মেনে হয়।"

"আমার তো অন্ততঃ তেমনই মনে হয়।"

"দেখুন! আপনি এখুনি বললেন যে, কোন এক অজ্ঞাত কারণে আপনি নিজেকে শ্যামের অনেক কাছাকাছি দেখতে পান। এর পেছনে বৈজ্ঞানিক আর যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা কি হতে পারে ?"

আমি কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলাম... কিন্তু তেমন কোন উপযুক্ত উত্তর খুঁজে পেলাম না।

যুবতী উত্তরের আশায় আমার দিকে তাকিয়ে ছিল।

"দেখুন... একটু বোঝার চেষ্টা করুন।" আমি বললাম – "ঈশ্বরের ফোন বেশী সংখ্যায় আসে না। আমি সেটা কি করে লিখব ?"

"ঠিক আছে... শুনুন! আমি আপনাকে ঈশ্বরের ফোন-য়ের একটা বিকল্প দিচ্ছি। এক যুক্তিযুক্ত বিকল্প... ঠিক আছে ?" ও নিজের জলের বোতলটা এক পাশে সরিয়ে রেখে বলল।

"কি বিকল্প ?" আমি জানতে চাইলাম।

"আসুন, একটু পেছনের দিকে সরে যাওয়া যাক। ওদের গাড়ী এক গভীর গর্তে পড়ে গেছিল। এই ব্যাপারটায় আপনার কোন আপত্তি নেই তো ?"

"না... এতে আমার কোন আপত্তি নেই।"

"আর তারপর ওরা এমনটা অনুভব করল যে, ওদের শেষ সময় এসে উপস্থিত হয়েছে। জীবনের আর কোন আশাই নেই... ঠিক আছে ?"

"ঠিক আছে।" আমি বললাম।

"ও.কে!" যুবতী বলে চলল – "ঠিক সেই মুহূর্তে মিলিটারী আঙ্কল বলে উঠলেন – "আমি দেখছি যে, তোমরা এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পড়ে গেছ... তাই আমার মনে হল যে, এবার আমার হস্তক্ষেপ করা উচিত আর তোমাদের কিছু পরামর্শ দেওয়া উচিত।"

"এই কথাগুলোই তো ঈশ্বর বলেছিলেন।" আমি বললাম।

"ঠিক। আর তারপর থেকে ঈশ্বর যা-যা বলেছিলেন, আপনি সেগুলোকে মিলিটারী আঙ্কলের মুখ দিয়ে বলাতে পারেন। উনি ওদেরকে সফলতা, অন্তরাত্মার আওয়াজ ইত্যাদি বিষয়ে বলেছিলেন।"

"এমনটা কি বাস্তবে ঘটেছিল।" আমি প্রশ্ন করলাম।

"আমি কিন্তু তেমনটা বলিনি। আমি শুধু এটুকু বলেছি যে, আপনার সামনে এই বিকল্প পথটা খোলা রয়েছে... যাতে সব কিছুকে আরও বেশী যুক্তিযুক্ত, আরও বেশী বৈজ্ঞানিক বলে মনে হয়। আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন তো ?"

"হ্যাঁ!" আমি বললাম।

"তাহলে এবার আপনি এটা বেছে নিন যে, মূল গল্পে আপনি কোন্ বিকল্পটাকে বেছে নিতে চাইবেন। যতই হোক্, এটা আপনার লেখা গল্প হবে।"

আমি মাথা নাড়লাম।

"কিন্তু আমি কি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি ?"

"অবশ্যই পারেন।" আমি বললাম।

"দুটোর মধ্যে কোনটা ভালো বিকল্প ?"

আমি এক মুহূর্ত চিন্তা করলাম।

"ঈশ্বরের বিকল্পটা।" আমি বললাম।

"ঠিক আমাদের জীবনের মত। সেটা যুক্তিযুক্ত হোক্ বা না হোক্... জীবনে ঈশ্বরের অনুভূতি থাকলে জীবন ভালো হয়ে ওঠে।"

আমি ওর কথাগুলো নিয়ে কয়েক মিনিট ধরে চিন্তা করলাম। সেই সময়টা ও চুপ করে রইল। আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। ঊষার প্রথম আলোয় ওকে আরও সুন্দরী দেখাচ্ছিল।

"ওহো... মনে হচ্ছে, দিল্লী এসে গেছে।" যুবতী বাইরে তাকিয়ে বলল। চায়ের ক্ষেত শেষ হয়ে গেছিল আর আমরা দিল্লীর সীমায় অবস্থিত গ্রামের বাড়ীগুলোকে দেখতে পাচ্ছিলাম।

"হ্যাঁ... আমাদের সফর শেষ।" আমি বললাম – "সব কিছুর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ... আচ্ছা, আপনি কি এশা ?" আমি উঠে দাঁড়িয়ে ওর দিকে হাত বাড়িয়ে ধরলাম।

"এশা ? এমনটা আপনার কেন মনে হল ?"

"কারণ আপনি দেখতে অত্যন্ত সুন্দরী।"

"ধন্যবাদ!" যুবতী হেসে উঠে বলল – "কিন্তু দুঃখিত... আমি এশা নই।"

"তাহলে ? প্রিয়াঙ্কা ?" আমি বললাম।

"না।"

"রাধিকা।"

"না, আমি রাধিকাও নই।" যুবতী বলল।

"তাহলে... আপনি কে ?"

ও শুধু মুচকি হাসল।

এইবার আমার মাথা ঘুরে উঠল। ও এক যুবতী... ও পুরো গল্পটাই জানে। কিন্তু ও এশা, প্রিয়াঙ্কা বা রাধিকা... কোনটাই নয়। তার মানে আর মাত্র একটা বিকল্প রয়েছে।

"তাহলে... তার মানে – হে ঈশ্বর!" আমার গোটা শরীরটা প্রচণ্ড জোরে নাড়া খেল আর আমি সন্তুলন বজায় রাখতে না পেরে নীচে পড়ে গেলাম। সেই যুবতীর মুখটা ক্রমশঃ উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল এবং সূর্যের উজ্জ্বল কিরণ আমাদের কম্পার্টমেন্টে ঢুকে এল।

আমি ওর দিকে তাকালে ও মুচকি হাসল। ওর ঠিক পাশেই একটা খোলা বই পড়েছিল... এক পবিত্র পুস্তকের বাংলা অনুবাদ। আমার চোখ দুটো বইটার খোলা পাতাটার কয়েকটা লাইনের ওপরে নিবদ্ধ হয়ে পড়ল।

"সর্বদা আমার কথা চিন্তা করো, আমার ভক্ত হয়ে ওঠো, আমাকে পুজো করো আর আমার প্রতি নিজের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন করো। এই ভাবে তুমি নিশ্চিত রূপে আমার কাছ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে। আমি তোমাকে এমন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি... কারণ তুমি হচ্ছ আমার প্রিয় বন্ধু।"

"কি!" আমার মাথাটা প্রচণ্ড ঘুরে উঠল। হয়তো সারাটা রাত না ঘুমোবার কারণেই এমনটা হচ্ছিল। যুবতী কিন্তু হেসেই চলল। ও নিজের একটা হাত আমার মাথার ওপরে রাখল।

"আমি বুঝতে পারছি না। ঠিক এই মুহূর্তে আমার কি বলা উচিত ?" আমি বলে উঠলাম... আমার চার পাশে ঘন অন্ধকার ছেয়ে আসছিল।

এক অদ্ভুত ক্লান্তি আমাকে ঘিরে ধরল আর আমি ধীরে-ধীরে নিজের চোখ বন্ধ করে নিলাম।

আমি যখন চোখ খুললাম, তখন ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়েছিল আর আমি ট্রেনের মেঝেতে হাঁটু মুড়ে আর মাথা নীচের দিকে করে বসে ছিলাম। ট্রেন দিল্লী স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিল। কুলিদের চিৎকার, চা ওয়ালাদের চেঁচামেচি আর যাত্রীদের কলরব আমার কানে ভেসে এল। আমি ধীরে মাথা তুলে যুবতীর সীটের দিকে তাকালাম – কিন্তু ও চলে গেছিল।

"স্যার! আপনি কি নিজে-নিজেই নামতে পারবেন, না কি আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হবে।" একজন কুলি আমার কাঁধে টোকা মেরে প্রশ্ন করল।

★★★